

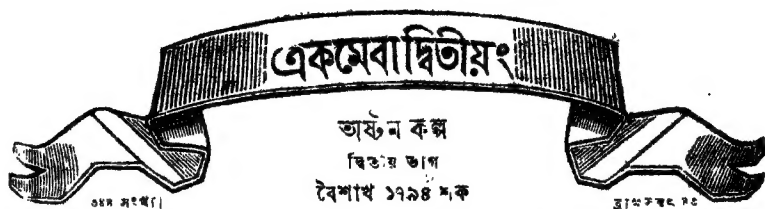


# স্ববোধিনী পত্রিকার অর্ধ বর্ষের দ্বিতীয় ভাগের মূচী পত্র ১.

বৈশাখ ১৪৪৪ সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	
মৃত্যু বৎসর	১	ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজ	২৫
খরোপদেশ	২	ভূতাবলীর আত্মাত্মিক উন্নতি	২২
নিবিল বিবাহের প্রাক্তন	৪	পারলীক ধর্ম	১০৩
বৈশাখিক মন্ত	৭	কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ	১০৪
লাহোরের সংস্কার	১০	জগৎ রক্তাক্ত	১০৫
চন্দ্রনগর ছাত্র সাংসদিক ব্রাহ্মসমাজ	১০	Selection	১০৬
সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি	১৩	সংবাদ	১০৭
মৃত্যু পুস্তক	১৪	কার্তিক ১৫০ সংখ্যা	
Opinion on the Marriage Bill	১৫	ব্রাহ্মধর্ম	১০৯
জ্যৈষ্ঠ ১৪৫ সংখ্যা		উপদেশ	১১০
বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৭	ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মধর্ম	১১২
ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উপদেশ	২৩	হিন্দুধর্মের ইতিহাস	১১৪
ব্রহ্মোপাসনা	২৭	শ্রীকালিঙ্গের জীবন চরিত	১১৭
সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি	৩১	কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ	১২০
জগৎ রক্তাক্ত	৩৫	জগৎ রক্তাক্ত	১২১
The true character of the	৩৬	Review	১২২
adi Brahmo Somaj	৩৮	অগ্রহায়ণ ১৫১ সংখ্যা	
The civil marriage bill	৪৪	কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাংসদিক	
ব্রাহ্মবোধিনী মন্তা		ব্রহ্মোপাসনা	১২৫
আষাঢ় ১৪৬ সংখ্যা		ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান	১২৭
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা	৪৫	কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ	১৩৮
নবের একাধতা সাধন	৪৮	Reminiscences of Ram Mohun Roy	১৩৯
সাংসদিক উন্নতি ও পরিবর্তন	৫৫	পৌষ ১৪৭ সংখ্যা	
জগৎ রক্তাক্ত	৫৯	কালনা	১৪৫
The elatus	৬৩	ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান	১৪৮
৭৪৭	৬৩	সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি	১৫৪
শ্রাবণ ১৪৭ সংখ্যা		জগৎ রক্তাক্ত	১৫৮
একাদশ	৬১	মাঘ ১৫৩ সংখ্যা	
নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৬২	উপদেশ	১৬১
আত্মধর্ম	৬৪	ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান	১৬৩
জগৎ রক্তাক্ত	৬৮	কংকূচের জীবন চরিত	১৭০
পত্র	৭০	জগৎ রক্তাক্ত	১৭৩
অবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভূতি	৭৪	Reminiscences of Ram Mohun Roy	১৭৪
ভাদ্র ১৪৮ সংখ্যা		সমালোচন	১৭৫
উপদেশ	৭৭	ফাল্গুন ১৫৪ সংখ্যা	
বৈশাখিক মন্ত	৭৯	খ্রিষ্টাব্দে সাংসদিক ব্রাহ্মসমাজ	১৭৭
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ	৮২	প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র	১৮৪
ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞান নিবেদন	৮৫	খাদ্য ও ভোজন পাত্র	১৮৭
জগৎ রক্তাক্ত	৮৩	সংবাদ	১৯১
পত্র	৮৬	চৈত্র ১৫৫ সংখ্যা	
Letter to Miss F. P. Cobbe	৮৭	উপদেশ	১৯৩
Reply of Miss Cobbe	৯১	নবের একাধতা সাধন	১৯৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৯১	খাদ্য ও ভোজন পাত্র	২০০
সংবাদ	৯২	কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ	২০২
আশ্বিন ১৪৯ সংখ্যা		ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান	২০৩
ব্রাহ্ম	৯৩	সংবাদ	২০৬
উপদেশ	৯৪		

## ১. আকারাদি বর্ণক্রমে অক্ষর ক্রমের দ্বিতীয় ভাগের সূচী পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা		সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আত্মসমর্পণ ...	৩৭৭	৬৪	বর্ষ-পেব ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৩৪৫ ...	৩৭	
ঈশ্বরের প্রতি দ্বন্দ্ব দিবস ...	৩৪৮	৮২	ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উপদেশ ...	২৩	
উপদেশ ...	৩৪৮	৭৭	ব্রহ্মোপাসনা ...	২৭	
উপদেশ ...	৩৪৯	২৪	ব্রহ্মসমাজ ...	৬১	
উপদেশ ...	৩৫০	১১০	ব্রহ্ম-সমাজ ...	২৩	
উপদেশ ...	৩৫৩	১৬১	ব্রাহ্মবোধিনী সভা ...	৪৪	
উপদেশ ...	৩৫৫	১২৩	ব্রাহ্মধর্ম ...	১০৯	
হৃৎকুচের জীবন চরিত ...	৩৫৩	১০০	ব্রাহ্মধর্মের উদারতা ...	১৪৩	
কৃতজ্ঞতা আকার ...	৩৪৮	২১	ব্রাহ্মধর্মের অমর্ত্যতা ...	২০৩	
কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাংঘ্যসম্বন্ধ			বৈদান্তিক মত ...	৭	
ব্রহ্মোপাসনা ...	৩৫১	১২৫	বৈদান্তিক মত ...	৭৯	
কালনা পঞ্চম সাংঘ্যসম্বন্ধ			শাক্যসিংহের জীবন চরিত ...	১১৭	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৫২	১৪১	সম্মাদ ...	৫৯	
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ ...	৩৪৮	৮২	সম্মাদ ...	৯২	
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ ...	৩৪৯	১০৪	সম্মাদ ...	১০৭	
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ ...	৩৫০	১২০	সম্মাদ ...	১২১	
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ ...	৩৫১	১৩৮	সম্মাদ ...	২০৬	
কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ ...	৩৫৫	২০২	সম্মাদ ...	২০৬	
কলমনার দ্বাদশ সাংঘ্যসম্বন্ধ			সম্মাদ ...	২০৬	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৪৪	১০	সম্মাদ ...	২০৬	
তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ...	৩৫১	১২৭	সম্মাদ ...	২০৬	
তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ...	৩৫২	১৪৮	সম্মাদ ...	২০৬	
তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ...	৩৫৩	১৬৫	সম্মাদ ...	২০৬	
জিহ্বারিংস সাংঘ্যসম্বন্ধ			সম্মাদ ...	২০৬	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৫৪	১৭৭	সম্মাদ ...	২০৬	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৫৪	২	সম্মাদ ...	২০৬	
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের			Opinion on the		
প্রথম বক্তৃতা ...	৩৪৬	৪৭	Marriage Bill ...	৩৪৩	১৪
নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	৩৪৭	৬২	The true character of the		
নৃতন বৎসর ...	৩৪৮	১	adi Brahma Somaj ...	৩৪৫	৩৩
নৃতন পুস্তক ...	৩৪৮	১৪	The civil marriage bill ...	৩৪৫	৩৮
পত্র ...	৩৪৭	৭০	The claims of the adi		
পত্র ...	৩৪৮	৮৬	Brahmo Somaj ...	৩৪৬	৫২
পারসীক ধর্ম ...	৩৪৯	১০৩	Letter to Miss F. P.		
প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র ...	৩৪৪	১৮৪	Cobbe ...	৩৪৮	৮৭
তথ্যগোষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজের			Reply of Miss Cobbe ...	৩৪৮	৯১
উক্তি ...	৩৪৭	৭৪	Selection ...	৩৪৯	১০৬
ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৪৯	৯৬	Review ...	৩৪০	১২২
ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মধর্ম ...	৩৫০	১১২	Reminiscences of Ram		
ভূতাপের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ...	৩৪৯	৯৯	Mohun Roy ...	৩৫১	১৩৯
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৪৫	৭৫	Reminiscences of Ram		
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৪৬	৫৭	Mohun Roy ...	৩৫৩	১৭৪
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৪৭	৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৪৮	৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৪৯	১০৫			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫০	১২১			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫২	১৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৩	১৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৪	১৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৫	১৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৬	২০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৭	২২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৮	২৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৫৯	২৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬০	২৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬১	২৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬২	২৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৩	৩১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৪	৩২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৫	৩৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৬	৩৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৭	৩৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৮	৩৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৬৯	৪০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭০	৪১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭১	৪৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭২	৪৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৩	৪৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৪	৪৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৫	৪৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৬	৫০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৭	৫২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৮	৫৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৭৯	৫৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮০	৫৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮১	৫৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮২	৫৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৩	৬১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৪	৬২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৫	৬৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৬	৬৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৭	৬৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৮	৬৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৮৯	৭০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯০	৭১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯১	৭৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯২	৭৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৩	৭৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৪	৭৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৫	৭৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৬	৮০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৭	৮২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৮	৮৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৩৯৯	৮৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০০	৮৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০১	৮৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০২	৮৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৩	৯১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৪	৯২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৫	৯৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৬	৯৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৭	৯৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৮	৯৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪০৯	১০০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১০	১০১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১১	১০৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১২	১০৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৩	১০৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৪	১০৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৫	১০৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৬	১১০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৭	১১২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৮	১১৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪১৯	১১৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২০	১১৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২১	১১৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২২	১১৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৩	১২১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৪	১২২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৫	১২৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৬	১২৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৭	১২৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৮	১২৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪২৯	১৩০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩০	১৩১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩১	১৩৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩২	১৩৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৩	১৩৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৪	১৩৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৫	১৩৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৬	১৪০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৭	১৪২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৮	১৪৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৩৯	১৪৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪০	১৪৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪১	১৪৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪২	১৪৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৩	১৫১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৪	১৫২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৫	১৫৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৬	১৫৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৭	১৫৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৮	১৫৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৪৯	১৬০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫০	১৬১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫১	১৬৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫২	১৬৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৩	১৬৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৪	১৬৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৫	১৬৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৬	১৭০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৭	১৭২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৮	১৭৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৫৯	১৭৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬০	১৭৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬১	১৭৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬২	১৭৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৩	১৮১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৪	১৮২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৫	১৮৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৬	১৮৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৭	১৮৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৮	১৮৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৬৯	১৯০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭০	১৯১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭১	১৯৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭২	১৯৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৩	১৯৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৪	১৯৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৫	১৯৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৬	২০০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৭	২০২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৮	২০৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৭৯	২০৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮০	২০৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮১	২০৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮২	২০৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৩	২১১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৪	২১২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৫	২১৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৬	২১৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৭	২১৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৮	২১৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৮৯	২২০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯০	২২১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯১	২২৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯২	২২৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৩	২২৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৪	২২৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৫	২২৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৬	২৩০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৭	২৩২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৮	২৩৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৪৯৯	২৩৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০০	২৩৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০১	২৩৮৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০২	২৩৯৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৩	২৪১৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৪	২৪২৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৫	২৪৪৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৬	২৪৫৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৭	২৪৭৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৮	২৪৮৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫০৯	২৫০৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১০	২৫১৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১১	২৫৩৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১২	২৫৪৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৩	২৫৬৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৪	২৫৭৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৫	২৫৯৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৬	২৬০৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৭	২৬২৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৮	২৬৩৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫১৯	২৬৫৩			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫২০	২৬৬৮			
ভ্রমণ রত্ন ...	৫২১	২৬৮৩			



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমসংখ্যং তিক্রম্যতীতি সত্যমসংখ্যং। তদেন নিত্যং জ্ঞানসংখ্যং শিবং সত্যমসংখ্যং।  
সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং  
পারিকল্পিতমসংখ্যং। সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং সত্যবোধিনীং

## নতন বৎসর।

অন্য আশাধেব চতুর্থ বৎসর আদি  
হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ দাচদ্বারিং ১৭  
বৎসর অতিক্রম করিলেন। তত্ত্ববোধিনী  
পত্রিকার বঙ্গক্রম উন্নতিং ১৭ বৎসর পূর্ণ  
হইল। যাহার ফল ইচ্ছার উপর আমাদের  
এক মাত্র নির্ভর, তত্ত্ব পূর্ণ মনে গীতাকে  
এপিপাত করি।

গত বৎসর বৈশাখের প্রথম দিবস  
অবধি চৈত্রের শেষ দিবস পর্যন্ত আদি  
ব্রাহ্মসমাজে সপ্তসপ্ততি বার পূর্ণব্রহ্মপ  
ঈশ্বরের বিস্তৃত উপাসনা হইয়াছে, সপ্ত  
সপ্ততি বার ব্রাহ্মগণ্ডী জীবনের প্রধানতম  
কর্ম ব্রহ্মোপাসনা সম্পাদনের নিমিত্ত আদি  
ব্রাহ্মসমাজে সমবেত হইয়াছিলেন। বাহ্যতে  
ব্রহ্মজ্ঞান উজ্জ্বল হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, ধর্মবল  
বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের সহিত যোগ অধিক হয়,  
তাহার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ সপ্তসপ্ততি  
বার সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

অপরূপ ব্রাহ্মসমাজ সকলের সাহায্য  
করা আদিব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান কার্য।  
যাহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বঙ্গ

প্রদর্শন পূর্বক সাহায্যার্থী হইয়াছিলেন,  
আদি ব্রাহ্মসমাজ সাহায্য অনুসারে গীতাদিগের  
কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী এক  
পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মগণ প্রচলিত পরিবার  
জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন;  
চেষ্টাও একবার নিষ্ফল হয় নাই।

ব্রাহ্মবোধিনী নামে একটি সভা প্রতি-  
ষ্ঠিত হইয়াছে। নানা উপায়ে ব্রাহ্মবোধ  
প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। তন্নিমিত্ত এই  
সভা আপাততঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করি-  
য়াছেন। প্রথম স্থানে স্থানে প্রচারক  
শ্রেণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।  
বৎসরের প্রায় শেষ সময়ে এই সভাটি কার্য  
আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং ইহার কল  
এখনই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যোরতর আন্দোলনের পর ব্রাহ্মবিবাহের  
বৈধবৈধতা বিষয়ে এক অকারি স্থির সিদ্ধান্ত  
হইয়া গিয়াছে। যাহারা পুরাতন আচার  
ব্যবহার রক্ষা করিয়া কেবল গোষ্ঠসিকতা  
মাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহাদের অব-  
স্থিতি বিবাহপদ্ধতির ক্ষতি হইয়া থাকিবার  
আবশ্যকতা হইবে। যাহারা সর্বদা সত্যবোধ  
একটির পরিভ্রমণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া



দিয়াছেন ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতা দ্বারা পরস্পরা সম্বন্ধে তাহার পোষকতাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহে হস্তক্ষেপ না করিয়া ধর্ম ব্যতিরিক্ত “সিভিল বিবাহপদ্ধতি” প্রস্তুত ও বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের সহিত ব্যবস্থাপকসভার উক্ত বিবাহপদ্ধতির কোন সম্বন্ধ নাই। রাজপুরুষেরা যে ধর্ম-ব্যতিরিক্ত বিবাহপদ্ধতি প্রস্তুত করিলেন, তাহাই বিধিবদ্ধ হইল, ইহার নিকটে ব্রাহ্ম-বিবাহ নউক আর নাই হউক, উভয়ই তুল্য। সে যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, অথচ সকলকেই সম্মত করিয়াছেন। গত বর্ষের ৭ চৈত্র ব্যবস্থাপক-সভার উক্ত ধর্ম ব্যতিরিক্ত “সিভিল বিবাহ” বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কতকগুলি ব্রাহ্ম স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া প্রকাশ্য সমাজে উপাসনা করিবার নিষিদ্ধ বহু দিন অবধি সংগ্রাম করিতেছিলেন। গত চৈত্র মাসে বৌবাজারে শ্রীকৃষ্ণ অম্বদাচরণ ঋগ্বেদগির মহাশয়ের বাসাতে উক্ত রূপ সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতিশীল বৎসর বয়সক্রম পূর্ণ হইয়াছে। এই উন্নতিশীল বৎসরে তিন পাঁচ তেতাল্লিশ খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য। যাহাতে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, ও সকলে শরীর মন আত্মাতে সুস্থ থাকিয়া পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত ইচ্ছার প্রসাদে গত বৎসর অর্ধ কম্পের অধিক ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে: অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হইবে।

দুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও রিপদে সুস্থতা

ও রোগে যে করুণাময় ঈশ্বর সমভাবে করুণা বর্ষণ করিয়া এক বৎসর প্রতিপালন করিলেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয় অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তিনি সকলকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

## ধর্মোপদেশ।

উপাসনা।

১ যাহাতে নানাবিধ সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিতে না পারে, তাহার জন্য সাবধান হইবে। যদি তোমার মন অন্য দিকে থাকে, তবে উপাসনা বিফল হইবে। ঈশ্বর অন্তরের ভাব সকলই জানিতেছেন, তিনি বাহ্য উপকরণ কিছুই চান না, কেবল কথো স্মৃতিতেও চান না, কেবল আমাদের সবল মন চান। অনেক সময় ইচ্ছা না করিলেও আপন আপন অনেক চিন্তা আসিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে, অনেক সময় শারীরিক রোগের জন্য মনের একাগ্রতা হয় না, অনেক সময় বাহ্য-রের কোলাহল আসিয়া মনকে আকর্ষণ করে; এই জন্য অনেক যত্ন না করিলে মনকে স্থির করা যায় না। অতএব এক দিনে না হয় দুই দিনে, দুই দিনে না হয় তিন দিনে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া চিন্তাকে বশীভূত করিবে। যে সকল চিন্তা উপাসনার অনুকূল, উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্বে পুনঃ পুনঃ তাহা অবলম্বন করিবে। যাহাতে অনুকূল চিন্তার উদয় না হয়, উপাসনার অব্যবহিত পূর্বে সে রূপ বিষয়ে মনোনিবেশ, আন্দোলন ও কথোপকথন করিবে না।

২ ঈশ্বর সকলের প্রেত, ইহা স্মরণ করিয়া বিনীত ও মন্ত্র হইয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবে। দিনরাত্তি না থাকিলে কেহ পরাংপর ঈশ্বরের নিকট গমন করি-

তে পারে না। ১৬ মি দরজের নিকট ধনী, মুখের নিকট বিজ্ঞ, পাণীর নিকট পুণ্যবান ও ক্ষুদ্রের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হইতে পার; কিন্তু ঈশ্বর সকল ঐশ্বর্যেয় স্বামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও পবিত্রস্বরূপ, তাঁহার নিকট তুমি অতীব ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন, ইহা মনে করিয়া নত্ন ভাবে তাঁহাকে প্রার্থিতা করিবে।

৩ ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছ, পুনঃ পুনঃ তাণ্ড স্মরণ করিবে। তাঁহার গুণ সকল—জ্ঞান শক্তি ন্যায় দয়া প্রেম ও পবিত্রতা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে এবং তাঁহার কার্য্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে। জগতের সাধারণ কার্য্যে তাঁহার যে জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাব প্রকাশিত আছে, তাহা স্মরণ করিবে এবং তাঁহার সহিত তোমার যে মঙ্গল ও তোমার জীবনে তাঁহার যে সকল বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়াছ, তাহা অনুশীলন করিবে। ভূমি যাছ করিতেছ, তিনি তাছ দেখিতেছেন ও ভূমি যাছ ভাবিতেছ, তিনি যাছ জানিতেছেন, এবং তিনি তোমাকে দেখিতেছেন, ইহা মনে জাগরুক রাখিবে। যত কণ তাঁহার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি অনুভূত না হয়, তত কণ এই রূপ স্মরণ, মনন ও ধ্যান করিতে থাকিবে। কোন দিন কত কণে অন্ধা ভক্তি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু যত কণ তাহা না হইবে, তত কণ ধ্যান হইতে বিরত হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে উপাসনা অসম্পন্ন রহিল মনে করিতে হইবে। এই জন্য যে সময়ে সময়ের অপত্তা বা অন্য কারণ বশতঃ উপাসনার মধ্যে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই সময় উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট বরা উচিত।

৪ স্তোত্র অবলম্বন করিয়া আত্মাকে তাঁহার সম্মুখীন করিকে। ধ্যানের সময়

ঈশ্বর তুমি পুরুষ থাকেন, স্তোত্রের সময় মধ্যম পুরুষ হওয়াতে আত্মা তাঁহার সম্মুখীন হয়। মন তাঁহার স্তোত্র অনুভব করিতে থাকিবে; কেবল বাচনিক স্তোত্র কোন কার্য্যকর নহে। ঈশ্বরকে যেকণ মহান বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে, ঈশ্বরকে যেকণ মঙ্গলময় বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে, ঈশ্বরকে যেকণ পবিত্র বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে।

৫ আপনার বাস্তবিক অবস্থা তাঁহাকে জানাইবে। সুখই থাকুক, দুঃখই থাকুক, শোকই থাকুক, হর্ষই থাকুক, পুণ্যই থাকুক, পাপই থাকুক, সর্বল ভাবে আপনার সকল অবস্থা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে। তিনি সকলই জানেন যথার্থ, তথাপি সর্বল ভাবে আপনার অন্তর তাঁহার নিকট স্তব্দ করিয়া দেওয়াতে তাঁহার সহিত যোগ সাধনের নানাবিধ সুযোগ, দুঃখ শোক পাপ প্রভৃতি ছুরবস্থার অবসান ও পুণ্য পবিত্রতা আনন্দ আরাম প্রভৃতি ঈশ্বরের দান সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ সকল স্বীকার করিবে।

৬ কি কণ প্রার্থনা করিবে, তাহা শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষা দেওয়া প্রার্থনা কোন কাণ্ডের নহে। মনুষ্য তাঁহার অতীব প্রিয় এবং তাঁহার দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত, ইহা স্মরণ করিয়া যখন যাছ বস্ত্তঃ আবশ্যক হইবে, তখন তাহাই প্রার্থনা করিবে। তিনি দেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে; যদি না দেন, অবশ্যই তাহার কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে।

৭ অবনত হৃদয়ে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিবে।

৮ উপাসনার পূর্বে মনকে স্থির করিবার

কন্যা যেমন যত্ন করিবে, সেই রূপ উপাসনার সময় যে ভাব, শিক্ষা, ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, উপাসনার পর তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হইবে।

২ যে রূপ উপাসনাতে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সজীব হইয়া উঠে, ন্যায় ও শৌকসিঁইতমণা বুদ্ধি পায়, সংকল্পে দৃষ্টি হয় ও পাপ কর্ষে দৃঢ়তা জন্মে, তাহাই একান্ত উপাসনা। ঈশ্বর দর্শন উপাসনার চরম ফল।

### সিভিল বিবাহের রাজবিধি।

হিন্দুসামাজে যে প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, আদিব্রাহ্মসমাজ তাহার পাতলিক অংশ মাত্র পরিভাগ করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি নামে একটি বিবাহ-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন। ইহা দ্বারা বিবাহ বিষয়ে অন্যান্য যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ হয় নাই। উক্ত ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মগণের বিবাহ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। কিছু দিন পরে কতকগুলি ব্রাহ্ম আর এক প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন এবং তদনুসারে কতকগুলি বিবাহ ক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হয়। এই শেষোক্ত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন এবং এই পদ্ধতি অনুসারে যে সকল বিবাহ হয়, তাহাতে হিন্দু বিবাহের নিয়মও রক্ষিত হয় না। পরে সাধারণতঃ ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি রাজবিধির অনুমোদিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ৩২-কালে আডবোশেট জেনারেল কাউইনর মত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা যত দূর জানিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মগণের মধ্যে কয় প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে ও কোন পদ্ধতি কি রূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলা

হয় নাই, এবং কাউইও স্পষ্ট করিয়া কোন মত প্রদান করিতে পারেন নাই। পরে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন করাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টে আবেদন করেন। যাহারা পৌত্তলিক অংশ মাত্র পরিভাগ করিয়া হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ করিতেছেন, তাহারা আপনাদের জন্য নতুন রাজবিধি আবশ্যক বোধ করি লেন না। ব্যবস্থাপক সভাও ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন না করিয়া “দেশীয় বিবাহ” নামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তাহা বিবেচ্য হইলে কেবল ব্রাহ্মগণের মধ্যে, দেশ সাধারণ সকল সম্প্রদায়েরই অভ্যন্তর অনিষ্ট হইত। সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে পরে হিন্দু, মুসলমান, পারসী সকলেই যোরহর আপত্তি উপস্থিত করিলেন। সুতরাং তাহা বিবেচ্য করা অসম্ভব বোধ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা হস্তিযয়ে সাধারণ মত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে উক্ত রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারবে না।

৩২ পরে এক দিন সভায় আলোচ্যে পড়া গেল যে, উক্ত “দেশীয় বিবাহ” নাম পরিবর্তন হইয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন নামে কল্য বিধিবদ্ধ হইবে। এ রূপ গুরুতর আইনের বিষয় সাধারণে কিছুই জানিতে পারিলে না গবর্ণমেন্ট গোয়েটে উক্তর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হইল না, কোন সংবাদ প্রভৃতি এ বিষয়ে কিছু মাত্র উচ্চবাচ্য করিল না, সহঃ বিধিবদ্ধ হইবে! ইহা অর্থ কি? বলিতে কি, অম্বাপি আমরা এই রহস্যের মর্মেত্বদেব করিতে পারি নাই। পরম্পরায় এই দ্বিতীয় অবগত হওয়া গেল যে একরূপ আইনের উপর অনেক ব্রাহ্মের আপত্তি আছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার বোধ ছিল না। সে দ্বারা হউক,

পর দিন ব্যবস্থাপক সভা জানিতে পারিলেন, একপ আইনের উপর অনেক আপত্তি আছে। সুতরাং তাহা বিধিবদ্ধ না করিয়া ছুই মাসের জন্য স্থগিত রাখিলেন। এই ছুই মাসের মধ্যে নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপত্তিবৃত্তক আবেদন সকল ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইতে লাগিল। যাহারা পৌত্তলিক অংশ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের আপত্তি করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মবিবাহ উক্ত রূপ আইনের অধীন হইয়া পড়িলে বৈধ বিবাহও অগত্যা অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং উক্ত আইনের অধীন হইতে গেলে নানাবিধ অনায়াস ও অনর্থ উপস্থিত হইতে থাকিবে। সে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া উক্ত আইন বিতর্কে আবেদন করা হইয়াছিল, কি ব্যবস্থাপক সভা, কি সাধারণ লোক, কি প্রাণন প্রাণন সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ, সকলকেই তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল।

এ দিকে, যাহারা আইন প্রার্থনা করিতেছেন, তাহারা ব্রাহ্মবিবাহের সকল পদ্ধতি অসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ও তদ্বিষয়ে কতকগুলি পণ্ডিতের মতও সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিলেন। আর এক পক্ষের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে তাহাদের অবলম্বিত বিবাহপদ্ধতি হিন্দু পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, যাহা কিছু সামান্যরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মবিবাহ কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। তথাপি কাশী, নবদ্বীপ, জিবেলী ও হাতীবাগান প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমাজের অধ্যাপকদিগের নিকট ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া মত লওয়া হইতে লাগিল; আর সকলেই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তারতবর্ষের প্রায়

সকল প্রদেশের সংবাদপত্র সম্পাদকগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন, তাহারাও ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তট যোক্ষমুলর আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি নিঃসংশয়ে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ফলতঃ কি চিন্তা কি অন্য জাতি যিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া অপক্ষপাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাকেই ইহার বৈধতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। অধিক কি, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা প্রদর্শনের নিমিত্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক যে এক থানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া, পূর্বে যিনি ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তিনিও এক্ষণে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

এই সকল আন্দোলন চলিতে চলিতে ছুই মাস অতিক্রান্ত হইল। ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহের বিচার আরও কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন এবং এই বিষয়ে প্রধান প্রধান লোকদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য সুবিজ্ঞ ক্রিফেন মহোদয় ব্রাহ্মবিবাহের উপর হস্তক্ষেপ না হয় এই রূপ করিয়া যেইন সাহেবের প্রস্তাবিত "দেশীয় বিবাহ" সংশোধন পূর্বক সিভিল বিবাহের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য উক্ত সাধারণ বিধি না করিয়া "কতকগুলি ব্রাহ্মের জন্য" উহা আর এক প্রকার করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রিফেন মহোদয়ের প্রস্তাবিত "সিভিল বিবাহের"

পাণ্ডুলিপিই গত ৭ টিজন কোন কোন অংশে সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অপৌত্তলিক হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিতেছেন, তাঁহারা নিরাপদ ও আনন্দিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভাকে, বিশেষতঃ টিফেন মহোদয়কে আশীর্বাদ করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভা হইতে যে বিবাহের আইন হইল, উক্ত প্রাকবিবাহ বলিয়া সাধারণ লোকের যেন যখন ক্রম-স্ফার উৎপন্ন হয়। উক্ত বিবাহের নাম প্রাকবিবাহ নহে, উক্ত সিভিল বিবাহ যাহা। প্রাকবিবাহ ও সিভিল বিবাহ এক পদার্থ নহে। প্রাকবিবাহ প্রাক-বৈবাহিক পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে, সি-ভিল বিবাহের সহিত যথেষ্ট কোন সম্বন্ধ নাই, কোন প্রকার ধর্ম জিয়ার অনুষ্ঠান না করিলেও কেবল আইনে লিখিত নিয়মানুসারে রেজিস্ট্রি করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে তবে যদি যেন ত্রাদ এই আইনের অধীন হইত চান, উক্ত আইনের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবল প্রাক-বিবাহ করিলেই চলিবে না, পুনরায় উক্ত আইন অনুসারে সিভিল বিবাহ করিতে হইবে। প্রত্যুত যদি উক্ত আইন অনুসারে বিবাহ হয়, প্রাক-বৈবাহিক কোন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করিলেও চলিবে। সুতরাং উক্ত আইন অনুসারে বিবাহ প্রাক-বিবাহ নহে।

সাহ.রা. হি. দ. বৌদ্ধ, পারসী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদী তাঁহাদের জাতির অন্তর্গত হইলেও চান, তাহাদের প্রাক-উক্ত আইন প্রয়োগ নহে।

যেহেতু প্রায় ৭০ লক্ষ বিচার করিয়া কোন কন্যাকে বিবাহ করা উচিত বা অনুচিত বলিয়া হিন্দুধর্মকে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, উক্ত আইনে সর্বত্র সে নিয়ম থাকিবে না। যে পাত যে স্বাধীন

হইবে, তাহাকে ও তাহার পুত্র পৌত্রদিগকে সেই জাতির ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে হইবে; পাত্র যদি হিন্দু সন্তান হয়, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, যদি মুসলমান হয়, তবে মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে, এই রূপ যে জাতীয় হইবে সেই জাতির শাস্ত্র অনুসারে কন্যাকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইবে। যেন কর এক ব্যক্তির ছই কন্যা, একটির হিন্দু সন্তানের সহিত ও আর একটির মুসলমান সন্তানের সহিত বিবাহ হইল; ইহা হইতে যে ছইটি দৌলিত্র বংশ উৎপন্ন হইবে, তাঁহর এক বংশের পুত্রদিগকে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এক গোত্রে এক প্রবরা এবং পিতৃ হইতে উদ্ভূত সন্ত পুরুষের পঞ্চম সম্বতি পর্যন্ত ও মাতামহ হইতে উদ্ভূত পঞ্চ পুরুষের পঞ্চম সম্বতি পর্যন্ত পরিভাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে ও অপর ২০-শীয়া পুত্রেরা মুসলমান শাস্ত্র "পর" অনুসারে পিতৃবা কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিবে। এই রূপ যত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবে, উক্ত আইনের অধীন-গকে উক্ত বিষয়ে তত প্রকার বিভিন্ন আচার অবলম্বন করিতে হইবে।

আইন উত্তরাধিকারের কোন কথা নাই। সুতরাং "ভারত বর্ষীয় উত্তরাধিকার" (ইণ্ডিয়ান সাক্সেসন) নামে যে আইন আছে, ভারত বর্ষের পৃষ্ঠোপার্গণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপন জাতি সকল যে আইন অনুসারে পৈতৃত্ব ধনের অধিকারী হয়, উক্ত সিভিল বিবাহের অধীনদিগকে উত্তরাধিকার বিষয়ে সেই আইনের অনুগত হইতে হইবে।

যে সকল প্রাক-আইনের জন্য বাস্তব হইয়াছেন, আমরা এখনও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই আইনের অধীন হওয়া উচিত কিনা, এই আইন অবলম্বন করিলে পরিণামে কি রূপ কল

উৎপন্ন হইবে, এখনও বিশেষ রূপে বিবেচনা না করিয়া সহসা এই আইনের অধীন না হন। বিবেচনা করিতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা সংসারের নানা বিষয়ে অতি-জ্ঞাতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল বোধ হয়, এই আইন অবলম্বন করিবেন। এই আইনের সহিত কেবল ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধ নহে, পুরুষানুক্রমে ইচ্ছার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কেবল এই একটি আইনে সমুদায় শেষ হইতেছে না, মধ্যে মধ্যে নতুন নতুন সংশয় উৎপন্ন হইবে এবং নতুন নতুন আইন প্রেরিত হইবে। আইনের যে রূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যদি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য জাতি বৈদ্যাস্তিক সমাজে একত্র হয়, তাহা হইলে নানা বিষয়ে এমন সকল সংকট প্রকট উপস্থিত হইবে যে সমাজে তাহার মীমাংসা সহ্য উচিত নহে। এই আইনের অধীন হইলে কি কি দোষ উৎপন্ন হয়, ইহা হইতে দৃষ্ট থাকিলেই বা কি কি অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়, এ বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করা আবশ্যিক। যাঁহারা এই আইনের অধীন হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অবিকাংশই অসম্পদ, তাঁহারা সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন না। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন, এই গুরুতর বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহারা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা। যাঁহারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গল হয়, তাহা এখনও বিবেচনা করিবার ও অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিবার সময় আছে।

## বৈদ্যাস্তিক মত।

কেশর ও স্ত্রী বিষয়।

যেমন সমুদায় ব্রহ্মকে এক কথায় বলিবার জন্য বন ও সমুদায় জলকে এক কথায় কলিবার জন্য জলাশয় বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ এই জগতে স্থিত সমুদায় স্ত্রী-রকে এক অভিপ্রায় করিয়া তত্ত্বপন্থিত চৈতন্যকে এক মাত্র স্ত্রীত্বা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ, এই সকল শব্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে; এবং এই একাভিপ্রায় স্ত্রী-রও স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান ও জাগ্রতাসনাময় স্বপ্ন ইত্যাদি শব্দেও বাচ্য হইতে পারে। আর যেমন প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম ও প্রত্যেক বিহ্বকে পৃথক পৃথক অভিপ্রায়ে জল বলা যায়, সেই রূপ অত্র এই সমুদায় স্ত্রী-রকে পৃথক অভিপ্রায় করিয়া তত্ত্বপন্থিত প্রত্যেক চৈতন্যকে তৈজস, ও এই পৃথক অভিপ্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-রকে স্থূল শরীরের লয় স্থান এবং জাগ্রতাসনাময় স্বপ্ন বলা যাইতে পারে। এই সকল স্ত্রী-র, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য ও তৈজস চৈতন্যের উপাধি। এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস অবধি সমুদায় স্ত্রী-রই অবিদ্যার বশীভূত। এই রূপ সৃষ্টির পর এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস অতি সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উপলব্ধি করেন। বন, ব্রহ্ম ও তদবচ্ছিন্ন আকাশ, বা জল, জলাশয় ও তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ, এই সকলের আধার রূপ একমাত্র মহাকাশের ন্যায়, এই উভয় প্রকার সূক্ষ্ম শরীর এবং তদাবরণে আবৃত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস চৈতন্য প্রকৃতি সকলের আধার রূপ যে অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই সূর্য চৈতন্য বলে। এই রূপে সূক্ষ্ম শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে।

উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল শরীর সকল উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকরণ যথা “বহা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ভূ। প্রথমং পুনঃ। স্বস্বৈতরিত্তীয়াংশৈর্ব্যোজনাং পঞ্চ পঞ্চ তে।” আকাশাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেককে অধ-মত সমান ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত করিলে সমুদায় দশ ভাগ হয়, পরে সেই দশ ভাগের প্রাথমিক পঞ্চ ভাগের প্রত্যেককে পুন-র্বার চারি চারি অংশ করিয়া স্বকীয় দ্বিতী-য়ার্দ্ধ ভাগ তির, ইত্য চারি ভূতের প্রত্যেক দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভাগের সম্বিত উহার এক এব অংশ মিশ্রিত করিলে প্রত্যেক ভূত পঞ্চাঙ্কক হয়, ইহার নাম পঞ্চীকরণ। পঞ্চীকরণ করাতে যদিও পাঁচ ভূতই পঞ্চা-ঙ্কক হইল, তথাপি তাহারদিগের স্থায় স্থায় অংশ অধিক থাকাতোই তাহারদিগের তত্ত-ব্রাহ্মে ব্যবহৃত হইবার বাধ্যতা হয় নাই। তখন এই পঞ্চীকরণের পর আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই সমুদায় অতি-বাক্ত হইল। পরে এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে ভূঃ ভূবঃ স্বঃ মহঃ জল উপঃ মহা নামক উপরিস্থ সাত লোক, আর অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল পাতাল নামক অধঃস্থ সাত লোক এবং ব্রহ্মা ও ও তদনুগত জরাগুজ অণুজ শ্বেদজ উদ্ভিজ্জ, এই চারি প্রকার স্থূল শরীর উৎ-পন্ন হইল।

এস্থলেও যেমন সমুদায় রূপকে এক কথায় বলিবার জন্য বন, বা সমুদায় জলকে এক কথায় বলিবার জন্য জলাশয় কহে, সেই রূপ এই জগতে স্থিত সমুদায় স্থূল শরীরকে এক অভিপ্রায় করিয়া তদুপহিত চৈতন্যকেও একমাত্র সর্বনরাতিমানী বৈশ্বা-নর বা বিরাট্ বলা যায় এবং এই একা-

ভিপ্রৈত স্থূল শরীর সকলও অল্পময় কোষ ও জাঞং শব্দের বাচ্য হয়। আর যেমন প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক অভিপ্রায়ে রূক বা প্রত্যেক বিচ্ছকে পৃথক পৃথক অভিপ্রায়ে জল কহা যায়, সেই রূপ পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থূল শরীরকে পৃথক অভিপ্রায় করিয়া তত্ত-দুপহিত প্রত্যেক চৈতন্যকে স্থূলশরীরাত্তি-মানী বিশ্ব বলা যায়। এবং এই পৃথক পৃথক অভিপ্রৈত স্থূল শরীর সকলকেও অল্পময় কোষ ও জাঞং কহা যাইতে পারে। এই সকল সৃষ্টির পর এই বৈশ্বানর চৈতন্য ও বিশ্ব চৈতন্য উভয়ে, পঞ্চ জানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত দ্বার, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, বচন গ্রহণ গমন ভাগ আনন্দ, সংশয় নিশ্চয় গর্ভ ও স্রবণ রূপ বিষয় সকল উপলব্ধি করেন। বন রূক বা তদবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জল জলাশয় বা তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ প্রভৃতির আধারভূত একমাত্র আকাশের ন্যায়, এই উভয় প্রকার স্থূল শরীর এবং তদাবরণে আবৃত বৈশ্বানর ও বিশ্ব চৈতন্য, এই সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে একমাত্র অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই ত্রুবীয় চৈতন্য কহে। এই রূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

যেমন সকল দেশের সকল বন বা সকল স্থানের সকল জলাশয়কে এক মনে করিলে এক মহৎ বন বা এক মহৎ জলাশয় বলা যায় এবং সমুদায় বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বা সমুদায় জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশকে এক মহাকাশ কহা যায়; তদ্রূপ এই স্থূল শরীর প্রপঞ্চ, সূক্ষ্ম শরীর প্রপঞ্চ ও কারণ শরীর প্রপঞ্চ, এই সমুদায়কে এক অভিপ্রায় করিয়া এক মহৎ প্রপঞ্চ কহা যায় এবং এই বিশ্ব বৈশ্বানর চৈতন্য অবধি ঈশ্বর চৈতন্য পর্যন্ত উপহিত সমুদায় চৈতন্যকে এক মনে করিয়া





উ সর্বমোহ স্বাঃ।

নূতন পুস্তক।

এই বলিয়া তেমন করিবেন

৮। অতঃপরে অমন্তক অগ্নিতে মেষণ নিক্ষেপ, ও মহাবাহুজি হোম করিঃ। প্রোদেশ এমনি সূত্রিত সমিৎ অমন্তক অগ্নিতে জ্বলিত দিয়া প্রকৃত কর্ম সমাপন পূর্বক মর্জকর্মসমাপ্তিঃ শাটায়ণ হোমাদি বাননয়ঃ পান পর্যন্ত উদ্ভীচ্য কর্ম করিয়া আচার্যকে, তদ্বিপিতঃ আচার্য্য হন তবে কর্ম করিয়াতঃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিলেক।

৯। পবে প্রববেদ সংখ্যা অনুসারে যোগনাতে সন্তি প্রদান করিবেন।

১০ যদি বহু ফল কাননঃ সংকেপ করা না হয়, ও তহি প্রাপ্ত তৎকালঃ বায়ঃ তবে ব্রহ্মচারী ভূত গোত্রঃ তর্জয়ঃ প্রবর হইলে তৎকালে পক্ষ বিম্ব নতুবা চারি বিম্ব দ্বিত্যঃ অগ্নির উক্তঃ ভাগে প্রকৃতিযুক্ত্য করিয়া

উ অগ্নয়ে স্বাঃ।

দক্ষিণ ভাগে

উ সোমায় স্বাঃ।

এই বলিয়া তৎকৃত প্রদান করিবেন। অন্তঃ পুর চকর পশ্চিম ভাগে পূর্বপার্শ্ব দিয়া পাক্ষিক একারে মেষণ দ্বারা অমন্তকঃ পুনর্বার তত্বতে স্থাপন করিবেন। পরে বদ ব্রহ্মচারী ভূত গোত্রঃ বা ভাটন প্রবর ভয় ভবে অবস্থান স্থানঃ পক্ষে, জম্বু উপরে ও সমুদ্রায় প্রবঃ পক্ষ পক্ষ দিয়া অগ্নির মধ্যে হোম করিবেন যতঃ—

উ সর্বমোহ স্বাঃ।

৭। যদি অমন্তকঃ বা পানঃ প্রদান চন হইয়া হইলে চকর পশ্চিম দিকে প্রবদান করিবেন না, কিন্তু জম্বু ও চকর মধ্যে পাক্ষিকভন ক্রমে চকর উপরে পূর্ব পক্ষ দিয়া হোম করিবেন। তৎপরে বৃহতে ও অগ্নির উক্তঃ ভাগে দ্বিত্যঃ দিয়া হোম করিবেন। পরে যেকোন দ্বঃ বহুতর চকর দ্বিত্য জম্বুতে সংস্থাপন করিবেন ও তৎকালঃ হোম দ্বঃ দ্বিত্যঃ দিবেন। পবে ব্রহ্মচারী ভূত গোত্রঃ বা ভাটন প্রবর হইলে তহি বার নতুবা এক বার জম্বুতে পক্ষ পক্ষ দিয়া অগ্নিতে মেষণ করিয়া—

উ অগ্নয়ে দ্বিত্বিক্রমে স্বাঃ।

৮। তৎপরে অমন্তক অগ্নিতে মেষণ নিক্ষেপ, মহাবাহুজি হোম ও পাক্ষিক হোমাদি চক্রে সমিৎ নিক্ষেপ পূর্বক প্রকৃত কর্ম সমাপ্ত করিয়া শাটায়ণ হোমাদি বাননয়ঃ পান পর্যন্ত উদ্ভীচ্য কর্ম সমাপন পূর্বক আচার্যকে বা কর্ম করিয়াতঃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ প্রদান করিবেন।

সাবিত্রী তে তেমন সমাপ্ত।

১। A Lecture on Alcohol.

ঐযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন কলিকাতা খ্রীষ্টক সোসাইটি ও বহাচনগরের টেন্সরেজ সোসাইটিতে যে বক্তৃতা দেন, তাহা এই পত্রিকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত দুই পান নিবারণ বিষয়ে এদেশে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এখানি তৎ সর্বাপেক্ষা সারবান্বিতঃ হয়। দুই বস্তুতঃ কি পদার্থ, পূর্বকালে তৎসংক্রান্ত মিশ্র ঐশ প্রকৃত প্রাচীন দেশ সকলে দুই সেবন কি রূপ প্রচলিত ছিল, ইত্যাদি স্থান কালে দুইবার ব্যবহার নিবারণার্থ ইংরেজ আমেরিকঃ প্রকৃতি দোষে কি রূপ চেষ্টা হইতেছে, অমোদ্য দোষে দুঃখপান নিবারণ জন্য এই সকল চেষ্টা হইয়াছে ও এখনো দ্বিঃ হইতেছে, ইহাতে সে সমস্ত সব দঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই কোন অংশে বাদ্যস্তর মধ্যে পরিগণিত হইতঃ পরে মঃ বহুদয়ে অনেক চিকিৎসাবিশাঃাদিগের অকলিয়া বিচল্য করা হইয়াছে। ঐযুক্ত পাইন নকশে কোন ই বস্তু বহুস্তর পার্থক্য প্রদান করিয়াছেন। আর ইহা বলা বাহুল্য যে এই পুস্তক প্রকাশের আন্তঃ মনঃ ইচ্ছায়া। দুই প্রাচীন চিকিৎসার গ্রন্থ তত্বতে প্রোক্তঃ মুক্তি পদঃ, এজন্য এক কণ বচনঃ, বহু ভাষা নকলঃ, অমোদ্য বনোদ্যঃ, এই পুস্তকের এক এক খানি লক্সনেট পাঠ্য তরা কর্তব্য।

২। মৌলিক অঙ্ক, দ্বিতীয় ভাগ।

ঐপ্রদমনে প্রতঃ কর্তৃত্ব লকলঃ। তৎপরে বঃ অমো অবলম্বন করিয়া তৎকালে মজ্ঞে অঙ্ক কলঃ বার কল্যাণী ইহাতে প্রথিত হইয়াছে।

৩। হিতাবলী, দ্বিতীয় ভাগ।

ইহাও ঐযুক্ত মহাশয়ের বচনঃ। ঐশ পদ্যবঃ বাসকের পাঠ্য রচিত, ইহা মল্য হয় নাই।

৪। আকৃতি তত্ত্ব।

ঐ বলাই চাঁদ সেন কর্তৃত্ব প্রণীতঃ। একদে জীবদেহের দেহ বিশেষভঃ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতির উদ্ভবতা বা অধমতা বিচার করিবার যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, এই পুস্তিকাতে সেই তত্ত্ব আন্দোলিত হইতেছে। ইহা এমনিরূপে প্রকাশ হইবে। বিনা মূল্যে বিতরিতব্য।

৫। আবার্শতকর্ম।

ঐযুক্ত পণ্ডিতঃ প্রদনারায়ণ ভরদ্বাজ ইহার রচয়িতা। কবিতা ভণিতে ভাষা ও অনুপ্রাসাদি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

একটো চৈতন্য বলা যাউতে পারে। এটো একান্তিভেদে মহাপ্রপঞ্চ ও হ্রস্বক্ষিপ্ত এক অদ্বিতীয় মহৎ চৈতন্য। এটো উভয় বস্তুকে পৃথক না ভাবিয়া এক মান করিলে "সর্বং গল্গিতং ব্রহ্ম" এই সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম, এটো মহাবাক্যের বাচ্য হয় এবং এটো মহা প্রপঞ্চ হইতে এই অদ্বিতীয় অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্যকে পৃথক করিয়া ভাবিলে, তিনি ঐ মহাবাক্যের লক্ষ্য অর্গ করেন।

উক্ত বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ কি, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। শব্দের শক্তি দুই প্রকার। অতিথ্য শক্তি ও লক্ষণা শক্তি। "বাস্যোঃ সর্গোক্তভিধাঃ বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণম্ গতং।" অতিথ্য শক্তি দ্বারা শব্দের বাচ্য অর্থ—মুখ্য অর্থ প্রকাশ পায় এবং লক্ষণা শক্তিতে তাহার লক্ষ্য অর্থ লক্ষিত হইয়া থাকে। "ব্রহ্ম ক্ষুদ্রাদয়স্বর্ণো বোধ্যাব্য ইতি জৈথৈরেকা শক্তিরতিভাঃ।" এটো শব্দে এটো অর্থ লোকের বোধগম্য হইত, এটো রূপ যে ঐশ্বর্য ইচ্ছা, ইহার নাম অতিথ্য শক্তি। যেমন অর্থ শব্দ উচ্চারণ করিলেই ঘোটক বোধ হয়, গজ শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্র হস্তী বোধ হয়, সেই রূপ "এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম" ইচ্ছা বলিবা মাত্র ঐ শক্তি দ্বারা, উহার বাচ্য অর্থ—জগৎ ও ব্রহ্ম উভয় মিলিত রূপ একই পদার্থ বোধ হয়, ইহার নাম বাচ্য অর্থ বা মুখ্য অর্থ। আর "মুখ্যার্থবোধে তদ্ব্যবস্তো যথান্যোর্থঃ প্রতীয়তে। কচোঃ প্রয়োজনাবাসৌ লক্ষণা শক্তিরপিভাঃ।" শব্দের মুখ্য অর্থে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে শক্তি দ্বারা প্রয়োজন বশত তৎসংযুক্ত অন্য অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে লক্ষণা শক্তি কহে। যেমন গজা শব্দের অর্থ জল-প্রবাহ, অতএব গজায় নৌকা আছে বলিলে তাহার মুখ্য অর্থ জল-প্রবাহে নৌকা থাকায় কোন প্রকার বিপ্র-

তিপত্তি হয় না, কিন্তু এই ব্যক্তি গজা বানী, একথা বলিলে গজার মুখ্য অর্থ যে জল-প্রবাহ, তাহাতে বাস করার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াতে, তদর্থ পরিত্যাগ করিয়া বাসের প্রয়োজন বশত গজাসংযুক্ত তাঁর অর্থ প্রতীত হইতেছে; সেই রূপ "এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ যে সত্তা জ্ঞান অনন্ত ভাব, তাহা জড় জগতে নাই, সুতরাং সে অর্থে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, অতএব এখানে তাহার সেই বিরুদ্ধ অংশ জড় ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন বশত এই শক্তি দ্বারা তৎসংযুক্ত সচ্চিদানন্দ মাত্র অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, ইহারই নাম লক্ষ্য অর্থ। ইচ্ছাকে কেহ কেহ ভাগ লক্ষণাও কহেন। এখানে একটী মূল্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা "ব্রহ্মণ্যং ব্রহ্মণ্যং" এই বাক্যের অর্থ তত্ত্ব জ্ঞেয় গোলা দ্বারা বর্ণিত হইবে। এখানে যেমন লৌহের শাহিকা শক্তি না থাকিলেও লৌহিণী ও অগ্নি উভয় একত্রে মিশ্রিত ভাবে দাহ কার্যের কর্তৃত্ব রূপ বাচ্য অর্থে প্রসিদ্ধ হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ অংশ লৌহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নি মাত্র লক্ষ্য অর্থে লক্ষিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ এখানেও জগৎ ও ব্রহ্ম উভয় মিলিত রূপ বাচ্য অর্থ এবং বিরুদ্ধ অংশ জড় জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্ম মাত্র লক্ষ্য অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। সত্তা বস্তুতে অসত্তা বস্তুর আরোপ রূপ অধ্যারোপ এই প্রদর্শিত হইল। অপবাদ বিবরণটি সাধন ও কর্তব্য বিষয়ক প্রস্তাবে পরে প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই শক্তি দ্বারা প্রথম সৃষ্টি দৈব ও প্রাক্ত-কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুসুপ্তি

অবস্থা। দ্বিতীয় সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস,—  
সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ শরীর, প্রাণময় মনোময়  
বিজ্ঞানময় কোষ, স্বপ্নাবস্থা। তৃতীয় সৃষ্টি  
বৈশ্বানর বা বিরাট ও বিশ্ব,—স্থূল শরীর,  
অন্নময় কোষ, জাগ্রদবস্থা। এই সমুদায়  
সৃষ্টি নিকপিত হইল।

### লাহোরের সংসভা।

ভূত বৎসর ভটল লাহোর নগরে সংসভা নামে  
এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমা-  
জের মত ও কার্য-প্রণালী আদি ব্রাহ্মসমাজের  
ন্যায়। সংসভা পঞ্জাবীদিগের মধ্যেই সংস্থাপিত  
হইয়াছে। লাহোরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত  
শিক্ষক জীবন্ত ভান্সদত্ত উচ্চ উপাচার্য, এবং  
জীবন্ত দাস বিহারী দাস উচ্চ তত্ত্বাবধায়ক।  
লাহোরে ২৬ জন ব্রাহ্ম এবং ৪৮ জন তত্ত্বাবধায়ক-  
মোদনকারী ব্যক্তি আপাততঃ দৃঢ় হইয়া ইচ্ছা করি-  
নের মধ্যে দক্ষিণাংশ সংসভা সভা ও বক্তৃতা। এই  
সমাজ প্রতি সন্নিবাসে উপাসনা হইয়া থাকে।  
যদি ধার্য প্রায় ২০২ জনের অধিক লোক উপ-  
স্থিত হইল থাকে। এই সভার মধ্যে প্রকৃষ্ট ভাষা  
ব্রাহ্মগুরু প্রতিপাদক কয়েক খানি পুস্তক অধ্যা-  
পিত হইয়াছে। এই সভার অধীনে একটি ইংরাজী  
পঞ্জাবী স্কুলও আছে। এই স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের  
শিক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণও দেওয়া হইয়া থাকে।

গত ১ মাসে জীবন্ত প্রধান আচার্য মহাশয়  
এই সভার কার্যসম্বন্ধে উৎসবের কার্যে অতি সমা-  
জের পুঙ্খ সমাধান করিয়াছিলেন। সংসভার  
ব্রাহ্মগুরু ও লাহোরের ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের  
ব্রাহ্মী সমাজ আন্তঃসভার ব্রাহ্মগুরু সকলেই এই  
উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই উৎসবে পঞ্জাবী  
সমাজের পঞ্জাবী ভাষায় যে গান করিয়াছিল  
সকল সন্তোষের সহিত শ্রীত হইয়াছিল।

সংসভার নামের সম্পাদক জীবন্ত বাবু সারদা-  
প্রসাদ ভট্টাচার্য ও ভাষার পরমোৎসাহী তত্ত্বাব-  
ধায়ক জীবন্ত দাস বিহারী দাসের পত্র হইতে  
উদ্ধৃতি হইয়া সংলিখিত হইল। ইশ্বর কণক এই  
সভার উদ্বোধনের আয়োজন করিয়াছেন।

### চন্দননগর চান্দী নায়কসম্বন্ধ

#### ব্রাহ্মসমাজ।

১৮৯৩ শক ১৮ কাশ্বিন। সাংকাল।

অধ্যাপকগোবিন্দমেন দেবে,  
মহা ধর্মোত্তরগোষ্ঠী অধ্যাপক।

ধর্ম ব্যক্তি পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মার সংযোগ  
দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জাদিয়া  
কর পোক হইতে মুক্ত হইল।

আমি সহকারে পরমাত্মাকে আত্মার সংযোগ  
করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। পরমাত্মা হইতে  
কিছুই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, সকল  
পদার্থই তাঁহাতেই সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অচে-  
তন চক্ষু হইয়া, ষাটু যুক্তি, ওষধি বসনশক্তি,  
সজীব প্রাণী পুঞ্জ সকলেই তাঁহার শক্তির দ্বারা  
বিস্তৃত হইয়া, তাঁহাতেই সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত  
করিতেছে। কিন্তু কোন্ আকর্ষণে কোন বোগে সে  
তাঁহার স্থিতি করিতেছে, তাহা তাহার জানে  
না। মরণেই কেবল এই উন্নত আকর্ষণ প্রাপ্ত  
হইয়াছে, সে সে বাঁহার দ্বারা সত্তা হইয়া প্রতিপা-  
দিত হইতেছে, তাঁহাকে জ্ঞাতে পাবে। বাহ  
ইচ্ছাতে তাঁহার শরীরের সমস্ত পদার্থ একত্রিত  
রহিয়াছে, তাহার শরীরের সজিত সংযুক্ত হইয়া  
স্থিতি করিতেছে। তাঁহার সজিত সে গাঢ়রূপে যোগ  
নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, দিন দিন তাঁহার অধি-  
কতর সজিত লভ্য হইতে পারে।

পরমাত্মার সজিত আত্মার দুই প্রকার যোগ  
আছে, এক অপরিজ্ঞাত ভাবে যোগ, আর এক  
ইচ্ছা পূর্বক জ্ঞান সহকারে যোগ। অপরিজ্ঞাত  
যোগ ও প্রাণী জ্ঞানহীন প্রাণী যোগে পরমাত্মার  
সজিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাও সময়ে  
সময়ে কখনো কখনো সজিত হইতে পারে। প্রাণী  
পরমাত্মার সজিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাণী  
অকর্ষণ আত্মা এবং মরণপ্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার  
জ্ঞান হইয়া দৃঢ়তা স্থল। তাহাও ইশ্বরের আ-  
শ্রয়ে বাস করিতেছে, তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া রহি-  
য়াছে, কিন্তু তাহা তাঁহার জ্ঞান নহে। ইশ্বরের  
সজিত সংযুক্ত না থাকিলে তাহা কোন্ ক্রমেই  
স্থিতিতে পারে না, মরণ সময়েই সজিত হইতে  
হইলে অবস্থিত হইতে পারে না। এজন্য পরমা-  
ত্মার সজিত আত্মার অপরিজ্ঞাত যোগ হইতেছে।  
এ প্রকার যোগ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে  
না, ফলতঃ ইচ্ছা ইশ্বরের আশ্রয় মঙ্গল নিম্না-  
মারে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কেহ বা জানে,  
কেহ বা প্রেম, কেহ বা ন্যায়, কেহ বা মরণ, কেহ  
বা পিতৃ ভক্তিতে, কেহ বা অপত্য প্রেম,  
কেহ বা অন্য প্রকারে দিন দিন কিয়ৎপরমাণে  
ইশ্বরের সজিত অপরিজ্ঞাত ভাবে আত্মার যোগ  
সাধন করিতেছে। শরীরের অঙ্গ যথার্থ রূপে  
পরিচালিত হইলে আমাদের দৈনিক জীবন রক্ষা  
হয়, কিন্তু ইশ্বর এই প্রধান কার্য আমাদের চক্ষুর  
ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই, অর্থাৎ  
শরীরের প্রধান প্রধান গুণ আপনাপনি পরিচালিত  
হইতেছে, ইহাতে আমাদের জ্ঞান, কর্তব্য ও  
ইচ্ছার কিছু মাত্র সাহায্য আবশ্যক করে না, কিন্তু  
আর কতগুলি অঙ্গ আছে, বাহ্যিকের পরিচালন  
ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে,  
এই প্রযোজ্য অঙ্গ সকল যদি আমরা স্বাধীন রূপে  
পরিচালন করি, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সমস্তে তাহা-  
দের বলাধার হয় এবং অসমক ভাবে প্রধান প্রধান  
বস্তুর পরিচালন ক্রিয়াও আরও সুন্দর রূপে সম্পন্ন

হয়। ইহার ফল যে আচারিক বল ও সুস্থতা তাহা উপাধ্বন করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দ হই। আজ্ঞা পরমাত্মার সহিত অপরিচ্ছিন্নতা বোঝে জীবিত থাকে, কিন্তু দেখে পূর্বক জ্ঞান বোঝ দ্বারা কেবল পরম আত্মা লাভ করে। অপরিচ্ছিন্নতা বোঝ হইতে আপনাকে আমি বিবর্ত করিতে পারি না, কিন্তু স্বাঃ ইচ্ছা কার তরে পরিচ্ছিন্নতা বোঝে আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, অথবা সেই বোঝ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হই। পরিচ্ছিন্নতা বোঝ হইতে ব্রহ্ম হইয়া আত্মা যৎপদোনাতি শীর্ণ হয়, কেবল অপরিচ্ছিন্নতা বোঝ জিন্মা গুণে মৃত্যু হইতে বন্ধা পাইয়া কোনক্রমে কালান্তিষ্ঠিত করে।

মহাবোয় আত্মা যে কি প্রাণী শাশ্বত, তাহাতে যে কত মহৎ গুণ, কত আশ্চর্য শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অনেক বিদিত নহেন। সদি তুমি ঈশ্বরের আদর্শ ছদ্মবে ধারণ করিয়া আত্মমাজ ন করি, তবে সেটা পোড়র শক্তি সমুদ্র, সেটা গুণ মহৎ গুণ সমল বিকসিত চব। ভীরাচার প্রকৃতিই এটা যে সে সদা এতৎ করিতে উদ্ভূত, পরমাত্মার প্রকৃতি এটা যে তিনি সদা দান করিতে বাস্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই পরমাত্মার মধ্যে আত্মা প্রদান কার্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্পাদিত হয়। এক জন্ম দান করিয়া চান্দিত। তদা জন্ম এতৎ করিয়া আনন্দিত। এই গুণ অনন্ত দেবের সহিত পরিমিত আত্মার সাক্ষাৎকারে অধ্যাত্মযোগের কলোদয় হয়। পরমাত্মা ও আত্মার পরস্পরবে প্রকৃতির এই রূপ উপযোগিতা যে উভয়ের সম্মিলন কাহা, প্রতি মূহুর্ত্তে পরিচালিত হইতে পারে। এই উপযোগিতা থাকিতে মহাবা দৃঢ় এতৎ হইলেই দিন দিন অনার্যসে ঈশ্বরের সহিত যোগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। যত আমরা পবিত্র ও উন্নত তরে আত্মা দান করিতে পারি, ততই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে পারি, ততই তাহার সহবাস লাভ করিয়া গারভুগ হব। ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান পূর্বক যোগ বিবন্ধন করা আমাদের প্রতিজ্ঞার যেমন আবশ্যকীয়, অন্য কোন বিষয় লাভ করা আর তত আবশ্যকীয় নহে, কারণ ইহা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিমত। সাংসারিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার অর্থ বুঝা যায়। আমরা সাংসারের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সকলের জন্য কত ব্যাকুল হই, তন্ময় কত ক্লেশ কত কষ্ট সহ্য করি, কিন্তু তন্মতে কত বাগই আমরা লাগে বিফল যত্ন হইতে হয়। সাংসারিক বিষয় লাভে সম্বন্ধে আমাদের যোগ যে এই রূপ সৈরাশ্য ভোগ করিতে হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? কত অল্পপলক্ষিত ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাদের সকল প্রকার গণনাগকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাহার গুঢ় কারণ এই যে যে সকল সাংসারিক বিষয়ের জন্য আমাদের ছদ্ম-বোয় অভ্যন্ত লালসা হয়, তাহা এতৎ হইলে অনেক সময় হয়ত আমাদের নিজ নিজ আত্মার ও গুণের অবদান ব্যতীতে পারে, এজন্য আমরা

যে সেই সকল আকাঙ্ক্ষিত সাংসারিক বিষয় লাভ করিব ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতে, সুতরাং আমাদের তত্ত্বাভ্যাসে ইচ্ছাও অনেক সময় বিফল হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয় লাভের নিয়ম স্বতন্ত্র। যদি আমরা আধ্যাত্মিক বিষয় লাভেব জন্য বাস্তব হই এবং আমাদের চিত্তকে নির্মল করিতে পারি, তবে ইহার পথে আর কোন বাহিরের প্রতিবন্ধতা উপস্থিত হইয়া বাস্তব হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর নিজেরই এবিধের আমাদের সহায় করেন, সুতরাং আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই সফল হয়। আমাদের আত্মিক স্পৃহা অভাবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাবে, কল বাস্তব বিশ্বের প্রতি অপরিমিত আশ্রয় বশতঃ এমন যত্ন আধ্যাত্মিক বিষয় আমাদের অতিশয় দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন না আমরা আপনাদের উচ্চ প্রকৃতি স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে পারি, যত দিন না বৈবিক সমুদ্রের উপর আধ্যাত্মিক সমুদ্রের প্রদান বৃদ্ধিতে পারি, যত দিন না আধ্যাত্মিক সমুদ্র রুদ্ধ করা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জ্ঞানিতে পারি, এবং যতদিন না সেই মত অধ্যাত্মিক করিতে অভ্যাস করি, ততদিন আমরা কি প্রকারে আধ্যাত্মিক যোগের রসাদাননে কৃতকাবী হইব।

আত্মার উপভোগ করিতে হইলে—যোগানন্দ সন্তোষ করিতে হইলে, সেই সন্তোষা বিষয়ের জন্য প্রথম জন্মের অভাব বোধ হওয়া আবশ্যক, কারণ যদি আত্মা কোন বস্তু জন্য অভাব বোধ না হয়, তবে সেই বস্তু লাভে আমি ব্যগ্র ও সচেত হই না। পরে আত্মার সেই সন্তোষা বিষয় সকল অপসারণ ইচ্ছা গোচর বিষয় সকলের ভগ্নেতা যে সন্তোষ তাহা স্পষ্ট রূপে জানা কর্তব্য, কারণ বিষয়ের গুণকত প্রসঙ্গের তৎপ্রতি আমাদের অধিক পরিমাণে যত্ন প্রযুক্ত হয়। এই রূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের বস্তু উপলব্ধি হইলে পর, যে সকল বিষয় আত্মাকে তাহার পরম সন্তোষ হইতে বঞ্চিত করে, অতি সাবধান পূর্বক সেই বিষয় হইতে আত্মাকে বিবর্ত করিতে হইবে।

কুল বাহু বিষয়, মহাবোয় উচ্চ প্রকৃতিতে পরিচালিত দান করিতে পারে না, তাহার শরীরের উপভোগ। আত্মার সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার জন্য মহাবা যত প্রকার বাহু মুখে পরিত্রুত থাকে না কেন, তথাপি অনেক সময় সে জন্মের যথার্থ ভূগুণ সন্তোষ করিতে পার না। পক্ষান্তরে যদি সে তাহার উচ্চ প্রকৃতির উপভোগ বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিষয় মুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র জন্মের শান্তির ভ্রাস হয় না। শরীরের প্রকৃত অভাব অতি অল্প, কৃত্রিম অভাবই অনেক। আত্মার অভাব বহুল, অমন্তকালে তাহা পূর্ণ হইবে। শরীরের কৃত্রিম অভাবে আমাদের যত্নে ব্রত করিয়া আত্মার অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেয় না। আত্মার অভাব কিছু কিছু করিয়া মোচন হইতেছে, আত্মা আপন গন্তব্য পথে জন্মগত ক্ষণস্থায় হই-

ভেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে, জন্মের কেবল প্রভাব ও আগ্রহসাম উপস্থিত হয়, এবং আমরা তদ্বারা কেমন শান্তি লাভ করি। কিন্তু আত্মার গুণতর অভাব সকল গুণ ভাবে অমৃত্ত থাকিলে, কেমন কলিঙ্গা দায়বা জন্মের সুখ শান্তি প্রত্যাশা করিতে পারি। গানের কত স্বাদ কোন আবরণে আরত করিলে তাহা যেমন সুস্বাদু প্রাপ্ত হয় না, আত্মার অভাবের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই কপ আত্মার অভাব দূর হয় না। সুতরাং আত্মার গুণ অভাব সত্ত্বে যক্ষ্মের কি একারে সুখ শান্তি লাভ হইবে। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এবং ঈশ্বর সহস্রাব্দে অভাবে আত্মা সমগ্র ইতিহাসেই হইবে। সেই অভাব সকল যথার্থ রূপে মুক্ত হইতে দেও, মনুষ্য আত্মিক জীবন উপাঙ্গ করিতে শিক্ষা কক্ষ, তবে সে নিখিল ও পূর্ণ সুখের আশ্বাস পায়। ক না দেখা বাটবে। জন্মকে নির্মল ও পবিত্র তাবে পোষণ কর, প্রীতিকে তপায় বিকসিত হইতে দেও এবং সেই প্রীতি মিতা ও নির্বিকল বস্তুতে স্থাপন কর, অন্যথা প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের সন্তিত পুত্র যোগ নিম্ন কন, সুখের বরম আপনাপনি ছিন্ন হইবে অমৃত পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি তোমার জন্মকে পূর্ণ করিবে। ইহলোকে এই শরীর রূপ কোষ মধ্যে; আত্মা কিছুকাল স্থিতি করিয়া ইহার প্রথম শিকা ও পরিবর্তন করিয়া সম্পন্ন করে, এই কিছুকালে জন্ম ইহার শরীরের সঙ্গে যোগ। যে কথক দিন ইহার শরীরের সঙ্গে যোগ, সেই বয়স্ক দিন ইহার শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি বাধিতে হয়। আমরা ঈশ্বরের উত্তর লোকের উত্তর জীব শ্রেণীর নিম্ন বিভাগে একগুণ অবস্থান করিতেছি, ১. মনের আত্ম-পরিণততা হয় না, সুতরাং জন্মের কণিতা ও দুর্জলতা আছে। পাছে সেই দুর্জলতা বস্তুত: আমাদের শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না কবি, পাছে শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিলে শরীর অকালে ধ্বংস হয়, এবং শরীর অকালে ধ্বংস হলে ইহলোকে আমাদের হতচক্র পরিবর্তন করিয়া চলে পাবে, পাছে তাহার প্রতি বিশ্ব উপস্থিত হয়, ইহার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে শরীরের অভাবের সহ্য এবং পবিত্রতা সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, যে সাহায্য রূপে শারীরিক অভাবের প্রতি অবগতির কলিঙ্গা আমাদেরকে ক্রোশ ভোগ করিতে হয়, ২. সেই জন্মের সকল সপরিণত রূপে মুক্ত হইতে দিলে আমরা এক পদার্থ পরিভোব প্রাপ্ত হই। দুর্ভাগ্য বস্তুত: শরীরের কণিতা উত্তর রূপে সম্পন্ন করিয়াই জন্ম ঈশ্বর শারীরিক সুখের সন্তি করিয়াছেন, শরীরের কণিতা যিরে নিম্ন সন্তিকর করিলে আমরা শরীরিক ক্রোশ প্রাপ্ত হই। আমরা এই সংসার হইতে শারীরিক সুখের আশ্বাস পাও। ইহা সংসারের নিকট আশ্রয় ও অধিক সুখের প্রত্যাশা দরি, কিন্তু সংসারের সৎকিঞ্চিৎ সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই, সংসার আমাদেরকে মহান সুখ কি একারে প্রদান করিবে? আমাদের মহান,

সুখের প্রশস্ত ছবি যে অন্যত্র রহিয়াছে, তাহা আমরা বিমুগ্ধ হই, এবং সংসারের সন্তান কেবল সকলে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ভুল সংগ্রহ স্বল করিয়া তুলিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া যোতর আন্দোলনে আমাদের চিত্ত আকর্ষণিত হইতে থাকে। কখন তব বিপদ, কখন পাপ প্রলোভন, কখন ক্ষুদ্র কামনা, কখন কলিত সুখাশা জন্মের জন্মের শান্তি অগহরণ করে। আমাদের আত্মার গুণ মুক্ত রোমন্বন প্রতি আমরা কর্পাত করি না। তাহার প্রকৃত বাণ্যম স্তনের নিকট আমরা গমন করি না। সংসারের চর্য শোকে উন্মত্ত ও অতীত থাকি। সংসারে কণেক হাসা, কণেক ক্রন্দন, কণেক চর্য, কণেক শোক, ইহা দেখিয়াও নিতা পুণ নির্মল নির্বিকার পদার্থের প্রার্থা হইল।

আমাদের আত্মার ইহা সহজ তাব যে সে জননি অনন্ত, সকল কারণের কারণ, মহান পুরুষের মঙ্গলময় আগ্রহে সমাজে বাস করে, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহাকে আপনায় সমস্ত অভাব বাক্ত করিয়া তাহার কল প্রাপ্ত হয়, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আপনাকে আপায়িত করে, তাঁহার মহান তাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যাবহ নিম্ন হয়, তাঁহার প্রেম অমরবক্ত হইয়া অপর আনন্দে ভাসমান হয়। এই আত্মিক হিতকর সুকোমল ভাবকে আনন্দ বেনে বেনে পূরক বিনোদ করিয়া না কেলি, অতীতের সাংসারিক বিষয়ের অহলোকে অথবা পাপের প্রলোভনে সেই সহজ ভাবকে বেনে ছাড় হইতে উদ্ধেয় না কর, পবিত্র যথাস্থানে দূর্য্য তাব বেনে দিন দিন পশ্চিম টুটি ও বর্ধিত করি।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, রক্তজ্ঞতা, বিশ্বাস, আশা, আনন্দ, প্রেম আপন করিতে পারিলে, তাঁহার সন্তিত দিন দিন অধিকতর তাব সংযুক্ত হওয়া যায়, অধ্যায়যোগে গাঢ় রূপে নিযুক্ত হইতে পারিলে তাঁহার প্ৰেমানন্দের দর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের পরম অর্থাগম হয়, আমরা অমৃত ধন লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি সমৃদ্ধ হই। আমরা অমাত্মা বিশিষ্ট পদার্থ তাব জীবন যাপন করিয়া এমত দৌভাগ্যপদ অধ্যায়যোগ হইতে বেন বিচ্যুত না হই, সাংসারিক বিষয়ের আন্দোলনে বিধিগু চিত্ত ও অশান্ত হইয়া, পবিত্রাশ্রয় সন্তিত আত্মায় মিল রক্ষায় বেন অপারক হইয়া না পড়ি, একটুমাত্র বিচলিত হইলে যোগের তত্ত্ব ইহই থাকে, ইহা বেন আমাদের সর্বদা স্মরণ থাকে।

আমরা জন্মের সমকে বাহিরের বস্তু হইতে সর্বদা প্ৰত্যাবর্তন করিয়া আত্মার স্বকীয়তর প্রদেশে আত্মার অন্তরাত্মার নিকট বেন আকর্ষণ করি: জন্মের সম বাহিরের বস্তুতে সন্তত ব্যাপৃত ও ধাবিত হয়, তাহাদের এই বিধিগু তাবকে সংযত করিয়া সকল বিষয়ের মধ্যস্থিত স্বরূপ ঈশ্বরে পরিচালিত করিতে পারিলে কোথা হইতে আশ্রয় তাব আত্মাতে স্বর্গীয় অমৃত পঞ্চালিত হয়, এবং আত্মার সমস্ত

৬. The Trinity Controversy in India.

গার্ভিহারা মহারাজের জন্ম সম্বন্ধে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক খৃষ্টপন্থাবলী অধ্যাপক রায়চন্দ্রের নিক্ত কনিকাতনবানী শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠিহারা মলিক মহাশয়ের টুনিটী অর্থাৎ ত্রিভোক্তা খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ে পত্র দ্বারা যে বিচার হইয়াছিল, গোষ্ঠিহারা বাবু তাহা এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব টুনিটোরিয়ান ধর্মের প্রধান গার্ভিহারা বাবু যে দেখাইতে গিয়াছেন, যে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বাইবেল শাস্ত্র সম্মত নহে তাহাতে তিনি অধ্যাপক রায়চন্দ্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। আমরাত্ত দেখিতেছি, বাইবেল এম ঈশ্বরের নথ্য ভূরি ভূরি আছে বটে; খৃষ্ট সাধারণতঃ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় রূপে বলেন নাই, কিন্তু তথাপি খৃষ্টে ঈশ্বর আরোপ করা যায়, বাইবেলে খৃষ্টের এমন অনেক কথাই আছে। তাহা না থাকিলে খৃষ্টের ঈশ্বর বলিয়া অসংখ্য লোকের এক বৈশিষ্ট্য ভাঙিয়া একেবারেই অস্তিত্ব হইত।

এই পুস্তকেও অনেক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি এবং বাইবেলের ও পুরুষানের আশ্রয় প্রমাণ সহকায়ে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বোধ হয় অধ্যাপক রায়চন্দ্র তাহার আর আনুস্তর দেন নাই।

এই পুস্তকে যে অনেক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সুপ্রস্তুত লেখক বাবু অগম্য হইলেও কি বুঝিয়া খৃষ্টপন্থার বিকাশ ও খৃষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অধ্যাপক রায়চন্দ্র যেমন দেখাইয়াছেন, তাহাদের যে বুঝবার জুখ, সেটি গোষ্ঠিহারা বাবু যেমন দেখাইতে পারেন নাই।

OPINION ON THE MARRIAGE BILL.

To H. L. Dampier Esq.,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

SIR,—I have the honor to acknowledge the receipt of your circular No. 3 dated the 14th ultimo requesting me to state my opinion and suggestions with regard to the Bill now pending before the Supreme Council for providing a form of marriages for certain persons who are

not Christians and beg to offer the following remarks:—

2. Whether a Civil Marriage Law upon the principle of the Bill has, under the present circumstances of Indian Society, become a necessity justifying express legislation, is a question on which more than one opinion might be entertained. For my own part I do not see any such necessity, for having regard to the spirit of modern legislation and the rules of justice, equity and good conscience which the Court of this country are bound to observe, there can, I think, be little, if any, room for doubt as to the validity of marriages that might be celebrated under forms and ceremonies differing from those already existing in India. I concur in the opinion expressed by the learned professor Max Muller "that modern legislation can regard marriage only in the light of a Civil contract, leaving the religious ceremonies, if any, to be settled by the contracting parties;" and that opinion, I am happy to find, has been fully confirmed by the observations that recently fell from so eminent a lawyer as the Honorable Mr. Stephen.

3. Should the Legislature, however, consider it proper to pass an enactment like the one under consideration, I would respectfully urge that in framing a Civil Marriage Law for India the Legislature should not go further than the actual necessity of the case requires, nor should it yield to the temptation of introducing social changes and reforms by the fiat of the Law. In this view I would object to sections 17 and 18 of the proposed Bill. In giving a Civil form of Marriage to a section of the Indian Community I do not see the necessity of bringing them or their children under an entirely new Law of succession and consanguinity. It would, I think, be sufficient to enact that the

Law of succession and the Law of consanguinity and affinity applicable to all persons marrying under the Act shall be the Law which would have governed the husband if he had not so married, and in the case of the issue of such Marriages the Law shall be that which would have applied to the first male ancestor marrying under the Act, such ancestor being traced through the male line.

I have the Honor to be

Sir

Your most Obedt. Servant.

DEBENDER NAUTH TAGORE.

CALCUTTA,

The 4th March 1872.

### নূতন বিক্রয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম আদ্য, দ্বিতীয় খণ্ড ... ..	১০
ব্রাহ্মধর্মের সহিত জনসমাজের সংঘর্ষ	১০
হিন্দু জাতি, তাহার বর্তমান অবস্থা ও	
তাচার কর্তব্য	১০
A Lecture on Alcohol. . . . .	১০

### বিস্তৃতিপত্র।

আগামী ৩ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘটীর সময়ে দৈনিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার গত অধিবেশনে ছিন্ন চটপাছে যে, প্রতি মাসে উক্ত সভার অধিবেশন না হইয়া প্রতি তৃতীয় মাসের শেষ রবিবার অপরাক্ত ৭ ঘটীর সময়ে উহার অধিবেশন হইবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

জীববোগোপাল মিত্র।

ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার সম্পাদক।

আগামী ২০ শে বৈশাখ বুধবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সম্মেলনীয় উৎসবে প্রাতে ৬ ও সন্ধ্যা ৭১০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

সম্পাদক।

### আয় ব্যয়।

গৌর, মাঘ এবং ফাল্গুন ১৩০৬ খ্রিঃ আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১৩২৬৭১০
পূরকার দ্বিত	...	...	৪৮৭৪/১২
সমষ্টি	...	...	১৮৮৪১০/৫
ব্যয়	...	...	১৫০২৫০
দ্বিত	...	...	৩৮১৪/৫

### আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭৬১০/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩৯৪১০
পুস্তকালয়	...	২৪৩/৫
বহুলায়	...	৪১০৫১০
গচ্ছিত	...	২২৬৫০/১০
সমষ্টি	...	১৩২৬৭১০

### ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৭৮/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬১৭৪১০
পুস্তকালয়	...	১৫৪/১০
বহুলায়	...	১১৫
গচ্ছিত	...	১৫৮/১০
সমষ্টি	...	১৫০২৫০

### দান প্রাপ্তি।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর	...	১২৫
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫০
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
" হরিশোহন নন্দী	...	১০
" নীলকমল ব্রহ্মোপাধ্যায়	...	১০
" ত্রিমকড়ি ঘোষ	...	৭
" এক জন ব্রাহ্ম	...	৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাণ্ডুরোগাট)	...	২
" মণিলাল মল্লিক	...	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	২
" রাজকৃষ্ণ মিত্র	...	২
" লবঙ্গোপাধ্যায়	...	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	...	২
" গোবিন্দচন্দ্র সিংহ	...	২
" ব্রজনাথ ধর	...	২
" কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২
" হরকুমার সরকার	...	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
" রাধালতাজ রায়	...	১
" পুস্করকুমার বিশ্বাস	...	১
দানাদেয় প্রাপ্ত	...	৭১০/৫

সমষ্টি ২৭৬১০/৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।  
সম্পাদক।

মঘ ১৩২৮। বঙ্গবর্ষ ১৩২৭। ৩ বৈশাখ শুক্রবার

[illegible]

১০ টেদ্র হুইলস্পিডিং ১৫১৩ শক।

এই কাল প্রভাবে সম্বৎসর যথো পৃথি-  
বীতে কি না অঘটন ঘটনা সকল সংঘটিত  
হইয়াছে? পাদপ পশু, কীট পতঙ্গ, নর-  
নারীগণ এই কাল-প্রসাদে কি না উন্নতি

লাভ করিয়াছে—নিদাঘ বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত বসন্ত প্রভৃতি বর্ষা মঙ্গল সকল যথোচিত রূপে সকলেবই শোভা সম্পাদন, সুখ সম্বর্জন এবং উন্নতি সাধন করত স্বকর্মা সমাপন করিয়া বিদায় লইতেছে। বাল শ্রমাদে এত বমুঞ্জরা কতবারই অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়াছে—রক্ত লতা সকল নবীন গায়েবে, সুন্দর কুমুদে, মুগ্ধ কল শব্দে শোভমান হইয়া কত কলাগর্ভ সাধন করিয়াছে। পশু পক্ষী কোট পতঙ্গাদি উজ্জ্বল বেশ-ভূষা, সুখ অন্ন পান লাভ করত বর্ষ কাল কেমন স্বচ্ছন্দে পরিপালিত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সমাগন করিয়াছে। মানুষ এত মর্ত্য-লোক-খাফিয়া কাল প্রাতে বড়ই না বিচিত্র রক্ত সংগ্রহ করিয়া ঐকি পরিক্রম সুপোষিতর চেতী পাইয়াছে। এমন অসাধারণ কাল প্রাপ্তাপ্ত চিরস্থায়ী নহে! ঈশ্বরের এমনই আদেশ—পৃথিবী এমনই স্থান যে, তিনি যাহাকে যে লক্ষ্য সাধনের জন্য এখানে প্রেরণ করেন, তাহাকে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেই হইবে। ঈশ্বরের শাসনে বমুঞ্জরা তাহাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও আশ্রয় দান করিতে পারে না। যে পৃথিবী ওষধি বন-



স্মৃতি সকলকে বঞ্চে ধারণ করিয়া—মাতার  
ন্যায় স্বীয় শরীর-রসে পরিপালন করে,  
তাহারা স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে আর  
এক পলের জন্যও পোষণ করে না। সেই  
একই পোষিত বৃক্ষ লতার কাণ্ড শাখা,  
পত্র পুষ্পাদি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া  
কেলে। যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে  
স্বীয় কোড়-প্রাচনে রক্ষা করিয়া আপনার  
বক্ষ্যবিদারণ পূর্বক অন্নপান প্রদান করিয়া  
থাকে, তাহারদের জীবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে  
আর একটা দিনের জন্যও স্থান দান করে  
না। যে শূন্য পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ, তা-  
হারও চরম-কাল উপস্থিত হইলে, তখনই  
তাহাকে অগ্নান-বদনে বিদারে প্রদান করে,  
তাহারদের অস্থি মাংস শিরা শোণিত পর্য্যন্ত  
উদরস্থ করিয়া লয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া  
দেখ, কত মহাক্রমের রুস্তুর কাণ্ড শাখা  
সকল ইহার অভ্যন্তরে প্রোথিত রহি-  
রাছে—কত প্রকাণ্ড-কায় পশু কক্কাল-রাশি  
ইহার গর্ভে অবস্থান করিতেছে—কত ভূবন-  
বিজয়ী সম্রাট শরীর, কত মন্ত্র-ভূষণ নর-  
কুল চূড়ামণির অস্থিহয় দেহ ইহার উদরে  
শয়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সৃষ্ট  
বস্তু, স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে যে আর  
এখানে এক পল মাত্র থাকিতে পারে না,  
এমনানের ঘটনা সকল ভূগর্ভ নিহিত ভূত-  
কালের নিদর্শন সকল তাহাই উজ্জ্বল রূপে  
প্রতিপন্ন করিতেছে। ভূত ও বর্তমান  
কালের পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ব্যাপার, এক  
বাক্যে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্য  
প্রণালীও স্রষ্টাকরে বুঝাইয়া দিতেছে।  
এই পৃথিবীর মনোহর শোভা সন্দর্শন ক-  
রিয়া এই মর্ত্য-লোকে অপরিপাণ্ড আনন্দ  
সম্রোগ করিয়া ও এই পার্থিব পদার্থ ব্যূহের  
পরিণাম পর্যালোচনা করিয়া কোন বুদ্ধি-  
মান ব্যক্তি না; এখানকার ধন প্রাণ সুখ

সম্পদকে ঐচ্ছিকালিক ব্যাপার বলিয়া  
নির্দেশ করিবেন? কোন ঈশ্বর-প্রাণ  
পরমার্থদর্শী নিজ পুরুষ না বলিতে থাকি-  
বেন যে “বিত্তীয় হত্যার রূপই এই জড় জগৎ  
ও পশু প্রকৃতি, এবং হত্যার পাশই এই  
কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম।  
জড় জগৎ ও পশুপ্রকৃতি কার্য্য কারণ শৃঙ্খল  
যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে হত্যা-পাশে বদ্ধ-  
রহিয়াছে।” যাহারা স্বীয় আত্মার প্রকৃতি,  
আত্মার গতি এবং অনুরাত্মার সহিত তাহার  
সম্বন্ধ অবগত না হইয়া পৃথিবীকেই আপ-  
নার চির নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দেশ  
করেন—পৃথিবীতেই আপনার আশা অ-  
নন্দ, সম্পদ উন্নতি আবদ্ধ করিয়া রাখেন,  
পার্থিব বস্তু সকলের পরিণাম দর্শনে  
তাহারদেরই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে  
থাকে। হত্যার প্রতাপ সন্দর্শনে তাঁহা-  
রদের সকল আশা ভরসা উদ্ভূলিত  
হয়। কিন্তু যাহারা জড় উদ্ভিদ এবং পশু-  
পক্ষ্যাদির স্বভাব ও লক্ষ্য বিশেষ রূপে  
পর্যালোচনা করিয়া—আত্মার প্রকৃতি,  
আত্মার লক্ষ্য, সুন্দর রূপে অবগত করেন,  
সাংসারিক কোন ঘটনাই তাহারদিগকে  
বিব্রল করিতে পারে না। অসংখ্য অগণ্য  
পার্থিব বস্তু সকলের জন্ম-মৃত্যুও তাহারদের  
হৃদয়ে হত্যাভয় উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।  
এখানকার কোন ব্যাপারই তাহারদের আশা  
তরুর মূল-ক্ষেদ করিতেও শক্তি হয় না।  
এই আপাত দৃষ্ট হত্যার রূপ লংসার মধ্যে  
তাঁহারা অমৃত স্রোতই সঞ্চারিত দেখেন।  
যাহারদের চক্ষু কেবল বাহ্য জগৎ  
সন্দর্শন করে, যাহারদের বুদ্ধি-বেত্র পশু-  
পাদপের সহিত চৈতন্যময় বিজ্ঞানময় আ-  
ত্মার প্রকৃতিগত কার্য্যগত প্রভেদ নির্দেশ  
করিতে না পারে, যাহারা কেবল জড় পর-  
মাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগকেই জন্ম-

হত্যা বলিয়া নির্দেশ করেন, বাঁহারা অস্ট্রার উদ্দেশ্য এবং সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাঁহারা এই হত্যা-তরে আকুলিত হন। বস্তুতঃ সেই অজর অমর পরমেশ্বরের বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কোন পদার্থেরই এক কালীন বিনাশ নাই—চক্ষুর অগোচর একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কণারও সম্পূর্ণ হংশ নাই। প্রত্যুত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিযোগে, কপাস্থর ও ভাবান্তরে ঈশ্বরের সৃষ্টি-শ্রোতঃ ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে, জড় উদ্ভিদের মধ্যও সেই অসুত পুরুষের অমৃতময়ী ইচ্ছা প্রবাহিত থাকিয়া বস্তুকে স্থির-যৌবনা—চির শোভনা করিয়া রাখিতেছে; বিশ্বাধিপতির বিশ্ব-রাজ্যকে উত্তরোত্তর শ্রীশৌন্দর্য—জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছে। সেই অস্ট্রার উদ্দেশ্য ও সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের বিষয় একটু আলোচনা করিলেই এত বিস্তৃত জগতের মধ্যে আর একটি অদৃষ্ট পূর্ব শৌন্দর্য-ছটা বিকশিত দেখা যায়—ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি নবতর কল্যাণতর পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন আর বাহ্য বস্তুর নাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কা থাকে না—পশু পক্ষীর হত্যাতে আত্মার মরণ কম্পনা কারাও যায় না।

ঈশ্বরের ওষবি ও বনস্পতি সকল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কি? জগতের শোভা সম্পাদন, জীবের স্বাস্থ্য কল্যাণ সাধন ও জুৎপিপাসাদি নিবারণই বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃক্ষ লতাদি-রও যথা নিয়মে কাণ্ড-শাখা, পুষ্প ফল প্রসব করাই একমাত্র লক্ষ্য। যখন সেই লক্ষ্য সন্মাক্ রূপে সুসম্পাদিত হয়, তখন ঈশ্বরেরই নিয়ম কৌশলে তাহারা বহু বীজ প্রসব করিয়া আবার সংখ্যাতীত অভিনব বৃক্ষ-শ্রেণী সমুৎপাদনের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আপনারা ভূমিসাৎ হওত তাহা-

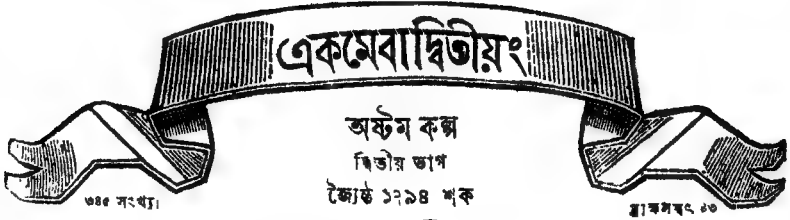
রদিগকে পোষণ করিতে থাকে। এই রূপে উদ্ভিদ কুলের উত্থান পতনে পৃথিবীর চির উর্বরতা রক্ষা পাইতেছে, এই রূপে ঘেদিনি-মণ্ডল তেজস্বিনী হইয়া প্রতিদিনই নূতন নূতন উদ্ভিদ ও জন্তু-শরীর পোষণ করিতেছে। পশু পক্ষী কীটাদিও সেই রূপ ধরা-পৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করত যথাযোগ্য-রূপে শরীর পোষণ ও পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি সহকারে জীবনের লক্ষ্য সমা-পন পূর্বক জীবনলীলা সমরণ করে। মানুষ-শরীরও এই সাধারণ নিয়মের বশবর্তী। জননীর জরায়ু শয্যা হইতে যথা পদ্ধতি নর-দেহ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়, কালেতে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে—বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে আবার বৃদ্ধির নায় জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন হইয়া খুলির শরীর খুলি-তেই বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। অচিরে পৃথিবী যাহারদের জন্ম-স্থান, এই রূপে অচির-কাল-মধ্যেই তাহারদের জীবন পর্য্য-বসিত হয়। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি আত্মা ভূমিসাৎ হইয়া রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয়? মানব আত্মার উৎপত্তি স্থান এই প্রাণ শূন্য ভূমণ্ডল নয়—সেই অজর অমর পূর্ণ পরমেশ্বরই তাহার আকর ভূমি। সুতরাং মানব আত্মার ক্ষয় নাই, বায় নাই; প্রত্যুত তাহার নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন উন্নতি। সে পার্থিব উপকরণে গঠিত নয় যে, পার্থিব নিয়মে বৃদ্ধি ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। সে 'ভৌতিক পরমা-ণুর সমষ্টি' নয়, যে কালেতে শিথিল বা বিবৃত্ত হইয়া মহাভূতে বিলীন হইবে। পরিমিত পার্থিব রসও তাহার পোষণ উপাদান নয়, যে অচিরকাল-মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া আর পোষণ করিতে পারিবে না! আত্মা অখণ্ড অদ্বাদ্য অশোধ্য বিজ্ঞানময়, সে স্বর্গীয় উপাদানে বিনির্দিষ্ট, সেই অনন্ত

জ্ঞান, অনন্ত প্রেম সেই পরিপূর্ণ অমৃত খনি  
পরমেশ্বরই তাহার ভোগ ভাণ্ডার। সে  
যতই উন্নত হউক,—তাহার জ্ঞান ক্ষুধা,  
প্রেম তৃষ্ণা যতই কেন বর্জিত হউক না, সেই  
অশেষ উৎস হইতে ততই সে তাহার ভোগ্য  
বিষয় লাভ করিতে পারে। সুতরাং আত্মার  
যে রূপ উন্নতির সীমা নাই, তাহার পোষণ  
উপাদানেরও সেই রূপ শেষ নাই। আত্মার  
পক্ষে এক্ষণ সময় কখনই উপস্থিত হইবার  
সম্ভাবনা নাই, যে সময়ে তাহার ভোগ ভা-  
ণ্ডার নিঃশেষিত হইবে—এবং আত্মার  
উন্নতি পথ অবরুদ্ধ হইয়া তাহার অস্তিত্বের  
বিলোপ কবিবে। আত্মার জীবন কাল  
পরিমিত নহে যে, সে উন্নতির চরম সীমায়  
উপনীত হইলে আর তাহার বর্তমান থাকি-  
বার প্রয়োজন হইবে না। তাহার আশা  
অধিকার সকলই অশেষ, তাহার সাধন ও  
শিক্ষা সকলই অসীম। তাহার উপরে দেশ  
কালের একাধিপত্য নাই—যুত্মরও বন্দন  
নাই। তাহার জীবন কাল অনন্তকাল।

যে ঈশ্বরের রাজ্যে একটি তৃণ, একটি  
কীটাত্ম পৰ্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে বিকল  
বা বিকারদশা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাঁহার  
দৃষ্টির ভূষণ যে আত্মা, সে কি অশিক্ষার,  
অনুন্নতিতে অকালে ধূলিসাৎ হইবে? এই  
সংসার কারাগারে চির ক্ষুধার, চির তৃষ্ণার  
অকুল ও অস্তির হইয়া আর্জনা করিতে  
করিতে কি সে আত্মা প্রাণত্যাগ করিবে? এই  
কোন স্বভাবদর্শী—কোন আত্মতত্ত্ববিদ  
পণ্ডিত এত দ্বন্দ্বাত্মক সিদ্ধান্ত পরিতৃপ্ত  
হইতে পারেন।

দুই চারিটি বৃক্ষ-সত্তার চির বিস্তার  
দেখিনীমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া কালেতে  
তেজ শূন্য, শোভা শূন্য, পদ্য শূন্য হইয়া  
অন্যন্তর দক্ষবিধ ওষধি বন্যপতির সমুৎ-  
পাদনের ব্যগ্রাঘাত জগাইতে পারে, কতি-

পয় পশু-কুলের চির বর্জনে পৃথিবী  
কালেতে স্থান শূন্য হইয়া রাক্ষস-ভূমি সদৃশ  
ভয়ানক স্থান রূপে পরিণত হইতে পারে,  
এবং কাল ক্রমাগত অতিনব জীব শ্রেণীরও  
আবাস ও উৎপত্তি রোধ করিতে পারে,  
বসুকরাও চিরদিন তাহারদিগকে পোষণ  
করিতে গেলে ক্রমে তেজোহীন হইয়া আর  
রস পরিবেশন করিতে পারে না। বৃক্ষাদি  
চিরজীবী হইয়া চিরকাল একবিধ পুষ্প ফল  
প্রসব কবিলেও জীবের ভোগ তৃষ্ণা শাস্তি  
করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহারদের  
জীবন কাল পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হওয়াই  
শ্রেয়ঃকৰ্ম্ম। পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বরের বিশ্ব-  
রাজ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহি-  
য়াছে। কিন্তু অসংখ্য আত্মার চির-উন্নতিতে  
অন্য আত্মার অবনতি হয় না, উদ্ভিদ  
রাজ্যেরও দুর্গতি হয় না, অন্য কোন প্রকার  
জীব জন্তুরও উৎপত্তি রোধ করে না, বরং  
সর্বতোভাবে জগতের কল্যাণে সহযোগিতা  
হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধনে ভূমণ্ডল  
তেজোহীন হয় না, সৃষ্টির শোভাও মলিন  
হয় না, প্রভূত আরো উজ্জ্বল ও সুন্দর  
বেশ ধারণ করে। আত্মা আপনার উন্নতির  
সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক, পরলোকে কেবল  
অর্থীর মহিম্য মহীয়ান্ করে, কেবল তাঁহা-  
রই করুণা কীর্তন করিয়া তৃপ্তি লাভ,  
শান্তি লাভ, উন্নতি লাভ করিতে থাকে।  
বৃক্ষাদি বয়োবৃদ্ধি দ্বারা হীন-বল হয়, প্রবল  
বাত্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক যুদ্ধে পরাভূত  
হইয়া ভুতলশায়ী হয়, আত্মা কাল সহকারে  
ক্রমাগতই উন্নত হইতে থাকে। সংসার-সময়ে  
—আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরি-  
ব্রাস্ত ক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আত্মা ক্রমি-  
কই বল লাভ—বৃদ্ধি উদ্যম লাভ করিয়া  
অপরাজিত প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে।  
সে আরো দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক, উচ্চতর বাধা



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রীমদ্বৈতভাস্করীয়াং তত্ত্ববোধিনীয়াং সর্বমঙ্গলং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমমৃতং শি৷ ৷ পতঞ্জলিরবদ্যম্ ৷  
 এতদ্বিতীয়ং নগর্যাসি সর্বমিষঙ্ক সর্বপ্রিয় সর্ববিশ্ব সর্বশক্তিমান কৃপা ৷ ৷ মণ্ডিতমিতি । এতদস্যা তৈমসাদেশঃ সমঃ ।  
 পারত্রিকৈরিতিকৈঃ শৃঙঙ্করত । তস্মৈন এতীতিশ্রুত্যা প্রিয়কার্যাসংসদনক তদুপাসনম্বেব ।

## বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ।

৩০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৭৯৩ শক

যে নব বর্ষের শুভাগমনে আমারদের সত্যই আশা, কতই আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল—যাহাকে আমরা পূর্ণ এক বৎসর কাল যত্নদায় হৃদয়ের সঙ্গিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাল-শ্রেষ্ঠ চির কালের জন্য আমারদিগকে পবিত্রাণ করিয়া যাচ্চেছে । যে বর্ষ কাল প্রত্যেক ক্ষাত্তিতে নবতর ফুল ফল শস্যে, কল্যাণতর সুখ-সম্পদে, মহত্তর জ্ঞান প্রেম ধর্ম ভাবে আমারদের শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিয়াছে, তাহার হৃদয়-প্রীতিকর উপহার সকল আর প্রাপ্ত হইব না । চির দিন চির কালের জন্য তাহা চলিয়া যাইতেছে ।

এই কাল প্রভাবে সর্ববৎসর মধ্যে পৃথিবীতে কি না অঘটন ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে? পাদপ পশু, কীট পতঙ্গ, নর-নারীগণ এই কাল-প্রসাদে কি না উন্নতি

লাভ করিয়াছে? নিদাঘ বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত বসন্ত প্রভৃতি বর্ষ অল্প সকল যথোচিত রূপে সকলেরই শোভা সম্পাদন, সুখ সয-র্জন এবং উন্নতি সাধন করত স্বকার্য্য সমা-পন করিয়া বিদায় লইতেছে । কাল প্রসাদে এই বসুন্ধরা কতবারই অপূর্ব বৈশাখ ধারণ করিয়াছে—বৃক্ষ লতা সকল নবীন পল্লবে, সুন্দর কুমুদে, সুবাসিত কল শস্যে শোভমান হইয়া কত কল্যাণই সাধন করিয়াছে । পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি উজ্জ্বল বেশ-ভূষা, সুখদ অন্ন পান লাভ করত বর্ষ কাল কেমন স্বচ্ছন্দে পরিপালিত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সমাপন করিয়াছে? মনুষ্য এই মর্ত্য-লোকে থাকিয়া কাল জোতে কতই না বিচিত্র রত্ন সংগ্ৰহ করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখোন্মত্তির চেষ্টা পাইয়াছে । এমন অসাধারণ কাল প্রত্যাপও চিরস্থায়ী নহে! ঈশ্বরের এমনই আদেশ—পৃথিবী এমনই স্থান যে, তিনি যাহাকে যে লক্ষ্য সাধনের জন্য এখানে প্রেরণ করেন, তাহাকে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেই হইবে । ঈশ্বরের শাসনে বসুন্ধরা তাহাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও আত্মায় দান করিতে পারে না । যে পৃথিবী ওষধি বন-

স্পতি সকলকে বন্ধে ধারণ করিয়া—যাতার  
ন্যায় স্বীয় শরীর-রসে পরিপালন করে,  
তাহারা স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে আর  
এক পলের জন্যও গোষণ করে না। সেই  
ঐশ্বর্য পোষিত বৃক্ষ লতার কাণ্ড শাখা,  
পত্র পুষ্পাদি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া  
কেলে। যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে  
স্বীয় জোড়-প্রাণনে রক্ষা করিয়া আপনার  
বক্ষঃবিদারণ পূর্বক অন্নপান প্রদান করিয়া  
ধাকে, তাহারদের জীবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে  
আর একটা দিনের জন্যও স্থান দান করে  
না। যে মনুষ্য পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ, তা-  
হারও চরম-কাল উপস্থিত হইলে, তখনই  
তাহাকে অস্ত্রান-বন্দনে বিদায় প্রদান করে,  
তাহারদের অস্থি মাংস শিরা শোণিত পর্য্যন্ত  
উদরস্থ করিয়া লয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া  
দেখ, কত মহাক্রমের বৃক্ষের কাণ্ড শাখা  
সকল ইহার অভ্যন্তরে প্রোথিত রহি-  
য়াছে—কত প্রকাণ্ড-কার্য পশু কঙ্কাল-রাশি  
ইহার গর্ভে অবস্থান করিতেছে—কত ভুবন-  
বিজয়ী সম্রাট শরীর, কত মর্ত্য-ভূষণ নর-  
কুল চূড়ামণির অস্তিত্ব দেহ ইহার উদরে  
শয়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সৃষ্ট  
বস্তু, স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে যে আর  
এখানে এক পল মাত্র থাকিতে পারে না,  
বর্তমানের ঘটনা সকল ভূগর্ভ নিহিত ভূত-  
কালের নিদর্শন সকল তাহাই উজ্জ্বল রূপে  
প্রতিপন্ন করিতেছে। ভূত ও বর্তমান  
কালীতি পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ব্যাপার, এক  
বাংকো সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্য  
প্রণালীও স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে।  
এই পৃথিবীর মনোহর শোভা সন্দর্শন ক-  
রিয়া এই মর্ত্য-লোকে অপরিপাণ্ড আনন্দ  
সম্ভোগ করিয়া ও এই পার্থিব পদার্থ ব্যূহের  
পরিণাম পর্যালোচনা করিয়া কোন্ বুদ্ধি-  
মান ব্যক্তি না এখানকার ধন প্রাণ সুখ

সম্পদকে ঐশ্বর্যমালিক ব্যাপার বলিয়া  
নির্দেশ করিবেন? কোন্ ঐশ্বর্য-প্রাণ  
পরমার্থদর্শী সিদ্ধ পুরুষ না বলিতে থাকি-  
বেন যে “বিভীর্ণ হৃদয় রূপই এই জড় জগৎ  
ও পশু প্রকৃতি, এবং হৃদয় পাশই এই  
কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা-যুক্ত আকৃতিক নিয়ম।  
জড় জগৎ ও পশুপ্রকৃতি কার্য্য কারণ শৃঙ্খল  
যুক্ত আকৃতিক নিয়মে হৃদয়-পাশে বন্ধ-  
রহিয়াছে।” যাহারা স্বীয় আত্মার প্রকৃতি,  
আত্মার গতি, এবং অন্তরাত্মার সহিত তাহার  
সম্বন্ধ অবগত না হইয়া পৃথিবীকেই আপ-  
নার চির নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দেশ  
করেন—পৃথিবীতেই আপনার আশা আ-  
নন্দ, সম্পদ উন্নতি আবদ্ধ করিয়া রাখেন,  
পার্থিব বস্তু সকলের পরিণাম দর্শনে  
তাহারদেরই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে  
ধাকে। হৃদয়ের প্রতাপ সন্দর্শনে ঐশ্বর্য-  
রম্যের সকল আশা তরসা উন্মূলিত  
হয়। কিন্তু যাহারা জড় উদ্ভিদ এবং পশু-  
পক্ষ্যাদির স্বভাব ও লক্ষ্য বিশেষ রূপে  
পর্যালোচনা করিয়া—আত্মার প্রকৃতি,  
আত্মার লক্ষ্য, সুন্দর রূপে অবগত হয়েন,  
সাংসারিক কোন ঘটনাই তাহারদিগকে  
বিষয় করিতে পারে না। অসংখ্য অগণ্য  
পার্থিব বস্তু সকলের জন্ম-মৃত্যুও তাহারদের  
হৃদয়ে হৃদুভয় উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।  
এখানকার কোন ব্যাপারই তাহারদের আশা  
তরুর মূল-চ্ছেদ করিতেও শক্তি হয় না।  
এই আপাত দৃষ্ট হৃদয় রূপ সংসার মধ্যে  
তাহারা অমৃত স্রোতই সঞ্চারিত দেখেন।  
যাহারদের চক্ষু কেবল বাহ্য জগৎ  
সন্দর্শন করে, যাহারদের বুদ্ধি-নেত্র পশু-  
পাদপের সহিত চৈতন্যময় বিজ্ঞানময় আ-  
ত্মার প্রকৃতিগত কার্য্যগত প্রত্যক্ষ নির্দেশ  
করিতে না পারে, যাহারা কেবল জড় পর-  
মাণু সকলের সংযোগ বিয়োগকেই জন্ম-

হুত্বা বলিয়া নির্দেশ করেন, যাঁহারা শ্রমীর উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টি বস্তুর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাঁহারা হুত্বা-ভয়ে আকুলিত হন। বস্তুতঃ সেই অজর অমর পরমেশ্বরের বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কোন পদার্থেরই এক কালীন বিনাশ নাই—চক্র অগোচর একটি লক্ষ্যতম পরমাণু কণারও সম্পূর্ণ ধ্বংস নাই। প্রত্যুত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিযোগে, রূপান্তর ও ভাবান্তরে ঈশ্বরের সৃষ্টি-শ্রোতাঃ ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতেছে, জড় উদ্ভিদের যথেষ্ট সেই অমৃত পুরুষের অমৃতময়ী ইচ্ছা বোধিত থাকিয়া বসুধাকে স্থির-যৌবনা—চির-শোভনা করিয়া রাখিতেছে; বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-রাজ্যকে উত্তরোত্তর শ্রীসৌন্দর্য্য-জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছে। সেই শ্রমীর সৌন্দর্য্য ও সৃষ্টি বস্তুর লক্ষ্যের বিষয় একটু আলোচনা করিলেই এই বিস্তৃত জগতের যথেষ্ট আর একটি অদৃষ্ট পূর্ব সৌন্দর্য্য-ছটা বিকশিত দেখা যায়—ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি নবতর কল্যাণতর পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তখন আর বাস্তব বস্তুর ন্যায় আত্মার বিনাশ আশঙ্কা থাকে না—পশু পক্ষীর হুত্বাতে আত্মার মরণ রূপেই কার্য্যও যায় না।

ঈশ্বরের ওষধি ও বনস্পতি সকল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কি? জগতের শোভা সম্পাদন, জীবের স্বাস্থ্য কল্যাণ সাধন ও ক্ষুধাপিপাসাদি নিবারণই বৃক্ষ লতাাদি সৃষ্টি করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃক্ষ লতাদি-রও যথা নিয়মে কাণ্ড-শাখা, পুষ্প ফল প্রসব করাই একমাত্র লক্ষ্য। যখন সেই লক্ষ্য লক্ষ্য রূপে সুসম্পাদিত হয়, তখন ঈশ্বরেরই নিয়ম কৌশলে তাহারা বহু বীজ প্রসব করিয়া আবার সংখ্যাতীত অস্তিনব বৃক্ষ-শ্রেণী সমুৎপাদনের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আপনারা ভূমিসাহস্রোত তাহা-

রদিগকে পোষণ করিতে থাকে। এই রূপে উদ্ভিদ কুলের উত্থান পতনে পৃথিবীর চির উর্বরতা রক্ষা পাইতেছে, এই রূপে মেঘিনী-মণ্ডল তেজস্বিনী হইয়া প্রতিদিনই নূতন নূতন উদ্ভিদ ও জন্তু-শরীর পোষণ করিতেছে। পশু পক্ষী কীটাদিও সেই রূপ ধরা-পৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করত যথাযোগ্য-রূপে শরীর পোষণ ও পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি সহকারে জীবনের লক্ষ্য সমাপন পূর্বক জীবন লীলা সমরণ করে। মনুষ্য-শরীরও এই সাধারণ নিয়মের বশবর্তী। জননীর জরায়ু শয্যা হইতে যথা পদ্ধতি নর-দেহ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়, কালেতে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে—রক্তির চরম সীমায় উপনীত হইলে আবার রক্তের ন্যায় জীব শীর্ণ অবসন্ন হইয়া ধূলির শরীর ধূলিতেই বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। অচিরে পৃথিবী বাহারদের জন্ম-স্থান, এই রূপে অচির-কাল-মধ্যেই তাহারদের জীবন পর্য্য-বসিত হয়। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি আত্মা ভূমিসাহস্র হইয়া রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয়? মানব আত্মার উৎপত্তি স্থান এই প্রশ্ন হুত্বা ভূমণ্ডল নয়—সেই অজর অমর পূর্ণ পরমেশ্বরই তাহার আকর ভূমি! সুতরাং মানব আত্মার ক্ষয় নাই, যায় নাই; প্রত্যুত তাহার নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন উন্নতি। সে পার্থিব উপকরণে গঠিত নয় যে, পার্থিব নিয়মে বৃদ্ধি ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। সে ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি নয়, যে কালেতে শিথিল বা বিযুক্ত হইয়া মহাভূতে বিলীন হইবে। পরিমিত পার্থিব রসও তাহার পোষণ উপাদান নয়, যে অচিরকাল-মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া আর পোষণ করিতে পারিবে না। আত্মা অখণ্ড অদ্বৈত অশোধ্য বিজ্ঞানময়, সে বর্ণীয় উপাদানে বিনির্মিত, সেই অনন্ত

জ্ঞান, অনন্ত প্রেম সেই পরিপূর্ণ অমৃত ধনি  
 পরমেশ্বরই তাহার ভোগ ভাণ্ডার। সে  
 যতই উন্নত হউক,—তাহার জ্ঞান ক্ষা,  
 প্রেম তৃষ্ণা যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, সেই  
 অশেষ উৎস হইতে ততই সে তাহার ভোগ্য  
 বিষয় লাভ করিতে পারে। সুতরাং আত্মার  
 যেকোন উন্নতির সীমা নাই, তাহার পোষণ  
 উপপাদনেরও সেই রূপ শেষ নাই। আত্মার  
 পক্ষে একো সময় কখনই উপস্থিত হইবার  
 সম্ভাবনা নাই, যে সময়ে তাহার ভোগ ভা-  
 ণ্ডার নিঃশেষিত হইবে—এবং আত্মার  
 উন্নতি পথ অবরুদ্ধ হইয়া তাহার অস্তিত্বের  
 বিলোপ করিবে। আত্মার জীবন কাল  
 পরিমিত নহে যে, সে উন্নতির চরম সীমার  
 উপনীত হইলে আর তাহার বর্তমান থাকি-  
 বার প্রয়োজন হইবে না। তাহার আশা  
 অধিকার সকলই অশেষ, তাহার সাধন ও  
 শিক্ষা সকলই অসীম। তাহার উপরে দেশ  
 কালের একাধিপত্য নাই—যুজ্যরও কর্তৃত্ব  
 নাই। তাহার জীবন কাল অনন্তকাল।

যে ঈশ্বরের রাজ্যে একটি তৃণ, একটি  
 কীটানু পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে বিকপ  
 বা বিকারদশা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাহার  
 সৃষ্টির ভূষণ যে আত্মা সেই কি অশিক্ষায়,  
 অনুন্নতিতে অকালে ধূলিসাৎ হইবে? এই  
 সংসার কারাগারে চির ক্ষুধার, চির তৃষ্ণার  
 আকুল ও অস্থির হইয়া আর্জনা করিতে  
 করিতে কি সেই আত্মা প্রাণত্যাগ করিবে?  
 কেন যতাবশ্য—কোন আত্মতত্ত্ববিদ  
 পণ্ডিত এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট  
 হইতে পারেন?

ছই চারিটি বৃক্ষ-লতার চির বিস্তারে  
 মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া কালেতে  
 তেজ শূন্য, শোভা শূন্য, শাসা শূন্য হইয়া  
 অন্যতর লক্ষবিধ ওষধি বনস্পতির সমুৎ-  
 পাদনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, কতি-

পয় পশু-কুলের চির বর্দ্ধনে পৃথিবী  
 কালেতে স্থান শূন্য হইয়া রাকস-ভুমি সদৃশ  
 ভয়ানক স্থান রূপে পরিণত হইতে পারে.  
 এবং কাল ক্রমাগত অভিনব জীব শ্রেণীরও  
 আবাস ও উৎপত্তি রোধ করিতে পারে,  
 বসুন্ধরাও চিরদিন তাহারদিগকে পোষণ  
 করিতে গেলে ক্রমে ত্তেজোহীন হইয়া আর  
 রস পরিবেশন করিতে পারে না। বৃক্ষাদি  
 চিরজীবী হইয়া চিরকাল একবিধ পুষ্প ফল  
 প্রসব করিলেও জীবের ভোগ তৃষ্ণা শাস্তি  
 করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহারদের  
 জীবন কাল পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হওয়াই  
 শ্রেয়ঃকল্প। পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বরের বিশ্ব-  
 রাজ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহি-  
 য়াছে। কিন্তু অসংখ্য আত্মার চির-উন্নতিতে  
 দনা আত্মার অবনতি হয় না, উদ্ভিদ  
 রাজ্যেরও উন্নতি হয় না, অন্য কোন প্রকার  
 জীব জন্তুরও উৎপত্তি রোধ করে না, বরং  
 সর্বতোভাবে জগতের কল্যাণই সমুৎপাদিত  
 হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধনে ভূমণ্ডল  
 ত্তেজোহীন হয় না, সৃষ্টির শোভাও মলিন  
 হয় না, প্রত্যুত আরো উজ্জ্বল ও সুন্দর  
 বেশ ধারণ করে। আত্মা আপনার উন্নতির  
 সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছলোক, পরলোকে কেবল  
 স্রষ্টার মহিমা মহীয়ান্ন করে, কেবল তাহা-  
 রই করুণা কীৰ্ত্তন করিয়া ভূখি লাভ,  
 শাস্তি লাভ, উন্নতি লাভ করিতে থাকে।  
 বৃক্ষাদি বয়োবৃদ্ধি দ্বারা হীন-বল হয়, এবল  
 বাত্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক যুদ্ধে পরাভূত  
 হইয়া ভূতলশায়ী হয়, আত্মা কাল সহকারে  
 ক্রমাগতই উন্নত হইতে থাকে। সংসার-সমরে  
 —আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরি-  
 আত্ম ক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আত্মা ক্রমি-  
 কই বল লাভ—কৃষ্টি উদ্যম লাভ করিয়া  
 অপরাজিত প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে।  
 সে আরো দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক, উচ্চতর বাধা

আর যে নিয়মে আত্মার রাক্ষ্য রক্ষিত হই-  
তেছে, তাহার নাম অধ্যাত্মনিয়ম। এই  
অধ্যাত্ম নিয়মই ধর্ম। প্রাকৃতিক নিয়মে  
অধিভূত জগৎ বদ্ধ হইয়া আছে; অধ্যাত্ম  
জগৎ ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বিধৃত হইয়া  
স্থিতি করিতেছে। কোন মনুষ্যের আদেশও  
ধর্ম নহে, কোন গ্রন্থের বচনও ধর্ম নহে;  
প্রাকৃতিক জগৎ অধ্যাত্ম জগতে যে সমস্ত  
অপরিবর্তনীয় নিত্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া  
রাখিয়াছেন, তাহাই ধর্ম। সেই সমস্ত  
নিয়ম পালন করিলেই পুণ্য, লজ্জন করিলেই  
পাপ হয়। ধর্মজন পণ্ডিত হইতে হইলে সেই  
সকল নিয়মের জ্ঞান উপার্জন করিতে হইবে  
ও পার্থক্য হইতে হইলে তাহার অনুগত  
হইয়া চলিতে হইবে। অর্থ ও কাম যদি  
এক ধর্মের অনুগত হয়, তবেই তাহা উপা-  
দেশ হইবে, নতুবা তাহা বিষয় পরিত্যজ্য।  
পৃথিবীতে ধর্মের নামে নানাবিধ মত ও  
বাদ্য প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু যাহাতে সেই  
অধ্যাত্মিক নিয়মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান  
আছে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম। আমাদেরকে  
সেই চর্য প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক নিয়ম রূপ  
সনাতন ধর্মের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে  
প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, যাহার যেকোন বিশ্বাস,  
যাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম। কিন্তু বস্তুতঃ  
তাহা নহে। এক দেশের লোক বিশ্বাস  
করে যে বিদেশীয়দিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করাই  
ধর্ম; কোন দেশের লোক বিশ্বাস করে  
যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদান ধর্ম;  
আর এক দেশের লোক বিশ্বাস করে, ব্রহ্ম  
যাত্রা পিতাকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের মাংস  
আহার করা ধর্ম। এই সমস্ত ব্যাপ্যকে  
ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে সমুদায় ধর্মোপ-  
দেশের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; ধর্ম শিক্ষা  
বা ধর্ম প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

বস্তুতঃ ধর্ম অপরিবর্তনীয় সনাতন আধ্যাত্মিক  
নিয়ম। দেশ ভেদে কাল ভেদে বা প্রাণ ভেদে  
অন্যথা হয় না। মনুষ্য জ্ঞান পূর্বক হটুক,  
আর অন্তরান বশতঃ হটুক, তাহা পালন  
করিলে যে ফল পাইবেন, লজ্জন করিলে  
তাহার বিপরীত ফল ভোগ করিবেন, তাহাতে  
কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে এটি মাত্র  
প্রতীক্ষণ নয় যে, অজ্ঞানকৃত ধর্ম অপেক্ষ  
জ্ঞানকৃত ধর্ম অবশ্যই গুরুতর বান্ধব পরি-  
গণিত হইবে। যাহারা ধর্মের নিত্যতা ও  
অপরিবর্তনীয়তা আলোচনা করিয়া দেখেন  
না, বিহারদিগেরই উক্ত প্রকার ভ্রান্তি উৎ-  
পন্ন হয়। প্রাকৃতিক নিয়মও যে নিত্য ও  
অপরিবর্তনীয়, এক সময়ে লোকের একপ  
জ্ঞান ছিল না। এই জনা অগ্নির মধ্যে  
প্রবেশ করিয়া সম্ভাব্য শরীরে অবস্থান,  
সমুদ্রোপরি গমনাগমন, আকাশে অহরহ  
ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক ঘটনাতত্ত্ব ও বিশ্বাস  
করিতেন এবং অস্বাভাবিক অনেক তাহা  
বিশ্বাস করিয়া আসেন। কিন্তু প্রাকৃত  
বিস্তারনের যত আলোচনা হইতেছে, ততই  
এ সকল কুবৎকার প্রচলন করিতেছে ও  
ভৌতিক নিয়মের নিত্যতা ও অপরিবর্তন-  
ীয়তা বিশেষ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন  
হইতেছে। এটি মাত্র, অথবা নিত্যতার  
যত আলোচনা হইবে, ততই মনুষ্যের এই  
বিশ্বাস হ্রাসবে যে, বর্তমানমত নিত্য ও  
অপরিবর্তনীয়।

ধর্মের নিত্যতা ও অপরিবর্তনীয়তা  
প্রতিপাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ ভৌতিক  
নিয়মের সহিত ধর্মের তুলনা করা হইতেছে  
বলিয়া যেন একপ মনে না করেন যে, উভয়  
নিয়মের সঙ্গেই আমাদের এক রূপ সম্বন্ধ।  
ভৌতিক পদার্থের সহিত যেমন ভৌতিক  
নিয়মের নিত্য সম্বন্ধ, আমাদের সহিত  
আধ্যাত্মিক নিয়মের সেই রূপ নিত্য যোগ;



ভৌতিক পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য নহে, সুতরাং ভৌতিক নিয়মের সহিতও আমাদের অচিরস্থায়ী সম্বন্ধ। আমাদের সঙ্গে জড় পদার্থের যোগ থাকতেই জড়ীয় নিয়মেরও যোগ হইয়াছে। অতএব ধর্ম-নিয়ম আমাদের নিকটে অতীব গৌরবাস্পদ বস্তু। যদি কখন একপ ঘাটে, শারীরিক নিয়ম বন্ধা করিতে গেলে ধর্ম নিয়ম রক্ষা করা যায় না, তবে আমাদেরকে ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে আব সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে।

যদিও শারীরিক নিয়ম প্রভৃতি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম পালন ও লঙ্ঘনের সহিত আমাদের উন্নতি ও অবনতির বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ধর্মকে যে বহু মান পূর্বক অবলোকন করি, তাহা কেবল এই জন্য নহে যে, ভৌতিক নিয়মের সহিত আমাদের অস্থায়ী যোগ ও ধর্ম-নিয়মের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আরও কারণ আছে—ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে অনন্য-সাধারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা কেবল ধর্মের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর কিছুতেই নহে। ভৌতিক নিয়মে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল অভিপ্রায়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি যে ধর্মাবলম্ব ও পাপনুহ—হিনি যে পুণ্য পাপের বিচারকর্তা, ইহা আর কিছুতেই জানিতে পারা যায় না, তাহা কেবল ধর্মনিয়মের মধ্যেই সুস্বাক্ষর হইয়া আছে। সমুদায় পদার্থই তাঁহাকে সত্য জ্ঞানস্থ অনন্তং ব্রহ্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেছে কিন্তু কেবল ধর্মই তাঁহাকে ধর্মাবলম্ব পাপনুহ বলিয়া মনুষ্যের আত্মাকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ ধর্মেতে ঈশ্বরের আত্মা যত দূর প্রকাশিত আছে, আর কিছুতেই সেকপ নহে। এমন মনুষ্য থাকিতে পারেন যে, তিনি হৃদয়ানুহাসকপে

ভৌতিক নিয়ম পাঠ করিতেছেন, তথাপি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হয় নাই। কিন্তু ধর্মকে দেখিতে পাইয়াও ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই; এমন লোক নাই; কেবল প্রকৃতিকেই সকলের মূল্যধার বলিয়া দেখিতেছেন। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরকে সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আপনা হইতেই সমস্ত আত্মা ধর্মের নামে উত্তত হইয়া উঠে।

ধর্ম কি ও ধর্ম কিরূপ গৌরবাস্পদ বস্তু, তাহা বোধ হয়, আপনাদের হৃদয় হইয়াছে। যদি আমরা বাক্যেতে কিছু ক্রটি হইয়া থাকে, আপনারা আলোচনা করিলেই সুন্দর রূপে ধর্মের গৌরব অনুভব করিতে পারিবেন। এক্ষণে কিরূপে ধর্ম শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক উপদেশের উপসংহার করিতেছি।

সর্বব্যাপী কর্মশীল সকলের অন্তর্ভাবী ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মাকে সাধ্যাৎ সমক্ষে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি যেমন বহিঃপ্রদীপের নিকটে বাস্তব বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তেমনি আত্মার নিকট আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রেরণ করিতেছেন। এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়ারাতে ধর্ম শিক্ষার প্রণালী পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বস্ত্র ও পরিশ্রম করিয়া আপন আপন আত্মা হইতে সেই ঈশ্বর প্রেরিত সত্য আহরণ করিতে হইবে। ধর্ম শিক্ষক কেবল সেই বিষয়ে সহকারিতা করিবেন। প্রত্যেককেই আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যাকান্ত যগিতে সূর্য্যের কিরণ সরল ভাবে পড়িলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের জ্যোতি সাধ্যাৎ সমক্ষে আত্মাতে ধারণ করিতে পারিলেই আত্মা তেজস্বী হইবে ও উন্নতির পথে বধাৰ্থ অগ্রসর হইতে পারিবে। ধ্যান করুন,

প্রার্থনা করুন এবং যে আলোক প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বারা আপনাদের চরিত্র ভূষিত করিতে থাকুন, সকল প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইবে।

## ব্রহ্মোপাসনা।

ত্রিযুক্ত অন্নদা চরণ কান্তাগিরির ভবনে

ত্রিযুক্ত প্রধান আচার্য্য কর্তৃক বিরক্ত হয়।

৩০ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৭৯৩ অব্দ :

মঙ্গল বাচন :

চক্ষু যেমন আকাশে বিদ্যুত পদার্থ-সকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেবা সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

উদ্বোধন।

সেই পরমপিতা এখানে বর্তমান—ঈশ্বর সন্তে আমরা লাগিত হইতেছি, তিনি সর্বক্ষণ জন্মে থাকিয়া আমারদিগকে পোষণ করিতেছেন, সেই দয়াময় পিতা, সেই স্নেহময়ী মাতা এখানেই কর্তৃমান ; আমারদিগের জন্ম লিংহাসন তিনি আদিকার করিয়া রহিয়াছেন—সেই প্রাণের প্রাণ এখানেই অধিষ্ঠান করিতেছেন—ঈশ্বর উদার সদাশ্রিত নিয়ত আমারদিগকে পালন করিতেছে—ঈশ্বর অমৃত বারি আমাদের জন্মে সদাই বর্ষিত হইতেছে। তিনি অন্যের নাথ—তিনি অনাথের নাথ—তিনি কুখিণের অন্ন—তিনি কৃষিভের জল—এখানে ঈশ্বাকে ভক্তি ভাবে প্রণত হইয়া আটন সকলে প্রীতি উপহার প্রদান করি।

ব্যাখ্যা।

সত্য জানমন্তঃ ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং

বহিভাতি। শান্তং শিবমদৈবতং !

ইহা পূর্বে কিছুই ছিল না—সমুদায় ব্রহ্মাও যন অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার মধ্যে সত্য জ্যোতি—সেই সত্য জানং অনন্তং সংস্করণই প্রকাশিত ছিলেন। এক সেই অনাদি “মহান্ প্রভুর্ভগ্ন পুরুষঃ” সেই অন্ধকারের মধ্যে বিরাজিত ছিলেন। “তিনি ভবনি ভিষ্টন” অন্ধকারের মধ্যে

থাকিয়া এই লম্ব-অন্ধি ভানু প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছাতে ভরুণ স্বর্ঘ্যের সেই প্রথম উদয় প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর শোভা প্রকাশ করিল—মধুময় চন্দ্র উদিত হইয়া মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সত্য—ঐব সত্য সনাতন। আলোচনা করিয়া দেখ—ঈশ্বরই বলে স্বর্গা ভূষিত হইতেছে, ঈশ্বরই বলে সমুদয় জগৎ চলিতেছে। পূর্বে কে জানিত যে পৃথিবী আমারদের জন্য এরূপ সুখ-সজ্জাতে সজ্জিত হইবে ; কিন্তু পৃথিবীতে রক্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে আমরা আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গৃহীত হইলাম। সকলি ঈশ্বরই প্রদত্ত। সেই সত্য হইতে এস-কলি সং হইয়াছে—সারবান হইয়াছে ; সকলি তাঁর শক্তি আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। সেই মহান্ প্রভুর্ভগ্ন পুরুষঃ—তিনি প্রকাশ ভাবে নিজ জ্যোতিতে চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। তিনি “আদি অনাদি অনীল অনাহত যুগ যুগ একোবেশঃ” তিনি সত্যকাম, সত্য সংকল্প—তিনি অদ্ব্যক্ত যেমন কলাঙ ভেদন। তিনি অপরিবর্তনীয় ঐব সত্য সনাতন।

সেই সত্য-স্বরূপ পরম পুরুষ সকল জানিতেছেন। যিনি এই আত্মাকে রচনা করিয়াছেন, তিনি মহান্ আত্মা—তাঁর বিশ্বভ্রমু এখানে পতিত রহিয়াছে—তাঁর চক্ষু এই ভ্রম ভেদ করিয়া আবারদিগকে দেখিতেছে, তাঁর চক্ষু অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল পাঠ করিতেছে। তিনি অন্তরের অন্তর—অন্তরের সকল ভাব জানিতেছেন। তিনি আমাদের মস্তকের উপর, তিনি হৃদয়ের মধ্যে, তিনি আমাদের অন্তরাশ্রয়।

তিনি সর্বত্র তান-দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন—তিনি শান্ত-ভাবে রহিয়াছেন—তিনি মঙ্গল ও পরিভ্রতা বিধান করিতেছেন—তিনি অধিভায়—তিনি শান্তং শিবং অদৈবতং। আমারদের শরীর মণ্ডিরে জন্মগত শান্তং শিব-মদৈবতং আসীন আছেন। দেখ সেই বিশেষর দেব-দেব এই আত্মাসনে বিদ্যমান। ঈশ্বাকে পাইবার জন্য ঘুরে ঘাইতে হয় না, তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় না—ইচ্ছা করিলেই জন্ম কবাট গুলিয়া শান্তং শিবমদৈবতং দেখিয়া কৃতার্থ হইতে

পারি। কতলোকে অরণ্যে অরণ্যে জন্ম করিয়াও তাঁহাকে পায় না; এখানে আমরা সেই শাস্ত্রে খ্রিস্টবর্ষভেদে উপাসনা করিতেছি, তাঁরি পূজা করিয়া আপনাকে সার্থক করিতেছি, তাঁরি পূজা আমাদের সর্ব্বমুখ।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁর শরীর নাই, রূপ নাই; তাঁর রোগ নাই, শোক নাই; তিনি শুদ্ধ অপাপবিক্ত। সকল পরিহৃত্তার তিনি একমাত্র প্রভাবণ। তিনি শুদ্ধ অপাপবিক্ত। তিনি কবি—তিনি আদি কবি—তাঁরা এই রচনা। গুপ্ত রাজনীতে বধন অগণ্য নক্ষত্র সকল আকাশ পাঁতে জ্বলদক্ষর রূপে প্রকাশিত হইল, বধন চন্দ্রমা অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়া জগৎকে সুখাসিক্ত করিল, বধন যিহ্নের বেলায় স্থা আপনাকে তেজঃ-পুঞ্জ রশ্মি বিকীর্ণ করিল, সে রচনার কেমন কবিত্ব ভাব। বসন্ত সন্নিবেশে, সরোবরের সুগন্ধ পুষ্পে, নিশীথের চন্দ্রে, প্রভাতের স্বপ্নে, তাঁরি কবিত্ব জীবন্ত রচনা আছে। তিনি যে কবিতা রচনা করিতেছেন, কবিতা ভাষা বর্ণনা করিয়াও শেষ করিতে পারে না। আমাদের পিতা এমন কবি। তিনি আমাদের সম্মুখে সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন—তিনি আমাদের অন্তরে মধুর সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি মনের নিয়ন্তা। তিনি মনোবী। তিনি নিয়ন্ত মণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া আমাদের বনকে নিয়ন্ত করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি যথা উপায় রূপে আমাদের সকলকে অম পান পরিবেশন করিতেছেন, জ্ঞান ধর্ম্ম শান্তি প্রদান করিতেছেন, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। “সপরিপাক ক্রমকাম্যব্রহ্মসংবিদঃ শুদ্ধমপাপবিক্তঃ কবিশ্রুতীমো পরিমুঃ স্বয়মুবাখ্যাতব্যোর্থান বাদ্যধ্বজাধ্বজা সমাভাঃ। এতদ্ব্যক্ত্যন্তে প্রাণোদয়ঃ সর্ব্বোক্ত্যন্তঃ। ১২ বস্তুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিহয়া ধাবিতা। জ্যোতির্মান্নস্তুগতি ভয়াভিপতি হুতাঃ। ভয়াভিস্রষ্ট বাহুশ্চ মৃত্যুর্জ্যোতি পক্ষমঃ।”

ধ্যান।

সেই পরম পিতা অখিল মাতা—তিনি জন্মের অন্তর্ধানী পুরুষ—তিনি বসন্ত ধরুণ।

তাঁহার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি; যিনি আমাদেরকে বুদ্ধি-বুদ্ধি-সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র।

তুমি সংস্রুপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান ধরুণ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও হিমান্বন। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি পদের গতি ও পাবনের পাবন, তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিগূঢ়তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজন্য করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-ধরুণ, আশ্রয়-ধরুণ, অবলম্বনীয় সংসার সাগরের রক্তা, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণার্থী হই।

প্রার্থনা।

অসন্তোষা সদগময় ভবসোম। ভ্যাতিগবতঃ  
মুখোদীদীভুতং গময়। আবিরাবীর্ষ্যধি। সূত্র  
যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মং পাহি নিত্যং।

প্রথম উপদেশ।

এই দিন হীন বসন্তের কি সৌভাগ্য! রক্ত কাল পরে এই বসন্তে ব্রহ্মনাম উদ্ভিত হইয়াছে। কতকাল পরে আমরা পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল কটন করিয়া বাধীন ভাবে প্রেম ভরে, বিশ্বের সিংহাসনের সম্মুখে গমনের জন্য উদ্ভূত হইতেছি। কতকাল পরে চন্দ্রক কাননের মাঝখানে স্তানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া মুগ্ধ দান করিতেছে—ব্রহ্ম বশো ভূষ বর্ণনা হইতেছে—তাঁহার প্রেম ও তাঁহার করুণা ঘোষণা হইতেছে—তাঁহার নাম সৎকীর্তন হইতেছে। এত দিন পরে বসন্তের সৌভাগ্য উদয় হইতেছে! আমাদের এখন বস্তু চাই, চেষ্টা চাই, বাহ্যে এই সৌভাগ্য রক্ষা করিতে পারি। দেখ, ঈশ্বরের দয়ার শেখ নাই, তিনি আপনাকে জ্বরে

এদান করিয়া বহুভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ এদান করিতেছেন; আমরা বেন ইহার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করি। তিনি নান্দা পিতার ন্যায় আমাদেরদিকে তাঁহার সংগে প্রাণান করিতেছেন, আমরা হয়ত তাহা অবহেলা করিতেছি, আমাদের পাষণ্ড্যদয়ে তাঁহার করুণা বারি হয়ত এবিধ হইতে পারিতেছে না। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার প্রেম ফোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা বাইতে হয়ত উৎসাহিত হইতেছি না। আপনাকে স্বপ্ন করিয়া আপনার অন্তরে তাঁহাকে দর্শন কর-যত্ন কর, তাঁহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর—বাধীন ভাবে প্রেমপুষ্প বিকসিত করিয়া তাঁহার পদে অর্পণ কর। বাধীনতা ভিন্ন প্রেম মান করা যায় না—বাধীনতা ভিন্ন অর্চনা করা যায় না—মনুষ্যের অলঙ্কার বাধীনতা, নর নারীর অলঙ্কার বাধীন প্রেম মান করা। ক্রীত দাসকে কি কশা-ঘাত করিয়া তাহার প্রেম আকর্ষণ করা যায়? ঈশ্বর কি ক্রীত দাসের ন্যায় বল পূরক আমাদের প্রতি চান? তিনি পুত্রের নিকট হইতে পিতা লেখক ভক্তি চান, সেই রূপ চান। আমরা বাধীন ভাবে যদি ঈশ্বরের পূজা করি, তবেই তিনি প্রভু করেন। যদি কাহারো অনুরোধে তাঁহাকে ডাকি, তবে তাঁহার নিকট হইতে আমরা সাহা পাই না। এইরূপে দ্বারা মহত্ব বলে তাঁহাকে অর্চনা করা যায় না—কেবল অকৈতুকী ভক্তিতে নম্র হইয়া তাঁহাকে অর্চনা করা যায়। যদি আমরা সেই ভক্তি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার পদে দিই, তবেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে অর্চনা করা যায়; কিন্তু যদি সে ভক্তিকে আমরা বিভাগ করি—ঈশ্বরকে দিবার নৈবেদ্য, ঈশ্বরকে দিবার ফল, ঈশ্বরকে দিবার চন্দন, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ-রূপে না দিয়া তাহার কতক যদি সুই কাঁবে অর্পণ করি, তাহা হইলে মহান্ এতাবার হয়। আমরা এদিক দেখিব না, ওদিক দেখিব না, আমরা পরমাত্মাকেই দেখিব, আমরা আপনাদের হৃদয়েই তাঁহাকে দেখিব, আমরা তাঁহার মধ্যে আর কাহাকেও ব্যবধান রাখিব না—আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগে আমাদের

সকল সুখ সম্পন্ন। যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই, যদি তাঁহাকে পাইবার জন্য পরের যুথোপেক্ষা করি, তবে সকলি বৃথা—সকলি বিবাহ। “সর্বং পরমং হৃদয়ং।” আত্মার বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ যোগ বদ্ধ করিবে। এই যোগ অন্য কেহই বেন স্বীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা অপহরণ না করিতে পারে। অতি সতর্কে অতি হৃদয়ের সহিত অতি ব্রাহ্মের অতি ব্রাহ্মিকার ইহা দেখিতে হইবে। ধন মান বশ, আপনায় শোভা সৌন্দর্য্য, হৃদয় মন প্রাণ সকলি অবিভাজ্যরূপে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সাবধান হইবে বেন পরমাত্মা হইতে আত্মা দূরে না পড়ে। “বউদরনন্তরং কুরুতে অথ ভস্য ভরং ভবতি।” তাঁহাকে আমরা হইতে অঙ্গ ব্যবধান করিলেও ভয় হয়। সূর্য্যো দিন কেনন আলো হয়—সেই এক সূর্য্য হইতে পথ ফুল যেত বর্ণ হইল, কুসুম ফুল লাল হইল, সাগর তল নীল হইল, মাঠের তুল গুজা হরিদ্বর্ণ পাইল। এমন শোভা সৌন্দর্য্য সূর্য্য জগৎজৈ বিস্তার করিল—অচেতন চেতন পাইল—বিহ্বালের পর বল আইল—সকল পরিশ্রমে প্রস্তুত হইল—ইহাতে লোক স্বেচ্ছা গ্রহণ করে না, ইহাতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ভুল থাকে। কিন্তু অজ্ঞকার রচিত কতকগুলি স্বাভাবিক আলোর কেনন মোহিনী শক্তি, তাহাতে সকলেই অতি হৃত হয়—কুর্গম মোক্ষমোহ বর্ণনার অশ্রদ্ধা হয়। এমন যে সূর্য্য, যাগর জ্যোতি এমন জামলা, যার নিরূপে এমন শোভা, সে নিস্তা আসে নিস্তা যায়, তার কেহ সংবাদ লয় না। কোথায় দীপের আলো আর কে ধায় সূর্য্যের প্রকাশ—কিন্তু মনুষ্য দীপমালার আলোকেই মোহিত হয়। ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের মহিমা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, দেখানে কি কোন মনুষ্য আপনার মহত্ব ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিতে পারে? মহাগগর মধ্যে ভরী কি কুহ! পৃথিবীর নিকটে মহাভূতের পরম্পর সংগ্রামে নরনারীতে আকুলিত সমুদ্র পর্জ-তক কি কুহ! সূর্য্যের নিকটে এই লগাগর পৃথিবীই কি? আবার উপরে অগণ্য অনন্ত নক্ষত্রজোলের নিকটে এই সূর্য্য কি এক রেণু নহে?

এই বিশাল জগতের মধ্যে খুঁজি এক ক্ষুদ্র রেণু হইয়া পড়ে, তার মধ্যে যে আপনাকে সহৎ মনে করে, সে কি অবিনশী! সে জগতের ঈশ্বর হইতে নয়ন কিরাইয়া লইয়া আপনায় ক্ষুদ্র ভাবে বসে হয়। মনের কোন ক্ষুদ্র ভাব বেন সেই ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে আয়ারদিগকে দ্রুত না করে, স্বাধীনতা অপহরণ না করে। কেবল সরল ভাবে ঈশ্বরের দিকে চুঁড়ি কর, তাঁর পূজা অর্চনা— তাঁর সেবা কর। ইহাতে যদি ছিন্ন শিরা হই, পুনরায় বস্তুক পাইব। যেমন দীপের অগ্রভাগ ছেদন করিলে দীপ বিগুণ জ্বলে, তেমনি ঈশ্বরের জন্য প্রাণ গেলে প্রাণ অধিক উজ্জ্বল হইবে। ঈশ্বর হইতে আয়ারদিগকে যে অন্য দিকে লইয়া যায়, সেই আয়ারদের প্রাণ হরণ করে, স্বাধীনতা হইতে দ্রুত করে। অতএব সাবধান হইয়া স্বাধীন ভাবে জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, ভক্তিযোগে আত্মার অন্তঃপুরে অকৃত অমৃতের সমীপে উপস্থিত হও। উজ্জ্বলের দ্বারা যেমন রাজার নিকটে বাইতে হয়, সে রূপ কোন উজ্জ্বলের দ্বারা পরমেশ্বরের নিকটে বাইতে হয় না—আত্মার সাধনাতেই তাঁহার সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। সেখানে প্রহরী নাই—দ্বারবানের বাধা নাই, তাঁর অব্যাহত দ্বার, যে বাইতে চায়, তাহার জন্যই সে দ্বার ভিন্দি মুক্ত করিয়া দেন; যে বস্তুকণ থাকিতে চায়, তিনি তাহাকে ভক্তকণ থাকিতে দেন—সেখানে মুক্তভাবে সকলের গতিবিধি। “আর কারে ডাকি তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার, তুমি হে আমার বোহ আঁখারের আলো।” এই আদেশ, এই উপদেশ—এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

হে অন্তর্বাসিন। বাক্য দ্বারা তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? তুমিহে অন্তরের ভাব সকল জানিতেছ। তুমি অধিক কথা কহিলে শুনিবে, অল্প কথা কহিলে শুনিবে না, তাহা নয়। মনের ভাব যদি কেবল একটি কথাতেই জানাই, তুমি তাহা প্রবণ কর, যদি তোমার নিকট মনে মনে প্রার্থনা করি, তাহাও তুমি প্রবণ কর। অতএব তোমার নিকট কি প্রার্থনা? এই প্রার্থনা, আমাদের জীবন মঙ্গল ভাবে পূর্ণ কর, আমাদের স্বাধীনতা বহাতে রক্ষা কর, এই প্রকার বল দেও।

### দ্বিতীয় উপদেশ।

বাক্যবল্যকার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী মৈত্রেয়ী বাক্যবল্যকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে তপস্বী! যদি ধন-ধান্য-বিত্ত-পূর্ণ সমুদ্র পৃথিবী আমার হয়, তাহাতে আমি অমৃত হই কি না? বাক্যবল্য বলিলেন, কখনই না—কন্তুভুলি উপকরণবান্ ব্যক্তিবিশেষের বেক্ষণ জীবন, সেই রূপ হইবে; কিন্তু বিষয় দ্বারা অমৃত লাভের আশা নাই। তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, তাহাতে অমৃত লাভ হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে পাই, এই প্রকার যে উপদেশ, আমাকে তাহাই প্রদান কর। যদি ঈশ্বর্য বিষয় বিতর্কে অমৃত লাভ না হয়, তবে ঈশ্বর্যে কি প্রয়োজন? বাক্যবল্য কাইহ; শুনিয়া মহাপ্রীত হইয়া বলিলেন—হৃদিও তুমি আমার প্রিয়; কিন্তু যখন ঈশ্বর জ্ঞান লাভে প্রার্থিনী হইয়াছ, তখন তোমাকে আমি আরও প্রিয়তমা করিয়া জানিতেছি। পরমাত্মাকে তুমি ভাল করিয়া জান, এই আমার প্রিয় অভি-প্রায়, সেই অনুযায়ী কথা প্রবণ করিয়া মহা প্রীত হইলাম। স্বামীর যে ধর্ম সেই স্ত্রীর ধর্ম, স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিনী। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী হইলে কখনই সংসার মুক্তির কপে চলিত না। স্ত্রী যদি এক ধর্ম্যাকান্ত হন, আর স্বামী যদি অন্য ধর্ম্যাকান্ত হন—দুয়ের মধ্যে বিবন্ বিবাদ ও কলহ। অর্জুন অশ্বত্থ হইলে অপর অর্জুন দ্বারা সংসারের কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। সহধর্মিনীর সহিত স্বামী একত্র হইয়া ঈশ্বরকে যে পূজা প্রদান করেন, তাহার ফল অসংখ্য হয়। উভয়ের ধর্ম যদি ভিন্ন হয়, তবে পূজা কন্যাকে কোন ধর্ম্যে উপদেশ দিবেন। যাতার যুগ হইতে বালক বালিকা যখন ঈশ্বর প্রীতির উপদেশ পায়, তখন তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা হয়—বাল্যকাল-বধি ঈশ্বরের দিকে গমন করে—তাহাতে সে পরিবারের কল মঙ্গল হয়। “সন্তুতো ভাৰ্য্যা তত্ৰা তত্ৰা ভাৰ্য্যা তথৈব চ। বশ্মিরেব কুণে নিভ্যং কল্যাণং তত্ৰৈবৈ ব্রুবৎ।” যে পরিবারে ভাৰ্য্যার প্রতি তত্ৰা সন্তুত এবং তত্ৰার প্রতি ভাৰ্য্যা সন্তুত, সে পরিবারে নিভা কল্যাণ। পূজা কন্যারাত্ৰ যাতা পিতার সাধু হৃদয় দেখিয়া ঈশ্বরের পথে গমন করে, যাতৃ স্তনের হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের

অনুভব প্রেম জানিতে পারে। যেখানে স্ত্রী স্বামী, পুত্র কন্যা, ভাতা ভগিনী বিশ্বের উপাসনা করেন, সে স্থান তীর্থ স্থান। ভাহার দ্বারা সেই উৎকৃষ্ট ভাব বদেশের মধ্যে প্রচার হইতে থাকে। বখন পতিপ্রাণ স্ত্রী বিশ্বের পরিবারের মধ্যগত হইয়া তাঁহাকে ভাতা পিতা বলিয়া আখ্যান করেন, তাঁহারই গুণ গান করেন, তখন পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া বখন নর নারী সকলে পূর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছেন, তখন অচিরে এ দেশ ব্রহ্ম নামে পূর্ণ হইবে। যিনি এই আশা দিতেছেন, তিনি এই আশা পূর্ণ করিবেন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

আশীর্বাদ।

হংসঃ শুক্লকৃত্যভেন শুক্লশ হরিতকৃত্যভঃ।

ময়ূরান্ধিত্যভেন সতে তর্জ্য ভবিষ্যতি॥

যিনি হংসদিগকে শুক্ল বর্ণ এবং শুক্ল পক্ষী সকলকে হরিত্রাণ দিয়া ভূষিত করিষ্যতেন, এবং যিনি ময়ূরগণকে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত করিষ্যতেন, তিনি ভোমারদিগকে ব্রহ্ম করুন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

## সামবেদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবতট প্রণীত।

সমাবর্তন।

১। বেদাধ্যয়নান্তর অনুগত ব্রহ্মচারীকে আচার্য্য সমাবর্ত্তিত করিবেন।

২। পিতা বা অন্য আচার্য্য বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া ভোজনাদিক অগ্নিস্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষ অগ্নিতে কুশতিকা ন্যাসন করত মানবকে দক্ষিণ দিকে লইয়া প্রকৃত কৰ্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রদান সূতাক লম্বিত অমন্তক অগ্নিতে হোম করিয়া পূর্বের ন্যায় মহাব্যাহতি হোম করিবেন।

৩। অন্তর আচার্য্য পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা আশ্বাহতি হোম করিবেন, যথা

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেবতা সমাবর্ত্তনহোমে  
বিনিয়োগঃ।

ও অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচার্য্যং তন্তে  
প্রত্নবীমি তদশকং তেনর্দ্ধা সমিদমহম্নতাং  
সত্যমুপাগাঁং স্বাহা।

হে ব্রতপতি অগ্নি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনুভব হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেবতা সমাবর্ত্তনহোমে  
বিনিয়োগঃ।

ও বারো ব্রতপতে ব্রতমচার্য্যং তন্তে  
প্রত্নবীমি তদশকং তেনর্দ্ধা সমিদমহম্ন-  
তাং সত্যমুপাগাঁং স্বাহা।

হে ব্রতপতি বারু! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনুভব হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেবতা সমাবর্ত্তন-  
হোমে বিনিয়োগঃ।

ও সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্য্যং তন্তে  
প্রত্নবীমি তদশকং তেনর্দ্ধা সমিদমহম্নতাং  
সত্যমুপাগাঁং স্বাহা।

হে ব্রতপতি সূর্য্য! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনুভব হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেবতা সমাবর্ত্তন-  
হোমে বিনিয়োগঃ।

ও চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্য্যং তন্তে  
প্রত্নবীমি তদশকং তেনর্দ্ধা সমিদমহম্নতাং  
সত্যমুপাগাঁং স্বাহা।

হে ব্রতপতি চন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনুভব হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেবতা সমাবর্ত্তন-  
হোমে বিনিয়োগঃ।

ও ব্রতান্য ব্রতপতে ব্রতমচার্য্যং তন্তে







ঐ উল্লভমং বরুণপাশমম্ববোধমং বিদ-  
ধ্যমং অধার অধাশিত্যব্রতং বরুণং তবান-  
গনোহিত্যে ম্যাম ।

হে 'বরুণ' 'অম্বমং' সত্যশাস্ত্র 'উল্লভমং' কঠাবস্থিতং  
'পাশং' বরুণং 'উৎসর্গধার' উল্লভতার 'অম্বমং' পাদাব-  
স্থিতং 'অম্বমং ধার' অম্বমংবতার 'ম্ববোধমং' কঠিনেশাব-  
স্থিতং 'বিদধ্যাম' শিখিনী কুরু । অথ পাশনোকানন্তরং  
হে 'অদিত্য' অদিত্যপুত্র বরুণ 'তব ব্রতং' পরিচর্য্যান-  
কণে 'বরুণ' 'অনাপনাম' অনপরাধাঃ 'ম্যাম' তবম নকৈ-  
বলং তব 'অদিত্য' অদিত্যে ন্ত তবামুহু ।

হে অরুণ ! আমার কঠাবস্থিত পাশ অবতারণ  
কর ও পাদাবস্থিত পাশ অবতারণ কর এবং কঠ-  
দেশাবস্থিত পাশ শিখিল কর । হে অদিত্য !  
তোমার এবং তোমার সত্য অদিত্যের ব্রতে  
আমাদিগকে নিরপরাধী কর ।

১৩। অনন্তর আচার্য্য বির দণ্ড অগ্নিতে নি-  
ক্ষেপ ও মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রবেশ প্রমাণ  
যুক্তান্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত  
কর্ম সমাপন পূর্বক লব্ধ কর্ম সাধারণ পাটায়ন  
হোমাদি বামদেবা ধামান্ত কর্ম সমাপন করিবেন ।

১৪। অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন  
করাইয়া শিখা বাতীত কেশ শৃঙ্খল নাখাদি ভেদ-  
নের পর তান ও আহুত বাসন্য পরিধান পূর্বক  
অলঙ্কার এবং যজ্ঞোপবীতদ্বয় ধারণ ও যন্তকে  
মালা বন্ধন করিবেন, বধা ।

প্রজাপতিঋষিগায়িত্রীকুলো বিধেদেবা-  
দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত দানে বিনি-  
যোগঃ ।

ঐ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য য়োপবীত-  
নোপনোহাষি ।

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত যে তুমি,  
তোমা দ্বারা উপনীত করি ।

প্রজাপতিঋষিঃ ঐদেবতা অথক্লে  
বিনিযোগঃ ।

ঐ ঐরিসি মমি রমম্ব ।

হে নামে যা ত্বং 'ঐরিসি' সা ত্বং 'মমি' 'রমম্ব' অব-  
স্থানং কুরু ।

তুমি ঐ, অতএব তুমি আমাকে অবস্থান কর ।

১৫। এই মন্ত্র দ্বারা চর্ম্মপাশ্চাক্ষরে পাদবধ  
প্রদান করিবেন ।

ঐ নেত্রো হো নয়তং বাৎ ।

হে উপানবোধী বতঃ বুধাঃ 'নেত্রো' নয়নশক্তিপ্রদে 'তঃ'  
তবধঃ অতঃ 'বাৎ' 'নয়তং' ইতিপ্রাণের দোষান্তরং প্রা-  
ণবতঃ ।

হে চর্ম্মপাশ্চাক্ষর ! বেহেতু তোমরা নয়ন  
শক্তিপ্রদ অতএব আমাকে ইতিমধ্যে লইয়া বাও ।

১৬। অনন্তর ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ-  
মণি ইশ্বর দণ্ড গ্রহণ করিবেন ।

প্রজাপতিঋষিঃ গৌদেবতা দণ্ডগ্রহণে  
বিনিযোগঃ ।

ঐ গন্ধর্বোহম্যুপ মামব ।

হে দণ্ড ! যতন্ত 'গন্ধর্বো' আদিত্যঃ 'অসি' রক্ষাক-  
উসি অতঃ 'ম্যুপ' মঃ 'উপাব' উপ সমীপে রক্ষ ।

হে দণ্ড ! বেহেতু তুমি রক্ষাকর্তা অতএব  
আমাকে রক্ষা কর ।

১৭। অনন্তর কুম্ভসারাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত  
পূর্ববৎ পরিধান করিবেন ।

১৮। পরে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকটে গিয়া  
এই মন্ত্র দ্বারা পাশ্চাদ্গণের সহিত আচার্য্যকে  
দর্শন করিবেন ।

প্রজাপতিঋষিঃ বিরাচার্য্যপরিবোধো দেবতে  
আচার্য্যপরিবোধীকণে বিনিযোগঃ ।

ঐ বকমিব চকুধঃ প্রিয়োবোভূয়াসং ।

হে আচার্য্যপরিবৎ । 'বঃ' বুধ্যাকং 'চকুধঃ' প্রিয়ঃ  
অতঃ 'ভূয়াসং' কইব 'বকমিব' বধা বকো দর্শনীয়তয়া,  
নরলোকসা বরতত্ববাহমণি মুদ্রাকুম্ভমাদিত্যর্থঃ ।

হে আচার্য্য পরিবৎগণ ! বকের দ্বারা আমি  
তোমাদিগের চকুর প্রিয় হই ।

১৯। পরে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকটে গিয়া  
উপবেশন পূর্বক প্রসারিত অঙ্গুলিযুক্ত তর্জনি হস্ত  
দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত প্রাণ বায়ু স্পর্শ করিয়া  
এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

প্রজাপতিঋষিঃ বিনুতু পহকো ভিক্ষা দে-  
বতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিযোগঃ ।

ঐ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী বস্তপরিমিতঃ  
পরি বাবিকুলো বাচং চাক্র বাহ্যেহ বাবয় ।

হে 'বিক্ষে' 'ইহ' প্রত্যন্তে কর্ম্মনি 'অনা' মং 'অ বিকুল'  
বাবিকুলমসি 'ঐ' গাধপূরণে 'মা' বাৎ 'চাক্র' মোক্তনং  
ব্রহ্মপাদ্যনা 'বাক্য' 'বাবয়' বতন্ত 'ওষ্ঠাপিধানা' ওষ্ঠে

অগ্নিদানস্বরূপে বসায়। তা তথা তথা 'নকুলী' ইব চকল-  
নভাব্য তথা 'সম্পত্তিবিভাগ' ইত্যন্বয়ে বহুইব স্বং ।

হে জিহ্বা! এই কথ্যে অদ্য ভূমি বিচলিত  
হইওনা, আমাকে বনোহর বাক্য বলাও, যে যেতু  
ওঠে তোমার আশ্রয়ন ও নকুলীর ন্যায় ভূমি চকল  
এবং দত্ত ভোমার আশ্রয়ণ ।

২০। অনন্তর আচার্য্য অর্ঘ্য পান্যাদি দ্বারা  
ব্রহ্মচারীকে অর্চনা করিবেন ।

২১। পরে ব্রহ্মচারী গোবৃগবৃক্স রথ সমীপে  
গিয়া পক্ষী ও কুরব নামক রথের অবয়বদ্বয়  
স্পর্শ করত তিন পাদগমন পূর্বক এই বস্ত্র দ্বারা  
ব্রূথে আরোহণ করিবেন ।

প্রজাপতিঃ বিজ্রিষ্টপুঙ্খম্ভো রথোদে-  
বতা রথারোহণে বিনিবোধঃ ।

ও বনম্পাতে বীড়নোহি ভূয়াম্ভেবসা  
প্রভরণঃ সুবীরোগোভিঃ সন্মোক্ষাদি বীড়নঃ ।

বনম্পতিবিকারত্বং বনম্পতিগণেন রথএবেচ্যতে, হে  
'বনম্পতে' রথ স্বং 'বীড়নঃ' 'ভূয়ঃ' বীড়নি সূচানি মহা-  
ভারসহানি অঙ্গানি চকুবরপ্রভৃতীনি যস্য নতথা তথা  
'কাম্ভং সন্ম' অঙ্গাংকং মিহুরপো ভূয়ঃ, তথা 'প্রভরণঃ'  
প্রভরণে তরতি সূচানি যেন নতথা, 'সুবীরঃ' সুসারথিঃ  
তথা 'গোভিঃ' বৃষভঃ 'সন্মোক্ষাদি' সংযুক্তাদি যজ্ঞ-  
এবং চূড়ঃ অতোহম্ভান্ 'বীড়নঃ' সূচাবয়বান্ কর,।

তৈ রথ! ভূমি ভারসহ অঙ্গ সকল ধারণ করি-  
য়াছ, ভূমি আমার নম্রা, ভূমি হৃদয় পথের উত্ত-  
রণকারী, ভূমি উৎকৃষ্ট সারথিবৃত্ত, এবং ভূমি  
গোবৃগবৃক্স, অতএব ভূমি আমাকে চূড়াবয়ব কর ।

২২। অনন্তর এই বস্ত্র দ্বারা চতুর্থ পাদ গমন  
পূর্বক উপবেশন করিবেন ।

ও আশ্বাতা তে জয়তু জেহানি ।

'তে', তব 'আশ্বাতা' আরোহা 'জেহানি' বিজয়দ্বানি  
'জয়তু' ।

তোমাতে আরোহণ করিরা শত্রুগণকে জয়  
করুক ।

২৩। অনন্তর ব্রহ্মচারী পূর্ব ব্রূথে বা উত্তর  
ব্রূথে রথ বামে গমন করিয়া দক্ষিণাভি ব্রূথে আপ-  
নন পূর্বক আচার্য্য নিকটে আগিবেন এবং  
আচার্য্যও পুনর্বার অর্ঘ্য দান করিবেন । বসি  
পিতা আচার্য্য হইলে তবে কর্ত্ত্ব্য কার্য্যবিভাগ ব্রাহ্ম-  
ণিক দক্ষিণা দিবেন ইতি ।

সম্ভারবর্জন কর্ত্ত্ব্য সমাপ্তঃ ।

ব্রাহ্মবধূত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি  
স্বাধীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ।

প্রায় পঞ্চাশতি বৎসর অতীত হইল কামপুর  
নিবাসী মালা হাজারীলাল নামে একটি ব্রাহ্ম কলি-  
কাতার বাস করিতেন, তিনি অতি সচরিত্র ও  
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কামদোবাকো যত্নবান্  
ছিলেন, শেষাবস্থার তিনি স্বদেশে গিয়া মালা  
নামে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্ররুত হইলেন, এবং তাঁহার  
আন্তরিক আশ্রয় উপদেশে তৎকালে তথাকার  
অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রজ্ঞাচিত ও নীকিত হইয়া-  
ছিলেন। শ্রীনারায়ণ গিরি স্বামী নামে তাঁহার  
একটি এতদংশীয় শিষ্য ব্রাহ্মবধূত খ্যাতি ব্রায়ণ  
পূর্বক অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করত মেনে মেনে  
ভ্রমণ করিতেছেন । সপ্রতি তিনি তাঁহার যে ভ্রমণ  
বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে সংগ্রহ  
করিয়া ক্রমশ ইহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি-  
তেছি ।

সংখ ১১১২

কুস্ত নোনা দর্শনার্থ হরিদ্বার কেন্দ্রে গমন করিলাম।  
দেখিলাম প্রায় তিন চারি কোটি লোক একত্রিত  
হইয়াছে। লোকে এই মেলাকে বিরাট রূপ করিয়া  
থাকে। গজা ও ব্রহ্মরুও স্নান এই মেলায় উদ্দেশ্য।  
পূর্বকাল অবধি এই রূপ রীতি আছে যে গজাভে  
ব্রহ্মরুওর 'স্থানে' এখনে সন্ন্যাসীরা স্নান করেন,  
সেই স্নানকে দেবস্নান কহে। তৎপরে রামাওৎ  
বৈরাগীরা স্নান করিয়া থাকেন। ইহারদিগের  
মধ্যে এক সম্প্রদায় বস্ত্র দারণ ও মথ বেশাদি  
হেমন করেন না, উহারদিগকে দিগম্বর রামাওৎ  
বৈরাগী কহে। রামাওৎ বৈরাগীদিগের পর  
নিমাওৎ সম্প্রদায় স্নান করিতে পান। তৎপরে  
ক্রমান্বয়ে গোড়িয় বৈষ্ণব, বাউল, কবীরপন্থী, মাছু-  
পন্থী, নামকপন্থী ও গোরখপন্থী সম্প্রদায় স্নান  
করিয়া থাকেন। এই রূপ পূর্বকালাবধি যে সম্প্র-  
দায়ের পর যে সম্প্রদায়ের স্নান করিবার অধিকার  
আছে, কোন সম্প্রদায় তাঁহার অন্যথা করিলে  
মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়।

অতঃপর আমি কেশদর্শনাৎ ও বদরিকাশ্রম  
প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণে প্ররুত হইলাম।  
হরিদ্বার হইতে দুই কোশ অন্তরে কনখল তীর্থ।  
এই স্থান দক্ষপ্রজ্ঞাতির আশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।  
এই স্থানে দক্ষব্রহ্ম হইয়াছিল। এই স্থানে দক্ষ-  
প্রশিব প্রতিষ্ঠিত আছে; সকলে কহেন, এই  
শিব দক্ষপ্রজ্ঞাপতি স্থাপন করিয়াছিলেন। হরিদ্বার  
হইতে পাঁচ কোশ অন্তরে রাহুগ্রাম। এই স্থানে  
অষ্টাবক্র নামে এক নর আছে। এই স্থানেই  
মহাবি অষ্টাবক্রের আশ্রয় ছিল। তথা হইতে  
তিন কোশ গমন করিয়া বীরভদ্র ঠৈরব দেবের  
স্থানে উপনীত হইলাম। পরে তথা হইতে গমন  
পূর্বক হুওয়াসিনী দেবীর স্থান, কোটি এরাণ,  
কুজাবুদ ও কুবীকেশ নদ অতিক্রম করিয়া তপো-  
বদ ও রঙ্গনির্মিত লক্ষণবোলা দর্শন করিলাম।

পরে কুলড়ির চটি, হেমবতী নদী, বিজিদিয়া পার্বতের চটি, কুণ্ডগ্রাম, বদীরগ্রাম, নোদেবর মহাদেব, শিমল চটি, বাসগড়া, কাণ্ডি চটি, লিভতরা নদী, ইন্দ্রপ্রয়াগ, ও বরাহু অতিক্রম করিয়া দেব প্রয়াগে উপনীত হইলাম। আত্মব্রতের আশ্রম হইতে এই স্থানে আসিতে প্রারম্ভিক ক্রোশ পথ চলিতে হইয়াছিল। এই দেব প্রয়াগ গঙ্গা ও অলখনন্দা নদীর সঙ্গম স্থান। ইহার জলে রহৎ রহৎ মৎস্য আছে। ইহার তীরে জিন্নামস্ত্রের প্রতিকৃতি রহিয়াছে। দেব প্রয়াগেও একটি বোলা দৃষ্টি গোচর হইল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রকৃতিতে প্রায় তিন শত বর প্রকার বসতি আছে। ব্রাহ্মণেরা বদরিকাশ ও কেশরনাথের পাণ্ডা। তথা হইতে রামচন্দ্রের গ্রাম, চণ্ডীদেবীর স্থান, মরসিংহ কোলা, নরাগ্রাম ও অন্যান্য স্থান অতিক্রম করিয়া প্রারম্ভিক ক্রোশ গমন করিলে টিড়ি রাজধানী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই টিড়ির অধিপতি মহারাজ নৃদর্শন সাহা। স্বর্ধবংশীর রাজ্য সাহা ও চন্দ্রবংশীর রাজ্য চন্দ্র উপাধি পাইতেন। তদনুসারে মহারাজ নৃদর্শন, সাহা উপাধি ধারণ করেন। হিন্দুজাতীয় সম্রাট রাজা ও প্রজা ইহাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। ইনি বদরিকাশ, কেশরনাথ, উগ্রকাশী, গুপ্ত কাশী, গজোড়ী, বজোড়ী প্রভৃতি তীর্থ সমূহের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাঁহারী বদরিকাশ প্রভৃতি তীর্থ সকল দর্শন করিতে বাস, উৎসাহগকে এখনে ইহাকে দর্শন ও ইহার অন্ন মতি গ্রহণ করিতে হয়। লোক ইহার রাজ্যসমকে কেশরনাথের গদি বলিয়া থাকে। চঞ্জিল বংশের হইল এই স্থানে রাজধানী হইয়াছে। ইতি পূর্বে জিন্নগর ইহার রাজধানী ছিল। মেলাধিপতি জিন্নগর আক্রমণ করিয়া ইহাকে পরাজয় করিয়া ছিলেন, পরে বৎসিকিৎস রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ইহাকে জিন্নগর পরিত্যাগ পূর্বক টিড়িতে রাজধানী করিতে বলেন। তদবধি এই স্থানেই রাজধানী হইয়াছে। এক্ষণে ইহার এক লক্ষের অধিক আয় নাই। ইহার ওরসে রাজ্যের গর্ভে একটি নর নস্তান জন্মিয়ছিল, কিন্তু পুনোহিত বিনাশ খাতকতা করিয়া দুঃখের সহিত বিব পান করাইয়া উহারকে হত্যা করে। কানীর গর্ভে রাজ্যের আর ভূঁ পুত্র জন্মে। এক্ষণে উহারাই রাজকাণ্ড নিরাক্ষর হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার সাহা উপাধি গান নাই, সিংহ উপাধিতে আহুত হইয়া থাকেন। টিড়ির অন্নমতি দূরে গঙ্গার সহিত অলখনন্দার যে সংযোগ হইয়াছে, উহারকে গণেশ প্রয়াগ কহে। টিড়ি হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, তাহা ছায়া ডেহেরাডুনে উপনীত হওয়া যায়।

বদরিকাশ ও কেশরনাথ দর্শন করিয়া গজোড়ী তীর্থ গমন করিতে প্রারম্ভ হইলাম। টিড়ি হইতে দুই ক্রোশ বাঁহীরা আত্মবার প্রাপ্ত হইলাম। মেঘলাব স্থানে ক্রমে পূর্ণ কুটীর নির্মিত রহিয়াছে এবং মেঘাশ্রম স্থানী ও বাসালী স্থানী প্রভৃতি সাধু জনেরা তপস্যা করিতেছেন। পরে তথা হইতে

দুই ক্রোশ অন্তরে বেয়ালী গ্রামে উপনীত হইলাম, তথার কেশবানন্দ গোঁস্বামী অবস্থান করেন। তথা হইতে প্রারম্ভিক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর কাশীতে উপনীত হইলাম। উত্তর কাশীকে সোমকাশীও বলিয়া থাকে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব গঙ্গার সহিত অগ্নি সঙ্গম ও বরণ্য সঙ্গমের সম্মেলন পূর্ণ ক্রোশ পরিসিত স্থানে বরাহনদী পুরী নির্মাণ করেন। তথার মণিকর্ণিকার ঘাট এবং বিবেকেশ্বর ও কাল ভৈরব প্রভৃতি অনেক দেব প্রতিমা দৃষ্টি গোচর হইল। অন্নপূর্ণার গৃহে দারিকেল হকের দ্বার কুল ও বিংশতি হস্ত দর্শন একত্রী জিন্দুল আছে। সেই ত্রিশুলের উপর কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে; এক্ষণে তাহা পাঠ করা যায় না। সম্রাটের লোকে উহারে দেবাকর বলিয়া থাকে। এই কাশীতে সর্বশুদ্ধ মন পন্নর বর লোকের বাস। গঙ্গার অপর পারে আর এক গ্রাম প্রায় আছে, তাহাতে বিশ বাইশ ঘর লোকের বসতি। কানী হইতে উক্ত গ্রামে গাইবার নির্মিত একটি রজ্জু নির্মিত বোলা আছে। সাধুগণ কাশীতে ও মানকপদী উপনীত প্রভৃতিরা তপস্রপারে অবস্থিত করেন। উত্তর কাশী হইতে পুনরায় উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থানে গঙ্গার সহিত অসী মনীর যোগ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ গমন করিয়া দেভালা গ্রামে উপনীত হইলাম।

## THE TRUE CHARACTER OF THE ADI BRAHMO SAMAJ.

Many mistake the character of the Adi Brahma Samaj. Some call it a conservative Brahma Samaj and others a progressive Brahma Samaj, but it is neither a conservative Brahma Samaj nor a progressive Brahma Samaj; it is simply a Brahma Samaj, that is, a Samaj established for the worship of Brahma or the One True God, leaving matters of social reformation to the judgment of its individual members or of any body or bodies of themselves or organized by its members for the purpose of carrying out any social reform into effect. There are members of the Adi Brahma Samaj who have taken a prominent part in social reformation as well as such as have not done so. Both kinds of members have equal religious rights in the Samaj and both are objects of its parental love. The Adi Brahma Samaj is neither a conservative nor a radical, but a religious, association. It extends its religious sympathy to all persons who believe in Brahma or the One True God

whatever may be their opinions on social questions provided they hold no opinions or perform any practices contrary to the fundamental principles of Brahmoism as contained in the *Brahmo Dharma Vija*.

It is also believed by many people that the members of the *Adi Samaj* possess no catholicity of feeling. It is, for instance, alleged that they refuse to accept the truths contained in the scriptures of other nations. This impression is without any foundation. The sermons and discourses, written by the principal members of the *Adi Samaj*, testify that they do accept the truths contained in the religious scriptures of other nations but they communicate a national form to what they receive in this way so as not to interfere with the Hindu aspect of the *Samaj*. Altho' they believe that their own *Shastras* contain every thing to satisfy their spiritual requirements, they are of opinion that, as there are various modes of presenting religious and moral truth, and as variety is required for purposes of religious instruction and edification, the scriptures of other nations are deserving of careful study and the beauties of those writings of transfusion into their own but after casting them in national moulds of thought and dressing them in national imagery and figures so as to make them be better understood and appreciated by their own countrymen.

It is also believed by many people that the *Adi Samaj* has no sympathy with the Theists of other nations. This impression is as much without foundation as the one mentioned above. The writer of the *Lecture in Reply to the Query "What is Brahmoism,"* published in the columns of this journal, sent copies of it though one of his friends in England to Professor Newman and Revd. Voysey. Mr. Voysey, in reply

to the letter of that friend, says: "I have had unalloyed pleasure in reading this beautiful lecture by Baboo—. It is however too long and I have remarked too many passages in it to be able to write as I could wish about it. I only wish I have time to tell you all I feel. It is magnificently true and wise. I cannot bear to think of there being any rivalry or difference between the author and Chunder Sen. What he says at the end about the mode of presenting Brahmoism seems as if written for me. It is one long justification of my own course and of my most recent efforts to gather in the people who have belonged to my old church. I noticed one point of misapprehension on his part which I think ought to be pointed out. The expression "Father in Heaven" on our lips does not in the least mean a localized, much less an absent God. At the same time the dis-use of that expression would not make any difference to those ignorant persons whose conceptions of God are gross and material." Mr. Newman says: "I can truly say the sentiments and the tone of the pamphlet all through are highly refreshing, highly encouraging and that the writer has my warmest sympathy." The writer of the above *Lecture* sent two prayers of his own composition enclosed in a long letter to Miss Cobbe, thanking her for her kind present to him of a copy of her collection of Theistic prayers titled "Alone to the Alone." One of these two prayers was published in the issue of this journal for Bhadra last. Miss Cobbe, in her reply, said, "I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it would give me great pleasure to print in the second edition of my work, should one be called for." We shall perhaps on a future occasion pub-

lish the whole correspondence on the subject. From the above facts, it will be evident to our readers that the members of the Adi Samaj are not backward in sympathizing with, and encouraging, the Theists of other nations and receiving similar encouragement from them in return in a respectful spirit.

Another impression also prevails in the public mind regarding the character of the Adi Samaj which is as much without foundation as those mentioned above. It is this that the Samaj is averse to the propagation of Brahmoism among the followers of other religions than Hinduism. Though the principal attention of the Adi Samaj is directed to the Hindu community, it is not backward in carrying on in its own way the sort of propagation alluded to above. As a proof of this, it may be stated that certain members of the Sat Sabha of Lahore, an association allied to the Adi Brahmo Samaj, have caused the Lecture mentioned above to be translated into Urdu by a Mahomedan friend of theirs. This translation has caused no small sensation among the Mahomedans of that city. The writer of the Lecture himself intends to publish soon a book to be called "The Hindu Theist's Brotherly Hints to English Theists" in which, among other hints to the latter, he shall give some about the necessity of their compiling a Book of Theistic Texts extracted from the Christian Scriptures, furnishing them with selections from the Bible by way of specimen how such texts are to be compiled.

#### THE CIVIL MARRIAGE BILL.

1. July 1861, Baboo Debendranath Tagore, the venerable Chief Minister of the Brahmo Samaj, married his

second daughter according to Brahmo rites. This was the first instance of Brahmo marriage in the country. It was solemnized according to the form laid down in the Anusthan Paddhati or the ritual of the Adi Brahmo Samaj. Among the forms of marriage prevalent among the Brahmo community, those celebrated according to this form, can strictly be called *Brahmo* marriages. As the word Brahmo means the worshipper of *Brahma* or the One True God, the supreme deity of the Hindus, or, in other words, a Hindu Theist, such marriages only can be properly called Brahmo marriages, being Theistic in spirit but Hindu in aspect, retaining as much of the old form as could be kept consistently with the dictates of conscience but not totally excluding a new element in the shape of additional prayers. The orthodox community recognized such marriages and considered them to be valid, nay, more valid than certain other kinds of heterodox marriage celebrated with idolatrous rites. Before the breach in the Brahmo Samaj took place in February 1865, several marriages were celebrated according to this form. After the occurrence of the schism above alluded to, Baboo Kesubchunder Sen introduced a new form of marriage among the Brahmo community, very widely removed from national usage. Doubts arose, and very properly they could arise, in his mind about the validity of the new form of marriage. These doubts were confirmed by the opinion of Mr. Cowie, the then Advocate General, who declared Brahmo marriages to be illegal in proportion to their departure from orthodox rites. This may fairly be considered to be the drift of his opinion on the subject. The statement, furnished by Baboo Kesubchunder Sen to Mr. Cowie on which the

latter delivered his opinion, has not hitherto seen the light. It is to be apprehended that Baboo Kesubchunder Sen did not, in that statement, furnish the Advocate General with the information that the rites, deemed essentially necessary by orthodox Hindus to constitute marriage, have been preserved in what could be properly called Brahmo marriages. The doubts alluded to above arising in his mind, Baboo Kesubchunder Sen called a meeting of the Brahmo Samaj to which all Brahmos were not invited. Baboos Debendranath Tagore, Kesubchunder Sen, Doorgamohun Doss and some other gentlemen were appointed at that meeting as a committee to determine the propriety of applying to Government for a legislative enactment on the subject of Brahmo marriages. Baboo Debendranath declined to act on such committee, thinking the meeting as not properly representing the Brahmo community. At the next meeting of the so-called Brahmo Samaj on the subject, the report of the committee was read. It appeared that the members of the committee differed very much from each other in their opinion about the propriety of applying to Government for a legislative enactment. It was at last resolved that no proposition be made to Government without inviting the opinion of the Brahmo public at large on the subject. Baboo Kesubchunder did not, however, act according to this resolution, but individually submitted a memorial to Government as the self-styled representative of the Brahmo community for a Brahma marriage law. Mr. Henry Sumner Maine, the then Legislative Member of the Imperial Council, believing such a measure to be necessary for not only Brahmos but an increasing class of educated natives who were unwilling to contract

marriages according to the old idolatrous form, introduced into the Imperial Legislative Council in September 1868 a Bill entitled "A Bill to legalize marriages between persons not professing the Christian Religion and objecting to marry according to the orthodox rites of any of the existing religions of India" but this bill called forth a most violent opposition, all the native journals of the country denouncing it in unmeasured terms. The Adi Brahmo Samaj also submitted a petition to Government representing that, as the principal intention of Government in passing the bill was to give relief to Brahmos, they need not pass it at all, as the Hindu Shastras and the general usage of the country, especially that prevailing among heterodox Hindu sects, gave sufficient sanction to Brahmo marriages. They also, as members of the general Indian community, felt it their duty to point out in their petition the evil consequences that would result to the community at large from the passing of the Bill. The Imperial Government took the views of all the Local Governments on the subject, but they one and all gave their opinion that the passing of the bill would cause great dissatisfaction among all classes of the community. It was then expected that the measure would be at once dropped and no law passed at all on the subject, when, on the 29th March 1871, the members of the Adi Brahmo Samaj came suddenly to know that the name of the said bill has been altered to "A Bill to legalize marriages between the members of the sect called the Brahma Samaj" and that it would be passed into law the next day. Now as the passing of the bill in the new form would have separated the Brahmo Samaj from the Hindu community, converting it into a sect totally estranged from that community

and exercising no influence upon it, in short as the members of the Adi Brahmo Samaj were not willing to be, what a journal of England, which correctly understood its position, very properly termed, "ticketed" as Brahmos, and as they thought that the passing of the new bill would disturb the course of reformatory action which they have long been pursuing and which they emphatically thought to be most conducive to the success of the cause of religious and social reformation in the country, they at once sent a deputation on the morning of the day on which the bill was to be passed to wait upon the Honble Mr. Stephen and state to him their objections against the measure. Mr. Stephen, after being acquainted with those objections, found good reason to postpone the passing of the bill till July next at Simla. In that month the same deputation proceeded to Simla from Calcutta and presented to Mr Stephen the following memorial of the members of the Adi Brahmo Samaj against the bill.

To

HIS EXCELLENCY THE VICEROY AND  
GOVERNOR-GENERAL OF INDIA IN  
COUNCIL FOR MAKING LAWS AND  
REGULATIONS

THE HUMBLE MEMORIAL OF THE MEM-  
BERS OF THE BRAHMO SOMAJ.

*Most respectfully sheweth*

THAT your memorialists have felt deep concern, and not a little alarm, at the introduction of the Bill into your Excellency's Council, entitled a Bill, to legalise marriages between the Members of the Brahmo Somaj.

That the Bill as framed is objectionable on the following grounds :—

*It is intrusive in its character.*

**First.**—That its application extends to the whole body of Brahmos, notwithstanding that the major part of the Brahmo Somaj\* do not feel the necessity of such an enactment, nor have they applied for any legislation on the subject of Brahmo marriage.

\* The statement made to the effect, that a law legalising Brahmo marriages is wanted by the Brahmo community at large, is not correct, nor does Baboo Kesub Chunder Sen represent the whole Brahmo community, and that with the exception of those who have applied for a law on the subject, the major portion of the Brahmo community are totally opposed to any legislative interference in the matter in question.

That a few years ago, Baboo Kesub Chunder Sen, one of the members of the Brahmo Somaj, having attempted to introduce into the Somaj, doctrines and principles foreign to it, the result was, that a schism took place amongst the Brahmos, and Baboo Kesub Chunder Sen, and a few of his friends and followers, established a separate Somaj under the name of the "Brahmo Somaj of India."

That considering the scope and tendency of the opinions, entertained by Baboo Kesub Chunder Sen, and his followers, your Memorialists are inclined to dispute the right of these Brahmos, to make any representation on behalf of the whole Brahmo community. Your Memorialists regret, that the Legislature has moved itself on the present question on their representation only, and are contemplating to pass a law not wanted by the majority of the Brahmos, who, like other bodies of Hindoo dissenters, do not require any legislative interference in the matter.

**Secondly.**—That the promulgation of a new law on marriage, prescribing a particular form, necessarily presupposes a sort of legislative sanction to the invalidity of the form of marriage as obtains at present among the Brahmos, inasmuch as the Bill is denominated "an act to legalise marriages between the members of the Brahmo Somaj sect." Thus the Bill, though through the whole tenor of it underlies an assumption of its being an optional and protective enactment, becomes

aggressive with respect to the position of those Brahmoe, who would continue to be married according to the rites and ceremonies as at present obtain among them, irrespective of those forms which the legislature by this law would impose.

*Thirdly.*—That the operation of such a law, if passed, will tend to separate and dissociate the Brahmoe from the general body of Hindoos of whom they now form an integral part. It was never the object of the Brahmo Samaj, to bring about such a state of things, which will only injure their cause, their object being to reform the Hindoo Community by means of agencies and instruments growing from within. The passing of the Bill would, it is apprehended, lessen their influence over their countrymen by the dissociation above alluded to, and seriously injure the cause of religious reformation in India.

It interferes with their existing social usages.

*First.*—That according to the immemorial usage of Hindoo Society, the changes that have been from time to time adopted by the community, have been so done according to the wishes and opinions of the leading members thereof, followed by the general community, and that your memorialists are of opinion, that the interference of the Legislature, in respect to social usages, is not at all necessary. That your memorialists beg to submit, that by forcing a law of the kind now under contemplation upon the Brahmo Samaj at large, contrary to the wishes of the major part of it, would be impolitic. It would cause a great deal of heart-burning among its members, as also render their position anomalous by the social disturbances which it will give rise to.

*Secondly.*—That, considering the numerical strength of the Brahmo Samaj, the Bill, if passed, will tend to

demoralise the Brahmo Community, at present comparatively few in number, by separating it from the general body of Hindoos, a result which the Legislature will never desire to bring about.

*Thirdly.*—That, considering the general aspect and the history of Hindoo Society, it will be observed, that numerous sects, differing materially in their doctrines from the existing orthodox creed, have grown up from time to time, and are still springing up, the legality of whose social practices and ceremonies has never been questioned by law, though such practices are not in exact consonance to the usages enjoined by the Shasters, and the same principle holds good in the case of the Brahmo Samaj whose form of marriage does not differ so widely from the orthodox form as those of some heterodox Hindu sects.

*Fourthly.*—That the form of registration of marriages proscribed in the Bill, reducing it to a mere civil contract, and not making it obligatory on the parties to the marriage to go through any religious ceremony, is extremely revolting to the feelings and ideas of members of the Brahmo Samaj, and it will be hard for them deeply impressed as they are with the sacred and religious character of marriage, to reconcile themselves to the forms and practices, enjoined in the proposed law.

*Fifthly.*—That the provision, with respect to the age of the parties contracting Brahmo Marriages, is quite inconsonant to the usages of the country. Your Memorialists also beg to submit for your Excellency's consideration in Council that the marriageable age of native girls in India is considered to be below 14 years.

*Sixthly.*—That the provision, with regard to bigamy, is uncalled for, and in many instances will operate injuriously. For in the first place, bigamy and polygamy as parts of Hindu social economy, are gradually and rapidly dying out at the advance of education and enlightenment. The Brahmo Samaj, as the advanced section of the Hindu community, has all along denounced and discountenanced the custom. They are happy to see the same practice now denounced by the Sanatan Dharma Rakshini Shabha, the exponent of the orthodox



Hindu Community. They do not therefore stand in need of any law for putting down bigamy amongst them. Their own practices and public opinion would, your Memorialists believe, be a sufficient safe-guard against the evil sought to be prevented by the provision above alluded to.

It is unnecessary

*First.* That according to the fundamental principles of Brahmo Samaj, the word Brahmo has a very wide signification, and hence the difficulty felt by experienced gentlemen like Mr. Maine in defining the term, as will be perceived on a reference to his speech on the occasion of the Native Marriage Bill. It, in fact, includes all men who believe in the essential doctrines of the Brahmo Samaj, namely, the Existence and the Infinite Perfections of the One True God, the duty of worshipping Him in spirit, and doing the works He loves, and the existence of a Future State—articles of faith, in which the undersigned believe, and which they try to the best of their power to act up to.

*Secondly.*—That not only Brahmos, but men of other sects and denominations such as the members of the Prathana Samaj in Bombay, and the Theists of England, and America, whose social customs and manners differ widely from their brethren in Bengal, may come within the definition aforesaid. In social matters therefore the Brahmo Samaj does not consider it essential that its members should renounce the usages and customs of the societies to which they respectively belong, so far as those usages and customs do not militate against the fundamental principles above set forth. That with respect to marriage, the Brahmo Samaj of Bengal has retained the Hindu ceremonies, leaving left out those portions only, which are objectionable on the ground of being idolatrous, and which, your Memorialists have reason to believe, are not essential elements of a valid Hindu Marriage.

*Thirdly.*—That this form of marriage was adopted by the general body of Brahmos, without any opposition, and has prevailed since its adoption among the members of the Brahmo Samaj.

*Fourthly.* That the opinion of the Advocate-General, cited by the Honble Member of the Bill, is not ap-

plicable to their case. It simply says, that marriages, not contracted according to forms not prescribed by Hindoo Law, are invalid.

The Bill being passed into Law, will give rise to much complication—and will only add new difficulties.

*First.*—That the application of the law, if passed, would be a matter of considerable difficulty, and will give rise to much complication, inasmuch as the Brahmos, as a body, do not constitute a sect separate from the Hindoo Community, in a social point of view.

*Secondly.* That your Memorialists labor under the serious apprehension, that the passing of the proposed law will lead to serious complications with regard to questions of succession and inheritance amongst the descendants of those who would avail themselves of the provisions of the proposed enactment to marry out of the pale of the present Hindoo Society. For instance, supposing a Hindoo, who has become a Brahmo, should marry the daughter of a Christian convert or a Mahomedan girl, according to the form prescribed in the proposed Bill, there is nothing in the law as it at present stands, to regulate the succession of the children of such a marriage, to the property left either by the father or the mother.

The Bill is not wanted by the Brahmo Community.

That your Memorialists in conclusion, beg respectfully to represent, that the law in question is not wanted by the Brahmo Community at large, since Brahmo marriages may be contracted, as have hitherto been done, irrespective of any legislation on the subject, according to the rites and ceremonies prescribed by the Adi Brahmo Samaj, which are quite in consonance to the spirit of the usages and customs obtaining among the Hindoos, bereft of the idolatrous practices observed by the orthodox Hindoo Community.

And your Memorialists under the circumstances above represented respectfully pray, that your Excellency in Council will be pleased to take their representation into consideration, and act according to your Excellency's best judgment in the matter, involving as it does your Memorialists' dearest and most sacred concerns in this life.

The presentation of the above memorial caused a further postponement of the bill till the return of the Imperial Legislative Council to Calcutta in December next. In the meantime, the greatest agitation prevailed among the native community on the subject of the bill. It was fully criticized in all the public journals and arguments for and against the bill were advanced by the two contending Brahmo parties who discussed the subject with the usual bitterness natural to men, fighting with each other for vital interests put to stake. We heartily wish that the controversy were carried on with a certain degree of moderation befitting the religious character of the bodies by whom it was conducted. The foulest aspersions were cast on the Adi Brahmo Samaj regarding the way in which its members obtained signatures to their petition against the bill but these aspersions were treated by the Samaj with the contempt they deserved. It was alleged that the Adi Samaj got signatures to its petition of others than Brahmos quite unacquainted with its contents, but is the petition which was in English was termed: "The Petition of the Members of the Brahmo Samaj," those, who understood English, could not mistake which kind of men were to sign it. A purport of the petition in Benguloe was also annexed to each copy of it for the information of those who were unacquainted with English. It was also alleged that signatures were taken of persons who were idolatrous Hindus and not Brahmos but we ask that, when the majority of the members of every Brahmo Samaj *without any exception* are Brahmos in opinion but idolatrous Hindus in practice, how could distinction be made between such Hindus and Brahmos in the matter? One of the ministers of the Adi Samaj fully exposed the falsehood of the statements made by the opposite party regarding his proceedings at Benares where he was deputed by the Samaj to take the opinion of the pundits of that place regarding the validity of Brahmo marriages. It was, for instance, alleged that the Rajah of Benares excommunicated the pundits who gave their opinion in favor of the Adi Samaj whereas no such thing took

place. The secretary of the Rajah's Dharma Sabha himself contradicted the statement and declared it to be utterly false. Most of the pundits of Benares, as well as of some celebrated seats of Sanskrit learning situated near Calcutta, gave their opinion that marriages, celebrated according to the form of the Adi Brahmo Samaj, were valid according to the Hindu Shastras. These opinions have been published in a previous number of this journal. The reader is also referred to Pundit Anandachandra Vedantabagishi's pamphlet on the subject, in which he successfully proves the validity of Brahmo marriage according to the Hindu Shastras. He therein satisfactorily proves that the mere gift and acceptance of the bride constitute a Hindu marriage. His opinion is confirmed by the orthodox Hindus of Madras, the most conservative part of India, who, at a meeting recently held by them against the Civil Marriage Bill, declared that ceremonial observances form no essential part of Hindu marriages and also by the *Native Public Opinion* of Bombay who states in one number of his journal that *Kushandika* was unknown in his part of the country. As the Adi Samaj based its opposition on the ground that the bill, if passed, will separate its members from the Hindu community, the subject, whether Brahmos are Hindus or not, was discussed by the two opposing parties, the Adi Samaj maintaining that, though Brahmoism is the universal religion, it is the same with true Hinduism which is nothing but the worship of Brahma and that Brahmos are consequently Hindus, and the Samaj of India that, as Brahmoism was an entirely new religion, Brahmos cannot properly call themselves Hindus. When the Council returned to Calcutta in December next, Mr. Stephen availed himself of the abovementioned declaration of the two parties, and seeing his path clear, as one of them renounced the name of Hindu, framed a general civil marriage bill for the relief of all persons who declared that they did not belong to any of the existing religions of India. This bill would have been passed at once in March last, but for the opposition of Mr. Inglis and some other members of Council who

urged that, as Englishmen are quite unacquainted with the internal structure of native society, it would be proper in a matter like the present, bearing upon the most important concerns of native social economy, to invite native public opinion upon the subject before passing the bill into law. The bill was therefore postponed for a month. In March 1872, it was finally taken into consideration by the Council. The opposition members proposed to change the designation of the bill and make it applicable to "certain" Brahmins but their proposition was rejected and the law was passed by a majority of two.

The Adi Brahmo Samaj has good reasons for congratulation for the passing of the Civil Marriage Bill. Had the law been passed in the name of the Brahmo Samaj, it would have identified the Adi Samaj with a section of the Brahmo community whose course of reformatory action is different from that of its members and would have nullified its endeavors in the cause of reformation for the last forty-two years by interfering with that healthy, national, independent religious and social progress which it has been the constant aim of the Adi Samaj to promote and foster to the best of its power. It has therefore good cause to rejoice that the former bill has not been passed into law. The present law has moreover left it unhampered by any legislative enactment to pursue that course of action which experience has proved to be most conducive to the success of the cause of reformation in the country. Another advantage, and that not the least, which it has gained from the agitation, is that marriages, solemnized according to the form of the Adi Brahmo Samaj, have been declared to be valid by no less a legal authority than the Honble Mr. Stephen in his speech in the Legislative Council and by no less a Sanskrit scholar than Professor Max Muller of Oxford in his letter published in a former number of this journal if we leave out of consideration what should be of the greatest weight with the tribunals of the country in questions of Hindoo marriage, the opinion of a large body of learned Pundits and the inhabitants of the most conservative parts of India.

## ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা।

২৬ টের : ৭২৩ নং।

অদ্যকার অধিবেশনে নিম্ন লিখিত বিষয় সকল অবধারিত হইল।

১। সভার অধিবেশন প্রতি মাসেই হইয়া এখন অবধি দুই মাস অন্তর হইবে। আগামী অধিবেশন আগামী আষাঢ় মাসের শেষ রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় হইবে।

২। সভার বিবেচনার ব্রাহ্মধর্ম এম্ উৎসাহিত অম্মবাদিত হওয়া আবশ্যক হিহ হওয়াতে ঐ এম্ অম্মবাদের তার ঐহুত বাহু রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।

৩। শেষ অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় এম্ হিন্দী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রচলিত ভাষার সম্বাদিত হইবে, এবিষয়ে লাহোরের সংসদা কতদূর কৃতকার্য হইরাছেন, তাহা জানিতে সম্পাদককে অহুরোধ করা গেল।

৪। সাধালা লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার বিশিষ্ট উপায় কি কি তাহা অবধারণ জন্য সভাপতি, সম্পাদকদ্বয় ও তেলাওনিবাসী ঐহুত বাহু বিশেষর ঘোষ মহাশয় কমিটী প্ররূপ নিযুক্ত হইলেন।

ঐজোতিরঙ্গ নাথ ঠাকুর।

ঐনবগোপাল মিত্র।

সম্পাদক।

## নিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

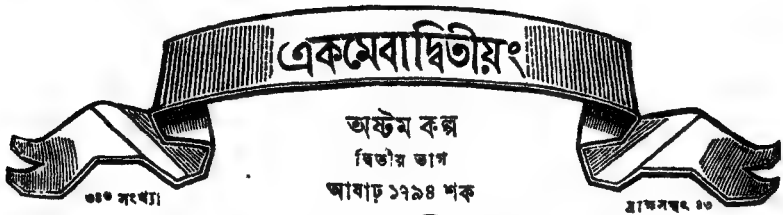
ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার অদ্যন্ত ব্রহ্মবিধানের প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিতীয় রবিবারে ঐহুত বাহু রাজনারায়ণ বহু মহাশয়, তৃতীয় রবিবারে ঐহুত অম্মাখানাথ পাকড়াসী মহাশয় ও চতুর্থ রবিবারে ঐহুত আমলচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐহুত বাহু রাজনারায়ণ বহু মহাশয় ধর্ম বিজ্ঞান বিষয়ে, ঐহুত অম্মাখানাথ পাকড়াসী মহাশয় ধর্ম নীতি বিষয়ে ও ঐহুত আমলচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাতে ৯৪০ ঘটিকার সময় বিশালয়ের কাব্য আশ্রয় হইয়া থাকে।

ঐজোতিরঙ্গ নাথ ঠাকুর।

ঐনবগোপাল মিত্র।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মুদ্রা হুং আদ্য। অত্রিহ বার্ষিক দুলা ভিন্ন উক্ত। ভক্তমাখুল বার্ষিক দুলা আদ্য।  
সংখ্য ১২২৮। কলিকাতা ৪২৭২। ১ জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ।



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদিকবিদ্যমণ্ডলীস্বামীশ্রীমন্ত্ৰ্য্য ত্রিকানানীতিদ্বিগং সর্বসমুদয়ং । তদেব নিত্যং জ্ঞানসমুদয়ং দিবং স্বতন্ত্রদ্বিগংব্রহ্মসংঘ-  
এবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তু সর্বায়ত্তং সর্ববিৎ সর্বপুণ্ড্রিকমুদ্রিতং পূর্বমভিমানমিতি । একস্যা তদৈক্যবোধোপাসনয়া  
পারমিতিকৈরিতিকৈক্যং স্তম্ভবতি । তস্মিন্ ঐতিহ্যস্য শ্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ তদুপাসনমেষ ।

## নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা ।

১ বৈশাখ ১৭৯৪ শক ।

অধ্যকার প্রান্তঃসমীর্ণ—অধ্যকার তরুণ  
বিভাকর—সকলেই আবাদিগকে যাহা বলি-  
য়াদিত্তেছে, কি রূপে তাহার অপছন্দ করিব ?  
আজি কেহ না বলিয়া দিলেও কেবল এই  
দিবাকরের তাব দেখিয়াই বলিব যে গত  
বৎসর যে সময়ে আমরা নব বর্ষোপলক্ষে  
ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলাম—আজি  
সেই সময়েই আমরা উপনীত হইয়াছি ।  
বসন্তকাল পশ্চাতে, বর্ষা ঋতু পুরোভাগে,  
এই মধ্য সময়ের এক দিন আমরা বৎসরের  
আরম্ভ কাল গণনা করিয়া থাকি । সেই  
উত্তর ঋতুর লক্ষণ-সম্বন্ধিত সেই সময় উপ-  
স্থিত । গত বৎসর পৃথিবী এই সময়ে  
আকাশের যে অংশে ছিল, অদ্য আবার  
আকাশের সেই অংশে আসিয়াছে কি না,  
তাহা গণনা করিবার আবাদের তত প্রয়ো-  
জন নাই—কেবল পৃথিবীকে লইয়াই আবা-  
দের চিন্তা জাবনা অদ্য ক্রীড়া করিতেছে ।  
এক বৎসরের পল আবার আবাদের চতু-

র্দিকে বৃক্ষে পল্লবে গগনে প্রাক্রমে প্রকৃতি  
সতী নব বর্ষের বিচিত্র বেশ ভূষা পরিধান  
পূর্বক দেখা দিবেছেন । কোন্ চক্ষুয়ান্  
যাক্তি আজি ইহা দর্শন করিয়া এই নব বর্ষের  
প্রেরণিতা ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া থাকিতে  
পারে ?

আজি বৃক্ষের পত্র, পুষ্পের সুগন্ধ,  
পক্ষীর সুস্বর এই সমস্ত প্রকৃতির পুষ্পোপ-  
হার হইয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইতেছে,  
মনুষ্যের নিকট হইতে কি প্রকার পুষ্প  
ঈশ্বরের নিকট সমাহৃত হইবে ? হে মানব !  
ঈশ্বর-উদ্দেশে তোমার দেয় অদেয় বিবেচনা  
করিবার কিছুই নাই । তোমার এই সমুদ-  
সরের—এই সমস্ত গত জীবনের উপার্জিত  
সার সম্পৎ যাহা কিছু আছে—তোমার  
বলিয়া যাহা তুমি জান—সে সকলই তুমি  
সেই ঈশ্বর-হস্তে বিসর্জন কর । জড় জগতে  
—উদ্ভিদ শরীরে মূতন বৎসরের যে সকল  
চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তোমার আশাও সেই চিহ্ন-  
ধারণ করুক । ঈশ্বর তোমার পুণ্য হস্তকে  
পূর্ণ করিয়াছেন, আবার তুমি তাহাকে  
সর্ব্বদা দিয়া পুণ্যহস্ত হও—আবার তাহা পূর্ণ  
হইতে থাকিবে ।

বৃক্ষ পল্লব ও পশু পক্ষীর সহিত নব-বর্ষের যে রূপ সমৃদ্ধ, আত্মার সহিত ইহার সমৃদ্ধ সেকূপ নহে। জীবিতবান্ আত্ম-বান্ জীবের সহিত কালের যে রূপ যোগ, জড় পদার্থের সহিত তাহার সেকূপ যোগ কখনই সম্ভবপর নহে। এই যে আমরা এক একটা বৎসর গণনা করিয়া থাকি, ইহার সহিত আমাদের তাবের ও অবস্থার কত পরিবর্তন, কত উন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোক সমাজের অবস্থা কালে কালে বর্ষে বর্ষে কত প্রকার মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই গত বৎসর আমাদের দৃষ্টিপথগত ভুলে ইহার মধ্যে সংঘটিত কত সুখ দুঃখের বিষয় স্মরণ হইয়া স্বর্ষ বিবাদ আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। যখন সন্মুখবর্তী অববর্ষের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন নববর্ষ স্থাপন করিবার উপযোগী কত প্রকার সঙ্কল্প ও কামনা সকল মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়। আমরা বাস্তবিক ভাবে খানিই জীবিত, যত খানি সময় আমরা উদ্যত হইয়া কার্য্য করিতে থাকি। আর তত খানি সময় আমাদের সার্থক হয়, যত খানি সময় আমরা সন্দেহান করি। উন্নতিই জীবনের যথার্থ পরীক্ষা ও পরিচয়। গত বৎসর আমরা সেই পরিমাণে যথার্থ জীবিত ছিলাম যে পরিমাণে আমরা সামাজিক, পারিবারিক ও আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছি। আর যে পরিমাণে আমরা অবনতির দিকে গিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের জীবন স্থায়ী গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। আগামী বৎসরের জন্যও এই বিচার। কালের সহিত আমাদের এই রূপ যোগ।

এখন আমাদের কর্তব্য যে আমরা কায়-মনোবাক্যে অগ্রশীল হইয়া আমাদের সর্ব্ব-দীন উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। কাল প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের উন্নতির

প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তবেই আমাদের যথার্থ জীবন লাভ হইবে—তবেই আমাদের শ্রাণ ধারণ সার্থক হইবে।

এই শকাব্দার—চতুর্থাধিক সপ্তদশ শতক বৎসরের প্রথম দিবসে আজ সপ্তাহ-মান হইয়া যদি আমাদের এই উন্নতির বিষয় পর্যালোচনা করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? মনুষ্য সমাজের সকল প্রকার উন্নতি এখন এমনি বিমিশ্রিতাবস্থায় যে কোন্ বিষয়ে আমাদের যথার্থ উন্নতি হইতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বোধ হয় ইহা নিঃশেষে বলিতে পারা যায় যে আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর স্বাধীনতা সন্ধান করিয়া আসিতেছি। এই স্বাধীনতা যে উন্নতির প্রধান লক্ষণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন যথেষ্টাচার হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা অবনতির চিহ্ন ব্যতীত কখনই উন্নতির চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এই জন্যই এক্ষণে উন্নতির গণনা এতদূশ চুড়ুর হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে লোকের যেমন স্বাধীনতা হেতুধিনী হইতেছে, তেমনি বিজ্ঞান চর্চাও বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান সহস্রমুখ; যাহার যে রূপ প্রবৃত্তি, তিনি প্রকৃতির মধ্য হইতে তাহারই পোষক কতকগুলি সুলভ্য সংগ্রহ করিয়া এক একটা বিজ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিতেছেন। ইহাতে স্বাধীনতার বিকৃতি সেই যেচ্ছাচারিতাই আরো বদ্ধবুল হইতেছে, তাহার কোন অংশ ধর্ম্ম হইতেছে না এবং তদ্বারা পাপপ্রোত ক্রমশঃ অধিক হইয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না। যে সকল দ্বন্দ্বম বহু কাল দুখীণ বলিয়া লোকসিগের জ্ঞান ছিল, এবং বাহা ধর্ম্মের চক্রে চিরকালই দুখিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে—আজি কালি তাহা “নরুণের বন্ধন” বলিয়া অন্য-

রাতেই চলিয়া যাইতেছে। তাহার নিবারণ করে একবতা কাহারই নাই। কারণ লক্লেই স্বাধীন; বিবেচনাতে যাহার বাহ্য তাল বোধ হইবে, তিনি জাহাই করিবেন, এই রূপ সকলের অধিকার। এই অধিকার অবশ্যই মঙ্গলকর—তাহার সন্দেহ কি? ইহা হরণ করিবার কাহারই সাধ্য নাই। কিন্তু এতদ্বারা যে পাপশ্রুতি সকল পোষকতা প্রাপ্ত হয় এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিয়া কোন ধর্মপরাগণ ব্যক্তি সুখী হইতে পারেন। হা! এই জন্যই ধর্মাত্মা সাধু পুরুষগণকে মিথ্যা বিজ্ঞান—ভ্রান্তিময় দর্শনশাস্ত্র—স্বার্থপরতামূলক বিচার—এই সকলের নাম করিয়া অহরহঃ চীৎকার করিতে দেখা যাইতেছে।

১৭৯৪ শকাব্দের এই এক দৃশ্য। অতএব আজি আমাদের ব্রাহ্মবঙ্গগণকে এই বলিতে হইতেছে যে এই কঠিন সময়ে ব্রাহ্মগণ আপনাদের কর্তব্য পথে তাল করিয়া বুঝিয়া গাবধান হইয়া চলুন—এই নববর্ষের বিশেষ তাব, গতি ও অবস্থা। পর্যালোচনা করিয়া কর্তব্যাবধারণ করুন। এখন এক দিকে ধর্মের জ্যোতিঃ আর এক দিকে শ্রুতির আকর্ষণ—এক দিকে ধর্মবিজ্ঞান আর এক দিকে কলানুগতানুসূলক-স্বার্থপরতামূলক বিজ্ঞান;—স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই দুইই একত্র সমুদ্ভূতিতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন বিজ্ঞান সত্য আর কোন বিজ্ঞান মিথ্যা ইহা প্রতিপন্ন হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু তাহাও এক দিনে, কি দুই দিনে, কি দুই তারি বৎসরে সম্পাদন হইবে, এমন নহে। এখন কিছু কাল ইহারই সিদ্ধান্ত করিতে ব্যস্ত হইবে। এই অধ্যবসায় সময় ব্রাহ্মদিগের বড় সম্ভট কাল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইতেছে। হে ব্রাহ্মগণ! যদি

তোমাদের ব্রহ্মের প্রতি স্বার্থ অনুরাগ থাকে তাহা হইলে তোমরা সেই ব্রহ্মেরই আদেশ পালন কর, প্রাণপণে ধর্মব্রত অবলম্বন করিয়া থাক, অসত্যচারী যথেষ্টচারী লোকদিগের আপাততঃ সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া অবসন্ন হইও না। “ন সীমস্বপি ধর্মেন যমোহি ধর্মো নিবেশয়েৎ। অধার্মিকানাং পাপানা মাশু পশ্যন বিপর্যায়ম্”। হে সতীসাহী সীম-স্তিনীগণ! যদি দেখিতে পাও যে জনসমাজে পাতিত্রতা ধর্মের আর সেকপ দৃঢ়তা—সেকপ পবিত্রতা নাই—অনেক বা অধিকাংশ স্ত্রী এমন কি তোমাদের আত্মীয় স্বজনরাও যথেষ্টচারিণী হইয়াছে—বিবাহের শতবিধ দ্বার অন্ত্রুক্ত হইয়াছে—তথাপি তোমরা সতীত্বের যে আদর্শ আপন আপন হৃদয়ে নিহিত দেখিতে পাও, তাহা পালন করিতে সংকুচিত হইও না—অধিকাংশের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া আপন আপন ধর্মনীতিকে শিথিল করিয়া কেলিও না। তোমরা ধর্মকে দেখিয়াই ধর্ম পালন করিও, কল যাহা হয়, হইবে। হে পিতৃতত্ত্ব মাতৃতত্ত্ব ও সন্তান-বৎসল নরনারীগণ! যদিও জনসমাজের কোন কোন অংশে কয়েক প্রকার যন্ত্রে তন্ত্রে পিতা মাতা ও সন্তানাদির প্রতিপালন করিবার রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিয়া তোমাদের হৃদয়ের ধর্মতাব যেন বিলুপ্ত হইয়া না যায়, তোমাদের হৃদয়ের প্রতি তত্ত্ব যেন তোমাদের বৃদ্ধ পিতা মাতার ও নিরুপায় শিশুর চিরদিন আনন্দ বর্দ্ধন করে। হে দানশীলগণ! সমাজে দীন দুঃখীরা দুঃখ ঘোচনের বহু প্রকার কৌশল অবধারিত হউক, তোমাদের দয়াবৃত্তি যেন চিরদিন উদীপ্ত থাকে ও যেন তাহা কার্যকরী হয়। হে ব্রাহ্মগণ! যদি এমন বেধ, যে সম্ভার জনসমাজ স্বার্থাশেষণে ব্যাকুল, ও কল গণনার তৎপর—তথাপি তোমরা

ধর্মের প্রতি সন্নিহিততা হইও না—আত্ম-পথ ভ্রম হইও না—“ধর্মীয় প্রদর্শিতব্য” ধর্ম হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইও না। আমি ইহাও বলিতে পারি—ইতিহাসের অশাণ জন্য এপর্যন্ত পৃথিবীতে বহু কাণ্ড ঘটিয়াছে—সংসারের অশেষবিধ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে,—এখনো সেই কারণে লোকগণ জন্মমাজের প্রবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অবকাশ পাইতে পারেন। তাহাই দেখা বাউক; সংসারে ইহা কত দূর সুকল প্রদান করে, তাহা প্রদর্শিত হউক। তত দিন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ। তোমরা একপাশ হইরা দণ্ডায়মান হও। পরন্তু তোমরা আপনাদের ধর্ম বিশুদ্ধতম, পবিত্রতম উচ্চতম আকারে রক্ষা ও প্রতিপালন কর। তাহাতে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। তর পাইও না—কোন আশঙ্কাকে মনে স্থান দিও না, অধর্মের জয় হইবে মনেও করিও না। অধীর হইও না; এই ক্ষেত্রে যাহার যাহার বেকপ অভিন্ন করিবার প্রয়োজন, স্বাধীনতার সহিত তাহা করিতে যাও। অবশেষে ধর্মেরই জন্ম এই সমস্ত সংসারে আসন বিস্তারিত হইবে। এই সংসারে মনুষ্যের বা মনুষ্যমাজের যথার্থ কল্যাণদাতা শুভ বিধাতা ধর্ম ব্যতীত আর কেহই নাই।—পরিণেবে এই ধর্ম সকল কল্যাণের লোক কর্তৃক আদরে গৃহীত হইবে। তাহা হইলে এই স্বাধীনতার বৃক্ষে অক্ষয় অমৃত ফল অন্নাগাসে প্রসূত হইবে। সত্যতা যথার্থ সত্যতা রূপে পরিদর্শিত ও প্রমাণীকৃত হইবে।

অদ্য জন্মমাজের ও আপনাদের এই অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নব বর্ষে পদ নিষ্ক্ষেপ করিলাম। সংসারে এই অমঙ্গল জনক বেচ্ছাচারিতার নীতি সকল বহু দিন বর্ণন করিয়া কেবল ব্রাহ্মধর্মকে পাইয়াই আশা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। কত বার

কত গভীর বেদনার অগ্নির হইরা “ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মধর্ম” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি—আজি এই নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মধর্মের অভিন্নতার হারী প্রত্যাবর্তন করিয়া—সেই সকল আশাকে আরো উদ্দীপ্ত করিতেছি। আমরা আর কাহাকেই জানি না—আমরা কেবল ব্রহ্মকেই জানি। তিনি আমাদের জ্ঞানের প্রস্রবণ—তিনি বিজ্ঞানের মূল—তিনি আমাদের শান্তা ও রক্ষা কর্তা। তিনিই আমাদের সুখের নিদান কল্যাণের মূল ও ধর্মের আবহ।

ঈশ্বর এসাদে যথার্থ ব্রহ্মানুরাগ লোকের মনে উদ্দীপ্ত হউক, একই ব্রহ্মাণিতে সমুদায় পাপমলা তন্দ্রীভূত হইবে। যথার্থ সাধুতা যাহার চিত্তে একটু মাত্র স্থান প্রাপ্ত হইবে—তাহার সাধুতা কখন ক্ষয় পাইবে না—কিছুতে পরাস্ত হইবে না। তাদৃশ ব্যক্তি সকল শুভ আশার উপযুক্ত ভূমি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরস আবাদন করিবে সে সকলই সহ্য করিতে পারিবে—তাহাতে কোন সঙ্কালের অভাব ঘটিবে না—সে সর্ব মূল-কণ সম্পন্ন হইবে—ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই, তাহাতে সংশয়ও নিরর্থক।

হে বিশ্ববিধাতা ধর্মাবহ ঈশ্বর। আমা-দিগকে বর্ষপরম্পরার সেই দিনে লইরা কর। যে দিনে কেবল ধর্মেরই জয় দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

মনের একাগ্রতা সাধন।

জগৎস্ব ও ব্রহ্মস্ব জয়রসম করিয়া ভূমানন্দ লাভ করেন ইহা অমেকেরই আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনার্থে কেহ শুকপদেশকে সর্ব্ব মনে করিয়া তাহারই অবেষণ করেন, কেহ বা অধ্যয়নকে

সার উপায় জ্ঞান করিয়া তাহারই উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করেন, এবং কেহ বা চিন্তাকেই এক মাত্র পন্থা ভাবিয়া তাহারই অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করেন। যিনি যে পন্থা অবলম্বন পূর্বক অগ্রসর হইলেন না কেন, সকলেই যে সম্যক সকলপ্রযত্ন হইতে পারেন এমন নহে। কেহ শত বৎসরে অভীষ্ট বিষয়ে যৎসামান্য উন্নতির অধিক লাভ করিতে পারেন না, আবার কেহ বা দশ বৎসরেই এত দূর উন্নতি লাভ করেন যে, তিনি বাহ্য উপলব্ধি করেন, বাহ্য বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ অতি অল্প লোক আছেন। শুদ্ধ তাঁহারদের উদ্দেশ্য বিষয়ের অসীমত্ব নিবন্ধন, বা অবলম্বিত পন্থা সকলের ভারত্ব্য বশতঃই যে একপ প্রত্যেক হইয়া থাকে এমন নহে, উদ্দেশ্য অসীম বলিয়া তাহার তুলনার সকলের লক্ষ উন্নতি তো যৎসামান্য হইবেই হইবে এবং পন্থা সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উন্নতি লাভের কাল তো কিঞ্চিৎ স্থানাদিক হইবেই হইবে, কিন্তু যেকপ স্থানাদিকোর উল্লেখ করিয়া তাহা তদ্বিবন্ধন কখনই হইতে পারে না। সমুদায় উন্নতির স্থলে একটি বিষয়ের বিশেষ কার্যকারিতা আছে—তাহার নাম মনের একাগ্রতা। যিনি বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা আপনার মনকে নিবিষ্ট ও একাগ্র করিতে পারেন, তিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহার উন্নতিপ্রাপ্তিঃ কিছুতেই এতদ্রুপ হইবার নহে। আর যিনি আপনার মনকে আশ্রমশে আনিয়া নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি সহস্র গুরুপদেপই প্রাপ্ত হইল, অসংখ্য পুস্তকই অধ্যয়ন করুন, আর চিরজীবন চিন্তা বেবিরই আরাধনা করুন, কিছুতেই তিনি কলের হুখ দেখিতে পান না। কলঙ্ক তাঁহার সমুদায় পরিজীবনই

বিড়ম্বনা দ্বারা। ভাব পরিগ্রহ করিবার শক্তি অলৌকিকও নহে, অপ্রাপ্যও নহে; প্রত্যুত চক্ষু কণাদি বহিরিঙ্গির সকলের যোগে মন যখন অটল ভাবে যে বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, তখনই তাহা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথায় কিছুই লাভ হয় না। অনেকেই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রকে অসাধারণ অর্থাৎ অলোক-সামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সেরূপ শক্তি প্রদান করেন নাই মনে করিয়া মান প্রকার আক্ষেপ করেন। তাঁহার বাহ্য মনে করেন বাস্তবিক তাহা নহে। জগতে কেহ লোক-সামান্য এবং কেহ অলোক-সামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া প্রথমই জ্ঞান গ্রহণ করেন না, যিনি সাধন দ্বারা মনের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, তিনি অপ্যায়সেই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া জগতে অলোক-সামান্য শক্তি সম্পন্ন, এবং যিনি উক্ত সাধনে বিমুগ্ধ হইয়া মনকে চঞ্চলাবস্থায় রাখেন, তিনি বহু আয়াসেও কোন বিষয়ের তথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া ইতর শক্তি সম্পন্ন রূপে পরিগণিত হইয়ন।

যে কারণে নিবিষ্ট ও অনিবিষ্ট মনের তত্ত্ব গ্রহণী শক্তি এত স্থানাদিক হয়, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রসাদ ভাবে চিন্তা করিলে বোধ হয় সকলেই স্বয়ংকর করিতে পারেন। মনের ধারণা শক্তি নীচা বিশিষ্ট এবং তাহার প্রকৃতি এই যে, তাহাকে বাহ্য প্রতীই নিমোগ করা বাউক না কেন, তাহাকে সে আপন আয়তন মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করে এবং যখন তাহাতে নিবিষ্টে কৃতকার্য হয়, তখনই সে তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। বাহ্য কৃচ্ছ্র তাহাকে সে অনায়াসেই আশ্রমিত করিতে



পারে, সুতরাং তাহার তত্ত্ব তাহার নিকট অস্পষ্ট ক্ষণেই প্রতিভাত হয়। আর বাহ্য সেই আয়তন-পরিমাণাপেক্ষা বৃহত্তর, তাহার প্রতি নিয়োজিত হইলে সে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তাহাকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে এবং যদি সফল হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহার তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদনুযায়ী সকলই তাহার নিকট প্রকৃত থাকে। মন বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াও যে অনেক সময়ে অনেক বিষয় ধারণ করিতে পারে না, তাহার ছুইটি প্রধান কারণ আছে, যথা, ১ম বিষয়ের গুরুত্ব অর্থাৎ যদি বিষয়টি এত বৃহৎ হয় যে, মন ক্রমাগত আপন সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াও তাহা অপেক্ষা প্রশস্ত হওয়া দূরে থাকুক সমানও হইতে পারে না তাহা হইলে তাহা কিরূপে ধারণ করিবে। ২য় সময়ের অস্পষ্টতা অর্থাৎ একটি বিষয়ের প্রতি মন নিয়োজিত হইলে তাহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত সে বিস্তৃত হইতেছে এমন সময়ে যদি সে অন্য আর একটি বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয় এবং সেটিকে ধারণ করিতে না করিতে যদি আবার আর একটির প্রতি নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সে সময়ের অস্পষ্টতা বশতঃ কোনটিকেই আশ্রয় করিতে পারে না। প্রথম-কারণ-ঘটিত বিকলতা সকলকেই সন্তু করিতে হয় এবং তন্নিবন্ধন কেহই “ঈশ্বরের সীমা কোথায়” ইত্যাদি মহত্তত্ত্ব সকল জানিতে পারেন না এবং দ্বিতীয়-কারণ-জনিত বিকলতা বশতঃ সামান্য কি মহৎ, কোন প্রকার তত্ত্বই অবগত হইতে পারেন না। এই স্থানে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অন্য যে বিষয়টি ধারণ করিবার নিমিত্ত মন বিস্তৃত হইতেছিল এমন সময়ে অন্যের প্রতি নিয়োজিত হইল, তাহার কথঞ্চিৎ তো

অদ্যই জানা হইল, তবে আর তাহা কি। কারণ ঐ রূপ দশ দিনের আংশিক জানা একত্রিত হইলেই একটি তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে? এরূপ হইলে মনের চাক্ষু্য কিম্বা এত বোঝাবহ হইল? ইহার উত্তরো এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, একদা এক মন পরিমিত বল প্রয়োগ করিলে যে বস্তু চালিত হয়, তাহা যেমন ৪০ দিবসে প্রযুক্ত ৪০ সের পরিমিত বলের সমষ্টি দ্বারা কোন মতেই চালিত হইতে পারে না, সেই রূপ মনের দশ দিবসের বিস্তৃতির সমষ্টি লইয়াও কোন তত্ত্ব সম্যক রূপে জ্ঞানজন্য করিতে পারা যায় না।

পূর্ব কালে এ দেশের আর্ধ্য ঋষিরা এবং গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতেরা যে এত তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহাদিগের মনের ঈশ্বরী সাধনের প্রসাদাৎ। তাঁহারা মনের চাক্ষু্য অপনয়নার্থে যে কত প্রকার কুসাধ্য কঠোর ত্রুত পালন করিতেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদিগের সময়ে বাহার মনের চাক্ষু্য অপনীত হয় নাই, সে কোন প্রকার তত্ত্ব লাভেরই অধিকারী নহে, এই রূপ বিবেচিত হইত। তাঁহাদিগের পর-বর্তী কালেও এই সাধনের অস্পষ্ট গৌরব ছিল না। যে সময়ে ইংলণ্ডে সার আইজ্যাক নিউটন এতদূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন যে এই সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন সমুদয়ের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা উক্ত মহাত্মার বাক্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। লোকে তাঁহাকে অসাধারণ দীপ্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করায় তিনি এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে “আদি যে অসাধারণ বুদ্ধি-বলেই এত প্রকার আবিষ্কার করিয়াছি তাহা নহে, আদি বস্তু যে বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, তখন হইতে বোঝান হইল আর

যে কার্য করি না কেন, সেই বিষয়টি নিরন্তর আবার মনস্তত্ত্বের সমীপে স্থাপন করিয়া রাখি, তাহাভেই ক্রমে তাহার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, ইহা তিন আর কিছুই নহে।" বর্তমান কালেও যে সকল তত্ত্বদর্শীরা পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন তাহারাও বিস্তর ত্যাগ স্বীকার পূর্বক এই সাধনটির অনুসরণ করিতেছেন।

যখন বাবতীর মহাজনের বীমতার মূল দেশেই এই সাধনের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে, তখন যিনি কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষ করেন, তিনি ইহাকে কখনই অকর্ষণ্য বোধে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অতএব যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে মনের অস্বৈর্য্য শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে একাগ্রতার অধিষ্ঠান হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্তব্য হইতেছে। এক কালে এ দেশে এই বিষয়ের প্রচুর পর্যালোচনা হইয়া গিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মিকগণের বর্তমান আলোচনা যে নিরর্থক হইবে একপ বিশ্বাস হয় না; কারণ এই ক্ষণকাল উৎখানো-মুখ যুবকগণের পক্ষে ইহার বেকপ প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে একপ আর কিছুই নহে। অধুনা অন্তর্দেশীয় যুবকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব উন্নতি লাভ করিবার নিমিত্ত মিতান্ত্র ব্যগ্র হইয়াছেন বটে কিন্তু প্রস্তাবিত সাধনের সম্পূর্ণ অসম্ভাব নিবন্ধন অনেকেই যৎযত্নে আর সাধনা হটক সমুদায় তত্ত্বের নিমিত্তই পরের ব্রথাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কোন অভিনব তত্ত্বের নির্দেশ করিতেও না পারি, তাহা হইলে অন্ততঃ চর্চিত চর্চ্য বাহ্য ও বর্তমান-শৌচনীল বীমতার অংশবসন চেষ্টা করা উচিত।

প্রস্তাবিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মনের সহিত শরীর ও জগতের কিংকণ সম্বন্ধ তাহা একবার সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। মন শরীর ও জগৎ হইতে বিভিন্ন হইয়াও তাহাদিগের সহিত একপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, তাহারা তাহাকে যখন যে অবস্থায় পাকিত করিতে চাহে তখন তাহাকে প্রায় সেই অবস্থায় পাকিত হইতে হয়। ঐ দুইয়ের মধ্যে আবার শবীরের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। এ বিষয়ে আর অধিক কিছুই না বলিয়া কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই কাহার সহিত মনের কি রূপ ও কি পরিমাণ সম্বন্ধ তাহা সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিঞ্চিৎ প্রোটেক্সাইড অবু নাইট্রোজেন বায়ু (এক দ্বাত্তা অক্সিজেন বায়ু যবক্ষারজানের এক দ্বাত্তার সহিত রাসায়নিক নিয়মে সংযুক্ত হইলে যে মিশ্র বায়ু প্রস্তুত হয়) মুখ বা শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে মন এত দূর একুজ হয় যে, নিরন্তর হাস্যোদ্ভাস হইতে থাকে। অধিকেন সেবন করিলে মনের কপন শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং মত্ততা উপাদান না করে একপ দ্বাত্তার সুরাপান করিলে বস্তৃত্যশক্তির ক্ষুণ্ণ হয়। এক প্রকার রক্তপিডজনিত রোগ আছে তাহা জন্মিলে মরণ শক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধির আশ্রয় হয়। কোন প্রকার বায়ুজনিত রোগ জন্মিলে মন ক্লান্ত হয় এবং স্নেহজনিত রোগ হইলে মন স্তম্ভিত ও নিষ্ক্রিয়তা লিপ্ত হয়। এতদ্বিধ যথুর সমীত অবশ্যে মনে আনন্দ এবং রোমন ঘনি অবশ্যে শোকের উদয় হয়। চন্দ্রকের আত্মাণে হর্ষ এবং শবনিপ্লুত পুতি গজের আত্মাণে বিরক্তি হয়। দিক্কার আত্মাণে মনের এসম্মতা এবং ভিত্তিকবায়-কবায়নে রানি উপস্থিত হয়। বিকলিত

শুশ্রূষা-শোভিত উদ্যান দর্শনে মনে আনন্দ এবং কীটময় দূষিত পয়ঃপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্থানীয় উদয় হয়। পরন্তু, যাহা যে ইন্দ্রিয়ের গ্রোহ হইলে বেকপ ভাবের উদয় হয় তাহাই যে শেষ এমত নহে, তাহার অনুসরণ পূর্বক পশ্চাৎ কালের বিশেষ বিশেষ বিষয় সকলও স্মরণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মনের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্যা-লোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে যেমন বিশেষ বিশেষ মানসিক তেমনি কতকগুলি শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম যত্নের সহিত পালন করা একান্ত বিধেয়।

শারীরিক নিয়ম।

শরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা তিন কোন মতেই মনের স্বৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না; কারণ যনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবন্ধন একের বিকারে অন্যেরও বিকার না জন্মিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু বেকপ সুস্থাবস্থায় শরীর সময়ে উত্তেজিত ও সময়ে অবসাদিত হয় এবং শোণিত উষ্ণ থাকে, তাহা অপেক্ষা বেকপ অবস্থায় শরীরের উত্তেজন তাব মধ্যম রূপে ও সমান ভাবে থাকে এবং শোণিত কোন মতে অধিক উষ্ণ হইতে না পারে, তাহাই মনের স্বৈর্য্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনু-কূল। শুদ্ধ যে মনুষ্যের শরীর মন পরীক্ষা করিলেই এই বিধানের বাথার্থ্য উপলব্ধ হয় এমত নহে, ছই এক ইতর জীবীহ জীবকে পরীক্ষা করিলেও ইহার বাস্তবিক-তার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। প্রথমে জর্দান দেশীয় বিখ্যাতনামা যেন্সার এবং তাঁহার পর অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সর্পেরা একপ একাগ্রতার সহিত তক্ষ্য পশু পক্ষ্যা-দিকে মনন দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারে

যে, তাহারা কোন মতেই তাহাদিগের হৃৎ আশ্রিয়া পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সর্প জাতি শীতল-শোণিত এবং তাহারা প্রায় গর্ভাদিতে বাস করে বলিয়া তাহাদি-গের শরীরের উত্তেজন তাব সতত সমান ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যদি উক্ত প্রকার সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক মনের স্বৈর্য্য সাধন বিধেয় হয়, তবে আহা-র ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত করা কর্তব্য; কারণ এই দুয়ের দ্বারা শরী-রের তাব যত দূর অভিলষিত রূপে পরিব-র্তন করা যায়, সেকপ আর কিছুতেই হয় না। আশাদিগের বর্তমান অবস্থার অনুকূল আহা-র ও পরিচ্ছদের নিয়ম করিতে হইলে কতকগুলি নুতন গ্রন্থ এবং পুরাতন ভাণ্ডা করিতে হইবে, তন্মিত্ত কোন মতেই অতীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই।

১ম আহা-র—এবিষয়ে অন্য কোন দেশীয় পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া আর্থা স্ববিধা দেশের অবস্থানু-সারে যে সকল নিয়ম করিবা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাই সাধ্যানুসারে পালন করা কর্তব্য। তাঁহার অধিকাংশ এই সকল সামগ্রী আহা-র করি-ভেন, যথা, গোছৃদ্ধ, গোছৃত, আমাদ, মধু; সুপক্ক কল—যথা নারিকেল, কমলী, আম্র ইত্যাদি এবং শীতল জল। এতন্মিত্ত তাঁহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃহৎ যজ্ঞাদির উৎসবে মাংস ও সোমরসও পান করিতেন। কিন্তু অনেক স্থানে তাঁহার আবার মাংস ও সোমরসের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়া-ছেন। কলতঃ যে কয়েকটি তাঁহাদের প্রিয় আহা-র ও পানীয় বলিয়া উক্ত হইল, শরীর সম্বন্ধে তাহাদিগের উপকারিতা ও উপা-দে-য়তা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়

যে তাঁহাদিগের নির্বাচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-  
তর নির্বাচন হইতেই পারে না।

অধুনাভন শারীরস্থানবিৎ ও শারীরবিধান-  
বিৎ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর স্থির  
করিয়াছেন যে, মানব শরীর রক্ষার নিমিত্ত  
প্রধানতঃ এই কয়েক প্রকার পদার্থের বিশেষ  
প্রয়োজন; যথা আয়োজি বা যবকারকান  
প্রধান পদার্থ, তৈলবৎ পদার্থ, শর্করা,  
জলীয় পদার্থ, এবং লাবণিক পদার্থ। ইহার  
মধ্যে, আয়োজি দ্বারা শরীরের সাধারণ  
পুষ্টি সাধিত হয়; ইহার ক্রিয়া উত্তাপজনন।  
তৈলবৎ পদার্থ দ্বারা বস্তু নির্মিত হয়;  
ইহা শ্বাসক্রিয়ার পোষকতা করে এবং  
ইহার সাধারণ ক্রিয়া তাপজনন। শর্করা  
দ্বারাও বস্তু নির্মিত হয়; ইহার ক্রিয়া শক্তি  
করণ। লাবণিক পদার্থ দ্বারা রক্তের লব-  
ণত্ব এবং অস্থি প্রভৃতি নির্মিত হয়; ইহার  
ক্রিয়াও শক্তি করণ এবং জলীয় পদার্থ দ্বারা  
এস রক্তাদির তরলতা সম্পাদিত হয়। এই-  
রূপ দেখা যাউক, ঋষিদিগের নির্বাচিত  
আহার সামগ্রীর মধ্যে এই কয়েক প্রকার  
প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে কি না এবং  
যদি থাকে তবে কি পরিমাণে আছে।  
তাঁহারা যে পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী  
সেবন করিতেন তাহাতে ঐ সকল পদার্থ  
বিদ্যমান থাকিত এবং একপ পরিমাণে  
পড়িয়া যাইত যে, আহার দ্বারা তাঁহাদিগের  
পুষ্টি সাধনেরও ব্যাঘাত হইত না, অথচ  
শরীর সময়ে উত্তেজিত এবং সময়ে নিস্তে-  
জও হইত না। কারণ যে পাঁচ প্রকার  
পদার্থের উল্লেখ করিলাম তৎসমুদায়ই  
গোছ্ছে ও সুপাক কলে একপ পরিমাণে  
বিদ্যমান আছে যে, সেবন করিলে অনা-  
গনে উৎকৃষ্ট অনতিশীতোষ্ণ পুষ্টি জন্মিত  
পারে। কলতঃ উৎকৃষ্ট আহারের নিমিত্ত  
উচ্চাভিমানী অন্য কোন প্রকার পদার্থের প্রয়ো-

জন নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তাঁহা-  
দিগের অপর কয়েকটি আহার সামগ্রী স্বাদ-  
সুন্দর নহে বটে, কিন্তু সে সমুদায় তাঁহারা  
ছুক্ষাদির যোগে আহার করিতেন বলিয়া  
তদ্বারা শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট বা  
সাধনের ব্যাঘাত জন্মিত না; যথা তণ্ডুলে  
তৈল, শর্করা ও জলের ভাগ অতি অল্প  
আছে বলিয়া তাহা তাঁহারা ছুক্ষ, ঘৃত, ও  
মধুর সহিত রন্ধন পূর্বক পরমান্ন প্রস্তুত  
করিয়া আহার করিতেন। এই রূপ মিশ্র  
সামগ্রী সকল যেমন উপাদেয়, তৃপ্তিজনক,  
যেমন পুষ্টিকর, আয়ুষ্কর, তেমনি শরীরের  
সুতরাং মনের স্বৈর্য্য রক্ষক। এই সকল  
সামগ্রী ভিন্ন আর যে সকল দ্রব্য আহার  
করা যায় তাহা অধিকতর পুষ্টি সাধক হইতে  
পারে কিন্তু কোন মতেই শরীর মনের স্বৈর্য্য  
সম্পাদক নহে। মাংস, মৎস্য, ডাউল,  
ভরকারি, যম্বা ও গাঞ্জা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য,  
এবং তিস্ত, কষাণ্ড ও অরল রসযুক্ত দ্রব্যাদি  
সেবন করিলে শরীরে আশু পুষ্টি জন্মিত  
পারে বটে, ছুই চারিটা রোগও আরোগ্য  
হইয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু পূর্বোক্তের  
ন্যায় কখনই স্বৈর্য্য সাধনের অনুকূল হইতে  
পারে না। এই সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে মাংস,  
মৎস্য, ডাউল, যম্বা প্রভৃতি সামগ্রীতে অধিক  
মাত্রায় আয়োজি থাকা প্রযুক্ত, তৎসমুদায়  
শরীরকে সাতিশয় উত্তেজিত করে এবং সেই  
উত্তেজন্যর অবস্থানে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে  
শরীর আবার নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই রূপ  
পর্যায়ক্রমে উত্তেজন ও অবসাদন নিবন্ধন  
শরীরের স্বৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং  
মনও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হইয়া পড়ে।  
এবমুখার উত্তেজন সামগ্রী সকল আহার  
করিবেন, অথচ মনকে একাগ্রতা সম্পন্ন  
করিয়া তদ্বন্দ্বী হইবেন, এই ছুই আ-  
কাঙ্ক্ষা এই উচ্চপ্রধান দেশে এক ব্যক্তির

হৃদয়ে প্রবলা হইলে, একটিকে অবশ্যই পরিচাণ করিতে হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের শরীরে উত্তেজক আহার আশাদিগের শরীরাপেক্ষা অধিক সস্তা হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও যিনি যত পরিমাণে এই রূপ আহার ভোগ করেন, তিনি যে তত পরিমাণে চিন্তাশীল হইয়া থাকেন, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ধানস্থলীয়া জীবন্ত ঈশ্বরকে আপনাদিগের আশ্রিতে উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে সহবাস করা, যেকপ একাগ্রতার কার্য্য। তাহা যে ইউরোপীয় লোকদিগের নিকট অদ্যাপিও এক প্রকার অপরিচিত রহিয়াছে, অন্যান্য কারণের মধ্যে বোধ হয় উচ্চ ভোজনই তাহার এক প্রধান কারণ। ভারতবাসীরা কখনই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উচ্চ-ভোজন-পরায়ণ নহেন, এই জন্য পূর্ব কাল হইতে অধিক হটক আর অল্প হটক এই রূপে ধান একাদিকার অনেকের নিকটেই পরিজ্ঞাত আছে। কেহ কেহ এস্থলে বলিতে পারেন যে তাত্ত্বিক ঋষিরাও মদ্য মাংসাদি ভোজন করিতেন, তবে তাহারা কি একাগ্রতা-সম্পন্ন ছিলেন না? তাহার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, শত্রেতর লোকদিগের আপন আপন রুচি অনুসারে কার্য্য করাইতে করাইতে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত করাই, তত্ত্ব শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য। এই নিমিত্ত তাহার প্রথমার্শে শুদ্ধ মদ্য মাংস কেন একবারে পঞ্চমকারের\* বিধান করিয়া দিয়া পরিশেষে তৎপরিবর্ত্তে প্রথমোক্ত ঋষিদিগের ব্যবহারাদির উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত দূর সম্ভব সাম্প্রদায়িক

ভাব ও বৈধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কি বৈদিক কি তাত্ত্বিক সকল ঋষিকেই একই প্রকার আহার ব্যবহারের নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যে ছুই প্রকার আহারের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তদুত্তরের মধ্য স্থলে আর এক প্রকার আহার স্থান পাইতে পারে। মসলাদির সহিত রন্ধিত ব্যঞ্জনাদি সেই শ্রেণী-ভুক্ত। এই শ্রেণীস্থ আহার দ্বারা রক্তের উষ্ণতা ও চাক্ষু্য বড় অধিকও হয় না, নিতান্ত অল্পও হয় না; সুতরাং ইহার দ্বারা মনের সাম্যাবস্থা মধ্যম রূপে সাধিত হইতে পারে। যে তিন প্রকার আহারের বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে সম্ভ্রান্ত জনক, দ্বিতীয়টিকে তমোশ্রান্ত জনক এবং তৃতীয়টিকে রজোশ্রান্ত জনক বলিলে তাহাদিগের যথার্থ ব্যাখ্যান করা হয়।

পরিশেষে আহার সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে, যেকপ আহার ও পানীর দ্বারা শারীরিক ভাবের পরিবর্তন ও রক্তের চাক্ষু্য বা তাপ বৃদ্ধি না হয়, তাহা যে শুদ্ধ মনের একাগ্রতা সাধনেরই অনুকূল একপন নহে, তাহা দ্বারা অসুস্থতা, মহাকুড়া এবং সমুদায় অন্তর ও বহিরিঙ্গিয় সকলের নিগ্রহ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রস্তাবিত সাধনাকাক্ষী ব্যক্তিগণের সর্ব প্রথমে এক একটি আহারের নিয়ম স্থির করিয়া লওয়া অতীব জরুরী।

আহারের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত একটি উপবাসের নিয়মও করা উচিত। শরীর যখন দুর্ব্বিত রস রক্তাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহা বিবিধ রোগ জড়তা ও আলস্যের আধার হইয়া পড়ে। এই জিবিধ উপক্রমের মধ্যে একটি মাত্র দ্বারা শরীর আক্রান্ত হইলেও মন অতি

\* মদ্য, মাংস, মৈদু, মৎস্য, যজ্ঞকে পঞ্চমকার কহে।

দুর্বল সুতরাং অস্থির হইয়া উঠে। এই রূপ চাকলা নিবারণ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অস্ত্র পরিষ্কার করা আবশ্যিক। পরিষ্কার করিবার হুই উপায় আছে: যথা, বিরোচক ঔষধ সেবন এবং উপবাস। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমোটটি অল্প সময়ে অধিক ফলপ্রসূ বটে, কিন্তু তাহাতে অপর একটি দোষও ঘটিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ বিরোচক ঔষধ সেবন করিলে উদরাময় বা ক্ষুধা হান্ধা উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত তাহা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সকলের পক্ষে বিধেয় নহে। উপবাস দ্বারা অল্প সময়ে অল্প ফল লভ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা হইতে কোন প্রকার বিষম ঘটনার সম্ভাবনা নাই। এতএব যাঁহারা মনের স্বৈর্য্যাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের পক্ষে বা মানসে এক এক দিন উপবাস করা উচিত। এই স্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, নিত্য-আহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া অসুস্থ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। কারণ সামান্য দৃষ্টিতে শরীরের পোষণ নিমিত্ত নিত্য আহার একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু যোগী ব্রহ্মচারী ও হিন্দু বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা মাসের মধ্যে প্রায় দশ দিবস উপবাস করিয়াও অতিভোজী ব্যক্তিদ্বিগের অপেক্ষা নীরোগ কর্মঠ শরীরে অধিক কাল জীবিত থাকেন। এই রূপ দীর্ঘায়ু যে কারণ কি তাহা যদিও সম্যক বুঝিতে পারা যায় না, তথাচ তাহার বাস্তবিকতা বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

কর্তব্যমিতি ৪৭ কর্ম

নাতিমানাং সমাচরণে।

## সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন।

যাঁহারা মনে করেন, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল আত্মার উন্নতি লাভ করিতে পারিলেই সকল কার্যের পরিসমাপ্তি হইবে, তাঁহারা আত্মোন্নতির স্বরূপ ও কোন সকল উন্নতির সহিত তাহার নিকটতর যোগ তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে সমাজের সহিত একপ সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, সমাজের সাধারণ উন্নতির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেহ আপনাদের উন্নতি সমুচিত রূপে লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই জন্য ব্রাহ্মসম্মত সামাজিক উন্নতি বিষয়ে উদাসীন হইতে পারেন না। কিন্তু সামাজিক উন্নতি বস্তুতঃ কি, তাহা অল্প লোকেই আলোচনা করেন। সম্মুখে ইংরাজ জাতির সমাজ যে চাকচাক্য প্রদর্শন করিতেছে, অনেকের পক্ষে উহাই উন্নতির সীমা ও আদর্শ। তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, যত্ন, বক্তৃতা ও রচনা, কর্ম স্বীকার ও ত্যাগ স্বীকার এ সমুদায়ের এই এক মাত্র উদ্দেশ্য যে, ইংরাজদিগের সামাজিক ভাব তাঁহাদের সমাজে সংক্রামিত হউক। অনেকের চিন্তা আবার একপ লবু যে ইংরাজদিগের যুগের নিন্দা ও প্রশংসাই তাঁহাদের নিয়ামক হইয়া উঠে। তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে বৈদেশিক ইংরাজেরা আমাদের সামাজিক অবস্থার বিশেষজ্ঞ নহেন, আমরাও তাঁহাদের সমাজের আন্তরিক বুভূক্ষুর অস্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি; একপ অবস্থায় ইংরাজ জাতি সহস্রব্রূণে প্রশংসা করিলেও সকল পরিবর্তনই উন্নতি ভাবিয়া গৃহ্য হওয়া অথবা নিন্দা করিলেই কোন পুরাতন আচার হের বোধ করা অত্যন্ত নির্বোধের কর্ম। বিশেষতঃ যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে এক একট

অসাধারণতা বিদ্যমান আছে, সেই রূপ এক এক জাতিতে এক একটি অসাধারণ মহত্বের বীজ নিষ্কণ্ট রহিয়াছে। এই জন্য প্রত্যেক জাতিকেই আপনায় আপনায় নিয়তি অনুসারে উন্নতির উপায় সকল উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে হয়। তথ্যভীত সারবত্তী উন্নতির কোন প্রত্যাশা থাকে না। বস্তুতঃ সে রূপ অনুকরণ ও প্রকৃত সামাজিক উন্নতি এক পদার্থ নহে।

অনেকে সমাজের সাধারণ উন্নতি ও আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা উভয়ই এক করিয়া কেলেন। তাঁহারা যে সকল পরিবর্তন সামাজিক উন্নতি বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, তাহা আর কিছুই নহে, পুরাতন সমাজে অবস্থান করিয়া যে সকল অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে কেবল আপনাদিগকে মুক্ত করা মাত্র। তথাপি তাঁহারা যে সকল পরিবর্তন আলোকার করিতেছেন, তাহা যদি কোন প্রকার স্বাধীন উন্নতির কারণ হইত, তাহা হইলেও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে অনেক শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যাইত। কিন্তু তাঁহাদের কার্য দ্বারা কেবল সামাজিক বিষয়ে বিপ্লব যাত্রা হইতেছে, কোন শুভকর ও অনুকরণীয় স্বাধীন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না; হইতেও পারে না।

সকল দেশেই এমন কতকগুলি দেশাচার ও কুলাচার প্রচলিত থাকে যে, তাহার বক্ষা বা বিনাশের সঙ্গিত প্রকৃত ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। অনেকের মনে এই রূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে তাহার উন্মূলন না করিলে ধর্ম প্রচার বা সমাজসংস্কার হয় না। সকল দেশের তাহাতেই এমন কতকগুলি শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, একদা কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞান হইতে সেই সমুদায় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই সকল শব্দের প্রয়োগ রহিত করিবার আর সর্ব প্রকারে

পুরাতন আচার ব্যবহার উন্মূলনের চেষ্টা উত্তরই দৃষ্টেষ্ঠ। দেশ তেবে ও কুল ভেদে অনেক দেশাচার ও কুলাচার অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে; বিদ্যমান থাকিলে ধর্মতঃ কোন হানি নাই ও সামাজিক উন্নতিরও কোন ব্যাঘাত জন্মে না। ইহা না বুঝিয়া কেহ কেহ সামাজিক উন্নতির নামে তৎসমুদায়েরই উন্মূলন চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপ নানা কারণ একত্র হইয়া যে অনুচিত পরিবর্তনপ্রস্রাভঃ প্রবাহিত করিতেছে তাহাতে পুরাতন আচার ব্যবহারের রূপান্তর ব্যতীত সারবত্তী উন্নতির প্রত্যাশা অতীব অল্প। বহু দিন সমাজের অন্তঃসার পরিবর্তিত না হয়, তত দিন বাহ্য আচার ব্যবহারে সহস্র প্রকার পরিবর্তন উপস্থিত হইলেও কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রত্যুত এ দেশে ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট ভাব ও আচার ব্যবহার বিদ্যমান আছে, বিপ্লব উপস্থিত করিলে লাভের মধ্যে এই হইবে যে কণ্টক লতার সঙ্গে সঙ্গে সুকোমল পুষ্প লতাও উন্মূলন হইয়া যাইবে। তন্নিম্ন আর একটি দোষ উৎপন্ন হইতেছে; শুদ্ধ ধর্মের জন্য কোন সকল বিষয়ের কি রূপ পরিবর্তন আবশ্যক ও কোন সকল পরিবর্তনের জন্য অনুকূল সময়ের উপর নির্ভর করা উচিত, সেই গুলি বিশেষ করিয়া বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন হইতেছে। এই জন্য ব্রহ্মোপাসনা, পৌত্তলিকতা পরিভ্রাণ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণা বিবাহ, ত্রীলোকের অবরোধ হুক্তি, এমন কি পরিচ্ছদের পরিবর্তন এই সমুদায়ই এক জৈবীতে গণ্য হইয়া পড়িতেছে। বিশেষতঃ বাঁহারা অপেক্ষাকৃত হুলদর্শী, তাঁহাদের নিকটে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষাও বাহ্য পরিবর্তন সবধিক গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রয় মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে,

অনেক কার্য পার্থিব বিষয়ে জিগীষা ও ইংরাজি সভ্যতার অনুকরণের অনুরোধ ইত্যাদি নানা কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াও এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নামে চলিয়া যাইতেছে। শুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে দৃষ্ট হইবে যে, ইহা দ্বারা সমাজবিপ্লবের স্বত দূর আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা অমূলক। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণপ্রবৃত্তি, খৃষ্টধর্মাদিগের হিন্দুধর্ম বিবেচ ও কতকগুলি লোকের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ইত্যাদি নানা কারণে যে সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, প্রায় তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। এই জন্য অনেকে ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত তাব ও ব্রাহ্মধর্মের জন্য কি কি পরিবর্তন আবশ্যিক, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কেবল এই মাত্র দোষ হইতেছে না; উক্ত কারণে অনেক অপব্যয়ক যুবকের মনে নৃতনবিধ সংস্কার আবির্ভূত হইতেছে—বিবেকের—“কর্তব্য বুঝির” নৃতন গঠন হইয়া উঠিতেছে। এ সকল বিষয়ে সাধারণ লোকে চিন্তা ও আলোচনা করিতে যার না; এক প্রকার মত দাঁড়াইয়া গেলেই তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। মানব প্রকৃতির বিশেষজ্ঞ মহাকবি সেক্সপিয়ার, শিয়ারের হত্যা লইয়া ট্রাটস্ ও আর্স্টনির পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজক বক্তৃতা ও তদ্বিষয়ক সাধারণ লোকের মনের গতি অল্পে পরিবর্তন করার যে ছবি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এখনও অনেক স্থলে সেই রূপ সজীব ছবি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মধর্মমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য পরিবর্তন সকল মিশ্রিত হইয়া যাওয়াতে কিরূপ অনিষ্ট জন্মিতেছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

বক্তব্য: সামাজিক উন্নতি অন্যবিধ পদার্থ

কেবল পুরাতন আচারের পরিবর্তন নহে যে সকল সামাজিক রোগ ভারতবর্ষের সর্ব শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যে সকল জাতি সাধারণ কোষ, দুর্বলতা ও অনাচার ধর্মনীতির রক্ত পান করিতেছে, যে সকল কারণে মিথ্যা প্রভাষণ চৌর্য্য ব্যভিচার ও সুরাপান প্রভৃতি মারাত্মক পাপ সকল ভারতবর্ষের অধঃপাত করিতেছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে কেবল আচারগত পরিবর্তন বিড়ম্বনা মাত্র। পূর্বে সমাজস্থ লোকে যে পরিমাণে ধার্মিক ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর ধার্মিক করা সামাজিক উন্নতির প্রধান উদ্দেশ্য। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে ধার্মিকতা বিষয়ে পূর্বেও যে রূপ ছিল, পরেও সেই রূপ রহিল, তবে তাদৃশ পরিবর্তনের দ্বিতীয়ময় গমন করা উচিত নহে। যে সমাজে ধার্মিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, সেই সমাজই প্রকৃতরূপে সামাজিক উন্নতি লাভ করিবে। অবাধে ঈশ্বরোপাসনা, ন্যায়পরতা, সভ্যবাদিতা, লোকহিতৈষণা, জিতেন্দ্রিয়তা, সরল ব্যবহার ইত্যাদি মহৎ গুণে লোকের চরিত্র যে পরিমাণে বিভূষিত হইবে, সমাজ সকল সেই পরিমাণে সভ্যতা ও উন্নতি লাভ করিবে।

ব্রাহ্মবধূত শ্রীযুক্ত শ্রী নারায়ণ গিরি-

যাযীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১৪০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর গঙ্গোত্তর তীরে উপনীত হইয়া গঙ্গা দেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। মহারাজ নেপালাধিপতি এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ মন্দির লক্ষ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গা, যোগমারা, ভোগমারা ও গণপতি এসং মহারাজ ভগীরথ ও শতরাজার্য্য আদ্য প্রভৃতি দেব দেবী ও মহারাজদিগের প্রতিমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। অর্ধ সের আটার রোটি ও কিছুৎ শাক বাত উহাদিগের ভোগ হয়। অতিথি বা অত্যাগত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। দিকটো তেমন কোন আদ্য নাই।



মুখবা নামে একটি মাত্র গ্রাম আছে; তথ্যার পাণ্ডা ও বাম্বাকরদিগের বাস। এখানে বাম্বাকরই নাপিতের কর্ম করিয়া থাকে। নিকটে একটি শিলাখণ্ড পতিত রহিয়াছে; সকলে কহে তদীয় ঐচ্ছাতে তপস্যা করিয়াছিলেন। গন্ধার গর্ভে তদীয়থকুণ্ড, বৃন্দাথকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড ও ভৃগুকুণ্ড নামে ৪ একটি কুণ্ড আছে। এই স্থান হইতে গোমুখী পঙ্কজমাং খাইল হইবেক। গোমুখীর পথ অতীব দুর্গম; 'চুই পাথরে' হিমশিলাতে আরত পর্কতে; যথোর পথও হিম শিলাতে অচ্ছন্ন, তাহার নিম্ন দিয়া গন্ধার জল নিঃসৃত হইতেছে। তথ্যার গমন করিলে প্রত্যাগমন করা নিতান্ত দুষ্কর। কেহ গমন করিলে পর্কতশিখর হইতে হিমশিলা পতিত চটয়া তাহাকে প্রোধিত করিয়া কেলে। যদি কখনো কালে তাহার মৃত শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, তাহা কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। গোমুখী হিমুদিগের মহাতীর্থ, পর্কত অনেক অনেক ধর্ম্মায়া এই স্থানে ইচ্ছা পূর্ণক কসেবর পরিভাগ করিতেন। দূর হইতে হর-ট নামে এক হিমারত পর্কত দৃষ্ট হয়; এ সকল হিমশিলা ক্রটার ম্যায় লম্বমান হইয়া আছে, তাহার নখা দিয়া গন্ধা নিঃসৃত হইতেছে; ইহাতেই সকলে কহিয়া থাকে, এই স্থানে গন্ধা হরজটা হইতে নিঃসৃত হইতেছেন। যে স্থানে গন্ধা দেবীর মন্দির ও প্রতিমূর্তি আছে, তথ্যার কোম পায়ে গন্ধার জল কিয়ৎকণ ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে, উচ্চর সহিত যে কল্পত, অন্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে, তাহা নিম্নে পড়িয়া যায়। সেই জল পান করিলে অতীব সুস্বাদ বোধ হয়। এই তীর্থে অতি পুঙ্ক কাল অবধিই সুপ্রসিদ্ধ ছিল; মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের উপায়ে বিলুপ্তপ্রায় হয়; পরে পরম হংস পরিব্রাজক জীমান্দ শঙ্করাচার্য্য একাংশ করেন।

এই সকল বেশে যুগল:তি কন্তুর, সবরের চর্ম্ম, নানা মণ্ড ও বদ্বিচ্ছট বেষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক ও নাপিত নাই, পরস্পর আপসারাই সচরাচর একত্রি যৌত ও ফৌর কর্ম্ম করে। পর্কতের উপ-স্থিত লোক সকল অনাস্ত্র অপরিচ্ছৃত থাকে, মলিন বস্ত্রাদি পরিধান করে, দ্বার প্রায় করে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও ডোম এই তিনটি মাত্র জাতি বাস করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের মধ্যে ভোজ্যারতা ও কন্যা পুত্রের আদান প্রদান প্রচলিত আছে। স্ত্রী ত বার বিধবা হয়, তত বার তাহার বিবাহ হইতে পারে। কাহার পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে তাহার পুর্ষ স্বামীকে বিবাহের ব্যব প্রদান করিলে সেই পুরুষ তাহাকে আপনায় গৃহভণী করিয়া রাখিতে পারে; উক্ত স্ত্রীকে চাঁটী হইয় থাকে। এরূপ চাঁটী হওয়া কিছুমাত্র লজ্জানীর করে। কোম ব্যক্তি মহাজনের গুণ পবিত্রোধ করিতে না পারিলে অর্ধের পরিবর্তে স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা প্রদান করে অথবা তাহানিগকে ক্ষামান্তরে বন্ধন দিয়া বা বিক্রয় করিয়া গুণ পরি-

শোধ করে। স্ত্রী ও পুরুষ সচরাচর কল পরিধান করে, তত বস্ত্র প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এদেশে চোর নাই, কোম গুরুতর পাণ কাবাও অচ্যুতিত হয় না। গোমুখ, বব, বাবা মেকরা, কোম, সাবা, টিমা ইত্যাদি খন্ডা উৎপন্ন হয়। ইহারা অল্যাচ্যুতি ক্রিয়ার সম্বয় বাতীত উল্লাস প্রদীপ প্রদর্শনিত করা অমকণ জান করে। চিড় নামে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, তাহার সার মসালের ম্যায় প্রতিদিন প্রদর্শনিত করে; তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট আলোক হয়।

অমন্তব গণ্ডোতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তৈরব গাতিতে উত্তীর্ণ হইলাম, এই স্থান হইতে তিব্বত দেশে গমন করিবার পথ আছে। অমন্তব ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় উত্তর কাশীতে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তুওখর মহাদেব চুই ক্রোশ হইবেন, সেই স্থান হইতে আর টিভিতে গমন না করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়া তেদ্যাব-মাধ তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে ক্ষুত্র ক্ষুত্র নানা গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিযোগী নারায়ণের পর্কতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একত্ব হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একটি মন্দিরে তাহাদের প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। পুরাণ অল্পসংয়ে এই স্থান গিরি দুহিতা পার্শ্বকীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইয়াছিল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরে তিব্বত চঞ্জি দর লোকের বাস আছে, দোকান আদি কিছুই নাই। গ্রামের মধ্যে কেবল মেকরার জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিযোগী নারায়ণ হইতে অহল্যা বাইএর প্রথম ধর্ম্মশালা সাত ক্রোশ, তৎ-হইতে দ্বিতীয় ধর্ম্মশালা সাত ক্রোশ ও তৎ-হইতে আর দুই ক্রোশ অতিক্রম করিলে গৌরী-কুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। গৌরীকুণ্ডের জল সর্বদাই উত্তর থাকে। এই স্থানে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্তি। এক খানি তৃণাচ্ছাদিত ধর্ম্মশালা ও কএক খানি দোকান আছে। এই স্থান হইতে সাত ক্রোশ গমন করিলে মধ্যকীর পরপারে কোদারনাথের মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাক্রমে নীচে নাম করিয়া কোদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়; তথ্যার পূজাধি সমাপন করিয়া তাহার বক:স্থলে আলিঙ্গন ও মস্তক স্পর্শ করিতে হয়। পরে নদী কেশব ও ভৃগুখর তৈরবের পূজা করিয়া রেন্ড:কুণ্ডের জল পান ও গুণ্ড বারণ করিতে হয়। পরে যথাক্রমে উরককুণ্ডে, চংল-কুণ্ডে ও ব্রহ্মকুণ্ডে শিড়লোকের আচ্ছাদিত করিতে হয়। কোদারের পূজকের নাম কোদার সিং দক্ষিণী জন্ম। পাণ্ডা প্রায় তিন শত হইবেক। পাণ্ডারা জাঙ্কের ব্রব্য গ্রহণ করেন না; তাহাদের বিধান এই যে, গ্রহণ করিলে অকলাগুণ হয়। গুণিতে পাই, এই স্থানের ব্রহ্মকুণ্ডে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পতিত আছে। পরে ইশানকুণ্ড দর্শন ও স্পর্শ করিয়া কোদার পর্কত দর্শন করিতে হয়। এই স্থানের দুবি ত্রিকোণাকার। এই দুবি আর সকল

দিকে পৰ্বতে বেষ্টিত, কেবল পশ্চিম দিকে রক্ষা-  
করী প্রবাহিত হইতেছে। শীত অত্যন্ত। আবায়  
খুঁবি কিরণ বড় প্রখর হয়, ততই প্রচণ্ড বারু,  
বহিতে থাকে ও তাহার সঙ্গে ভূবার হুড়ি হয়।  
রুকমাই, স্বতন্ত্রাং কাঠ পাওয়া যায় না। বে  
দিকে বাওয়া বার, পেষত পৰ্বত সকল দেখিতে  
পাওয়া যায়। এই রূপ কিংবদন্তী আছে যে, কেদার  
পৰ্বতের উত্তরে হিমকেদার মহাদেব আছেন:  
যে ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে  
পারে, সে ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত হয়। কিন্তু  
সেখানে গমন অসম্ভব। যে ত্রিকোণাকার ভূমি  
আছে, তাহা সকল দিকে অর্ধ কোণের ও অধিক  
হিমশিলাতে আবৃত। তাহা অতিক্রম করিয়া  
গমন নিতান্ত দুষ্কর। দিম্ব দিকে গমন করিলে  
পুনর্বার উপরে আরোহণ করা যায় না। পূর্বে  
দর্জায়া হিন্দুগণ এই স্থান স্বর্গস্থ তীর্থ বলিয়া  
সাপনাগের স্রাকাদি সমাধান করিয়া প্রাণেব  
দাশা পরিভাগ পূর্বক গমন করিতেন। লোকের  
এই রূপ সংস্কার আছে যে, এই স্থানে মৃত্যু হইলে  
শিবলোক প্রাপ্তি হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন  
কারণে কিরিয়া আসিত, পাওয়া তাহাকে  
দাশী বলিয়া প্রহার করিতে করিতে মারিয়া  
দগ্ধিত। এক্ষণে রাজপুত্রেরা তথায় তীর্থ যাত্রা  
দিগেব গমন রহিত করিয়া দিরাডেন। তন্নিমিত্ত  
কমিস্যার সাহেব তথায় বার জন প্রহরী নিযুক্ত  
করিয়াছেন। আমি যখন তথায় গমন করিয়াছি-  
লাম, তখন রাস্তা সাহেব কমিস্যার ছিলেন।

### THE CLAIMS OF THE ADI BRAHMO SAMAJ.

The Adi Brahmo Samaj is the first  
Brahmo Samaj established in India, and  
as such stands in the relation of parent  
to the other Brahmo Samajes. It looks  
with an eye of parental love upon the  
latter, though some of them may differ  
in opinion from it in matters of social  
reformation, and other non-essential  
points, provided they hold no opinions  
or perform any practices contrary to  
the fundamental principles of the Brah-  
mic faith, as contained in the Brahmo  
Dharm Vija. As the Adi Samaj stands  
in the relation of parent to the other  
Brahmo Samajes, it is the duty of the  
latter to accord to it the same sym-  
pathy, affection and aid which a son ac-  
cords to his father although he may differ  
in opinion on some points from the  
latter. As the parent of all the other  
Samajes of India, it has undoubted  
claims upon such sympathy, affection  
and aid

The Adi Brahmo Samaj is the first  
Brahmo Samaj established not only in  
India but in the world and as such  
stands in the relation of parent to  
other Theistic Churches that have been  
or may be established in other parts of  
the world. It has therefore claims also  
upon their sympathy, affection and aid.  
A time will undoubtedly come when  
Theistic Churches will be established in  
all parts of the world, but the Adi Bra-  
hmo Samaj must be considered to be the  
parent of them all and should be regard-  
ed by them with feelings of veneration  
and love. It is not to be expected that  
all Theistic Churches, established in  
different parts of the world, would agree  
in opinion with the Adi Brahmo Samaj  
on all points. But still the filial claims  
mentioned above can never be ignored.

The Adi Brahmo Samaj has not only  
claims upon the sympathy and aid of  
Theists but of every idolatrous Hindu,  
or Christian or Mahomedan who, con-  
tinuing to believe in his own religion, has  
so far risen above its prejudices as to  
admit the duty of uniting with the  
followers of others in worshipping  
the Common Father of all. It was the  
intention of the illustrious founder of  
the Samaj that the followers of all re-  
ligions should unite in its Hall in such  
worship. It is open to every one who  
wishes to resort to it for such purpose  
whatever his religion maybe. Every  
liberal minded Hindu, Mahomedan or  
Christian should regard the Samaj as  
the first religious institution which set  
an example of such united worship and  
should therefore accord their aid to it.

### সম্বাদ।

বোম্বাই প্রদেশে পুনা নগরে একটি প্রার্থনা  
সভাজ সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার উপাসনা  
প্রাণী অনেক পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজের  
ন্যায়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
মহাশয় মহাপ্রভু তাহার বক্তৃতা করিয়া থাকে-  
ন। তিনি লিখিয়াছেন “আমিদিগের মধ্যে যে  
সকল কথা মূল সত্য হইয়া নীড়িয়াছে এখানে  
তাহাই আন্দোলন করিবার ও বুঝিবার আবশ্যক  
হয়”। যখন এই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের এই প্রথম  
আন্দোলন হইতেছে? তখন স্বভাবতঃ এই রূপ  
হইবে তাহার আশ্চর্য কি?

গত ১৫ ইয়াত্র দিবসে কোরগর ব্রাহ্মসমাজের  
সাংসদিক উৎসবের কার্য অতি সমারোহ পূর্বক

সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ঐযুক্ত আমলচন্দ্র বোসদত্তবাগীশ মহাশয় ও ঐযুক্ত অধ্যাপনাধিপাণ্ডারী মহাশয় ও ঐযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু উপাসনা কার্য্য নি-  
রূপ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার  
সংগম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার প্রেরিত এক জন  
পরিব্রাজক আদি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী কালন্দা  
ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি  
নিখিয়াছেন তথাকার সমাজ উৎকৃষ্ট রূপে চলি-  
তেছে। ঐযুক্ত বাবু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
প্রভৃতি করেন জন ব্রহ্মনিষ্ঠ সহৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি  
দ্বারা সমাজের কার্য্য সুনিরূপিত হইয়া আসি-  
তেছে। তাঁহাদিগের উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীত  
শ্রবণ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় অতিশয় প্রীত  
হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সোমড়া গ্রামে  
উপনীত হইলে তথাকার অনেক বিবরণের সম্ভা-  
সনোক তাঁহাকে সান্নিধ্যের আশ্বাস করিয়া তাঁহার  
মিকট ব্রাহ্মধর্মের মত পরিজ্ঞাত হইতে অভিলষ  
জানাইলেন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া  
অনেক প্রশংসা করিলেন। সভার আব এক জন  
পরিব্রাজক মধ্যে কোমরগর, আকমা, বর্দ্ধমান ও  
বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মসমাজ সকল পরি-  
দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল স্থানের  
প্রসিদ্ধ সমাজ পূর্ব্বৎ উত্তম চলিতেছে। অতএব  
তাঁহাদিগের বিশেষ সমাদ দেওয়া গেল না।

জানরব এই যে, যে সকল ব্রাহ্ম তারৎবর্ষীয় ব্রাহ্ম-  
সমাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন  
করিয়াছেন তাঁহার পুনর্বার এই সমাজের সঙ্গে  
মিলিয়াছেন কিন্তু এ সময়ের অমূলক। নূতন  
সমাজের অধিকাংশ সভা এরূপ করেন নাই, অল্প  
সংখ্যক সভাই এই রূপ করিয়াছেন। করেক সপ্তাহ  
হইল ঐযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সমাজের  
উপাসনা কার্য্য নিরূপ করিতেছেন। স্থল বিধিরে  
স্তর একা থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবয়ে অনেকা  
সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজ অন্য সমাজকে বখালাধ  
সাধায়া করিতে পরাওরূপ করেন, তাহা এই  
প্রকৃতি দ্বারা সাধারণের প্রীত হইবেক।

### JUST PUBLISHED

Theistic Toleration and Diffusion of  
Theism Price one anna.

### বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে ৭  
ঘটিকার সময় দাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় রবিবার ত্রাতি ৭৪ ঘটিকার  
সময় তবানীপুরের বিংশতি সাধৎসরিক ব্রাহ্মস-  
মাজ হইবেক।

৩১ আষাঢ় রবিবার দুই প্রহর সাড়ে পাঁচটার  
সময় ব্রাহ্মধর্ম বোধিনী সভার অধিবেশন হইবে,  
সভা মহাশয়েরা উপস্থিত থাকিবেন।

জ্যোতিষবিজ্ঞান সাধু ঠাকুর।

ঈশ্বরগোপাল দত্ত।

সম্পাদক।

### আয় ব্যয়।

টকর ১৭০০ শত। ষষ্ঠাংশ ১৭০৪ শত, আদি ব্রাহ্মসমাজ ৪

আয়	...	...	৮৪১ ৮৪
পূর্ব্বকার হিত	...	...	৩৮১৪ ৮৪
সমষ্টি	...	...	১২২২ ৫/১০
ব্যয়	...	...	৮০৫ ৮০
হিত	...	...	৪১৭ ৫/১০

### আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩২২ ৮৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	২৬৫ ৫/১০
পুস্তকালয়	...	...	৪৩৫ ৫/১০
হস্তালয়	...	...	২৪১ ৮০
গচ্ছিত	...	...	৪৪১ ৮/১০
সমষ্টি	...	...	৮৪২ ৮/৪

### ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৫৫ ৮০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	২৬৭ ৫/১০
পুস্তকালয়	...	...	৪৩৫ ৮০
হস্তালয়	...	...	১০১
গচ্ছিত	...	...	৩৭১ ৮/১০
সমষ্টি	...	...	৮০৫ ৮/০

### দান প্রাপ্ত।

ঐযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৩০২ ৮/২
" শিবচন্দ্র দেব	...	...	১০
" সিংহাইচাঁদ দে	...	...	৫
" হরচন্দ্র রায়	...	...	২
" রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	...	...	২
" শ্যামাচরণ চৌধুরী	...	...	১
" ত্রৈলোক্যনাথ বসু	...	...	১
" দীননাথ অধ্যাতা	...	...	১
" সাহাজাদপুরের আমলাগণের দান	...	...	৩

শত কর্ণের দান।

ঐযুক্ত দারদ্রাসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২০
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২
দানাদারে প্রাপ্ত	৩৪১ ৮০

সমষ্টি ৩২২ ৮/৫

জ্যোতিষবিজ্ঞান সাধু ঠাকুর।

সম্পাদক।

সদ্য ১২২৮। বঙ্গবিশ্ববিদ্যালয় ১২৭২। ১ আষাঢ় শুক্রবার।



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বমসিদ্ধিঃ সর্বমসিদ্ধিঃ সর্বমসিদ্ধিঃ । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববসনক-  
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্ববিষয় সর্বানন্দ সর্বশক্তি সর্বশ্রুত সর্বশ্রুত সর্বশ্রুত । একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি  
পারিতোষিকক ব্রতভাবতি । তদ্বিন্ অতিভব্যা নিয়কার্যসাধনক তত্বপাসনমব ।

## ব্রহ্মসঙ্গীত ।

রাগিণী আশা—তাল ১০ রি

মহা-ঘন তোমা হেন কে কিতকারী ।

ছুংখ সুখে সমবন্ধ এমন কে, শোক  
তাপ ভয়হারী ।

শঙ্কট-পুত্রিত ঘোর ভাবণব তারে কোন্  
কাণ্ডারী,

কার প্রলাদে দূর-পরাঙ্কত রিপুদল বিম্-  
বকারী

পাপ-বহন-পরিতাপ নিবারণ, কে দেয়  
শান্তির বারি,

তাজিলে সকলে অস্তিত্ব কালে, কে লয়  
কোড় প্রসারি ।

রাগিণী বাবাজ—তাল দুর কাকতাল ।

আজি বিশ্ব-জ্ঞান গাইছে মধুর স্বরে,  
সনাতন ছুংখহরণ বিশ্বস্তর অনন্তে আনন্দ  
তরে ।

পূর্ণ গগন অবাদি নাদ আলাপ করে;  
গাইছে জল দল জলধীর গভীরে ।

বিশ্বনাথ অমর-সেবিত, অনুপম জ্যোজ্বিত  
বিরাজে

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল দুর কাকতাল ।

আদি-নাথ, প্রণব রূপ, সম্পূর্ণ দেও  
হে তব প্রসাদ শান্তি-সিদ্ধ, মহেশ, সকল-  
গুণ-নিধান ।

অযুত লোক, অকথিত বাকী তোমারি  
হে—মোহন রব অনুপম পুরে মহাগগন,  
তাবে মোহি জগজ্জন ।

অনুপম, অবিদ্যার, অনন্ত, অগম্য অ-  
পার, সুন্দর অতি-অপূর্ব-তাতি নিরঞ্জন ।

সকল রূপ কারণ, সকল ছুংখ নিবারণ,  
তারণ, ভয়ভঞ্জন, সুরনরনুনিবন্দন ।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল চোতাল ।

জ্বর চাতক মোর চার তোমারি পানে  
শান্তিদাতা; শান্তি পৌষ-বারি হে বরিষ  
বরিষ ।

নরনের তুমি তারা, প্রেমচক্রে জ্বালাকাশে,  
শোক-তাপ-সতাপহা; তুমি নাত্র আশা সধা  
সুখে ছুংখে ।

পুরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেমবারি;  
পাই হে অবিদ্যারী জীবন, পাইলে তোমারে ।

মিশি দিন হুদে জাগো, ছুংখ মিশি  
পোহাইয়ে, মোহ আঁধার নাশিয়ে,—রূপারি  
হে ভিখারী রূপাবিন্দু যাচে ।

নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ।

শ্রী ব্রাহ্মসমাজ ১৭৯৪। ১ বর্ষাবধি

আজি নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ। অতএব এই নব বর্ষের প্রথম দিন, প্রথম দিনের প্রথম ভাগ সেই পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বরের উপাসনাতে উৎসর্গ করিয়া আজি আমরা এই জন্য স্বস্তায়ন করিতেছি যে, তাঁহার অনুগ্রহে এই উপস্থিত সংবৎসর কাল যেন আমাদের মঙ্গল হয়; যেন আমাদেরিগকে কোন অমঙ্গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না হয়। কোন আন্তরিক রিপু যেন আমাদেরিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত না করে; কোন প্রলোভন যেন আমাদেরিগের হৃদয়কে অভিভূত করিয়া না ফেলে; কোন ঘটনা যেন আমাদের চিত্তের শান্তি ও ধৈর্য্য অপহরণ করিতে না পারে। আমরা তাঁহারই পৃথিবীতে বাস করিব, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব, তাঁহারই রাজ্যে সঞ্চার করিব, তাঁহারই শক্তিতে জীবন ধারণ করিব এবং তাঁহারই ক্রোড়ে বিশ্রাম করিব, এ বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই। কিন্তু সংশয় এই যে, পাছে এমন ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই—পাছে সম্পদের সময় অকৃতজ্ঞ হই, পাছে বিপদের সময় তাঁহার সাহচর্য্যের সিক্ত দর্শন না পাই। বারংবার সন্তাপের অগ্নিতে লক্ষ হইয়াছি, আর সে রূপ দুর্দশায় পতিত হইতে না হয়, এই জন্য আজি আগ্রহের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে আসিয়াছি; তাঁহার উপাসনাই আমাদের স্বস্তায়ন, তাঁহার উপাসনাই আমাদের রক্ষা-কবচ, তাঁহার উপাসনাই আমাদের বল। সকলে সর্বাঙ্গতঃ করণে তাঁহার উপাসনা করুন, সকলের মঙ্গল হইবে। উপাসনাতেই ধর্ম্ম, উপাসনাতেই স্বর্গ, উপাসনাতেই যোক; উপাসনাই তপস্যা, উপাসনাই সাধন, উপাসনাই পাপের প্রায়-

শ্রুতি। ঈশ্বরের উপাসনা—ঈশ্বরের সমীপে অবস্থান, পিপাসুর ন্যায়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য পান, তাঁহার বিশ্বব্যাপী গভীর সত্তার আশ্বাসন, তাঁহার সর্ব-সন্তাপ-হরণ অমৃতায়মান সংস্পর্শ অনুভব অথবা যুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে আস্থান, আশ্বাসনবেদন ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা—এই রূপ উপাসনাই আমাদের সকল মঙ্গলের নিধান। পৃথিবী কি রূপ স্থান, তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই জানিতেছেন—ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে ইহা যথার্থই অকুল সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব যাহাতে কোন অবস্থায় ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, আজি তাঁহার জন্য আমাদেরিগকে তাঁহার নিকট উপনীত করিয়া প্রার্থনা করুন।

যাঁহাদেরিগের শাস্ত্র অনুসারে অদ্য হইতে নব বর্ষের গণনা আরম্ভ হইতেছে, সেই পূজনীয় পূর্বপুরুষগণকে আজি তত্ত্বিন্ত্র হৃদয়ের সহিত স্মরণ করুন; ইহাও জীবনের একটি মহৎ কর্ম্ম। আমাদের তত্ত্ব-প্রবাহ পূজাপাশ পিতৃদেব মাতৃদেবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রতি প্রবাহিত করিতে সম্মতাস করিলে দেখিতে পাইব যে, যে পূর্ব পুরুষ সকলের আদি, যে প্রস্রবণ হইতে জীব প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের মাতাপিতৃ-ভক্তি ও পূর্বপুরুষ-ভক্তি তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। আমাদের তত্ত্ব ঈশ্বরকে এক দিকে “সাক্ষাৎ পিতা” ও আর এক দিকে “পুরাতন পিতামহ” বলিয়া আলিঙ্গন করিবে, ইহা অতি মনোহর দৃশ্য। যেমন হিমালয় অবধি সাগর পর্য্যন্ত একই গঙ্গা উত্তরকে সংযোগ করিয়া দিতেছে, সেই রূপ প্রথম সূর্য মনুষ্য অবধি আমা পর্য্যন্ত একই রক্ত-প্রবাহিত হইয়া একটি যোগ-স্থলে প্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। বিধি যে প্রোক্ত

ধাক্কুন, যথার্থতঃ আত্মীয়তাহুত্রে সকলেই পরস্পর বন্ধ হইয়া আছেন, ইহা প্রধান করিলে কি এক অনির্বচনীয় মহৎ তাবের কি এক অক্ষিণ উদার তাবের উদয় হয়, এক বার অনুভব করুন। ইহাও শ্রবণ করিতে থাকুন যে, আমরা কেবল পিতৃপিতামহাদির “পরিজ্ঞাতা” পার্শ্বিক ধনের উত্তরাধিকারী হই নাই, তদপেক্ষা বহুমূল্য সম্পদের—আধ্যাত্মিক রত্নের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা যে জ্ঞান ধর্ম প্রভৃতির উন্নতি দর্শন ও লাভ করিতেছি, ইহা শুদ্ধ আমাদের পরিজ্ঞামে উপার্জিত নহে, তাঁহাদের প্রামাণ্য উন্নতির বহুল পরিমাণে অধিকার করিয়া আমাদের আত্মা জন্মগ্রহণ করাতেই অধিকতর জ্ঞান, অধিকতর ভাব ও অধিকতর ধর্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব তাঁহাদিগকে কখন তন্ত্ৰিশূন্য হৃদয়ে চিন্তা করিবেন না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যাঁহারা স্বর্গস্থ হইয়াছেন, যাঁগরা মর্ত্যলোকে অবস্থান করিতেছেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে এক আত্মীয়তার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকুক।

পরিণেবে আর একটি বক্তব্য আছে। বর্তমান বৎসরের মধ্যে আমাদের ধার্মিকতার আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যিক। পৃথিবীতে অবস্থানের জন্য অবশ্যই সকলকে পার্শ্বিক ধন আহরণ করিতে হইবে কিন্তু আমরা কেবল তাহারই উপার্জন ও উপভোগ করিতে এখানে আসি নাই, পুণ্য উপার্জন—ধর্ম বৃদ্ধি অধিকতর প্রয়োজনীয়। পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেই পার্শ্বিক ধনের সঙ্গে সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে; কিন্তু ইহ লোক ও পর লোক উভয়ের জন্যই ধর্মধন সঞ্চয় করিতে হইবে। অতএব এখানে যে যে জীবন ধর্ম নাশের সত্তাবনা, তাহাতে অ-

ত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ধার্মিক হওয়া অতি সহজ কথা। এখানে সাধুসমাজের মধ্যে অবস্থান, উচ্চৈঃশ্রমে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের নাম কীর্তন ও সুমধুর ধর্মসঙ্গীত সহজেই লোকের মনে ধর্মভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। এখানে প্রলোভনের আকর্ষণ বা রিপুগণের উদ্দীপন নাই। কিন্তু এই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই কুসংসর্গ, কুদৃষ্টান্ত ও পাপ প্রলোভন হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে অবসর প্রাপ্ত হইবে। পুনরায় কহিতেছি—পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে ধার্মিক থাকা কঠিন নহে। কিন্তু যিনি সংসারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ধার্মিক থাকিতে পারিবেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক। বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাণিজ্যাগারে প্রবেশ করিয়া জটিলতর নানাবিধ সাংসারিক কর্মে পতিত হইয়া যিনি ধার্মিক থাকিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। এই সকল স্থলে ধর্মের সাংঘাতিক শত্রু সকল লুপ্তায়িত হইয়া আছে, তাহাদের উপরে ধর্মকে জরী করিতে পারিলেই আমরা ধার্মিক হইতে পারিব। ঈশ্বর যেন সকলের এই শ্রুত সংকল্প সিদ্ধ করেন।

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর! জানিবা, এই সংবৎসর কি ভাবে অতিবাহিত হইবে। আমরা তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছি। আমাদিগকে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা কর। হৃদয় যেন নিদারুণ ভাবে পিষ্ট হইয়া না যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ। জীবনের পথে তোমার জ্যোতি বিস্তার কর, অন্ধকার যেন আমাদিগকে বিনষ্ট না করে। হে রক্ত! আমাদিগকে আর রোদন করাইও না। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে দাও। পিতা! আমাদের পাপ তাপ দূর কর। আমাদের দ্বারা তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

ও একমেবাদ্বিতয়ং।

## আত্মদর্শন।

সত্তম অধ্যায়।

আত্মা অমর। শরীর কিছুকাল পরে  
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয়  
না। এখানে যে রূপ কর্তৃক করে, তদনুরূপ  
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তরে অবস্থান  
করিতে থাকে। শিশু যেমন গর্ভ হইতে  
ভূমিষ্ঠ হয়, আত্মা সেই রূপ এ লোক হইতে  
পর লোকে গমন করে।

আত্মার হুত্ব নাই এই জ্ঞান স্বভাব-  
সিদ্ধ। আমি আছি, আমি দেখিতেছি,  
আমি করিতেছি, এই রূপে যখনই আত্ম-  
জ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে, তখন তাহার  
সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও মিশ্রিত হইয়া থাকে  
যে, আমার বিনাশ নাই, আমি চিরকাল  
জীবিতবান থাকিব। আত্মার অস্তিত্ব,  
কর্তৃত্ব, জ্ঞান ও শক্তি যেমন আত্মা আপনা  
আপনি জানিতেছে, সেই রূপ আপনাপা-  
পনি জানিতেছে যে আমি চিরকাল বিদ্যা-  
মান থাকিব। আপনার বর্তমান জীবনে  
যেমন কোন সংশয় উপস্থিত হয় না, সেই রূপ  
প্রথমাবস্থার ভবিষ্যৎ জীবনেও কোন সংশয়  
জন্মে না। এমন কি, উত্তর জীবনের বিভি-  
ন্নতাও প্রথমে অনুভূত হয় না; এক যাত্র  
অনন্ত জীবনই উপলব্ধ হইতে থাকে।  
মনুষ্য যাহেই এই অনন্ত জীবনে বিশ্বাস  
করিয়া থাকে। পৃথিবীতে অত্যাঁপি এমন  
জাতি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা সত্যতার  
লেশ যাত্রও লাভ করিতে পারে নাই, অত্যা-  
ঁপি তাহাদের মধ্যে অন্ধের সৃষ্টি হয় নাই;  
কিন্তু এমন একটি জাতিও নাই যে আপ-  
নাকে অবিনাশী বলিয়া জানে না। কোথা  
হইতে এই বিশ্বাস উপস্থিত হইল? অজ্ঞে  
পরলোকের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পক্ষাৎ  
যে তাহাতে প্রত্যয় স্থাপন করিয়াছে, তাহা

নহে; বুদ্ধিবৃত্তি যে রূপ উন্নত হইলে এই  
বিষয়ে অনুসন্ধান, তর্ক বিতর্ক, ও প্রমাণ  
সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারে, জননমান্য তাদৃশ  
উন্নত অবস্থার আরোহণ করিবার পূর্বাধিই  
আপনার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিয়া  
আনিতেছে। অত্যাঁপি অধিকাংশ মনুষ্যই  
বিনা বিচারে উহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসকে বাঁহারা কুসং-  
স্কার বোধ করেন, তাঁহারা জানেন না যে,  
তাঁহারা নিজেই কুসংস্কারে আক্রান্ত হইয়া  
পড়িয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইবার  
পূর্বে পারলৌকিক বিশ্বাসের সহিত নানা-  
বিধ কুসংস্কার মিশ্রিত হইয়া থাকে, ইহা  
কেহই অস্বীকার করে না, তাহা বলিয়া পার-  
লৌকিক বিশ্বাসকেও যে কুসংস্কার বলিতে  
হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ  
এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান কুসংস্কার নহে। যেমন  
“চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল দর্শন  
করিতেছে” এবং বিনা বিচারে ও বিনা প্র-  
মাণে তাহাতে বিশ্বাস উপস্থিত হইতেছে; যেমন  
অপরাপর জানেন্সিয়র সকল সহজেই আপ-  
নার আপনার বিষয় উপলব্ধি করিতেছে ও  
সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে প্রত্যয় করিতেছে; সেই  
রূপ মনুষ্য যখনই আপনাকে দেখিতেছে,  
তখনই আপনাকে অমর বলিয়া জানি-  
তেছে; যেমন সহজেই জানিতেছে আমি  
আছি, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি;  
সেই রূপ সহজেই জানিতেছে আমার  
জীবন আছে ও সেই জীবন অবিনশ্বর।  
বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিলেও দর্শন গ্রহণ  
প্রকৃতি ইঞ্জিরজনিত জ্ঞান সকল যেমন  
কুসংস্কার নহে, বিনা তর্কে ও বিনা বিচারে  
বিশ্বাস করিলেও যেমন আমি আছি,  
দেখিতেছি, করিতেছি, ইত্যাদি জ্ঞান সকল  
কুসংস্কার নহে, সেই রূপ দর্শন শাস্ত্রের  
আবির্ভাব ও প্রমাণ সংগ্রহের পূর্বেও মনুষ্য

আপনার অমরত্বে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাও কদাপি কুসংস্কার নহে। তাহা হইলে আত্মবোধের দর্শন প্রাপ্তি ইচ্ছারজন্য জ্ঞান সকলকেও কেন না কুসংস্কার বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ আপনার অমরত্বের প্রতি সংশয় করিয়া থাকেন, অথবা এক বাবোঁ তাহাতে অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, যেমন বহির্বিজ্ঞান দ্বারা রূপ রস প্রভৃতি বহির্বিষয় সকল দর্শন করিতেছি এবং বিনা চেতনাই তাহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে; অথবা আমি আছি, আমি দেখিতেছি ও আমি করিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান যেমন সহজেই উৎপন্ন হইতেছে এবং বিনা চেতনাই তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতেছে, আত্মার অমরত্ব সে রূপ অনুভব করিতে পারিতেছি না। কেহ ইচ্ছা পূর্বক আপনার অনন্ত জীবনে সংশয় প্রকাশ করেন, একপ বোধ হয় না; সত্য সত্যই তাঁহারা অন্তর্ভুক্তিতে আত্মার অমরত্ব অনুভব করিতে পারেন না। কেবল আত্মার অমরত্ব নহে, দেহ ও আত্মা উভয়ের বিভিন্ন সত্তাও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না; আকৃতি বিন্দু, প্রভৃতি জড়ীয় গুণ সম্পন্ন দেহকেই জ্ঞান শক্তি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি চেতন গুণের আশ্রয় বলিয়া বোধ করেন। কেবল যে বুঝিগোবে এই রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, তাঁহাদের চিন্তার পদ্ধতি আর এক পথে পড়িয়া যায়—যে পদ্ধতিতে চিন্তা করিলে এবিধ আধ্যাত্মিক সত্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের চিন্তা সে পথ অবলম্বন করিতে পারে না। নতুবা, জ্ঞানহীন কর্তৃত্বহীন শরীর ও জ্ঞানকর্তৃত্ব-সম্পন্ন আত্মা এই দুইকে বিভিন্ন বলিয়া জানা যে রূপ সহজ, দুইকে এক বলিয়া উপলব্ধি করা তত সহজ নয়; সংশয়কে খেঁচ ও হরি-

ত্রাকে পীতবর্ণ বলিয়া অনুভব করাই সহজ, উত্তরকেই পীতবর্ণ বলিয়া অনুভব করা সহজ নহে; চক্ষুর সংস্থান প্রণালীতে কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন না হইলে একপ বিপর্যয়-দুর্ভিক্ষ জন্মে না। শরীর নিয়োজ্য যন্ত্র, আত্মা নিয়োজক যন্ত্রী, পরস্পরের এতরূপ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও উভয়কে এক করিয়া চিন্তা করা কখনই মনের স্বাভাবিক কার্য্য নহে। একপ মনে হইতে পারে যে, আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, ইহার কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু দেহই যে আত্মা, তাহারই বা প্রমাণ কি, এ দিক তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না—দেহ জড় পদার্থ, জড় পদার্থে চেতন শক্তি ও কর্তৃত্ব শক্তি কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যে দেহে তাহার আরোপ করা হয়,—দেহ হইতে চেতন শক্তি ও কর্তৃত্ব শক্তি উৎপন্ন হইতেছে ইহা কি প্রকারে বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন না। অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করিতেছেন, সে দিকে প্রমাণের বল কিছুই নাই, তথাপি যন সেই দিকে বিশ্বাসোন্মুখ হইতেছে; আর যে দিকে বিশ্বাস করা সহজ, সেই দিকে তাহা সংকুচিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কখনই স্বাভাবিক অবস্থা নহে। বস্তুতঃ যেমন নীল ও পীতের পরস্পর তুল্যতা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে, আমি জল বায়ু প্রভৃতি কোন বায়ু বস্তু নই ও আমি হস্ত নই, পদ নই, চক্ষু নই, কর্ণ নই, ইহাও সেই রূপ সহজে অনুভূত হইতে থাকে এবং সেই রূপ আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার অমরত্ব প্রতীত হয়।

যাঁহার মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, বুদ্ধি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া শাকাৎ



সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় অপনোদন ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। যত দিন তাঁহার চিন্তাপ্রণালী পরিবর্তিত না হইবে, তত দিন সংশয় দূর হইবে না। কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ আছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্বক সংশয় পোষণ করিয়া রাখেন; ইহা অতীব অনিষ্টকর। যাহারা ইচ্ছা করেন, সংশয় দূর হউক, কিন্তু তদ্বিষয়ে আপনাকে আপনি সাহায্য করিতে পারেন না; তাঁহাদের জন্য আত্মার অমরত্ব বিষয়ক কএকটি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতেছে। সেই গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সংশয় তিরোহিত ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রথম। শরীর হইতে আত্মা বিভিন্ন পদার্থ, ইহা বুঝিতে পারিলে এ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ ঘাট থাকে না। কারণ, জগতের কোন পদার্থই হ্রস্ব প্রাপ্ত হয় না। আমরা জ্বল চক্ষে দেখিতেছি, জল শুষ্ক হইয়া গেল, কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং যত শরীর হৃদিকাসাৎ হইল। বস্তুতঃ তাহার এক বিস্মৃৎ ও হ্রস্ব প্রাপ্ত হইল না, তাহার প্রত্যেক অংশই অন্য আকারে এই পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকিল।—জল বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইল, কাষ্ঠ তপ্ত হইয়া কিরদংশ বায়ুতে ও কিরদংশ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল এবং যত শরীরের উপাদান পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া রহিল। জড় পদার্থের কোন অংশই যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তখন কি কারণে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জড় যেমন নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, আকাশের অতীত আত্মা সেরূপ বিভক্ত হইবারও নহে। শরীর যে সকল পদার্থে নির্মিত, শরীরান্তরগত সেই সমস্ত পদার্থের

নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু পূর্বেও যে আত্মা ছিল, পরেও সেই আত্মা আছি; শারীরিক অংশের ব্যাধি এক আত্মা বিনষ্ট হইয়া আর নুতন আত্মা আসিতেছে না। ইহা অনুধাবন পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখে হইতে আত্মার বিভিন্ন সত্তা অনুভূত হইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়। যাহারা আত্মতত্ত্বের ও ধর্মের সবিশেষ অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকলেই আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; ইহা মিথ্যাস্ত সামান্য প্রমাণ নহে। যাহারা শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিদ্যার আলোচনা করেন, শারীরিক বিষয়ে যেমন তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণীয়, সেই রূপ যাহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তদ্বিষয়ক উপদেশ একে বারে অগ্রাহ্য নহে; কারণ মনুষ্য আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিলে কি রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন। এবং আত্মার অমরত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি যে, মনুষ্য যাজেই আপনার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সকল দেশের সকল কালের সকল জাতির মধ্যেই পারলৌকিক বিশ্বাসের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বজনীন বিশ্বাস কেহ ইচ্ছা পূর্বক নির্দ্বাণ করিয়া পৃথিবীতে ব্যাণ্ড করে নাই। সকলরূপ ঈশ্বর অন্যান্য ভাবের ব্যাধি ইহাও মনুষ্যের স্বভাবের নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য বিশ্বজনীন বিশ্বাস অনুপলব্ধ সত্যের একটি প্রমাণ।

তৃতীয়। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিতেই আত্মার অমরত্বের প্রমাণ নিহিত হইয়া আছে। মনুষ্যের কামনা, আশা ও প্রতীক্ষা অজান্তেই রূপ পরলোকের অভ্যন্তরীণ কীর্ষন করিতেছে। প্রত্যেক আত্মাই অবশ্য জীবন

কামনা করিতেছে, এতোক আত্মাতেই অনন্ত জীবনের আশা উদ্ভীষ্ট হইয়া আছে, কেবল আশা নহে, এতোক আত্মাই তাহার প্রতীক করিতেছে। এই কামনা ক্রমা তুফার ন্যায় স্বাভাবিক, কোন একারেই কৃত্রিম নহে। যিনি ইঞ্জিয় প্রদান করিয়া তাহার বিষয় সকল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি ক্রমা তুফা প্রদান করিয়া অল্পপান পরিবেশন করিতেছেন, তিনি এই কামনা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া রাখেন নাই, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই কামনা যেমন স্বাভাবিক, তাহার বিষয় স্বরূপ অনন্ত জীবনও সেই রূপ স্বাভাবিক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একপ হইতেই পারে না যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে অমরত্বের কামনা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা। কেবল অমরত্বের কামনা নহে, তাহার সঙ্গে এমন কতকগুলি আশা প্রদিত, এমন কি মিশ্রিত হইয়া আছে যে, অনন্ত জীবন ব্যতীত তাহা প্রাপ্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে আত্মার জ্ঞানপিপাসা সম্যক পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার ধর্মবুদ্ধিও এখানে পদে পদে ক্ষুদ্র হইতেছে, তাহার প্রেমভূকা পূর্ণ হইতেছে না, তাহার ঈশ্বর-স্মৃতি এখানে অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে; অথচ আত্মা এই সমস্ত বৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে; ইহা কি প্রবঞ্চনা মাত্র! অনন্ত জীবনের অনুশীলন নহে?

চতুর্থ। পৃথিবীই যে সকল পদার্থের শেষ গতি, তৎসমুদায় পৃথিবীতে উন্নতির পায় কাটা প্রাপ্ত হয়। পুষ্প ও ফল বহুদূর বিকশিত ও পরিপক্ব হইতে পারে, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইতেছে। এক ক্ষুদ্র স্তম্ভে যে পুষ্প প্রকুলিত ও বিকশিত হয়, তাহা ক্রমে তাহাকে রক্ষা করিলে তাহার আর উন্নতি হইবে না; এক

বৎসরের মধ্যে যে ফল উৎপন্ন, পুষ্ট ও পরিপক্ব হয়, তাহা বৎসর সময় দিলে তাহার আর কিছুই বৃদ্ধি হইবে না। মনুষ্যের শরীর এই রূপ; ইহারও বৃদ্ধির একটি সীমা আছে, সেই সীমা প্রাপ্ত হইলেই আবার ক্ষয় পাইতে থাকে। মনুষ্য যদি কেবল পৃথিবীর জন্যই হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মার উন্নতিও তরুণ এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ও সর্বাধিক সম্পন্ন হইত। কিন্তু মনুষ্য পুষ্প ও ফলের ন্যায় সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন শক্তি এখানে পরিপক্ব হয় না, তাহার সকল শক্তি ও সকল ভাব এখানে পরিষ্কৃত হয় না। এখানকার সর্বোন্নত মনুষ্যকেও পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার সমুদায় শক্তি বৃদ্ধ ও পরিপক্ব হয় নাই, দেখিবামাত্রই বোধ হইবে তাহা আরও উন্নয়নোন্মুখ হইয়া আছে, এমন কি তাহার সমুদায় শক্তির অর্ধেকও এখনও প্রকৃতিত হয় নাই। এক্ষণে কি এই রূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, তৎসমুদায় আর কখনই উন্নত হইতে অবসর পাইবে না? তাহা কখনই নহে। বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী প্রকৃতির লিখিত মনুষ্যের এই রূপ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি পরিণাম বিষয়েও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিয়া দেয় না? মনুষ্যের পর লোক কি ইহাতে অনুভূত হয় না?

পঞ্চম। এখানে অনেক সময় সত্য অসত্যের নিকট, ন্যায় অন্যায়ের নিকট ও ধর্ম অধর্মের নিকট নিপীড়িত হইতেছে। কত ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের অধিকারে অকার্যকর পাইতেছে, কত মনুষ্য নিরপরাধ হইয়াও অন্যের অপরাধে দণ্ডিত হইতেছে, কত ব্যক্তি ধর্মের অনুরোধে দুর্ভাগ্যবিশেষ হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সকল অন্যায়ের কি আর পুণর্বিচার হইবার স্থান

নাই? এক ব্যক্তি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া ধর্মপথে দণ্ডায়মান আছে, আর এক ব্যক্তি বেচ্ছাচারী হইয়া অধর্মের সেবা করিতেছে; উভয়েই এক পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। এ সমুদায় ব্যাপারই পারত্রিক জীবনের পরিচয় দান করিতেছে।

বস্তুতঃ ইহ লোক একটি অর্থও রাজ্যের অংশমাত্র প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দর্শন করিলেই অপরাংশের সত্তা আপনা হইতে অনুভূত হয়। অনুধাবন পূর্বক পৃথিবীর তৎকালপরিজ্ঞাত আকার মাত্র আলোচনা করিয়াই মহাত্মা কলম্বাসের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, আট্টার্কটিক মহাসাগরের পরপারে অবশ্যই এক মহাদেশ বিদ্যমান আছে।—মৃত্যুকণ মহাসাগরের পরপারে যদি এক মহাদেশ না থাকে তবে উহা লোকের সমস্ত ভাব ও গতির কোন অর্থই নিষ্কাশিত হয় না। এক বার ভাব যে, পরলোক নাই, মৃত্যুই আমাদের শেষ, এখানে যে কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছি, ইহাতেই তৃপ্ত হইতে হইবে, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি সমুদায়ই ইহ লোকের জন্য ধর্মের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ইহ লোকেই বাহ্য কিছু ঘটবে তাহাই সম্পূর্ণ, যদি না ঘটে তবে আর কখনই ঘটবে না, ইহা নিভৃত ভাবে এক বার ভাবিয়া দেখ, মন বল পূর্বক ইহার প্রত্যেক কথা অগ্রাহ্য করিতে থাকিবে।

সংক্ষেপে যাহা প্রদর্শিত হইল, ধর্মাত্মীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যাহাদের হৃদয় স্বাভাবিক অবস্থার আছে, তাহাদের নিকটে এ সকল আন্দোলন বাহ্যল্য মাত্র। তাহারা ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্বেই অনন্ত জীবনে অকাটা বিশ্বাস বন্ধন করিয়া আছেন এবং তাহার বলে এখানকার সমুদায় বিষয় বিপত্তি অন্ধান বহনে বহন করিতেছেন। মনুষ্য একবার

যে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, অনন্ত কাল তাহার প্রবাহ প্রবাহিত হইবে, আত্মা অনন্ত কাল বিস্তৃত হইতে থাকিবে, তাহার জ্ঞান ও শক্তি সম্পদ ও আনন্দ অনন্ত কাল বর্দ্ধিত হইতে চলিল। তিনি লোক লোকান্তরে সঞ্চারণ করিবেন, কত শোভা দেখিবেন, কত আশা পূর্ণ করিবেন, কত কামনা চরিতার্থ করিবেন এবং জ্ঞানেতে তাবতে ও ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া নিত্য কাল তাহার সম্বাস জনিত ভূমানন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। একটি আত্মাও কমিন্ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না।

### ব্রাহ্মবধূত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-বামোর জন্মণ রূপান্তর।

১৪৩ সংখ্যক পরিবার ২২ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর কেদার হইতে বনবিকাশ্রমে গমন করিতে প্ররক্ত হইলাম। কেদার হইতে পুনরাবগৌরুতে আসিতে হয়। তথা হইতে নানা স্থান ও নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া শুণ্ড কানীতে উপনীত হইলাম। এই স্থানে বিশ্বেশ্বর মহাদেব, অন্নপূর্ণা, কাল উত্তরব ও গণপতি প্রভৃতি নান্দেব দেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এক খানি ধর্মশালা ও এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামও দৃষ্টিগোচর হইল। এই গ্রামে প্রায় ব্রাহ্মণ জাতি প্রভৃতিতে পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস আছে। তথা হইতে অধিনষ্ট এক ক্রোশ হইবে। এই অধিনষ্ট নামক স্থানে রাউল বচ্চরিশীং নামে কেদার নামের পুরোহিত অবস্থান করেন। এই স্থানেও নান্দেব দেবীর প্রতিমূর্তি আছে। একটি ডাকঘর ও একটি হাডবা উৎসালয়, নদীর অপর পারে পাঁচ সাত ঘর প্রজা ও এক খানি ধর্মশালা আছে। তীর্থ যাত্রীগণের উক্ত পুরোহিতকে অর্থাদি দ্বারা সন্মান করিতে হয়।

তথা হইতে তুলনাথ পর্বতে গমন করিলাম। পর্বতের উপর একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরে তুলনাথ মহাদেব আছেন। এই পর্বতের উত্তর ভাগ মহারণ্য ও হিমশিলাতে আবৃত। এই অরণ্যে ব্যাঘ্র ভরুক প্রভৃতি বন্য জন্তু সকল বাস করে। কোন কোন স্থানে উচ্চ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে অথবা নান্যক বোম্বী তপস্যা করিতেছেন। এই পর্বতে কান্দীরীপাত ও বজ্রবদনী নামক ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা হইতে গোপেশ্বর মহাদেবের গ্রামে উপনীত হইলাম। এই স্থানে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, প্রায় তিন সহস্র বৎসর হইল গোপরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এই মন্দির নির্মাণ করিয়া গোপেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত করেন। তথা হইতে কএক কোশ অতিক্রম করিলে চণ্ডী দেবীর মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে একটি পথ পার্শ্বভেদে উপর দিয়া ও আর একটি পথ নির দিয়া গিয়াছে। উপরের পথ দিয়া বতিমঠে ও নিম্ন পথ দিয়া আলমোড়া ও হারবার প্রভৃতি গন্তে গমন করা যায়। আমি উপরের পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থানে অলকনন্দা ও নন্দ গঙ্গা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে নন্দ প্রয়াগ কহে। আমি নন্দ প্রয়াগ দিয়া থানাকাটি ও পিন্ধল কোটি অস্ত্র সম করিয়া বতিমঠে উপস্থিত হইলাম; নন্দ প্রয়াগ হইতে এই স্থান আর চতুর্দশ কোশ হইবে। এই স্থানকে পূর্ণাগিরি পাঠি অর্থাৎ পূর্ণাগিরী দেবী ও নারায়ণ দেবের স্থান কহে। প্রাকৃত ভাষায় ইহাকে কসিমঠ কহে। পূর্বে নারায়ণ গিরি গোখানী নামে এক জন বতি এই স্থানে বোণ করিতেন। পূর্বে এই স্থানে অথর্ষ বেদ পাঠ হইত। এই স্থানে শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য স্বামীর বোণাসন আছে, সচরাচর তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের গর্ভ কহে। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত নরসিং দেব ও কালিকা দেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানে একটি নীল বানর দেখিলাম। নীল বানরের একটি বিশেষ গুণ এই যে, বিব মিশ্রিত খাদ্য ত্রব্য ভক্ষণ করে না। এই জন্য পূর্বে পূর্বে রাজারা নীল বানর পুষ্কিতে এবং গম্বদায় খাদ্য ত্রব্য ভক্ষ্য পত্রাশা করিয়া ভোজন করিতেন। এই স্থানের চৌলোকেরা অত্যন্ত জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে শূণ্য উপস্থিত হয়। এই স্থানে ব্রাহ্মণ করিয়া ভোম ও মুসলমান প্রভৃতিতে প্রায় তিন চারি শত ঘর লোকের বাস আছে। বতিমঠ হইতে বিষ্ণু প্রয়াগ এক কোশ, বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে পাঁচ কোশ গমন করিলে ভোটমৈদীয়া বনুবাগিরের অক্ষত ডূনী ও কোপড়া গ্রাম, তথা হইতে কুলবাড়ি গম্ব কোশ হইবে। তথা হইতে চারি কোশ গমন করিলে বদরী নারায়ণের পুরী প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরীর মধ্যে একটি কুণ্ড আছে, পুরীর পশ্চিমে পাঁচ ভর কোশ অন্তরে নারায়ণ নামে একটি পার্শ্ব আছে, ঐ পার্শ্ব হইতে উল্লেখ্য প্রকৃত হইয়া পুরীর কুণ্ডে পড়িতেছে; ঐ কুণ্ডকে ভূপন কুণ্ড কহে। বিষ্ণু দেবতা ঐ পার্শ্ব

ভূপনা করিতেন; তাহার নাম বোণ থানিবালা। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, তাহার আদেশ অনুসারে পূজাপান শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য স্বামী অলকনন্দার তীরে সেই প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বলবার দেশীয় বে বহুরী ব্রাহ্মণ কুলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ ব্রাহ্মণেরা উক্ত নারায়ণ দেবতার রাউল (পূজক) হইয়া থাকেন; আর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। তিনি বোণ থানি বালা দেবতাকে ঐ স্থানে স্থাপিত করিয়া আনন্দবার সম্প্রদায় ভুক্ত নুরাচোটকাচার্য্য স্বামী নামক দণ্ডীকে পূজার কার্যে, নন্দ ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তিকে স্থপকার কার্যে ও নিরাগ্রামী নারায়ণ গিরি গোখানীকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করিয়া শ্রীনগরের রাজার হস্তে ভূসমুদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরে নুরাচোটকাচার্য্য হণ্ডী স্বামী একটি বিধবা ব্রাহ্মণীকে আসক্ত হন, তাহাতে ঐ বিধবার গর্ভ সকার হয়, তদ্বর্ণনে দণ্ডী স্বামী বোণ হয় ভৎকারীন প্রাণ্যসারে পক্ষ শিখা (মাড়ি গোপ আদি) ধারণ করেন। পরে শ্রীনগরের রাজা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উক্ত দণ্ডীকে পদচ্যুত করিয়া মালবার দেশ হইতে নব্বী ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া তৎপদে নিযুক্ত করেন। স্থপকার নন্দ ব্রহ্মচারী পক্ষত্ব এত ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে তিনিই নামক ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হয়। অন্যাপি তাহারাই পাক ও পাণ্ডার কার্য করিয়া থাকে। বোণথানি বাংলার পূজার নিমিত্ত স্বাদশ সহস্র মুদ্রা অর্থ হয় এই রূপ দেবত্ব ভূমি আছে; ভক্তির অনেক চড়াও মুদ্রা (বাগী-দিগের প্রণামী আদি?) প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিদিন তিন বার করিয়া বোণথানিবাংলার ভোগ হইয়া থাকে। প্রাতে বামাতোণ, মধ্যাহ্নে রাজতোণ ও সাংঘ্রাহ্নে বোণতোণ। মন্দিরের নিম্নে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বোণাসন আছে, রাউলজী উহাতে উপবেশন করেন। কিন্তু কোন দণ্ডী তথায় আগমন করিলে তিনি সেই আসন ত্যাগ করিয়া দেন। এই স্থানের পূর্ব দিকে আরও নিম্নে শিব স্থাপন আছে। তথায় দশ-নাৰা গিরি গোখানীদিগের সমাধি হয়। তাহার আরও নিম্নে বদরীনাথের 'ভোখাথানী' (ধনঃগার) আছে। ভূপনকুণ্ড তাহার নিম্ন ভাগে অবস্থিত। এই কুণ্ডের পূর্বাঙ্গে নারদ শিলা, তাহার পাশ্বে অলকনন্দার গর্ভে নারদকুণ্ড ভীৰ্ঘ। বনুধারা নামক ভীৰ্ঘ এই পুরীর উত্তর ভাগে প্রায় হই কোশ হইবে। তথায় স্বামী নামে একটি গ্রাম আছে, তাহার নিকটে ভোটমৈদীয়াগিরি বাস। তথায়

মহর্ষি বেদব্যাসের যোগাসন ছিল, অম্বাপি তাহার চিত্র বিদ্যমান আছে।

পুরাণে এই রূপ কথা এসিদ্ধ আছে যে, ব্রহ্মা একদা মহাদেবের নিশ্চা করিয়াছিলেন। কাল ঠেতর ভাষা। অশ্বপ করিয়া। তাঁহার একটি মন্তক তেমন পুরক বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তিনী অলক-নন্দায় নিক্ষেপ করেন। সকলে কহে, বদরীনাথের মণ্ডাশ্রমাদ লটয়া। এই ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করিলে গয়া শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অধিক ফল জন্মে। এই মণ্ডাশ্রমাদ তেজস করিলে মহাপাপ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বদরী বাহাধ্যো লিখিত হইয়াছে যে, বদরীনাথের শ্রমাদ ব্রহ্মাদি দেবতা-গণ আর্থনা করেন। প্রাকৃত ভাষায় কহে—“শ্রেয়া বদরীকায় মুখরি” বদরী গমন করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। তীর্থ যাত্রীরা অলকনন্দায় দান, বদরী নাথ ও তাঁহার ভাতার প্রতিমূর্তি দর্শন, মহাশ্রমাদ তেজস ও ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করেন।

### পত্র।

ব্রহ্মসংহিতা আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক  
মহাশয় সমীপে

ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে আমি যথো-  
যথো বিস্তার স্থলে বাহা বলিয়াছিলাম, একপে-  
সেই সকল কথা একত্রিত করিয়া সেই সকল বিব-  
রণের পুনরালোচনা করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে।  
যেয়ে তাহারই কয়েকটি কথা লিখিতেছি, যদি  
অন্যত্র করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে স্থান দান  
করেন তাহা হইলে বাঞ্ছিত হইবে এবং পরে  
আরো কোন কোন বিষয়ে বাহা আমার বক্তব্য  
আছে তাহা লিখিয়া প্রেরণ করিব।

### ব্রহ্মোপাসনা—ব্রহ্মসাধন।

যখন আমরা প্রথমে মেরিনীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়  
হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, তখন আর্থনার  
বিরোধে এক প্রস্তাব সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়।  
তাহা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটু আন্দোলন  
হইয়াছিল। আমি সেই সময় চিন্তা করিতাম ব্রাহ্ম-  
গণ যত প্রকারে পারেন ঈশ্বরকে নিঃসঙ্গ নিমিত্ত  
“মুখ্যতঃ মুখ্যতঃ” এবং এক প্রকার বস্তুনিষ্ঠতা  
করিয়া রাখিতে এত ভাল বাসেন কেন? তাহার  
পরেই যখন আর্থনার বিরোধে এই আন্দোলন  
হইতে লাগিল, আমি সেই সময় কোন বন্ধুকে  
বলিয়াছিলাম, “ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরকে উপাসনা  
করিতে চান না, তাঁহারা তাঁহাকে কেবল ‘সাকী  
গোপাল’ করিয়া রাখিতে চান; এবার আর্থনা

ভাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে ধর্মের কিছুই থাকিবে  
না।” কিন্তু সৌভাগ্য কবে ব্রাহ্মসমাজ আর্থনা  
ভাগ করিলেন না। বরঞ্চ আর্থনার আরো উপ-  
কারিতা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখনো  
ব্রাহ্মসমাজে বর্ষা ব্রহ্মোপাসনার চিত্র দেখিতে  
পাই নাই। তখন বেরূপ লোক সকলকে সমাজে  
দেখিতাম ১৭৮৬ খ্রিঃ ‘ব্রহ্মসাধন’ নামক পুস্তকে  
তাঁহাদের বিবরণ এই রূপ লিখিত হইয়াছিল—  
‘এমন সকল লোক দুই হয়েন বাঁহারা সমাজে  
নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকেন, সাধু সঙ্গ করেন,  
ও ধর্ম বিবরণ আন্দোলন লইয়া সর্বদা ব্যস্ত  
থাকেন এবং কবিশক্তি নিবন্ধন ঈশ্বর বিবরণ  
রসায়ক বাঁহা ও তাঁহাদের মুখ হইতে বিনিঃসৃত  
হয়; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম তাঁহাদের মনে  
উদ্ভিত হয় না।’—এই সকল লোককে ব্রহ্মসা-  
ধনে প্রকৃত কথার জন্য বড় দূর বসিতে হয় এবং  
এই তত্ত্ব যেমন করিয়া বুঝাইতে হয়, তখন ব্রহ্মসা-  
ধনে তাহার চেষ্টা করিতে কষ্ট করা হয় নাই।  
তাঁহারা পর ব্রাহ্মসমাজে যদিও সাধনের বিবরণ  
অনেক আলোচিত হইয়াছে কিন্তু সে সকলই  
কেবল আলোচনা বা সম্পনা মাত্র, কার্যে কিছুই  
হয় নাই। যথেষ্ট যথেষ্ট এই সাধনক্রিয়ার প্রা-  
লীপ্ত কখন বা তাহার মূলগত যে সকল মোহ  
দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা  
করিয়াছি। কিন্তু এতাদৃশ গভীর বিষয় সম্বন্ধে  
অন্যের তুলনাকে হঠাৎ জুল বলা অথবা জুল প্রা-  
প্ত করা সহজ নহে। পরন্তু ‘কলেন পরিত্রাণতঃ’,  
এই ৭।৮ বংসরের পরীক্ষা এবং স্তব্ধতা  
সংবাদ পত্র ও সম্মোহন বক্তৃতাতির উপ-  
যোগী রাখি রাখি বাগাড়বরের পর দেখিতে  
পাওয়া বাইতেছে ব্রহ্মসাধন পুস্তকের উপরিউক্ত  
কথা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তখন যেমন খাটিয়াছিল  
এখনো তেমনই খাটিতেছে। এত কালে তাঁহারা  
কিছুই ইচ্ছা বিশেষ হয় নাই। যথেষ্ট যথেষ্ট  
বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে নানা  
প্রকার গণ্ড গোলা ঘটাইয়াছে ও ঘটতেছে এবং  
তদুপলক্ষে সে দিবস আমাদের সহযোগী জাতি  
ঐশ্বর্য বিজয়রূপে গোষ্ঠী ধর্মতত্ত্বে সাধনের  
বিবরণ উল্লেখ করিয়া বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে  
এই কথা বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমি এ জন্য এবার অনেক স্থানের ব্রাহ্ম-  
সমাজে বলিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মদিগের বাক্যপ্রত্যয়  
অনেক শুদ্ধা গিরাহে। কিন্তু এখন ক্ষুণ্ণ  
বচনাবলীর মত ব্রাহ্মদিগের মুখে ব্রহ্মবিবরণ  
কথা সকল প্রয়োজনোপযোগী হউক বা না হউক  
এখন এখন ভাবিতে বড় দিষ্ট বোধ হইত।  
এখন যুবা লোকদিগের মত ব্রাহ্মদিগের মুখে

সারগর্ভ কাকের কথাই চাই। আমি এই বিষয় উল্লেখ করি। বলিয়াছিলাম, “এখন সেই গান পাণ্ডা বাহা ব্রাহ্মসাধনের কাছে আসিলে, সে কারো না আসিলে সে নম্রীত গান করিও না; সেই কথা কও বাহাতে ব্রাহ্মসাধনের সাহায্য হয়, তাহা যদি না হয়, সে কথা বা সেরূপ কথা কহিও না; সেই আর্থনা কর বাহাতে ব্রাহ্মসাধনের দিকে আগ্রহ হইতে পারে, যদি না পারে, তবে আর তেমন আর্থনা করিও না। সে গান, সে আলোচনা, সে আর্থনা কিছু মূল বলিয়া জানিবে। এই রূপ করিয়া সাধনের তত্ত্ব দেখ, আপনাদের অভাব দেখ—অভাব পূরণ হইল কিনা দেখ, আজিও বা কালিও তা—এ বৎসরও বা, পর বৎসরও তা, একপ অবস্থা হইলে ব্রাহ্মাতিমানী হইও না। চির দিন এক রূপে সেই দীন দুর্জন ময়িত্ব ছইয়া থাকি ব্রাহ্মসাধনের লক্ষ্য নয়।” ইত্যাদি। আমার বোধ হয় খোঁষা দিয়া যদি কাজকেও তুলান না যায়, তাহা হইলে সে শস্যের অন্বেষণ করিবেই করিবে। প্রকৃত ধর্মপথ নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ধর্ম সাধনের বর্ষাৰ্থ পথ প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর সহজেই নভনীর হয়েন, তাহা না হইয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া অপথে বর্ণমান হইলেও কখন ব্রাহ্ম লাভ হয় না।

### ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধ ও তাহার নীমাংসা।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধের জন্য আমি অবশ্যই দুঃখিত, কিন্তু অনেকের মতের অনৈক্য হইলে আমি ভক্তপন নয়। আমি এক স্থলে বলিয়াছিলাম “যদ্যেব বা যদিশেষে অপরাপর বন্ধুবর্ষ থাকিতে কেবল ভক্তদ্বৈতবাদী সমর্থনাবলম্বী ব্রাহ্মদিগেরই সহিত মত বিরোধে অন্য বিবাদ উদ্ভিত হয় কেন? ইহাতে সেই বিরমমান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধের বিনীতভাষি আরো প্রতিপন্ন হইতেছে।” প্রকৃত ধর্ম বিষয়ক মত বিরোধে মনে স্বপক্ষ সমর্থনার্থ পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহা অবশ্যই মঙ্গলকর বলিতে হইবে কারণ তাহা হইতে সভ্য নির্ণয় হয়। ইহাতে অসহিষ্ণু ও কাতর হইয়া অনেককে যে অনবরক মিলন গান করেন, তাহাতে রোগ জন্মে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ রূপ শরীরকে নষ্ট করিবে, কখন কোন পক্ষকে দুঃস্থ হইতে দিবে না। তবে ইহার মধ্যে রীহাস্য রীক-স্ব-পরস্পর হইয়া জলতা গোলা ও কুড়াবা ব্যবহার পূরক আপনাদের মিলন রানি প্রকাশ করেন, তাঁহারা আপনাদেরই অনিষ্ট করেন। তাঁহাদের কথা ধর্মসমাজের

বাহিরে থাকে সুতরাং তাঁহাদের কথাও ধর্মসমাজের বর্ষাৰ্থ অশান্তি কেহ অনুমান না করেন।

এই ভ্রম বর্জন কেশব বাবুর শিক্ষাগণের অভিজ্ঞতার কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাহা অবধারণরূপে নীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছিল। আমি তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে দু'একটি কথা লইয়া কখন একরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং অনেক দোষ আছে। তাঁহাদের সংরচিত “অজ্ঞতার” “অবিশ্বাস” “স্বকৃত” “নিরাশা” “কান্দাল” “দয়াল” “মহাপুরুষ” “পাপীর গতি” প্রভৃতি শব্দ—“ধর্মপথ” পিতার মনুষ্যকে পদাঘাত” “স্বামনের বাস্তব” “খোলা” “পিতার একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা দেওয়া” “জগদম্ভার পর” প্রভৃতি বাক্য \* \* \*

\* \* \* তাঁহাদের ব্রাহ্মতাব বিরুদ্ধ শব্দ শব্দ বিভ্রম দিবা নিশি প্রভাক হইতেছে। এসকল মন্তব্য ব্রাহ্মদিগের বিরোধ নীমাংসার সম্ভাবনা কোথায়? এই কথাতে কেহ কেহ আমাকে লিখিয়া, করিয়াছিলেন, “কান্দাল দয়াল পাপীর গতি” প্রভৃতি কথা ভুল, ইহা থাকিতে বিরোধ নীমাংসা হইবে না কেন? আমি তখন ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারি নাই। এখন তাহার একটা কথাও ভাবিয়া বলিতে পারিব, পরে যদি আর সকল কথাও ভাবিয়া রাখা করিয়া দিতে পারি, চেষ্টা করিব। বিগত চৈত্র মাসে শ্রীমুখ বাবু কানাই লাল পাইন মহাশয়ের বাটীতে যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল তাহাতে কেশব বাবু এই মন্তব্য বক্তব্য করিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে “দয়াল” রূপে দেখিলে অনেক বাহির করিয়া দেখা হয়। যাহারা প্রথম ধর্ম চর্চা করে, ইহা তাহাদের বোণ হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রাণের গ্রাণ এই বলিয়া যে তাঁহাকে দেখা, তাহাই ঠিক দেখা, এই দিন দয়াল নামের অযোগ্যতা এবং তাহাতে যে সকলের তুলি হইতে পারে না তাহা বিশিষ্ট রূপে দেখান চাইয়াছিল। আমিও সেই অর্থে এই কথা বলিয়াছিলাম। বাহারা দয়াল নামে উন্নত হইয়া নাটকে না পারেন, তাঁহারা অন্যের নাটক দেখিয়া অবশ্যই তাহাতে ঘোষণা করিবেন। আমি এক স্থলে আশা পূরক বলিয়াছি “ব্রাহ্ম-ধর্ম মনুষ্যের সকল বিষয়ের বর্ষাৰ্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন।” \* \* \* মনুষ্যের সমুদায় গুণ নীমাংসিত হইবে \* \* \* ঈশ্বর যেমন এক এবং তাঁহার ধর্মও এক, মনুষ্যদিগের ক্ষয়ও তেমনই এক হইবে।” এই ভাবি না হইলে ব্রাহ্মদিগের বিরোধ নীমাংসা কোন কাজের কথা? পরন্তু কালে এই কল কলবে। সকল আনন্দক অপগত হইয়া মূর্খ প্রেমপ্রবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত হইবে। ইহা নিঃসংশয়।

### ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও প্রচারক।

তত্ত্বালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ব্রাহ্মধর্ম সকল নর নারীর ক্রিয়ামিত্ত ধর্ম। সুতরাং ইহার আর সুত্বন প্রচার করিতে হয় না। তবে প্রচার-কের কার্য কি? বাঁহারা অন্যের ক্ষমতে আপনাদের মত ও ভাবকে প্রসিদ্ধ করিয়া দিবে, অথবা দলবল দ্বারা কোন বিধি নিষেধাদির অবস্থনা করিবেন—কোথাও বা লোকের উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়া বসিবেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মের কিছুই কার্য করা হইবে না। যিনি উপলক্ষ মাত্র থাকিয়া অন্যকে ধর্ম চিন্তায় ও ধর্মালোচনায় প্ররোচিত করিবেন, এবং আপনিও অন্য সকলের মত এক জন চিন্তাশীল বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির পক্ষে কিছু কার্য করিবেন। যিনি এই কার্য করেন তিনি অগতের অবস্থাই কিছু কার্য করিলেন বলা হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া প্রচার কখনই কোন মনুষ্যের সমস্ত জীবনের একমাত্র কর্ম হইতে পারে না। সুতরাং ‘প্রচারক’ ইহা একটি ‘নাম’ নহে—ইহা ‘বর্ণনা’ নামও নহে—ইহা কেবল ক্রিয়ামিত্ত শব্দ—সে ক্রিয়াপনও ব্রাহ্মধর্মে বল পূরক খাটাইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃহৎ নর, সে কখন ব্রাহ্ম নর, যে বৃহৎ অন্যের উপর শ্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণের ভার নিষ্ক্ষেপ করে, সে বৃহৎ নর। ব্রাহ্মে যে প্রচারার্থ গমন করা সে কেবল অপর ব্রাহ্মের তৎকার্যে মনোযোগ করেন না বলিয়া নতুবা প্রকৃত অর্থে (আমি অন্য এক স্থানে যেমন বলিয়াছি) অত্যন্ত ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক; উহার আশায় আর বাহ্য চর, তাহা অসাম্প্রদায়িক। আমি বলি সকল ব্রাহ্ম এই বিষয়ে আপনাদের কর্তব্য বুঝিয়া কার্য করুন। আমরা অন্যের দানের উপর নির্ভর না করিয়া আপনাদের প্রয়োজিত্ত অর্থে পরিবার প্রতিপোষণ করি এবং পুত্র কন্যা ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর সহিত ধর্ম চিন্তা করিয়া যত্নে দিন বাপন করি। ইহার পর আমাদের আর সুখ নাই। প্রচারক বলিয়া কোন উচ্চ অধিকারের বা কোন মহত্ত্বের জ্ঞাতিতে আমরা ভুলিতে পারি না।

### ব্রাহ্ম পরিবার।

অনেক দিন অবধি এই কথা শুনিতেছি এবং ইহার জন্য অনেকের মধ্যে এক প্রকার টানটানিও দেখিতেছি কিন্তু এপর্যন্ত ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি একবার লিখিয়াছিলাম “বাঁহারা ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের সমষ্টি একটি ব্রাহ্ম পরিবার। এই পরিবারই লোকগণ যে একত্রে বসতি করিতেছেন,

তাহা নহে; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের নিবাস। যতই পরস্পরের নিকট তাঁহারা বসোচিত রূপে পরিচিতও নহেন। কিন্তু তাহাি তাঁহারা এক পরিবার।” ইহা ভিন্ন কেবল বল দেশের লোকদিগের মধ্যে বশী ব্রাহ্ম পরিবার কেমন করিয়া গঠিত হইবে এবং যে ব্রাহ্মের এক পুত্র ব্রাহ্ম, অপর পুত্র নাস্তিক, শ্রীর সর্ব বস্ত্রে ভূতমস্ত্রে ও মৈবজ প্রভৃতির সিদ্ধান্তে বৎপারো-নাস্তি বিশ্বাস, কন্যা বামীর মতাত্মসারে দিন দিন মত পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার পরিবারকে কি ব্রাহ্ম পরিবার বলা হইতে, তাহা আমার বুঝিতে আইসে না। তবে বাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রাহ্মধর্ম বলেন অথবা “অসম্প্রদায়িক সম্প্রদায়” বন্ধন করিতে আনেন, তাঁহারা বাহা ইচ্ছা করিবেন করিতে পারিবেন; কিন্তু কখনই ব্রাহ্মধর্ম কাহারো মুক্তি বৎপত্ত হইয়া থাকিবে না। যদি নিভাত তাহাই হয়, ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মধর্ম থাকিবে না। উহার নাম যদি এই রূপে দত্ত হয়, হটক, ব্রাহ্মধর্ম অন্য নাম লইয়া অথবা নাম বিহীন হইয়া সর্ব সাধারণ মনুষ্য মান্তেরই ক্ষমতে ধর্মের মহাকল উৎপন্ন করিতে থাকিবে।

### শ্রী জাতির অধিকার,—শ্রী বাধীনতা।

একশ্রে শ্রী বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, সমুদায় বশীর সমাজেরই—অথবা সমুদায় সভ্য সমাজেরই আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিতে; ব্রাহ্মগণ এবিষয়ের মত ভেদে দুই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছেন। শ্রীদিগের প্রকাশ্যে জগৎ সমস্তে আমি এক স্থানে বলিয়াছি “আমাদের শ্রীলোকেরা যদি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া সভ্য লোকের ন্যায় বামীর বামপাখা শোভাযুক্ত করেন, তাহাই বা কেন অবাক্তনীয় হইবে? কিন্তু যথেষ্টাচারের সহিত আমাদের সমুদায় সংগ্রাম।” আমার বোধ হয় শ্রীদিগের যথেষ্টাচারিতাই কি ব্রাহ্মসমাজের কি সমুদায় বশীর সমাজের কি সমুদায় পুরুষসমাজের ভয়। আমি শুনিয়াছি কোন কোন ইংরাজ ও স্বাভাৱী শ্রীদিগের যথেষ্টাচারিতার উৎপীড়িত হইয়া আমাদের শ্রীদিগের অবস্থাকে অনন্যাজের দললকর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপে যথেষ্টাচারিনী না হইয়া যদি এদেশীয় শ্রীগণ বর্ধা বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তাঁহারা বাহা চান করুন, কাহারই চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না। আমি আরো বলিতে পারি তাঁহারা লোকের প্রভাব পাওঁ হইবেন। ভাল পদার্থে কাহার অরুচি? তাহার প্রমাণ, ভিন্ন সংস্কারের অনন্তমত হইলেও কলিকাতার সুনির্ভল সুবাহু কলের জল কত দিন

অব্যবহৃত হইয়া রহিল। কিন্তু খ্রীদিগের স্বাধীনতার কার্য কিরূপ হওয়া উচিত? তাহা নারী-প্রকৃতি-ভিত্তি আন্দোলন দ্বারা স্থির হইবে। যদি নারীদিগকেই তাহা স্থির করিতে দেও তাহা হইলে পুরুষদিগের এক গোলাবোণ করিতে হয় না। খ্রীষ্টাও যে তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া না লইয়াছেন এমন নয়। এক কাল নরুবা জাতির জর্জ ভাগ খ্রী জাতি যে (পক্ষান্তর অঙ্গের ন্যায়) নরুবাৎ বিবীন হইয়া পড়িয়া আছে ইহা অতি অসম্ভব কথা। সৃষ্টি কালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছে যে সমুদায় বন সাহস ও কঠিন পরিশ্রমের কার্য পুরুষগণ ও অপরাপর সুসম্পাদ্য সহজ কার্য সকল খ্রীগণ করিয়া থাকেন। তাহাই স্বভাবানুযায়ী। পুরুষগণ বৃদ্ধ বিয়হ, রাজ্যশাসন ও দেশ বিদেশে গিয়া বাণিজ্য কার্য নির্বাহ করেন, খ্রীগণ নিজ নিজ পরিবারের স্ফল্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উত্তর পক্ষের কার্যেরই সমান গুরুত্ব, ও সমান মর্যাদা। পরন্তু এই কার্য ক্রমে পুরুষদিগের সর্বদা রাজদ্বারে ও দেশ বিদেশে এবং খ্রীদিগের অন্তঃপুরে থাকা ঘটয়া থাকে। আশায় দেখ; সংসারের কার্য খ্রী ও পুরুষ পরস্পরের সাহায্য দ্বারা নির্বাহ করে, এইরূপত খ্রী ও পুরুষের সহজ। চিক এইরূপেই সংসারের কার্য হইতেছে। সময়, অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে সংসারে যখন যে কার্য আবশ্যক হয়, তাহার কিছুই পড়িয়া থাকে না, হয় খ্রী না হয় পুরুষ তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। এইরূপে এক কাল কার্য করিতে করিতে খ্রী ও পুরুষ আপন আপন শক্তি অনুসারে সংসারের কার্য ভাগ করিয়া লইয়াছে। ইহাতে যে কেবল এই সকল কার্য নির্বাহ পক্ষে সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে, সংসারের একটী সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য দাঁড়াইয়াছে। কোন কার্য খ্রীগণ অধিক পারেন, এবং তাহাদিগকেই তাহা শোভা পায়, কোন কার্য পুরুষের সাধ্য ও তাহাকেই শোভা পায়, তদ্বিত্তর পক্ষে তাহা ভালও হয় না, শোভাও পায় না। এই জন্য কি খ্রী কি পুরুষ বাহ্যর দোষে অন্যন্তর পক্ষকে আপনায় শক্তি ও অধিকার বহিষ্ঠুত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া জনসমাজের অপূর্ণতা ও অসৌষ্ঠব সংঘটন করিতে হয়, তাহাকে নিব্বনীয় হইতে হয়। তাহার প্রমাণ, কোন স্থানে খ্রীদিগকে মাটিকাটা প্রকৃতি কঠিন পরিশ্রম করিতে দেখিলে কে সেই দেশের ব্যবস্থাকে অথবা সেই খ্রীর নিয়োক্তা পুরুষকে বোঝ না গিয়া থাকিতে পারেন? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া চলিলে খ্রী ও পুরুষকে কোন প্রকারে স্বাধীনতা-বোধ-ভাবিত-প্রাণি ভোগ করিতে হয় না। তবে এক্ষণে সময়ের

গতিতে কতকগুলি কার্য এমন উপস্থিত হইয়াছে বাহা কুলেতেই অসৌষ্ঠব অনুভবনক ও নরুবার স্বভাববিরুদ্ধ ও সামাজিকতা বিরুদ্ধ। তাহাও কাল ক্রমে আসিয়াছে—কালোতে চলিয়াও বাইবে। তাহার সংশোধন অন্য নিষ্ঠা নিষ্ঠা চীৎকার উত্থিত হইতেছে। এখন পুরুষকে এই সকল কার্যে আপাততঃ লিপ্ত হইতে হয় বলিয়া খ্রীদিগকেও কি ইচ্ছাপূর্বক তাহার অংশভাগী হইতে হইবে? পুরুষে বন্দ কর্তব্য করে বলিয়া খ্রীদিগকেও কি তাহা করিতে হইবে! এই কি খ্রীস্বাধীনতার পন্থা? পুরুষগণ কতকগুলি অস্তঃ-স্বাভাব্য অপমার্গ বিষয়ে প্রেলু হইয়া প্রস্তাবিত হয় বলিয়া খ্রীদিগকেও কি সেইরূপে প্রেরিত হইতে হইবে? আবার বিবেচনায়, পুরুষের অবস্থা ক্রমে সহজ ও তাহার প্রকৃতি সন্ত হইয়া আনন্দ এবং তাহাও পুরুষ-পক্ষপাতী না হইয়া; দাঁকিয়া সহকারে খ্রীদিগের মুখ হৃদয়ে সমুচিত সহানুভূতি প্রকট, তাহা হইলে খ্রীদিগের ঐক্য অসম্ভব কালমাত্র বিষয় অস্পষ্ট থাকিবে। তদ্বিত্ত জনসমাজের যন্ত্রণের সম্ভাবনা কি? পরন্তু দেখা বাইতেছে যে এক্ষণে খ্রীগণ এক্ষণে যেভাবে যে প্রণালীতে ও যে অবস্থায় সংসারের অবস্থান করিতেছেন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার অসম্ভব নই বিদ্যমান থাকিবে।

এক্ষণে খ্রীদিগের তাজিবার ও গতিবার অনেক ক্রিন্স আছে। পরন্তু তৎপূর্বে যন্ত্রণার যথায় প্রকৃতি কিরূপ ও তাহার অবস্থা কি রূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে খ্রীর অবস্থা কত দূর উপযুক্ত ও পুরুষের অবস্থা কত দূর উপযুক্ত—খ্রীর কত অত্যাচার পুরুষের কত অত্যাচার দেখিতে হইবে। এক এক স্থানের সমুদ্রপ্রমাণ জনগণি যখন করিয়া সম্ভাব্যত ভাঙ করিতে হইবে।—নরুবা প্রকৃতির স্বার্থ খ্রী ও শোভা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে না করিয়া “নে বাহা হউক, পুরুষে বাহা করে খ্রীকে তাহা করিতে দিবে কি না” এই বলিয়া বিতর্ক করিতে খ্রীদিগের স্বার্থ অধিকার নির্ণয় হয় না এবং সেরূপ আন্দোলনে কিছুই মঙ্গল নাই।

১৩ আষাঢ় ১৭২৪ শক।

শ্রী ইশানচন্দ্র বসু।



ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডিড।

মান্য আশুত বানু অন্নদাশ্রম বন্দোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর

চাইকোটের উকীল

লডিপাড়া রোড নং ৯,

" " " বামচরণ যুথোপাধ্যায়  
বলরাম বহুর ঘাট রোড নং ১১,

" " " উমেশচন্দ্র মিত্র  
পোর্টকমিং কোং মেনেজার  
পদ্মপুত্র রোড নং ৭,

" " " মহেশ চন্দ্র চৌধুরি  
চাইকোটের উকীল  
পদ্মপুত্র রোড নং ১১,

" " " রমেশ চন্দ্র মিত্র  
চাইকোটের উকীল  
পদ্মপুত্র রোড নং ৭,

" " " উমেশ চন্দ্র বসু  
বলরাম বহুর বাড়ি নং ১৭,  
সর্ব সাধিক ভবানীপুর  
মহাশরণ সন্ন্যাস

লিখিতঃ জিদেবেজা নাথ ঠাকুর  
পিতার নাম এদ্বারকা নাথ ঠাকুর  
সানিক সহর কলিকাতা ঘোড়াসাঁকো  
এ জিদেবেজা চট্টোপাধ্যায়  
পিতার নাম এশিবদাসচরণ চট্টোপাধ্যায়  
এ জিদেবেজা মোহন চট্টোপাধ্যায়  
পিতার নাম এরাধামোহন চট্টোপাধ্যায়  
এ জিগোবিন্দ্রপ্রসাদ বসু  
পিতার নাম এচণ্ডীচরণ বসু

সর্ব সাধিক ভবানীপুর  
ডিহি পঞ্চরগ্রাম  
সবডিউকট আলিপুর.

জিদেবেজা নাথ ঠাকুর  
নং জিদেবেজা চট্টোপাধ্যায়  
জিদেবেজা মোহন চট্টোপাধ্যায়  
জিগোবিন্দ্রপ্রসাদ বসু

কম ট্রস্টডিড পরদিনঃ কাঁচাধাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী সবডিউকট আলিপুরে  
সানিক ডিহি পঞ্চরগ্রামের চক্রবেড় ডাক ভবানীপুর গ্রামে ইতি পূর্বে এশম্ভনাথ পণ্ডিত ও  
একাশিশ্বর মিত্র ও এহরিশচন্দ্র যুথোপাধ্যায় ও এপ্রসন্নকুমার যুথোপাধ্যায় ও এশ্রীমানচন্দ্র হালদার  
ও এজলাসনাথ মল্লিক ও অপনারা বানু অন্নদাশ্রম বন্দোপাধ্যায় ও বানু বামচরণ যুথোপা-  
ধ্যায় ও বানু উমেশচন্দ্র মিত্র ও বানু উমেশচন্দ্র বসু ও আমরা জিদেবেজা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভবানী-  
পুর নিবাসীগণ একত্রিত হইয়া ঈশ্বর আলোচনা উদ্দেশে প্রথমত জ্ঞানপ্রকাশিকা নামক সত্তা সন  
১২৭৯ সালের ৯ই আষাঢ় তারিখে সংস্থাপন করার কিয়দ্বিবস এই সত্তা এশম্ভনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের  
করায়ার বাটীতে সাপ্তাহিক প্রতি সোমবার সন্ধ্যার পর নিয়মিত উপাসনা কার্য তগবৎগীত  
এ বৈদ্য পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও সংগীতাদি কার্য নির্বাহ হইত কিয়দ্বিবস পরে আমি জিদেবে-  
জা নাথ ঠাকুর একাশিশ্বর মিত্রের প্রযত্নে এই সত্তা হইয়া ঘোড়াসাঁকো (আদি) ব্রাহ্মসমাজের নিয়-  
মাম্বসারে উপাসনাদি কার্য নির্বাহ হওনের এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই সত্তা ভবানীপুর ব্রাহ্মস-  
মাজ নামে বিখ্যাত করার প্রস্তাব করার তৎকালের সত্তা সংস্থাপকগণ সম্মত হইলেন, পরে বহু যত্নে ও  
কৌশলে চক্রবেড় গ্রামে জীযুক্ত তারকনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট সম্মত কাঠী হুদী এক শত টাকা  
পাশে চিবস্তারী মকররী পাট্টা লওনের কথা স্থির হইয়া এই সত্তা সংস্থাপকগণের মধ্যে ভবানীপুর  
নিবাসী এহরিশচন্দ্র যুথোপাধ্যায় ও এপ্রসন্নকুমার যুথোপাধ্যায় ও জীযুক্ত বানু বামচরণ যুথোপাধ্যায়  
ও জীযুক্ত বানু উমেশচন্দ্র মিত্র ও জীযুক্ত বানু উমেশচন্দ্র বসুরমিগকে টুটী দ্বিত্ব করায় তাঁহারা  
এবং আমরা তাঁরা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নামে এই জমি এক শত টাকা পণ  
বিধি বার্ষিক বার টাকা জন্মায় চিবস্তারী মকররী পাট্টা লিখিত পঠিত হইয়া তাহা রেজেক্টর হও-  
নাস্তর উক্ত জমি দখল লওয়া হয়, অনন্তর তাঁহারা এবং আমরা এই তাঁদের ঠাকুর প্রথমত একহাজার  
একতালী পাকার ঘব প্রায়ত করি পরে সন ১২৬০ সালের আষাঢ় মাহার এই নিয়ম স্থির হয় যে  
কলিকাতা (আদি) ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা কার্য নির্বাহ হয় সেই প্রণালীতে এখা-  
নন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য নির্বাহ হইবে, পরে জ্ঞান প্রকাশিকা সত্তা নামের পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজ  
নাম করণ হইয়া তদনুসারে অত্র সমাজে এই নিয়ম বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম উপাসনাদি কার্য এই নিয়মে চলিতে  
আরম্ভ হইল পরে সন ১২৬১ সালের আষাঢ় মাহার দ্বিতীয় সাবৎসরিক সত্তা উপলক্ষে হুতম গৃহে

এবেশ করিয়া এই পূর্বমত প্রাণীরা ক্রমে এ বাবৎ ব্রহ্ম উপাসনা কার্যাদি এই নিয়মে চলিয়া আসি-  
তেছে কিন্তু আশাদিগের পূর্বোক্ত টুর্কিডাউ এহিমত প্রাণীরা যথোপাধায়ে নিকট ছিল তাঁহার পর-  
লোক প্রাপ্ত হওয়ার এই ভিত্তি এইকণে কোথায় আছে তাহা সম্বন্ধে পাওয়া যায় না উক্ত ডাউ  
রেজেক্টরি না থাকে এযুক্ত তাহা পাইবার কোন উপায় নাই এবং টুর্কিদিগের মধ্যে দুই জন পর-  
লোক গমন করিয়াছেন এক জন কোথায় আছেন তাহা আমরা জানি না অতএব এই সমাজের কার্য  
ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সকল অপর কতক গৃহীত ও অগম্য হইতে না পারে  
এবং আশাদিগের উদ্দেশ্যের অর্থাৎ পূর্বমত উপাসনাদি কার্য প্রাণীরা পরিবর্তন বা বাধ্যত  
হইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে জীবিত টুর্কিদিগের সহযোগী টুর্কী নিযুক্ত করিয়া হুতন টুর্কিডাউ  
নিধিরা দেওয়া যুক্তি যুক্ত হওয়ার আশাদের বহু ও তাঁদের টাকার এই সমাজ গৃহ প্রস্তুত হওয়ার  
এবং আমরা পূর্বাবধি এই সভার সংস্থাপক বর্তমান থাকিব এবং আশাদের সত্তা সংস্থাপক সমস্ত  
আপনাদিগকে টুর্কী নিযুক্ত করিয়া এই টুর্কী সম্পত্তির মূল ২০০০ দুই হাজার টাকা পরিমাণে এই  
টুর্কিডাউ লিখিয়া দিতেছি যে তাঁদের লিখিত প্রাণীমত এইকণে আপনাবা ও পরে আপনাদিগের  
জলাভিবিভক্তগণ এই সভার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা ও ঈশ্বর আরাদনার প্রাণীরা পূর্বমত নির্বাহ  
হওয়ার্থ যথাযোগ্য মনোযোগী হইয়া এই সকল কর্ম সম্পাদন করিবেন।

১। চক্রবেদান্ত ভিন কাঠা ভূমি বাহার চৌহদ্দী দক্ষিণ এদেননারায়ণ বর্মনের বসত বাড়ী,  
পূর্ব তারক মাথ বঙ্গোপাধারের প্রজাগণের বাস্তা, পশ্চিম এতন্নরচরণ সবকারের ভাড়াটিয়া  
বাড়ী, উত্তর সবকার রাস্তা, এই চৌহদ্দীর মধ্যেস্থিত যে ভূমি উপর ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পাকা ঘর  
বাহা রাস্তা দ্বারা আমরা প্রস্তুত করিয়াছি এই ইমাবত কেহ কোন রকমে ঘাট বা হস্তান্তর করিতে  
পারিবেন না বরং সময়ে সময়ে বেরামতাদির প্রয়োজন হইলে তাহার বহুর টাকা আপনাদি  
চাঁদ দ্বারা উঠাইয়া আপনাদিগের বিবেচনা মতে ও অর্থের সংস্থানান্তর সাধে বেরামতাদি কার্য কবি-  
বনের তদ্বিষয়ে অন্যের হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকিবেক না সগন এই বেরামতাদি কার্য প্রয়োজন হইবেক  
সভার নিয়োজিত কর্মচারী সময় মতে আপনাদিগকে লিখিত আবেদন পত্র দ্বারা জানাইবেন।

২। এই সমাজ গবের তলস্থ পাট্টাই ভূমীর খাজনা সময় মতে দেওয়া হইতেছে কি না এই সভার  
কর্মচারী সর্বদা তাহার অনুসন্ধান করিবেন এবং তিনি পাট্টার লিখিত খাজনা নিয়ম মতে দিবেন কেনল  
আপনাদি এই সকল কার্য সূচক রূপ নির্বাহ হইতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং  
জনাই প্রতি কোন রকমে বাধ্যত না জন্মে তাহাতে মনোযোগী থাকিবেন।

৩। এই সমাজ ঘরের স্থাবর সম্পত্তি দেওয়ালগিরি ও সেজ ও পাগা এবং বেঞ্চ ইত্যাদি  
দ্বারা আছে ও তবিষাতে বাহা প্রয়োজন হইবেক তাহা এই কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেন কিন্তু  
তৎসম্বন্ধে যখন বাহা অবশ্যক হইবেক এই কর্মচারীর সম্মত মতে আপনাদি বাহা বিবেচনা করিবেন  
এই কর্মচারী তাহা সম্পাদন করিবেন।

৪। সমাজে যে সকল ব্যক্তি সভা প্রার্থীতে নিযুক্ত হইবেন ও নিয়মিত দাতব্য দিবেন তাহার  
আর ও বায়ের হিসাব এই কর্মচারী সমাধা করিবেন তাহার নিকট বাৎসরিক আর্থ ও বায়ে নিকাশ  
আপনাদি লইয়া আপনাদিগের বিবেচনা মতে সাধাবধের গোচরার্থে সাধারণ সভায় অথবা  
পুস্তকাকারে মুদ্রিত কিঞ্চি কোন প্রকাশ পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৫। যে কোন ব্যক্তি সভা প্রার্থীতে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন সমাজের নিয়ম সমস্ত অবগত  
হইয়া মাসিক ত্রান কম্পে চাঁদ দাতব্য দিলে সম্পাদক তাহাকে সভা প্রার্থীতে নিয়োজিত করি-  
বেন কিন্তু কোন সভা বা সভাগণ একত্রিত হইয়া আপনাদিগের নিজাভিপ্রায়ে বলবৎ করণ জন্ম  
সমাজের কার্যের বা প্রবোধ অথবা ঈশ্বর আরাদনার প্রাণীরা প্রতি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না  
তাঁহার নিয়ম মতে সভা হইয়া সমাজের নিয়মান্তর সাধে ঈশ্বর আরাদনা করিবেন এবং নিয়মিত  
কার্যের ব্যতিক্রম ঘেঁষলে আপনাদিগকে জানাইতে পারিবেন।

৬। এই সমাজের সম্পত্তি কাহারও নিজ সম্পত্তি নহে এবং কাহারও দেশীয় তাহা জেক  
বা নিলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক না কেহ কোন গতিতে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না করিলেও  
তাহা প্রাপ্ত হইবেক না যদি এই সমাজ সম্বন্ধে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের প্রয়োজন হয় তাহা আপ-  
নাদিগের অথবা আপনাদিগের জলাভিবিভক্তগণের নামে হইবেক এবং সমাজের বাহাতে কোন রকমে  
খণ বা হয় তাহার প্রতি আপনাদি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। উত্তর কালে আমরা অথবা মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কোন গতিতে অস্থায়িত বা অবর্তমান  
হইলে এই ডিডের নিয়মান্তর সাধে বর্তমান টুর্কী অথবা টুর্কীগণ অপর টুর্কী নিযুক্ত করিতে পারিবেন  
কিন্তু আপনাদি সকলে বর্তমানেও প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত হইলে অপরকে সহকারী বা অতিরিক্ত  
টুর্কী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এই সমাজ সম্বন্ধে টুর্কী যিনি যখন নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদিগের  
ক্ষমতা ব্যতীত অপর কোন সভার মাসিক বা বার্ষিক কিছু দাতব্য দান করা বলিয়াই সমাজের  
কোন অংশে ক্ষমতা রহিল না তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের দাবি থাকিল না।

৮। সমাজের সম্পাদক বা অপর কর্মচারী পরিবর্তন করা আপনাদিগের ক্ষমতার রহিল তদ্বিষয়ে  
অপর কেহ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

১। সমাজ গৃহে আপনারা কোম দৃষ্টি বস্তুর অথবা কোম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে দিবেন না ব্রহ্মোপাসনার সময় অন্য বর্ষাক্রান্ত সম্রাদার বিশেষের বিচ্ছেদ দিলা করিয়া বক্তৃতা কি গান করিতে কাহাকেও দিবেন না এই সমাজ গৃহে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় জগৎ পিতার উপাসনা অত্র সমাজের নিয়মাবলীতে হইবেক এবং প্রেম বর্ষাচার দিষ্টা দৌকর্য সমসৎ এবং নামক কারিত পরম্পরের ত্রাতৃ ভাব সংস্থাপন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে দিবেন।

২। সম ১২৫০ সালের আষাঢ় মাসের অত্র সমাজ বৎকালে কলিকাতা (আদি) ব্রাহ্মসমাজের সহিত ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে যোগ হইয়াছিল তৎকালে উক্ত সমাজের মূল আত্মবর্ষ এবং সেই ব্রাহ্মবর্ষের বীজ এই

প্রথম—পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন অন্য আর কিছুই ছিল না তিনি এই সম্রদার সৃষ্টি করিলেন।

দ্বিতীয়—তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিরন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাঙ্গ, নিরবয়ব, নির্জিকাং, একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, কাহারও সহিত তীহার উপমা হয় না।

তৃতীয়—একমাত্র তীহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

চতুর্থ—তীহাকে প্রীতি করা এবং তীহার প্রিয় কার্য সাধন কবাই তীহার উপাসনা।

এই ব্রাহ্মবর্ষের বীজ ও উপাসনা প্রণালী আপনারা কাহাকেও অত্র সমাজে পরিবর্তন করিতে দিবেন না।

৩। নিয়মিত কার্য সম্বন্ধে যে সকল বিধি অত্র ডিডেন্সা হইল না সেই সকল নিয়ম আপনাদের অধিকাংশের মতে হইবেক এতদ্বর্ষে টুইটীড পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সম ১২৭১ সাল তারিখ ৭ জ্যৈষ্ঠ

মরুম্মা

জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম

হাল সাক্ষিক তবানীপুর।

ইসাদি।

জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম  
হাল সাক্ষিক তবানীপুর। হাল সাক্ষিক তবানীপুর। হাল সাক্ষিক তবানীপুর। হাল সাক্ষিক তবানীপুর।

## আয় ব্যয়।

১৮৭১ সাল, তারিখ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১২ (৫)
পূর্বকার দ্বিত	...	৪১৭ ৬১০
সমষ্টি	...	৭২৯ ৬১৫
ব্যয়	...	২৮২ ১/৫
শিষ্ট	...	৪৪৭ ১০/১০

### আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭১ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২৭ ১৮/৫
পুস্তকালয়	...	৭ (১০)
যন্ত্রালয়	...	৬ ৫
গচ্ছিত	...	১৫ ১/১০
সমষ্টি	...	৩১২ (৫)

### ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫১/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০২ ৬০/১৫
পুস্তকালয়	...	২১/১০
যন্ত্রালয়	...	৫৭ ১৮/১৫
গচ্ছিত	...	৫ ১০
সমষ্টি	...	২৮২ ১/৫

মাস প্রাপ্ত।

অনুভূত চন্দ্রসেখর বসু	...	২০
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	...	১০
" জ্ঞানদিত্য ও ত্রাতৃগণ	...	৩
" অমৃতলাল দে	...	২
" মধুলামোহন মুর	...	২
" অদ্বৈতচরণ রায়	...	২
" রামজীবন ঘোষ	...	২ ৮
" হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২
" হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২
" লারদাশ্রম চৌধুরী	...	১
" গোপালচন্দ্র সরকার	...	১
দানাদারে প্রাপ্ত	...	৮ ৫

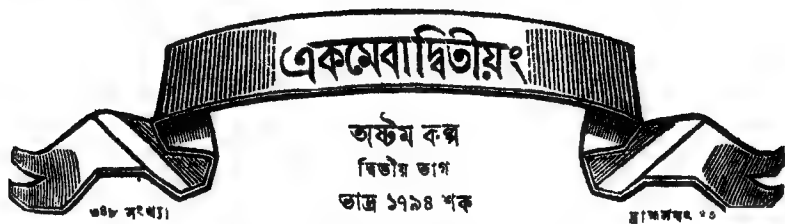
শ্রুত কর্তৃক দান।

অনুভূত চন্দ্রসেখর বসু	...	১০
সমষ্টি	...	১৭১ ৫

জ্ঞানসিদ্ধবর্ণ সেম ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভূমিকাভা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অত্রি মাসিক মূল্য তিন টাকা। ভূমিকাভা মাসিক হয় আনা।  
মসং ১৯২৮। কলিকাতা ৪৭৭২। ১ জানুয়ারি মোমবার।



# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

একমাত্রমিত্রমএকমাত্রমিত্রম সর্বমঙ্গলং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমসং শিবং স্বতন্ত্রমিত্রমসংস্কৃতং ।  
একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্ববিদ্যুৎ সর্বমিত্রম সর্বশক্তিম্ । তদেব পূর্বমভিমানমিতি । একমাত্রমিত্রমসংস্কৃতং  
পারিত্রিকমৈত্বিকম্ সত্যমবিত্তম্ । তদ্বিন্ অতিশয়মিত্রমব্যাসংসংস্কৃতম্ তদুপাসনমবিত্তম্ ।

## উপদেশ ।

ঐযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক  
বিস্তৃত ।

২৯ টি বঙ্গবর্ষ ১৭৯৩ শক ।

সত্যম্বেদ ত্রয়ং বস্য দয়া দীনেষু সর্বদা ।  
কামক্ৰোধো বসে বস্যা তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥  
ব্রাহ্মধর্ম ২য়, ৬ম ধার ।

সত্যই যাঁহার ব্রত ও সর্বদা দীনেতে  
যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশী-  
ভূত, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ।

ঈশ্বর সত্য স্বরূপ । সত্য হইতে ঈশ্বর  
ভিন্ন নহেন এবং ঈশ্বর হইতেও সত্য একটি  
ভিন্ন পদার্থ নাই । ঈশ্বরই সম্পূর্ণ রূপে  
সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন, তিনি ভিন্ন আর  
কিছুই সম্পূর্ণ সত্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে  
না, কারণ সত্য ও নিত্য একই পদার্থ ।  
ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং তিনিই সত্য স্বরূপ ।  
জগতের মধ্যে জড় ও চেতন, এই দুই প্রকার  
মাত্র পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় ।  
ইহার মধ্যে কোন কোন বস্তুর কোন কোন  
অংশে সত্যের সহিত একতা দেখিয়া তাহাকে  
সত্য মনে করা যায়, অথচ তাহা সম্পূর্ণ সত্য

নহে, আপেক্ষিক সত্য; কারণ তাহা অনিত্য,  
ভাঙ্গার আদি আছে, অন্ত আছে । কিন্তু  
ঈশ্বর মূল সত্য, ভাঙ্গার আদি নাই, অন্ত  
নাই, পরিমাণ নাই । তাঁহা চইতে আর  
আর সকল সত্য নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই  
অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে । তিনি আদি-  
সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম  
সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন ।

জড় বস্তুর অস্তিত্ব এবং জীবাত্মার চেতন  
শক্তি দেখিয়া আমরা তাহারদিগকে সত্য  
মনে কবি, কিন্তু কি জড় কি জীব চেতন,  
এ সমুদায় বস্তুরই আদি আছে, অন্ত আছে,  
পরিমাণ আছে । দেশ, কাল ও গুণ  
ইত্যাদি সকল বিষয়েই জড় ও জীবাত্মার  
সীমা করা যায়, সুতরাং জড় ও চেতনময়  
এই সমুদায় জগৎই আপেক্ষিক সত্য, কেন  
না অস্পকাল-স্থায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘ কাল  
স্থায়ী বস্তু কতক অংশে সত্য রূপে প্রতীত  
হইয়া থাকে; যেমন জড় বস্তু অপেক্ষা জ্ঞান-  
বান্ বস্তু সত্য—অচেতন বস্তু অপেক্ষা  
চেতন বস্তু সত্য । কিন্তু যিনি অনাপ্যনন্ত  
কুটস্থ নিত্য, তিনিই সম্পূর্ণ পারমাণবিক  
সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন । অতএব এই জড়

চেতন বিশিষ্ট সমুদায় জগৎ-সংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলা যাউতে পারে, কিন্তু নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরই সম্পূর্ণ কুটম্ব সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন।

সত্য পদার্থ তিন প্রকারে প্রতীত হয়; প্রাতিভাসিক সত্য, আপেক্ষিক সত্য ও কুটম্ব সত্য। রজুতে যখন সর্প ভ্রম হয়, সেই ভ্রম কালে সেই সর্পকে অসত্য জ্ঞান হয় না, সত্যই বোধ হইয়া থাকে, কারণ সত্য সর্প দর্শনের ন্যায় ভ্রমদর্শনে ভয় ও পলায়ন প্রভৃতি সম্ভব হয়, অতএব সেই যে সত্য, তাহার নাম প্রাতিভাসিক সত্য, তাহা কেবল প্রতিভাস মাত্র, বস্তুতঃ তাহা সত্য সর্প নহে, কেবল সত্য সর্পের প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিরূপ মাত্র ভ্রম বশত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অপেক্ষাকৃত সত্যও নহে এবং নিত্য সত্য বস্তুও নহে, সুতরাং তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য।

আর যাহা অসম্পূর্ণ স্বায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহার নাম আপেক্ষিক সত্য, যেমন ঐন্দ্রজালিক বস্তু অপেক্ষা ব্যাবহারিক ঘট পটাদি বস্তু সত্য, কিন্তু তাহা রজু সর্পের ন্যায় প্রতিভাস মাত্রও নহে এবং নিত্য সত্য বস্তুও নহে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তু বলিয়া তাহাকেই আপেক্ষিক সত্য কহা যায়।

আর যাহা নিত্য সিদ্ধ সত্য বস্তু, যাহা সর্বকাল সমান রূপে ও পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা ক্ষয়োদয় রহিত, তাহারই নাম কুটম্ব সত্য; তাহা ঈশ্বর তিম আর কিছুতেই সম্ভব হয় না।

‘সত্য যে বস্তু, তাহা কখন মৃত জড় বস্তু নহে, সুতরাং অমৃত চেতা ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহা কখন অনিত্য বস্তু নহে, অতএব নিত্য ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহার কখন পরিবর্তন হয় না, অতএব

অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু তাহা দেশ কালের পরিক্লেমা নহে, অতএব অপরিণামী ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু তাহা অপূর্ণ নহে, সুতরাং পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহা আশ্রিত ও পরতন্ত্র নহে, অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বরই সত্য বস্তু।” তিনি “সত্যমে-বায়তনং” “সত্যস্য সত্যং”

ঈশ্বর যদি সত্য স্বরূপ হইলেন, তবে সুতরাং যিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তিনি সত্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। ঈশ্বরকেই তিনি সত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তিনি মনেতে তাঁহারই আলোচনা করিবেন, বাক্যেতে তাঁহাকেই ব্যক্ত করিবেন এবং তদনুযায়ী হইয়াই আচরণ করিবেন। মন, বাক্য ও আচরণকে সম্যক্ রূপে সত্যের অনুরূপ করিবেন, কদাপি মিথ্যাকে তাহার সহস্পর্শ হইতে দিবেন না। যেমন নির্মল জলে প্রতিবিম্বিত মুখ স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু জল অপরিষ্কৃত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট বা পরিষ্কৃত রূপে প্রকাশিত হয় না, তজ্জন মন, বাক্য ও আচরণ সত্য হইলে তাহাতে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পষ্ট প্রতীত হয়। “সত্যেন লভ্যন্ত-পসা জ্ঞেয় আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন”। সত্য কখন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

দীনের প্রতি সর্বদা দয়া প্রকাশ করা ঈশ্বরের একটি অভিপ্রেত প্রিয় কার্য, অতএব যিনি দীন দরিদ্রের প্রতি সর্বদা আন্তরিক ও বাহ্যিক দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি ধর্ম বিষয়ে দীন দরিদ্রের প্রতি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, জ্ঞান বিষয়ে দীন দরিদ্রের প্রতি জ্ঞান দান করেন, ধন বিষয়ে দীন দরিদ্রকে ধন দান করেন এবং অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ পথাদি বিষয়ে দীন দরিদ্রকে

বধা সাধ্য সে সমুদায় দান করিয়া থাকেন ; কোন লোকে তাঁহার অসন্তোষের কারণ বিদ্যমান নাই, তিনি তিন লোক জয় করিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন ।

কাম ও ক্রোধ এই দুইটী সকল রিপু হইতে প্রধান । ইহারদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে আর আর সকল রিপুকেই স্ববশে আনিয়ন করা সহজ হইয়া উঠে । নতুবা ইহারা প্রবল হইলে মনুষ্য নানাবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে । যিনি ইহারদিগকে বসতাপন্ন করিতে পারিয়াছেন, তিনি সকল লোকেই সমাদৃত করেন । অতএব কামকে জয় করিবার নিমিত্তে তাহার বিষয় হইতে চিন্তকে দূরে রাখিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্তে ক্ষমা অভ্যাস করিবেক ।

হে প্রব সত্য পরমেশ্বর ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার দুর্বলতা পরিহার করিয়া তোমার নিত্য সত্য স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত কর, আমার কু-প্রবৃত্তি সকল দমন কর, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে বিরত করিয়া নীচ কামনা হইতে দূরে রাখিয়া, তোমার প্রেমে আমাকে নিমগ্ন কর এবং তোমার প্রিয়কার্য সাধনে নিযুক্ত কর ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

## বৈদান্তিক মত ।

ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান ।

জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, তাহার কোন এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক করিবার কারণ ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন মাত্র । এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক করা যায়, যেমন অবয়ব, বিন্দু, তি, কার্য ও রণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই জানা যায় যে ঘট হইতে বস্ত্র একটী পৃথক বস্তু । এই জন্য বস্তু মাত্রকে লক্ষ্য

এবং আকৃতি বিন্দু, তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সকলকে লক্ষণ কহে । অতএব যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হয়, তাহার নাম লক্ষ্য, আর যে সকল চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা যায়, সেই চিহ্ন সকলের নাম লক্ষণ বলা যায় ।

এই লক্ষণ দুই প্রকার, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ । তাহার মধ্যে “স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপলক্ষণং” স্বীয় অবয়ব রূপ যে লক্ষণ, তাহার নাম স্বরূপলক্ষণ, যেমন বুকের লক্ষণ গলকয়ল, শৃঙ্গ ও অসংযুক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু বিশেষ, এবং অশ্বের লক্ষণ গলকয়ল রহিত, কেশরযুক্ত ও সংযুক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু বিশেষ ইত্যাদি, এই সকল লক্ষণ দ্বারা তাহারদিগকে পৃথক করা হইয়া থাকে । কিন্তু যদিও ব্রহ্ম “অল-ক্ষণমব্যপদেশাৎ” কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যাপ-দেশা নছেন, তথাপি তাহার স্বরূপ লোক-দিগকে বুঝাইবার জন্য সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয় মাত্র তাহার স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । আর তটস্থ লক্ষণ “ব্যবজ-ক্ষ্যাকালমনবস্বিতত্ত্বে সতি সদ্ভাববর্তকং তদেব” লক্ষ্যের সমান কাল বিদ্যমান না থাকিয়াও যে চিহ্ন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক করে, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ কহে । যেমন পক্ষি বিশিষ্ট গৃহ—যে গৃহের উপর পক্ষি বসিয়া আছে, এটী অগ্নকের গৃহ । এখানে পক্ষি রূপ চিহ্ন অন্য গৃহ হইতে ঐ নির্দিষ্ট গৃহটিকে পৃথক করিতেছে । যদিও ঐ নির্দিষ্ট গৃহটী যত কাল থাকিবে, পক্ষি তত কাল তাহার উপরে থাকিবে না, তথাপি পক্ষী এখানে ঐ নির্দিষ্ট গৃহের তটস্থ লক্ষণ হইতেছে । সেই রূপ “জন্মানাদ্য্য যতঃ” যাহা হইতে এই জগতের জন্ম হিতি তদ হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম ; এখানে যদিও জগতের জন্ম হিতি তদ ব্রহ্মের সমান কাল বিদ্যমান থাকিবে না, তথাপি তাহারদিগকে তাহার

তটস্থ লক্ষণ বলা যায়। অতএব যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম হইতেছে, সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, এক, অখণ্ডীয়, নিরবয়ব চৈতন্যই ব্রহ্ম ইহা সিদ্ধ হইল।

বস্তুর স্বরূপ জানিবার নিমিত্তে বোধ্য হইয়া প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যে সকল সাধন দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানা যায়, তাহা-দিগকেই প্রমাণ কহে। যথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, উপমান প্রমাণ, আগম প্রমাণ, অর্থাপত্তি প্রমাণ এবং অনুপলব্ধি প্রমাণ। তাহার মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ,— অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়—জ্ঞোত্র, শ্রুত্ব, চক্ষু, জিহ্বা এবং শ্রোত্র, ইহারা জানেন্দ্রিয়, ইহাদের প্রত্যেক দ্বারা যে জানা হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অবগেন্দ্রিয় দ্বারা জানা জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অগ্নিহিত দ্বারা জানা জ্ঞান প্রত্যক্ষ, এই রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ ও শ্রোত্র প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের সাধন চৈতন্য, চৈতন্য বাতীত কোন প্রত্যক্ষই সাধিত হয় না। এই নিমিত্তে প্রত্যক্ষ হলে চৈতন্যকে তিন নামে বিভক্ত করিতে হয়, যথা—বিষয় চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য। যটাদি বিষয় হিত চৈতন্যের নাম বিষয় চৈতন্য, অন্তঃকরণ-বৃত্তিহ চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য বলে। অন্তঃকরণ বৃত্তি পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এবং অন্তঃকরণহিত চৈতন্যকে প্রমাতৃ চৈতন্য কহে। এই প্রমাতৃ চৈতন্যের সহিত প্রমাণ চৈতন্য সচকারে বিষয় চৈতন্যের একা হইলেই বিষয় প্রত্যক্ষ হয়। কোন বিষয় দর্শনের সময় সেই বিষয়ে চক্ষুঃ সন্নিবর্ত্ত হইলে অন্তঃকরণ সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন ঐ বিষয়হিত চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তিহ চৈতন্য এবং অন্তঃকরণহ চৈতন্য সুতরাং এই তিন চৈতন্যই একীভূত হইল। এই রূপ কোন শব্দ অবগণের সময় সেই শব্দ

জ্ঞোত্র সন্নিবর্ত্ত হইলে অন্তঃকরণ সেই শব্দাকারে পরিণত হয়, তখন ঐ শব্দহিত চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তিহ চৈতন্য ও অন্তঃকরণহ চৈতন্য সুতরাং তিনই একীভূত হইল। এই রূপ শ্রুত্ব, জিহ্বা ও শ্রোত্রের সহিত তাহারদিগের বিষয় সন্নিবর্ত্ত হইলে তিন চৈতন্যই একীভূত হইয়া বিষয় জ্ঞান হয়। এই রূপ পূর্বোক্ত স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্য জ্ঞান কালে সেই অর্থও চৈতন্যে অন্তঃকরণ সন্নিবর্ত্ত হইলে, তখন অন্তঃকরণ সেই অর্থও চৈতন্যাকারে পরিণত হয়, এবং অন্তঃকরণহ চৈতন্য, ও অর্থপ্রকার-বৃত্তিহ চৈতন্য এবং অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন চৈতন্য একীভূত হওয়াতেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

সামান্য বস্তুর সাক্ষাৎকার হইতে অর্থও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, অন্যান্য বস্তুর আকারে পরিণত অন্তঃকরণ বৃত্তিহ চৈতন্য বিষয় চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যেমন প্রদীপ প্রভা সূর্য্য প্রভাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্বয়ং কুণ্ঠিত হয়, সেই রূপ অর্থও ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণ-বৃত্তিহ চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া সুতরাং স্বয়ং কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্যাকারে পরিণত বৃত্তি ধারণ করিতে পারে বলিয়া অজ্ঞিতে উক্ত হইয়াছে যে, “মনসৈবেদমাণ্ড্যং” এবং অর্থও ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণ-বৃত্তিহ-চৈতন্য অর্থও ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারাতেই উক্ত হইয়াছে “বদনস্যা ন বদুতে” ইত্যাদি। পরম্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদক এই রূপ যত জ্ঞতি আছে, সমুদায়ই এই রূপে ঘোষণিত হইয়াছে।

বৰ্ণিতে না পাৱি আৰি অৱশ্যেই আড়কৈ বসনা !  
ভাবিলে মানন হয় উদাস, শৰীৰ হয় ত্ৰব !  
কেনই বা হইল হৃদয়ে আৰি আশাৰ সূচনা ?  
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ইথে পাইলাম অদৃশ্যব ।  
হাতে পেয়ে স্তবন বাক্যেৰ খনি, আৰ নাৱি  
ধাকিহে বীৰব ॥

২

গৰি বাঁচি কিছুতেই কণেক না কৰিয়া হুকপাত,  
গাইব এশংলা ভব, দেহে এণ্ড থাকে বসন্তপ ।  
খন মান মৌৰন সকল মোৰ হইবে নিপাত,  
কিন্তু মাথা ধাকিবে আমাৰ গাঁথা, বথা ক্ৰিচরণ !  
তাহে একালিতে সদা নিযুক্ত ৱহিবে হু নয়ন !  
হায় ! হায় ! আমাপৰে নয়ন ভোমাৰ দিবাৱাত—  
নাহি জানে নিদ্রা ভজ্ঞা—সুপথৰে এদীপ ৱতন—  
যেথা হাই সেইখানে দেখা পাই—কিৰে সাথে সাথ !  
অৰ্থি মোৰ কিয়াবেই নিজ-অতি, কে পাৱে  
এড়াতে তব হাত ?

৩

এমন ককণা হৰে কৰে নাথ দীনেৰ উপৰ  
বখন ভোমাৰ মুখ-সন্মুখে দিবস বিতাবৰী  
ধাকিৰ ভোমাৰ কাৰ্য্যে হয়ো মগ্ন ভকত কিঙ্কৰ,  
আপনাৰ মুখ চুখ এক-কালে সকল পাশৰি !  
আহা আহা ! তাৰ ভৱে কিনা দেই কিনা তুচ্ছ কৰি !  
দেহ মন এণ্ড মোৰ খন্য হয় নাহি বাৰ পৰ !  
এবল কটিকা-বাত্তে অধীৰ হইলে মনোভৱী  
তুমি কুল ! ভোমাৰ বখন কৰে নয়ন পোচৰ,  
লম্বু হইবাৱে কি না ধন ভ্যালে ! কি না কৰে  
হাইতে মন্থৰ !

৪

মৱশন দিয়া নাথ ভকতৰ পুৱাও মানস !  
দিত্তেছি দিত্তেছি আৰি এণ্ড বন চরণে চালিয়া !  
এম-বুখা পিয়াও আশিয়া তুমি ৱজনী দিবস ;  
কৃপ্ত হয়ো না বেন পলাই ৱাখ-এবতি লাগিয়া ।  
কৃপ্তি লভিলেও, মাতা পয়োৰ বতনে গালিয়া  
দেয় কোড়-খনে, পাচে মন খেলায় হয়ো বশ,  
পদমখলি আৰাত থাইয়া পড়ে অজ্ঞান হইয়া ।  
বাচি ভাই, কৃপ্তি না বাহাতে লতি পিয়া তব ৱস,  
কোড় পৰে ৱাখিয়া পিয়াও মোৱে, বেহ-অৰ্থি  
ৱাখি কলসন ॥

ব্ৰাহ্মবৃত্ত অমুক্ত বিনাৱাৰণ গিৰি-বাবীৰ

ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত ।

৩০০ সংখ্যক গৱিৰাৰ ৭০ পৃষ্ঠাৰ পৰ

আৰি বদৰিকাঅম হইতে এতাহত হইয়া  
পুনৰ্জাৰ চণ্ডীমেবীৰ বন্ধিৰে গমন কৰিলাম এবং  
তথা হইতে নিম্ন দিয়া বে দ্বিতীয় পথ গিৱাছে,  
তাহাও অবলম্বন কৰিয়া কৰ্ণ এয়াগে উপনীত হই-  
লাম। কৰ্ণ এয়াগ হইতে তিনটী পথ গিৱাছে,  
উত্তৰ দিকে হৰিদ্ৱাৰেৰ পথ, পশ্চিম দিকে টিড়ি ও  
ভেহাৱাৰ পথ এবং পূৰ্ব দিকে কামাউ মেগে হাই-  
বাৰ পথ। আৰি পূৰ্ব দিকেৰ পথে হাইতে আৱন্ত  
কৰিলাম। কৰ্ণ এয়াগ হইতে বুঢ়া বদৰিনাথৰ এাম  
নয় কোশ, তথা হইতে বোহাখান সাত কোশ,  
লোহাখান হইতে গোঁয়াত সাত কোশ, গোঁয়াত  
হইতে ৱামগঙ্গা পাঁচ কোশ, ৱামগঙ্গা হইতে  
মোৱাৱাট্টা পাঁচ কোশ। এই মোৱাৱাট্টা  
পূৰ্বে ক্ৰপদ ৱাজাৰ ৱাজখানি হিন্-। তথাৰ ক্ৰপদ  
ৱাজাৰ এতিষ্ঠিত শিৱালয়েৰ চিহ্ন অন্যান্য বিদ্যমান  
আছে এবং কেন্দ্ৰনাথ নামক এক মহাদেৱ তথাৰ  
এতিষ্ঠিত আছে। তৈববগিৰি নামে এক বোহাখানী  
এ কেন্দ্ৰনাথৰ পূজাৰি নিযুক্ত আছে। কেন্দ্ৰ-  
নাথৰ দিকট উপত্যকাৰ বদৰি নাৱাৰণ এতিষ্ঠিত  
ৱহিয়াছে। বদৰি নাৱাৰণেৰ কৰিক্ৰ দেৱোত্তৰ  
ভূমি আছে, তদুৱাৰ ঠাহাৰ দেৱাদি হইয়া থাকে।  
তাহাৰ উপৰিভাগে হোণা গিৱিৰ অধিতাক্য  
ক্ৰপদ ৱাজাৰ এতিষ্ঠিত দেৱী মূৰ্ত্তি স্থাপিত ৱহি-  
য়াছে। তথা হইতে এক কোশ উত্তৰে অত্যন্ত  
নিবিড় বন,এ বন মধ্যে একটী স্থানেৰ লাম পাণ্ডব-  
খোলি, পাণ্ডবেৰা তথাৰ অজাত বাস কৰিয়াছি-  
সেন। কৰ্ণে ভ্ৰামন্ সাহেব এ বনেৰ কিম্বৎস  
আবাহ কৰিয়া তাহাতে চাৰ চাম কৰেন। উহাৰ  
কোন কোন স্থানে অন্তৰ নিৰ্মিত আটীন বন্ধিৰেৰ  
চিহ্ন দেখিতে পাওৱা যায়।

পাণ্ডবখোলি হইতে বোৱাৱাও সাত কোশ,  
বোৱাৱাও হইতে পিন্দ্ৰনাথ মহাদেৱ পাঁচ কোশ,  
পিন্দ্ৰনাথ হইতে বাগেশ্বৰ মহাদেৱ হয় কোশ।  
এয়া তিন সহস্ৰ বৎসৰ পূৰ্বে এই বাগেশ্বৰ মহা-  
দেৱ স্থাপিত হইয়াছে। তাহাৰ বন্ধিৰেৰ দ্বাৱেৰ  
উপৰে এন্তৰে খোদিত উহাৰ বিৱৰ্ণ লিখিত আছে।  
এই বন্ধিৰেৰ মধ্য দেশ অতি মহোদয় স্থান।  
বাগেশ্বৰেৰ সেৱাৰ নিমিত্তে বে ভূমি আছে,তাহাৰ



বার্ষিক আর চারি শত যুগ্ম। শিবারাউল নামক এক জন রাজপুত্র তাহার অধিকারী। ইহার দক্ষিণ ভাগে কানটের প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহারও কিঞ্চিৎ দোবোতর ছুনি আছে এবং এক জন গৃহস্থ পুজারি ইহার সেবার নিযুক্ত আছেন। তথায় প্রান্তর নির্মিত অনেক প্রতিমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার পূর্ব দিকে দশ নামা বৈরাগিদেগের সমাজ গৃহ এবং ইহার নিম্নে সরসু ও গোদাবরীর সম্মুখ স্থানে মার্কণ্ডের শিলা আছে, মার্কণ্ডের ছুনি তথায় তপস্যা করিতেন। উহার নিকট স্মরণ মনো ভূতলাধ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার পূর্ব দিকে ত্রিখোণী নারায়ণ ও বালেশ্বর মহাদেব স্থাপিত রহিয়াছেন এবং তরিকটস্থ মীল গিরি পর্বতে নীলেশ্বর মহাদেব আছেন। এই স্থানের মৃত্তিকা ধ্বন করিয়া মনুষ্যের অনেকানেক রহৎ রহৎ অস্থি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় পূর্বকালে এই স্থানে অনেক যোগী ও সন্ন্যাসীর বাস ছিল।

সরসু নদীর উত্তর তীরে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্যের বসতি আছে। তথায় শব্দ্যর উপরে একটা কাঠ নির্মিত সেতু আছে, এই সেতুর পূর্বাংশে রাজ পুত্রদিগের বাঙলা। রাজ পুত্রেরা কখন কখন আসিয়া সেই বাঙলার বাস করেন। এষ্ট স্থানে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে ও শিববারিদিগের দিবসে এক একটা রহৎ মেলা হয়। এই সময় এই বাগেশ্বর ধামে অনেক সন্ন্যাসীদিগের সমাগম হয় এবং তথায় আসিয়া তাঁহারা কল্প বাস করেন। এই বাগেশ্বর ধাম পর্বত-বাসীদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। এই মেলার সময়ে তথায় বোঁড়া, সোহাগা, চামর, মুগমার্জিত, পশম, রান্না বস্ত্র, বেঘ, ছাগ প্রভৃতি আর কোটি যুগ্মের ত্রব্য জর বিক্রয় হয়। এখানে ঘোটকের ঐরমে গোকর গর্তে এক প্রকার জন্ত উৎপন্ন হয়, তাহারদিগকে জুরু কহে। তাহার মন, ছাগ ও গোক অপেক্ষা অধিক ভার বহন করিতে পারে, তাহারদিগের ছারাই সকল বিক্রয় ত্রব্য মেলার আদীত হয়। তিব্বত ও চীনদেশীয়েরা এই সকল ত্রব্য এখানে বিক্রয় করিয়া এদেশের ত্রব্য জাত প্রদেশে লটায় ধায়। তিব্বত ও চীনদেশীয় রহৎ রহৎ কুর সকল চারি দিকে বেষ্টিত থাকিয়া হিংস্র জন্ত হইতে এই সকল জুরকে রাত্রিকালে রক্ষা করে।

বাগেশ্বর হইতে একটা পথ পূর্ব দিকে আর একটা পথ উত্তরাতিথেয় নির্গত হইয়াছে। আমি প্রথমত তাহার পূর্বাতিথেয় পথে গমন করিতে লাগিলাম। বাগেশ্বর হইতে পড়াই গ্রাম আট ক্রোশ, তথা হইতে কিছুই গ্রাম দুই ক্রোশ, কিছুই হইতে বালেশ্বর মহাদেবের মন্দির বার ক্রোশ। এই বালেশ্বরের মন্দির আর তিন সহস্র বৎসর নির্মিত হইয়াছে, ইহার বার্ষিক তিন শত যুগ্ম আয়ের দোবোতর ছুনি আছে, এক জন এতদেশীয় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ইহার পুজারি নিযুক্ত আছেন। এই স্থানের নাম থল, এখানে বৈশাখী সংক্রান্তিতে এক রহৎ মেলা হয়। থাকে, তাহাকে থলের মেলা কহে। এই মেলার ভোট দেশীয় নানা প্রকার ত্রব্য সামগ্রী জর বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার নিকট রামগঙ্গা নামে একটা নদী আছে। মেলার সময় এই নদীর উপর কাঠের ছোট একটি সেতু নির্মিত হয়, এই সেতুকে সাঙ্গা কহে। পর্বতের উপরিভাগে একটা গ্রাম আছে, তাহাতে অনেক দর ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও ডোম বাস করে।

থল হইতে পুরায় বাগেশ্বর প্রত্যাবর্তন করিয়া তথা হইতে উত্তর দিকের পথে গমন করিতে প্ররত হইলাম। বাগেশ্বর হইতে কপকোট গ্রাম ছয় ক্রোশ, কপকোট হইতে শ্যামা গ্রাম আট ক্রোশ, তথা হইতে পানালী গ্রাম পাঁচ ক্রোশ। পানালী হইতে বাহলিবগড় ছয় ক্রোশ, তথা হইতে তিজম গ্রাম দুই ক্রোশ। এই তিজমে ভোট দেশীয় অনেক লোক বাস করিয়া রহিয়াছে, তথায় গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত একটা হিন্দী ভাষার পাঠশালা আছে, ভোট দেশীয় বাসকেরা তথায় হিন্দী ভাষার পুস্তক অধ্যয়ন করে। পূর্বোক্ত রামগঙ্গা এই গ্রামের দিগ্ন দিয়া গমন করিয়াছে, এই স্থানে এই নদীর উপর একটা রহৎ সাঙ্গা আছে। ভোট দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী এই গ্রামের প্রধান লোক, তাঁহাকে মানী বড়ুরা কহে। মেহু বড়ুরা নামক তার এক জন গবর্ণমেণ্টের অধীনে তহশীলদারি কর্ত্তে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বেতন মাসিক দশ যুগ্ম। ইহারদিগের সহিত আলাপ করিয়া বুঝি হইলাম।

তিজম হইতে কুইটী গ্রাম তিন ক্রোশ। এই কুইটী গ্রামে ভোট দেশীয় রাজার পুত্র ধনসিংহ বড়ুরা অনেক প্রকার বাণিজ্য কার্য আছে। এই ধনসিংহ বড়ুরার পিতা বিজয়সিংহ বড়ুরা ভোট

দ্বিতীয়, অনুমান প্রমাণ—কার্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ বিদ্যমান আছে, এই রূপ সিদ্ধান্তের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। যেমন কোন স্থানে ধূম দৃষ্ট হইলে অবশ্যই সেখানে অগ্নি বিদ্যমান আছে এমত জ্ঞান হয়, বা শোক হ্রচক কোন কলরব শ্রুতি গোচর হইলে অবশ্যই সেখানে ভূম্বের কারণ আছে, কিম্বা কোন প্রকার সুগন্ধ বা ছর্গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে অবশ্যই সেখানে তদ্রূপযুক্ত জব্য বিদ্যমান আছে বোধ হয়, তদ্রূপ এই জগৎ কার্য বিদ্যমান দেখিয়া অবশ্যই ইহার কারণ অরূপী ঈশ্বরের বিদ্যমানতা জ্ঞান হইয়া থাকে।

তৃতীয়, উপমান প্রমাণ—সাদৃশ্য নিশ্চয়ের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম উপমান প্রমাণ। যে ব্যক্তি নগরে হৃত্তিকা-নির্মিত সিংহ দর্শন করিয়াছে, সে বনে গিয়া যদি তৎসদৃশ কেশরাদি বিশিষ্ট প্রকৃত সিংহ দেখে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় বোধ হয় যে ইহা হৃত্তিকা নির্মিত সিংহের সদৃশ অতএব ইহা অবশ্যই সিংহ, সেই রূপ সর্ব দেহ ব্যাপী চৈতন্যময় অরূপী জীবাত্মাকে উপলক্ষি করিয়া তৎসাদৃশ্য সম্ভাবনার জগৎ ব্যাপী অশরীরী ব্রহ্ম চৈতন্যকে উপলক্ষি করা যায়।

চতুর্থ, আগম প্রমাণ—যে বাক্যের স্বরূপ অর্থ কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারা বাধিত না হয়, পাহার নাম আগম প্রমাণ। এই বাক্য জ্ঞান জ্ঞানের কারণ আকাজ্জা, যোগ্যতা আসক্তি ও তাৎপর্য জ্ঞান। কোন একটি পদ উচ্চারণ করিলে তাহাতে যে অন্য পদের অপেক্ষা করে, তাহাকে আকাজ্জা বলে, যেমন কর্তৃপদ উচ্চারণ করিলেই কর্ম ও ক্রিয়াদির অপেক্ষা হইয়া থাকে। উচ্চারিত বাক্যের অর্থে যদি কোন বাধা না

থাকে, তবে তাহাকে যোগ্যতা কহে, যেমন জলে স্নান কর বলিলে তাহার অর্থে কোন বাধা নাই কিন্তু অগ্নিতে স্নান কর বলিলে তাহার অর্থে বাধা হয়। অব্যবধানে পদ সমুদায়ের উচ্চারণের নাম আসক্তি, অতএব এখন একটি পদ উচ্চারণ করিয়া কালান্তরে আর একটি পদ উচ্চারণ করিলে তাহাকে বাক্য বলা যায় না। বাক্য উচ্চারণ করিবারাত্র লোকে যদি তাহার স্বরূপ অর্থ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারে, তবে তাহাকে তাৎপর্য জ্ঞান কহে, নতুবা নানার্থ ঘটিত পদ প্রয়োগ পূর্বক লোকের ভ্রান্তি জন্মানর নাম বাক্য নহে। অতএব সত্য জ্ঞানময়ত্ব ব্রহ্ম, আনন্দরূপময়ত্ব যদ্বিতাতি ইত্যাদি পদ সমুদায়ই আগম প্রমাণের বাচ্য হয়।

পঞ্চম, অর্থাপত্তি প্রমাণ—সাধা বস্তু দেখিয়া তাহার মূলীভূত সাধনের কল্পনা করার নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। যদি কোন ব্যক্তি দিবসে ভোজন না করে, অথচ তাহার শরীর ছুটী থাকে, তাহা হইলে যেমন তাহার কান্দি পুষ্টি দেখিয়া তাহার রাগি ভোজন কল্পনা করা যায়, অথবা জীবিত রাজকুমার গৃহে নাগে বলিলে, সেই জীবিতের গৃহে অসম্ভব দেখিয়া তাহার বহির্বিদ্যমানতা কল্পনা করা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, এই বাক্যে জ্ঞানের মিথ্যা-জ্ঞান নাশকত্ব দেখিয়া সংসার বন্ধনের মিথ্যাত্ব কল্পনা করিতে হয়।

ষষ্ঠ, অনুপলক্ষি প্রমাণ—অতাব অনুভবের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম অনুপলক্ষি প্রমাণ। যেমন কার্যোৎপত্তির পূর্বে বা কার্য বিনাশের পর কারণেতে সেই কার্যের অভাবে অনুভব হয়, তদ্রূপ জগৎ উৎপত্তির পূর্বে বা জগৎ প্রলয়ের পর তাহার কারণ রূপ ব্রহ্মেতে এই জগতের

অভাব অনুভব করা যাইতে পারে। “অধি-  
ভানাবশেষোহি নাশঃ কল্পিতবস্তন ইতি।”

এই সকল প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের  
প্রমাণের নিমিত্তে আর কোন প্রমাণ আব-  
শ্যক করে না, ইহাদের দ্বারা ইহা বস্তুর  
স্বরূপ নিকপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে।  
এস্থলে বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বস্তুর স্বরূপ  
তিন প্রকারে নিকপণ করিয়া থাকেন, পার-  
মার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। ব্রহ্মের  
স্বরূপ পারমার্থিক, ঘট পটাদির স্বরূপ  
ব্যবহারিক এবং রজুতে যে সর্প ভ্রম হয়, বা  
শক্তিকায় যে রজত ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক  
সর্প বা রজতের স্বরূপকে প্রাতিভাসিক  
স্বরূপ কহে।

### কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। মনুষ্য-জন্মের অন্তরতম প্রদেশ  
সকল তিনি জানিতেছেন। যে কোন জীব  
এই পৃথিবীতে সঞ্চার করে, সকলেরই আ-  
হারের উপায় তিনি করিয়া রাখিয়াছেন  
তিনি জানেন কোথায় তাহাদের বাসস্থান  
ও কোথায় তাহাদের অবস্থিতি।

২। অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন  
করিবেক; বেহেতু, ধর্মপরাধন ব্যক্তি  
জঘন্য হইবে।

৩। ঈশ্বরই আমার একমাত্র আশ্রয়;  
তাহারই উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর  
দিকে আমার দৃষ্টি নিয়োগ করি।

৪। পরমেশ্বরই সর্বোপেক্ষা স্নেহ রক্ষক;  
যে কেহ দয়া প্রকাশ করে, তাহাঙ্গিরের  
মধ্যে তিনিই সমধিক দয়াবান।

৫। ছালোক ও ভুলোকের প্রার্থী।  
তুমিই আমার ইহলোকের ও পরলোকের  
সহায়।

৬। তোমাদের মধ্যে যিনি আপনার  
বাণী শুণ্ড রাখেন ও যিনি সর্বসাধারণের  
নিকট তাহা প্রচার করেন; যিনি নিশার  
অন্ধকারে সুকারিত করেন ও যিনি দিবা-  
লোকে প্রকাশ্য রূপে গমন করেন; ইহারা  
সকলেই সেই ঈশ্বরের জ্ঞানের সমক্ষে সমান।

৭। বজ্র তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে,

৮। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞা-  
নুবর্তী হইয়া আমাদের চলিতে হইবে।  
অতএব তুমি ঈশ্বর ভিন্ন কি আর কাহাকেও  
স্তব করিবে?

৯। যে কিছু প্রসাদ তোমরা লাভ  
করিয়াছ, তাহা নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত  
হইয়াছে এবং যখন কোন অমঙ্গল আসিয়া  
তোমাদিগকে পীড়ন করিবেক, তখনও  
তোমরা তাহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া  
জ্ঞান করিবে।

১০। যাহা কিছু তোমার নিকটে আছে,  
সকলই বিকল হইবে; যাহা ঈশ্বরের নিকটে  
আছে, তাহাই চিরস্থায়ী।

১১। সমস্তলোক, পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ  
সমুদায় জীব, তাহারই মহিমা ঘোষণা করি-  
তেছে; এমন একটা পদার্থ নাই, যাহা  
তাঁহার মহিমা ঘোষণা না করে, অথচ তাহার।  
যে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে, তাহা  
তোমরা বুঝিতে পার না।

১২। ধর্ম পুত্র ইহ জীবনের অলঙ্কার  
বটে; কিন্তু শুভ কর্ম সকল, যাহা চিরস্থায়ী,  
তাহাই তোমার প্রকৃত চক্ষু উন্মুক্তকর।

### ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় নিবেদন।

দীন দীন মানব কি জানি আমি তোমার বিত্তব।  
বর্ধ মর্ত্য পাতাল কিছুর সনে না বার ভুলনা।  
কলসার ভাণ্ডার খুলিয়া, রত্ন দেখাও না সব;  
কিন্তু যা দেবেছি তাহে বৃদ্ধ আছি! তাই অগনগ।

দেশের রাজা ছিলেন। তিনি সাত বৎসর মেপা-  
নাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত  
হয়েন। পরে মেপা নাধিপতি তাঁহার সমুদায় সৈন্য  
সামন্তগণ আত্মসম্ভাৱ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য  
শাসন সংক্রান্ত কাৰ্য্য পদে অতিবিক্ত করিলেন।  
এই কুইটী গ্রাম ইংৰাজদিগের শাসনাধীন হও-  
নাতে কয়সর টেলর সাহেব তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া  
অত্যন্ত শ্রীষ্ট প্রাণ দেশে প্রেরণ করেন, তাহাতে  
কিছু দিনের মধ্যে বারবাগুৱা রোগে আক্রান্ত হইয়া  
তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। রাজা বিজয় সিংহ-  
বড়ুয়ার বোড়শ সহস্র মুদ্রা রাজ্যের আঁর ছিল, ও  
বাণিজ্য বিষয়েও অনেক ধনাগম হইত। এক্ষণে  
তাঁহার পুত্র ধনসিংহ বড়ুয়ার বার্ষিক অশীতি মুদ্রা  
আবেশ ভূমি মাত্র আছে এবং বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ  
আঁর আছে। তিনি অভিলষিত বন্দাদা ও গুণগ্রাহী।  
এক্ষণে তাঁহার বাহা কিছু আঁর হয়, তাহাতে  
তাঁহার সমুদায় নিৰ্দ্ধাৰিত হয়। তথাপি কুইটী  
গ্রামের নীচে ঝরণা নদীৰ উপরে তিনি যে একটী  
সেতু নিৰ্দ্ধাৰণ করিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় তাহাতে  
সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকিবে; আঁর অতিথি  
অভ্যাগত লোক তাঁহার নিকট আগমন করিলে  
তিনি বশেষ্ট সমাদর করেন।

কুইটী হইতে গিরি গ্রাম চারি ক্রোশ। এই  
স্থানে খেসিয়া নামক জমিদারদিগের বসতি। এই  
গ্রামে উত্তর মধ্য ও মধ্যস্থিটে অনেক প্রাণ্ড হওয়া  
বাস এবং বাজ, তল্লুক, মৃগ প্রভৃতি নানা প্রকার  
বন্য জন্ত আছে। এখানকার জ্বালোকেরা ঘাণরা  
পরে এবং গাজের উপর কখন আচ্ছাদন দেয় ও  
পাছুকা ধারণ করে। পুকুরেরা কখন মাত্র গায়ে  
বন্ধন করে, তাহাতেই সৰ্ব্ব শরীর ঢাকা থাকে,  
তাঁহাকে গাতি করে। এখানে চোরি কিবা প্রতা-  
রণা প্রভৃতি কোম প্রকার অভ্যাচার নাই। পশ্চি-  
কেরা রাজিকালে অনায়াসে পৰ্ব্বত শিখরে অসারত  
স্থানে বাস করিয়া থাকে, কেবল হিংস্র জন্তুর ভয়ে  
এক একটী আলোক জ্বালিয়া রাখে। এখান  
হইতে পঞ্চ হুসি পৰ্ব্বত হই ক্রোশ, এতদেশীয়  
লোকের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে পঞ্চচূড়া শিখর  
ও পঞ্চ পাণ্ডবও কহে, ইহার আরতল তিন ক্রোশ।

পঞ্চচূড় পৰ্ব্বত হইতে এক ক্রোশ দূরে বন-  
শাৱি, জলদ, শুভিৎ, দরকোট, ভোয়র, ঠৈজিৎ ও  
মদজলি প্রভৃতি কড়কগুলি সংলগ্ন গ্রাম আছে,  
ভোট দেশীয় লোকেরা তথায় বাস করে। এদেশে  
প্রজাদিগকে কেহিনী কহে। খেসিয়া জমিদারদিগের

কেহিনীৱা রাজিকালে ভোট দেশীয় আগত বণিক-  
গণের বাণিজ্য জবাব রাখাৰেবন্ধন করে এবং দিবসে  
কৃষি কৰ্ম্ম করিয়া থাকে। এখানে ঘৰ, গোখুম,  
মেডুৱা, চুহা, চিনা এবং কচু, শশা, মূল্য, বেগুণ,  
প্রভৃতি অনেক শস্য উৎপন্ন হয় ও উত্তর মধ্য  
মধ্যস্থিট, গাবীৱত প্রাণ্ড হওয়া ব্যয়। মনশাৱি  
গ্রামের নিম্ন দেশে গোৱি গজা নামক নদী আছে,  
ইহার জলে বরক মিশ্রিত ও অত্যন্ত বেগ প্রকাশে  
মৎস্যাদি কোন প্রকার জল জন্ত নাই। ইহার  
উত্তর পাৱে অনেক ভোটীয় লোক বাস করে।  
ভোটীয়দিগের মধ্যে বাহাৱা বাবসারী, তাহাৱদি-  
গকে সাহুকা কহে। গোৱি গজাৰ পৰপাৱস্থিত  
ভোটীয়দিগের জাৱাৱা, চুলকাৱা, বিল জুৱাল ও  
বৰকাল প্রভৃতি অনেক প্রকার উপাধি আছে,  
তাহাৱাই এদেশের আদিম অধিবাসী। এখান  
হইতে দুই ক্রোশ দূৱে বন ঘাট নামক স্থানে  
কুড়াকাৱ দেবতাৰ এক মন্দিৰ আছে, তিনিই  
ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। পূৰ্বে ইহাৱা এই  
দেবতাৰ নিকট গো বনি প্রাচীন করিত। একটী  
গোককে গ্রাম প্রাৱৰ্ণন করাইয়া শেষে কুড়-  
কাৱ দেবতাৰ মন্দিৰে সমুখে আনয়ন পূৰ্ণক  
দৃঢ় ৰূপে বন্ধন করিয়া তাহাৰ মস্তকে এতাকে  
এক এক কুটাৱাৱত করিত, পৰে গোকৰ প্রাণ  
বিয়োগ হইলে অপরাপব মেঘ, ভাগ, প্রভৃতি পশু  
সকল এই ৰূপে বধ করিয়া তাহাদিগেব মাস পাক  
কবত মদ্যেৰ সহিত কুড়াকাৱ দেবতাৰ ভোগ  
দিত এবং শেষে বক্তা নামক জ্বী পুৱৰ একজিত  
হইয়া প্রাসাদ ভোজন কৰিত। ভোজনান্তে উন্নত  
চইয়া জ্বী ও পুৰুষ পরম্পৰ হস্ত ধারণ পূৰ্ণক নৃত্য  
গীত বাদ্য কবত সাবৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন  
করিত। মেপা নাধিপতির শাসনে প্রায় ত্ৰিণ বৎসর  
হইল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্ৰাহ্মণদি-  
গের মতে হিন্দুশাস্ত্ৰানুসারে উহাৱা গোবধ প্রায়-  
শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দুশাস্ত্ৰও  
মামিয়া থাকে এবং তদনুসারে এখন কেবল ঘেব,  
মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বধ করিয়া এই প্রথা নিৰ্দ্ধাৰ  
করে। বোধ হয় ইহাৱা রাজপুত জাতি, কারণ  
ইহাৱদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইহাৱা চত্ৰ  
বংশীয় রাজপুত ও ইলা বংশীয় রাজপুত বলিয়া  
পরিচয় দিয়া থাকে। এদেশে চারি প্রকার জাতি  
আছে, ব্ৰাহ্মণ, সাহুকা, খেসিয়া ও ডোদ।  
সাহুকাৱা খেসিয়াদিগের সহিত পান ভোজন করে  
ন। বধি করে, তাহা হইলে তাহাৱদিগকে জাতি-

চুত হইতে হয়। এদেশে দাস ও দাসীকে ছোড়া ও ছোড়ি কহে। যদি সাহুকামিগের গৃহে খেসিয়া ছোড়ি থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বামীকেও ছোড়া করিয়া ক্রীত দাসের ন্যায় উভয়কেই বাবজীবন রাখিতে হয়। তাহার অন্ন পথ্য পত্রিবেশন করিতে পারি কিন্তু পংক্তিতোড়নে পরিবেশন করিতে পারে না। এই ছোড়া ছোড়ির সমুদ্র হইলে তাহারিগকে বুনকে বলে। দুহকে 'দেগে' সমুদ্রেরা যদি ধনশালী হয়, তাহা হইলে সাহুকামিগেব গৃহে বিবাহ কথিা তাহারাই সাহুকা হইতে পারে, কিন্তু ধনবা-না হইলে পুঙ্খবৎ কুমকেট থাকে এবং কুমকে বন্মাকেই বিবাহ করে।

ମତ୍ର ।

आकाशपद श्रुत आदि ब्राह्मसमाज सम्पादक  
 महाशय सयोगेषु

ভ্রাতৃবিবাহ—বিবাহের নতুন আইন।

আমি এই বিবাহের আইনকে ব্রাহ্মবিবাহ আইন বলিতে পারি না। কারণ তাহা সত্যের বিপরীত। ব্রাহ্মবিবাহের আইন না হইয়াই উহা অধাৰ্শে বিধিবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের জন্য উক্ত বিধিবদ্ধ হইতে পারে না, ইহা যখন স্মিট্‌স্‌ হাইল, তখন উহাতে ইণ্ডিয়ান সেক্সেশন আর্ট, ডাইভেস' আর্ট, বিলাভের 'কম্বালু ইনিচী' প্রভৃতি অনেক বিলাসী ভাব ও প্রথা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়। যে সকল ব্রাহ্ম উক্ত আইনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—উাহারা তখন তাহাতেও যা পাতিয়াছিলেন, পরে বিলাভের 'কম্বালু ইনিচী' উঠিয়া গেলে, তাহাও ভাল বলিয়া মানা হইল; বোধ হয় কোন বতে আইনমী পাশ হওয়াই উাহাদের সর্বোপরি প্রার্থনীয় ছিল। যে কোন রূপে চটক, যেমন আইন পাশ হইল, অমনি তাহা ব্রাহ্মদিগের জন্যই হইয়াছে—ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন হইয়াছে—সর্গাক্ষ মুখের হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে হইয়াছে—উক্ত ব্রাহ্মেরা এই রূপ খোষণা করিতে লাগিলেন। ইহাতে উাহাদের কোন বিদ্যা, তর্ক, বা নশ্বর দেখা গেল না। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মের মনে মনে বোধ হয় অন্তর্দাহ হইতেছিল, তাহা কিন্তু তখন প্রকাশ

করিবার সময় নয়। রেজিষ্টরের লক্ষ্যে প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করা হিন্দু সভ্যদের কৰ্ম্য নহে। আইন পাশ হইলেও সে কার্যে পদ নিঃক্ষেপ করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। আবার লেক্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরেরও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া কয়েক জন ব্রাহ্মকে রেজিষ্টর করিয়া দিলে তবে যের লোক রেজিষ্টর বলিয়া গোপনে ঐ ধর্ম্মবান্ধিত্ত্ব কার্য্যচী সম্পাদিত হইতে পারিল। কিন্তু ইহাও ব্রাহ্ম-দ্বিগণের ভ্রোদিগের পরদার নায় বল পূৰ্ণক এক পরমা খাটান মাজ; পরে সেই 'ধর্ম্মবান্ধার' রেজিষ্টর সাহেবই বিবাহের অধিদেবতা হইবেন। এখনো যদি লেক্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর ব্রাহ্ম-দ্বিগণকে রেজিষ্টর হইতে না দিতেন, তাহা হইলে এই চেহারা কিরিয়া বাইত, তাহা হইলে সেই রেজিষ্টরের ঘরে বা আকিলে বা বেখানে হটক, রাজাজ্যমত বাওয়াই ঐ সকল ব্রাহ্মের অসংখ্য-সিদ্ধ ধর্ম্ম কৰ্ম্ম হইত। আমি এ সকল কথা এই জন্য বলিতেছি যে ইহা দ্বারা জানা যাইবে যে সেই সকল ব্রাহ্মকে অপাব্যমানে বর্ষা করিতে হইতেছে, তাহাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম কৰ্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এমনই অবস্থাপ্রসূত ধর্ম্ম? ইহার কি কিছুই মূল নাই? কিছুই নিয়মক নাই? কিছুই স্থিরতা নাই? কিছুই বল নাই? তা অবশ্যই আছে। কিন্তু হুত্থের বিষয় এই যে ব্রাহ্মগণ তাহার মত কিছুই বিচার করিলেন না। বিবাহ সম্বন্ধে আপনাপন প্রবৃত্তি অনুসারে বাহার যে পদ্ধতি মনোরম বোধ হইতেছে—বিনি যে দিকে বাইতে সুবিধা পাই-তেছেন—তিনি সেই দিকেই গমন করিতেছেন এবং তিনিই এক পৃথক বিবাহ পদ্ধতি প্রণয়ন করিতেছেন। ব্রাহ্মবিবাহ ঠিক কাহাকে বলা যাইবে, কোন দিনই তাহার বিচার হইল না। আমি কাহারো কাহারো সহিত ঐ বিষয়ে চুচারণী কথা কহিয়া দেখিয়াছি, ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হয় এবং যে দিকে পদ নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাঁহাদের তরফর বোধ হয়। তা বলিয়া কি করা যাইবে? ধর্ম্ম বধি নিত্যত ভীত হইল, তাহাই ভয়না

কৰিতে হইবে। উক্ত ধৰ্ম্মজীবনগেৰ উপায়  
কি? বাহাৰ বাহা কনোমত, তাহাই ত ধৰ্ম্ম বলিয়া  
জ্ঞাপন কৰা বাইতে পাৰে না। আৰ "আমাৰ  
ভেলের কি হইবে" ইহা বলিয়াও কোন নত্যাংক  
স্বাভাৱান্তি সংসাৰে বন্ধন ও লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কৰিতে  
পাৰা বাইবে না। যদি ধৰ্ম্মকে ভাল বাস, তবে  
ধৰ্ম্ম পালন কৰ, ইহাৰ কল বত দিনে কলে ও  
বেৰুপে কলে, তত দিনে ও সেই ৰূপেই তাহা  
ফলিবে। ইহাৰ অনাখাৰ ভূমি আনি ব্যস্ত হইয়া  
কি কৰিতে পাৰিব?

৪ আৰণ ১৭৯৪ শক। } জী শ্ৰীনাথচন্দ্ৰ বসু।

### LETTER TO MISS F. P. COBBE.

(Written by the Author of the Lecture in  
Reply to the Query "What is Brahmoism?"  
in receiving her present of her collection of  
Theistic prayers titled, "Alone to the Alone.")

Calcutta,

June, 1871.

Dear Madam.

I have received your very valuable  
present of a copy of "Alone to the Al-  
one." \* \* \* \* The book  
is a little compact chest of distilled  
sweets, distilled from the flowers of love  
and veneration growing in the inner-  
most recesses of the human heart. \* \*  
It represents all the shadows and lights  
of human life and all the moods of  
the human mind from doubt to faith,  
from grief and despondency to social  
mirth and merriment. It is adapted  
to all states of the mind. It will in-  
fuse strength into the weak and waver-  
ing, give consolation to the miserable  
and heighten the joy of the happy. It  
will confirm faith, increase veneration  
and rekindle the flame of divine love  
in hearts becoming cold as mine. It  
is indeed a most valuable manual of  
devotion to Theists. It has a mission  
to fulfil. May God speed that mis-  
sion!

The fact of the prayers in the book  
having been contributed by fifteen in-

dividuals of different countries and  
races and trained up in the midst of  
different religions speaks to the identity  
of Theism and is an earnest of its fu-  
ture universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invalu-  
able one. Seldom have I seen such noble  
thoughts expressed in such luminous  
and felicitous language, evincing the  
finest intuitions and the most delicate  
perceptions of the true, the good, and  
the beautiful.

I perfectly agree with what you  
say about prayer being a natural act  
of the human mind. As the lotus,  
to use a Hindu simile, opens its  
closed petals to the rising beams of  
its beloved sun, so the human heart  
opens itself to God by prayer. As the  
lark rises higher and higher in the sky  
towards the sun, raining a flood of  
melody below, so the soul of man rises  
higher and higher to God by means  
of prayer, delighting with its utterances  
men below. It is as natural to man to  
pray as for a lotus to open its petals  
to the rising sun and for the lark to  
rise in the sky and sing as it rises.  
Your remarks on prayer for spiritual  
blessings delight me much. The in-  
variable fulfilment of such prayer comes  
from an invariable spiritual law. Un-  
less we want God, we cannot obtain  
Him; unless we want the aid of God,  
to enable us to obtain Him, we can-  
not obtain Him. But the noblest of  
prayers is, I think, that to which the  
word prayer, in its usual sense, cannot  
apply. It is the state of

"Still communion which transcends  
The inferior offices of prayer and  
praise.

It is the state which our Vedas call  
the state of full contact with God, the  
state which it declares to be the source  
of the greatest felicity. This state is  
compared by it to holding the *Amalaki*

fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the Sanskrit language (*upāsana*) comes from a root signifying "to sit" and literally means "sitting lowly before God." This "sitting lowly before God" at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression "the Being dearer and nearer to us than a flower or star" brought to my mind the saying of the Persian poet Sadi: "The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from him." Our Vedas say in one place: "The wise who see him in the soul enjoy everlasting peace and not others" and in another: "The wise, who see him in the soul, enjoy everlasting felicity and not others." This constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the same time, true in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly father and mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishtooram, one of our principal Brahmo song-makers: "I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception! in the Vedas and the Puranas. Art thou father, mother or any near relation?"

This cannot possibly be said of thee. How strange is this that there is no relationship with thee but still I do not consider thee as a stranger. I hear from all the Shastras that thou art in every place but still I know thee not. Thou must be some body who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to thee?" Bishtooram puts in the words: "Brother, sister, son or daughter" after "Father, mother, near relative" but, as it is offensive to good taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge and that the intellect or, in other words, the reasoning faculty (there is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as "regulator and corroborator" of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties, it seems that you think them somewhat akin to the æsthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classification of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but this is not what you exactly mean appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I however go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a Being possessed of intelligence, purity

and love far higher than our intelligence, purity and love but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgment. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason, we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong. In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct from the latter. Conscience in its usual ac-

ception more properly means these feelings than the judgment above alluded to \* \* \* \*

You seem to think that the ideas of God, given by the will, the conscience and the affections, are of an intuitive character but strictly considering they are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions. They are correct inferences no doubt but not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them as a whole the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayerbooks. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of mankind who has a tender fondness for the past. The acknowledgement of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present, and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the affectionate tenderness with which you have



spoken of the past every where in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity were something hidden in a lump of quartz!" How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of his existence in the external world.

You say in one place of your preface. "Virtue, truth and charity are such blessed things that we can not even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved." This brought to my mind the saying of the Persian poet: "The company of the pious is like an ottoholder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet there cometh out a smell thereof." This means in Eastern language: "Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it."

You say in a certain place of your preface: "A man may or may not make rules of devotion, trusting in the later case only to the unflagging ardour of his heart." This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to "leave the generous flames to shape themselves," I fear they will be totally extinguished. \* \*

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.

I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opi-

nions and character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise \* \* \*

Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinian in character,—one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer. Although I am but a worm compared with the great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are much akin to his. Had this been not the case, I would not have written it for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies he has shown me in my own life.\*

I hope the strictures I have made above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon criticism "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta society. \* \* \*

I remain,

DEAR MADAM,

With the deepest respect,  
Your Hindu fellow-Theist,

\* \* \*

---

\* One of these prayers has been already published in the columns of this journal. See No 336.

REPLY OF MISS COBBE.

26, Hereford Square.  
London, S. W.  
September 26th.

MY DEAR SIR,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now that I shall be able to answer it only very imperfectly. My eyesight has become so bad from overwork that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the east and west and trace identity between the expression of them is proof (if we needed it) of the way in which Theism is the great unity underneath all multifarious shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we derive our knowledge of God, I hardly feel I could justice to it or to my own views on the subject in a much longer letter than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place them by any means on a level for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religion transcendental and intuitive. I wished only to make good the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in its own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this:

"I entirely agree with you that the religious sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds." After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we take too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abyssal depths God directly reveals himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the East, the danger of losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find far more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards,

Your friend and fellow-theist  
Frances Power Cobbe.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সম্রাট হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ ও হিন্দু জাতির অস্থিতীয় উপায় প্রকাশনার পুনরুৎসাহ হইয়া এ দেশে সর্বত্র প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে মহারাজা রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। এই মহৎ অভিপ্রায়সম্বলিত এই সমাজের কার্য প্রণালী অবগাপি তদনুরূপ চলিয়া আসিতেছে। মহারাজা রাজা রামমোহন

রায় বধন এই সমাজ সংস্থাপন করেন, তখন হিন্দু সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোক ইহার বধেই আত্মকুল্য করিতেন, তৎকালে তাঁহার বদ্যাপি তরুণ আত্মকুল্য না করিতেন, তাহা হইলে এই মহৎ কাণ্ড স্বয়ং রূপে নির্বাহিত হওয়া কঠিন হইত। এক্ষণেও ঐরূপ আত্মকুল্য আবশ্যক হইতেছে, এই জন্য আমি ব্রাহ্মসমাজের আর্থিকায় দেশ বিদেশীয় মহৎ লোক মাজেই ইহার সাহায্যার্থ রুত সংকল্প হইয়া বর্ষাসাধ্য দান করিতেছেন। রুতস্রতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সম্প্রতি জিন্দী মহারানী স্বর্ণময়ী ... ৫০  
 জীবন্ত চক্রেশ্বর বসু (দ্বারভাঙ্গা)... ২০  
 “ হরচন্দ্র চৌধুরী (বরদল্লিহা)... ২৫  
 “ নবিরাজদাস সাহা (সাহাজানপুর)... ১৫  
 “ বহুলাধ হুগোপাধ্যায় (হাজারিবাগ)... ১০  
 আমি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ দান পাঠাইয়াছেন।  
 জ্যোতিষিরাজনাথ ঠাকুর।  
 সম্পাদক।

## সম্বাদ

গত ৩১ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই অধিবেশনে সামান্য লোকসমিতির মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার উপযুক্ত উপায় সকল অবধারণিত হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্বক সভা উক্ত কার্যে শীঘ্র প্রবৃত্ত হইবে। আর ইহাও অবধারণিত হইল যে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সমাজ সকলে ও অপরাপর সমাজের সঙ্গে এ সভা যোগ সংস্থাপন করেন। সকলস্থলস্থ কতকগুলি এসিঙ্ক ব্রাহ্ম সভা পদে নিযুক্ত হইলেন।

## ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার আয় ব্যয়।

সংগ্রহ হইতে আয়।		৩৩৪০
আয়	...	৩৩৪০
ব্যয়	...	২৭০
স্থিতি	...	৩১০
আয়		
মাসিক দান প্রাপ্তির বিবরণ।		
জীবন্ত বাহু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৬
“ “ রাজনারায়ণ বসু	...	৪
“ “ জ্যোতিষিরাজ নাথ ঠাকুর	...	৬
“ “ নবনোপাল মিত্র	...	৪
“ “ গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৬
“ “ নীলকমল হুগোপাধ্যায়	...	৬
“ “ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	১
“ “ জগদ্বজ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৪০
		৩৩৪০
ব্যয়		
পাথের ও পুস্তক হাণ্ডা জন্য পরিব্রাজকের ব্যয়	২০	
বিবিধ ব্যয়	৭০	
		২৭০
ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা, জ্যোতিষিরাজনাথ ঠাকুর	১ আশ্বিন, ১৭৯৪ শক	
আমি ব্রাহ্মসমাজ	জিন্দোপাধ্যায় মিত্র	সম্পাদক।

JUST PUBLISHED.  
 Theistic Toleration and Diffusion of  
 Theism. Price one anna.

## বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে বাঁহাদিনের এই পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিশ্চেষ্ট হইরাছে, তাঁহার বর্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাহিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অত্র প্রদান না করিলে সমাজের কতি করা হয়।

বাঁহাদিনের নিকট এই পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ দান অনাদার আছে, তাঁহার অগ্রিম করিয়া বর্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। সত্বা সমাজ আগামী দান অবধি তাঁহাদের নিকট দাখল দিয়া এই পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

## আয় ব্যয়।

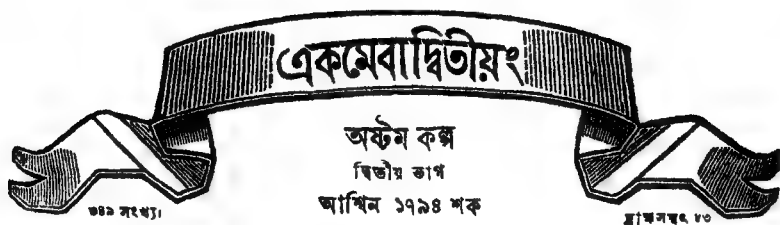
আশ্বিন ১৭৯৪ শক, আমি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৮১৫ ১৫
পূর্বকাল স্থিতি	...	৪৪৭ ১০/১০
সমষ্টি	...	৮২ ১৫
ব্যয়	...	২৭২ ১০/১০
স্থিতি	...	৪৪২ ৫/১০
আয়		
ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭১০/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৪১
পুস্তকালয়	...	৭ ৮
বস্ত্রালয়	...	১২ ৮৫০
গচ্ছিত	...	৭ ৪১০
সমষ্টি	...	৩৮১৫ ১৫
ব্যয়		
ব্রাহ্মসমাজ	...	১১১৫ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭ ৫০/১০
পুস্তকালয়	...	২ ৮
বস্ত্রালয়	...	৪ ৬ ১০/১০
গচ্ছিত	...	১ ৫০
সমষ্টি	...	২৭২ ১০/১০
দান প্রাপ্তি।		
জিন্দী মহারানী স্বর্ণময়ী	...	৫০
জীবন্ত বাহু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	২৫
“ “ বহুলাধ হুগোপাধ্যায়	...	১০
“ “ রামদয়াল হুগোপাধ্যায়	...	৫
“ “ কৃষ্ণবিহারী চক্রবর্তী	...	৫
“ “ বজ্রেশ্বর কৃষ্ণ	...	১
“ “ রামদয়াল হুগোপাধ্যায়	...	৫০
দানাদারে প্রাপ্ত	...	১০/৫
সমষ্টি	...	২৭১০/৫

জ্যোতিষিরাজনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

সম্বৎ ১৭৯৪। ৮ ভাদ্র। ১ ভাদ্র। ১ ভাদ্র।



# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাক্যমিহমাত্রাশীষ্যানাং তিষ্ঠনাসীতমিদং সৰ্বমন্তজ্ঞং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমন্তং শিবং অতদ্বিত্ববহনমেক-  
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বোদয় সৰ্বস্থিৎ সৰ্বশক্তিনম্ ভূতং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যবোলাসনস্য  
পারিত্রিকৈমিকক স্ততত্ত্ববতি । তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য শ্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমেষ ।

## ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল ঝাঁপড়াল ।

অগণন-ভুবন-ভার-ধারী প্রভাব তব,  
বিশ্বস্তর, ঈশ, আনন্দ-রূপ ।

সকল গুণ সাগর, অসীম পরাংপর, এক  
ব্রহ্ম-নাশক ।

রাগিণী কাকি—তাল ঝাঁপড়াল ।

ভূমি হে তরসা মম, অকুল পাধারে ;  
আর কেহ নাহি যে, বিপদ তর বারে, এ  
অঁধারে যে ভারে ।

এক ভূমি অতর পদ জগত সংসারে ;  
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ।

করিয়ে ছুঁ অস্ত, সুবসন্ত হৃদে আগে  
যখনি মন-অঁধি তব জ্যোতি নেহারে ।

জীবন কথা ভূমি, বাঁচি না তোমা বিনা,  
তুহিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে ।

রাগিণী কাকি—তাল দুঃ কাকডাল ।

দীন দীন তকতে, নাথ, কর দয়া ;  
অনাথ নাথ ভূমি ; হৃদয় রাজ বিরাজ নিশি  
দিন জ্বলি থাকে ।

তব সহবাস আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে ;

তোমা বিনা নিশি দিন মন, নাথ নাথ  
ধায়ে ।

রাগিণী বাহাব—তাল কাওয়ালি ।

দীন দয়াময় ভূম না অনাথে ।

স্থান দিও প্রভু তব পদকমলে, মনে  
রেখে ভুল না অনাথে ।

ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথ হারা, সত্ত্বর  
লও তব সাথে ।

কোন্ গুণ আছে হেন মন্দমতি মম,  
যাইবারে তব সম্মিথানে ।

ভূমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ অঁধির  
কি শক্তি, তাকাইতে সে মিহির পানে ।

নিরখি মনের প্রীতি, নাহি দেখি কোন  
গতি, ক্ষণে হই মগন নিরাশে ।

অরি তব রূপাণ্ড, তরসা হয় পুনঃ,  
নিজগুণে তারিবে হে দাসে ।

রাগিণী উত্তরী—তাল ঠংরি ।

প্রেমদাতা ! দেখা দেও হে, ঐশ সদা  
তোমারে চায় ।

দূরে যায় পাপ, দূরে যায় তাপ,  
দূরে যায় শোক ;

তাসে হৃদয় মম প্রেম-আনন্দে,  
 প্রেমমুখ যদি হে তার।  
 অপার শান্তি, জ্বরে বিরাজে  
 পূরে মনস্কাম;  
 যখনি চরা তব, স্রবণে জাগে  
 মন তব চরণে ধার।

### উপদেশ।

ঐযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাণীশ কর্তৃক  
 বিবৃত।

২৭ বৈশাখ বুধবার ১৭২৪ শক।

প্রাণা চাপ্তান্তমং জন্ম লক্ষ্যং চেত্নিয়সৌষ্টবং।  
 ন বেত্তাস্মহিতঃ বস্ত্র সত্তবেদান্তবাস্তবঃ ॥  
 ব্রাহ্মধর্ম ২. খ ৪ অ।

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং  
 ইন্দ্রিয় সৌষ্টব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-  
 হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

হাবর জন্ম সমুদায় পদার্থের মধ্যে  
 জন্ম মরণশালী বস্তু সকলকে স্বীয় স্বীয়  
 প্রেণীতে বিতক্ত করিবার জন্য নির-  
 পিত হইয়াছে উদ্ভিজ্জ, যেদজ্জ, অণুজ ও  
 জরায়ুজ, এই চারি প্রকার দেহ ধারণের  
 নাম জন্ম। ইহার মধ্যে জল বায়ু তেজ  
 ঐত্বতির সহায়তায় ভূমিকে ভেদ করিয়া  
 বাহারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম উদ্ভিজ্জ,  
 যেমন বৃক্ষ লতা ইত্যাদি। এবং বেদ  
 অর্থাৎ সঠিত জ্বলাদি হইতে বাহারা জন্ম  
 গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম যেদজ্জ, যেমন  
 কুম্ভী কীট মশক মক্ষিকা ইত্যাদি। ও  
 বাহারা প্রাণীগর্ভে অথচ অণু হইতে উৎপন্ন  
 হয়, তাহাদিগের নাম অণুজ, যেমন পক্ষী  
 সর্প কচ্ছপ মংসা ঐত্বতি। আর বাহারা  
 জরায়ু অর্থাৎ গর্ভকোষ হইতে জন্ম গ্রহণ  
 করে, তাহাদিগের নাম জরায়ুজ, যেমন  
 মনুষ্য গো অশ্ব ইত্যাদি।

এই চারি প্রকার জন্মের মধ্যে জরায়ুজই  
 জ্যেষ্ঠ; এবং তাহার মধ্যে আবার মনুষ্য  
 জন্মই উৎকৃষ্ট জন্ম; কারণ উদ্ভিদ জন্মে  
 বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক নাই; অপর মনুষ্য-  
 গণ যে প্রকার বুদ্ধি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে,  
 ঐশ্বর আর কোন প্রাণীকেই তালা প্রদান  
 করেন নাই। মনুষ্যগণ বুদ্ধি দ্বারা যেমন  
 দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া নানা  
 প্রকার কার্য নির্বাহ করে এবং বিবিধ প্র-  
 কার কার্য কারণ বিচার ও পূর্বাঙ্গ পর্যা-  
 লোচনা করিয়া সংসার বাজা নির্বাহ করে,  
 অন্য কোন প্রাণী উজ্জপ করিতে সমর্থ হয়  
 না। অপরাপর প্রাণীগণ এক প্রকার  
 স্বাভাবিক সংস্কার বশতই কার্য সম্পন্ন  
 করিয়া থাকে।

সংস্কারের কার্য যে রূপ বুদ্ধির কার্য সে  
 রূপ নহে, কারণ সংস্কারের স্বভাব এই, যে  
 উহা সর্বাধারে ও সকল অবস্থাতেই সমান  
 ভাবে বর্তমান থাকে। কুমি, কীট, পক্ষী,  
 পতঙ্গ, গো, অশ্ব প্রভৃতি যে জাতীয় জীব  
 জন্তুতে যে প্রকার সংস্কার দৃষ্ট হয়, দেশ  
 কাল পাত্র বা অবস্থা বিশেষে কখনই তাহার  
 ইতর বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্বেও  
 যে জাতীয় প্রাণী যে প্রকার স্বভাবের বশ-  
 বর্ত্তা হইয়া আহার নিদ্রা তর প্রভৃতি নির্দিষ্ট  
 কার্য সকল সম্পন্ন করিয়াছে, এখনও সেই  
 জাতীয়কে সেই প্রকারে কার্য সাধন করিতে  
 দেখা বাইতেছে, তাহার অগুণ্যাজ ও ইতর  
 বিশেষ হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধির প্রকৃতি সে  
 রূপ নহে। বুদ্ধি সর্বাধারে সমান হয় না  
 এবং সকল অবস্থায় একবিধ থাকে না,  
 সুতরাং উহার কার্য ব্যক্তি-বিশেষে ও  
 অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।  
 এক জন মনুষ্য বুদ্ধি বলে যে কার্য সম্পন্ন  
 করে, অপর ব্যক্তি হয়তো তাহা কি প্রকারে  
 নিষ্পন্ন হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতেও

সমর্থ হয় না এবং এক সময়ের লোকে বাহ্য মনুষ্যের অসাধ্য জ্ঞান করে, অন্য সময়ের লোকে হয় তো তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ বুদ্ধির স্বভাব উন্নতি-শীল, উহা যত মার্জিত ও অনুশীলিত হয়, ততই উহার উন্নতি হইতে থাকে।

ধর্ম সাধন মনুষ্যের আর একটা প্রেত-স্ত্রের মহৎ কারণ, ইহা আর কোন জীব জন্তুতেই দৃষ্ট হয় না, তাহা কেবল মনুষ্যের একুটিতেই অনুভূত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি যে রূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সকল জীব জন্তু অপেক্ষা কেবল মনুষ্যকেই প্রেত পদবীতে আরোহণ করাইবার নিমিত্তে তিনি ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের নিকটে ধর্মের জুলা গুরুতর সাধনীয় বিষয় আর কিছুই নাই; ঐহিক কি পারত্রিক আত্মার সমুদায় হিত সাধন একমাত্র ধর্মেতেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিজের হিত সাধন, পরিবারের হিত সাধন, সমাজের হিত সাধন ও পৃথিবীর হিত সাধনের নিমিত্ত ধর্মই কেবল মনুষ্যের একমাত্র সহায়। অতএব যিনি যে পরিমাণে ধর্ম সঞ্চয় করেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনারই হিত সাধনে অগ্রসর হইবেন। যেমন অন্ন পান ব্যতীত শরীর রক্ষা পায় না, সেই রূপ ধর্ম সাধন ব্যতিরেকে আত্মার হিত সাধনের অন্য উপায় নাই।

পরলোকে আত্মার শান্তি লাভের নিমিত্তে মনুষ্যের যে প্রত্যাশা আছে, ধর্ম সাধন ব্যতীত কখনই সে শান্তি লাভ হইতে পারে না এবং ইহা লোকেও ধর্মহীন আত্মা অসাধারণ সুখ শান্তি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বরের আরাধনা, পিতামাতার সেবা, পরিবারগণের রক্ষণাবেক্ষণ, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন, দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপদের বিপ্লবহার, শোকার্তের অশ্রুমোচন

ও চর্তুলের সহায়তা ইত্যাদি যে সকল কার্য পুণ্য লাভের—আপনার হিত সাধনের উপায়,—ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদান এবং যৌক্ত পথে অগ্রসর হইবার হেতু সেই সকল কার্যের অনুষ্ঠানই ধর্মের লক্ষণ, তাহা মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জীব জন্তুর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সর্ব জীবের প্রেত এই রূপ মানব জন্ম লাভ করিয়াও বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি সত্ত্বেও উপদেশ ও মনোযোগের অভাবে অনেকে ধর্ম লাভে বঞ্চিত হইবেন। এই নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে,

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোগা ন মত্যাঃ শৃণুতোহপি  
বহবো যম বিদ্যাঃ। তাস্মৈ যোগো বক্তা কুশলোহস্য  
লজ্জাস্তগোজাতা কৃশলাচ্ছশিতঃ।

শ্রুতিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও বাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমন বক্তা অতি চুল্লত ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, নিপুণ রূপে অনুশীলিত জ্ঞাতাও অত্যন্ত চুল্লত।

অন্ধ ধ্বংস মুক বধিরতা প্রভৃতি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় দ্বারাও ধর্ম সাধনের অনেক প্রতিবন্ধ ঘটয়া থাকে, অতএব ঈশ্বর যখন আমাদের সকলকে ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন সকল জন্মের প্রেত এমন উৎকৃষ্ট মানব জন্ম ও অবিকল ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি আত্মার হিত চেষ্টা ও উন্নতি সাধন না করিয়া পাপাচরণ দ্বারা আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করে, তাহাকেই আত্মঘাতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব হে মানবগণ! সর্বদা আত্মার হিত চিন্তা কর, কিসে আত্মা জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হয়, এবং ঈশ্বর প্রেমে বর্জিত হইয়া বৃত্তি লাভ করে, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হও।

হে করুণানিধান বিধাতা পুরুষ! মান-  
বগণের প্রতি তোমার কি অপার করুণা!  
তুমি মনুষ্যকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম  
প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছ, তাহারদি-  
গকে যথোচিত চালনা দ্বারা মার্জিত করিয়া  
আমরা যেন তোমার অনুগামী হই, এবং  
তোমার প্রতিষ্ঠিত সমুদায় ধর্মনিয়ম পালন  
করিয়া মানসিক সুখ সত্তোগ করি ও মনের  
সহিত তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া আত্মার  
হিত সাধন করি। হে ঈশ্বর! এই প্রকার  
সামর্থ্য আমারদিগকে প্রদান কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

### ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজ।

কি ধর্ম, কি আচার ব্যবহার, কি রাজ-  
নীতি কিছুই বাণিজ্যাদি কার্য্য সকল, কোন  
বিষয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট  
নহে, প্রত্যুত সকল বিষয়েই এমন সকল  
গুরুতর অভাব দৃষ্টিগোচর হইবে যে, কত  
দিনে কি রূপে তাহার পরিহার হইবে তাবিয়া  
হির করা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে  
বলা যাইতে পারে যে, যত দিন সেই সমস্ত  
গুরুতর অভাবের পরিহার না হইতেছে, তত  
দিন এ দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত  
হইয়া থাকিবে। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্ম-  
পরিবারের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা  
ও হিতানুষ্ঠানেও সাধ্যানুসারে আনুকূল্য  
করা প্রত্যেকেরই উচিত, এই মধুময় ধর্মটি  
যত দিন সাধারণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না  
হইবে, যত দিন অধিকাংশ লোকে কেবল  
আত্ম সুখ সাধনেই নিরূত হইয়া থাকিবে,  
সাধারণ উন্নতির সহিত প্রত্যেকের উন্নতির  
কি রূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা যত দিন  
সকলে বুঝিতে সমর্থ না হইবে, তত দিন  
আমাদের স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনের প্রশস্ত

আশা অবশ্যই সমুচিত হইয়া থাকিবে।  
আমাদের মনে এই রূপ সংস্কার দিন দিন  
দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, ধর্মের সহায়তা  
ব্যতীত কোন দেশের উন্নতিই সারবত্তী হয়  
না ও কোন উন্নতির চেষ্টাই সম্যক্রূপে  
সকল হইতে পারে না। বাঁহারা অনুধাবন  
পূর্বক মনুষ্যের প্রকৃতি পর্যালোচনা করেন  
নাই ও নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া  
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁ-  
হারা সহসা মনে করিতে পারেন যে, ধর্মের  
সহায়তা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতিই  
সারবত্তী ও কোন চেষ্টা ফলবত্তী হয় না,  
একথা অন্ধের ন্যায় ব্যক্ত করা হইতেছে;  
কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা আমাদের সম্পূর্ণ  
পোষকতাই করিবে। যে সকল নাম মাত্র  
ধর্ম সংকীর্ণ ও অনুসার ভাবে আক্রান্ত  
হইয়া আছে, আমরা সে রূপ ধর্মের কথা  
উল্লেখ করিতেছি না, সে রূপ ধর্ম বর্তমান  
কালে মনুষ্যসমাজের সাংঘাতিক রোগ  
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে ধর্ম মনু-  
ষ্যত্বেরই ন্যায়স্তর মাত্র, তাহাই উল্লিখিত  
হইতেছে। আজি কালি বাঁহারা স্বদেশের  
হিতানুষ্ঠান নামে বর্তমান সময়োচিত নানা-  
বিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদের  
অধিকাংশকেই ধর্মের প্রতি উদাসীন দেখিতে  
পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্য্যভ্য: অনেক  
ধর্মানুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা  
যায় না, কিন্তু সুপ্রশস্ত ধর্মের সমুদায় অবয়বে  
তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইতেছে না। এই  
জন্য অনেকের এক হস্ত যেমন দেশের  
কল্যাণ সাধনে ব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়,  
সেই রূপ আর এক হস্ত পাগপিশাচের পদ  
সেবার জন্য সেই কল্যাণের সুলোচ্ছেদ করি-  
তেছে, দুর্ভ হইয়া থাকে। কেবল ধর্মের  
প্রতি দৃষ্টি না থাকাই ইহার এক মাত্র কারণ  
বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। এক্ষণে এক মাত্র

ব্রাহ্মসমাজ সকল এ বিষয়ে আমাদের আবেদন স্থান হইয়া আছে। ধর্মের সংযোগ ভিন্ন কেন সারবত্তী উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। ব্রাহ্মগণ ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্বদেশানুরাগ অন্যান্য সাধারণ লোকের ন্যায় ব্রাহ্মগণের মধ্যেও নিতান্ত নিম্প্রসূত হইয়া আছে। সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রতি প্রীতি অপেক্ষা পিতা মাতার প্রতি যেমন বিশেষ পদার্থ, সেই রূপ সাধারণতঃ লোক হিতৈষণা ও স্বদেশানুরাগ পরস্পর বিভিন্ন। যিনি স্বদেশানুরাগ ও বিদেশের প্রতি বিশেষ এক পদার্থ বলিয়া গণনা করেন অথবা যিনি সাধারণ লোকহিতৈষণার ব্যাপদেশে স্বদেশানুরাগ লুপ্ত করিয়া ফেলেন, তাঁহার উভয়েই ভ্রান্ত। পিতা মাতার প্রতি বিশেষ প্রীতি যেমন সাধারণ প্রীতির অপহারক নহে, সেই রূপ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশেষ প্রেমও সাধারণ প্রীতিকে অপহরণ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তির মনে স্বদেশের প্রতি বিশেষ প্রেম নাই, সে ব্যক্তি পিতা মাতার প্রতি ভক্তিশূন্য অসৎ পুত্রের ন্যায় পরিগণিত হয়।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বদেশানুরাগ সাধারণ লোকের ন্যায় ব্রাহ্মগণের মধ্যেও নিতান্ত নিম্প্রসূত হইয়া আছে। অবচ্ছেদ্য বচ্ছেদে সমুদায় ব্রাহ্মই সে রূপ না হইতে পারেন কিন্তু অনেককেই স্বদেশের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রথমাবস্থার দেশীয় খৃষ্টধর্মীগণের ন্যায় তাঁহাদের আচার ব্যবহারে স্বদেশ-নির্মমতার লক্ষণ নিরীকিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বাহাদিগকে স্বদেশের আচার ব্যবহার ভাল লাগিতেছে না ও কোন অনির্দেশ্য অজ্ঞতা স্বদেশ-বিস্মৃতির সৌন্দর্য অনুভব করিতে দিতেছে না, ভরসা করি, উপযুক্ত

সময়ই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবে ও পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করিবে অথবা অবিরোধকারিতার কলস্বরূপ অনুশোচনা ভোগ করাইতে থাকিবে। ধীরপ্রকৃতি ধার্মিকগণের নিকটে যাহা চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়, যৌবনমূলভ চরিত্রতার চক্ষুতে তাহাই স্বর্গবৎ আদরণীয় হয় ও সেই স্পৃহণীয় ধীরাচরণ নানা উপহাসের সহিত অবমানিত হইতে থাকে; কিন্তু ইহা অতি যথার্থ কথা যে, “যুবকেরা কহে বৃদ্ধেরা ক্ষিপ্ত, কিন্তু বৃদ্ধেরা জানেন যুবকেরা ক্ষিপ্ত।” এই জন্য আমরা এতদেশীয় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, স্বদেশ ও স্বদেশীয়দিগের সহিত স্বাভাবিক বন্ধন যাচাতে সম্যক রক্ষা পায়, যে সকল ভাব ও আচার ব্যবহারে সেই বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইবে তাহা যাচাতে দূর চেষ্টা পরিচালিত হয় এবং স্বদেশের প্রতি সকলের মমতা যাচাতে বৃদ্ধি পায়, তাৎক্ষণিক বিশেষ রূপে উৎসাহিত হন।

যিনি অনুধাবন পূর্বক এদেশে বর্তমান ছরবস্তার পর্যালোচনা ও তাহার কারণ সকল অনুসন্ধান করিবেন, হৃদয় পাষণবৎ হইলেও তাঁহাকে অশ্রুপাত করিতে হইবে। কানপুর হত্যাকাণ্ডের চিত্রপট দর্শন করিয়া সকলেই শোকাকুল হন, কিন্তু যদি কেহ ভারতবর্ষের অধুনাতন অবস্থা চিত্রিত করিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিতে পারেন, তদপেক্ষা সহস্র গুণ শোকানল তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাহিরে এদেশের যাহা কিছু উন্নতি বলিয়া বোধ হয়, একটি বিদেশীয় জাতির সমাগম তাহার এক মাত্র অবলম্বন। আজ যদি ইংরাজ জাতি আমাদের দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, কালি হইতেই তৎসমুদায় অজ্ঞান হইতে থাকিবে।



একপ অস্তঃসারগুণ্য উন্নতিতে যাঁহারা সম্বৃত্ত হইতে চান, তাঁহারা নিত্য অনুর-  
দশী। পরকীয় আভরণ পরিধান করিয়া  
আপনার দরিদ্রতা বিস্মৃত হওয়া আর বর্ত-  
মান উন্নতিতে আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া  
মতিমান করা উভয়ই প্রায় তুল্য। কি  
উন্নতি বা লাভ হইয়াছে! ধর্ম বৃদ্ধি হই-  
তেছে! ধন বৃদ্ধি হইতেছে! না বল বৃদ্ধি হই-  
তেছে! বর্ষে বর্ষে অনেক গুলি বালক বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধি  
প্রাপ্ত হইতেছে বটে কিন্তু তৎপরে প্রায়  
সকলেই সাধারণ লোকের সঙ্গেই মিশ্রিত  
হইয়া যাইতেছে; কদাচিৎ কোন স্থানে  
ছুই একটি উন্নত মস্তক দৃষ্ট হয় মাত্র।  
ধর্মই দেশের প্রধান বল; কিন্তু বর্তমান  
উন্নতি যে যে স্থানে সংক্রামিত হইতেছে,  
সেই সেই স্থানে ধর্মের বন্ধন শিথিল  
হইয়া যাইতেছে। ধন সম্পদ ও পৃথিবীর  
পক্ষে সাহায্য বল নহে, কিন্তু পরীক্ষা ক-  
রিয়া দেখিবে, বর্ষে বর্ষেই এদেশের মূল ধন  
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষক শিল্পী বণিক  
ও অন্যান্য পরিশ্রমী লোকে যে অকাতরে  
পরিশ্রম করিতেছে, তাহা সেই ক্ষতি  
পূর্ণ করিতেই পর্যাবসিত হইয়া যাইতেছে।  
অন্যান্য শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক,  
ক্রমশঃই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যিনি  
যে বিষয়ে যত উন্নতি প্রদর্শন করুন, সক-  
লই এই রূপ অস্তঃসারগুণ্য বলিয়া প্রমা-  
ণিত হইবে। যাঁহারা বলেন যে, লোক-  
দিগের জ্ঞানশক্তি বাড়িতেছে, তাঁহারা  
দেখেন না, যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের  
শারীরিক বল পুরুবে পুরুবেই অল্প হইয়া  
আসিতেছে ও রোগের পরিমাণও বাড়ি-  
তেছে। জ্ঞানের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হই-  
তেছে, শুদ্ধ এই মাত্র উন্নতি ধরিতে পারা  
যায়। কিন্তু জ্ঞানোন্নতি সহকারে বুদ্ধিবৃত্তি

যথাযথ মার্জিত হইলে বিশুদ্ধ কল্পনা ও উদ্ভা-  
বন শক্তি প্রভৃতি যে রূপ ক্ষুদ্র লাভ করিয়া  
থাকে, তাহা কোথায়! শিক্ষার্থীরা পক্ষীর  
ন্যায় কেবল অত্যন্ত বাক্য গুলিই উচ্চারণ ক-  
রিতে শিখিতেছে। তথাপি বর্তমান অবস্থায়  
ইহাই যথেষ্ট উন্নতি বলিয়া ধরিলেও তাহা  
তিমিরাক্ষয় বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে একটি  
খন্দোতিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার  
ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এক দিকে  
যেমন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে,  
আর এক দিকে সেই রূপ তারতম্যের পূর্ব-  
সঞ্চিত জ্ঞানরস শকল লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

তারতম্যের ভ্রুবহা মোচন ও প্রকৃত রূপ  
উন্নতি সাধন জন্য আমরাই সর্বাংশে দায়ী।  
তারতম্য আমাদেরই দেশ, ইহার উন্নতি ও  
অবনতির সহিত আমাদেরই গুণভাণ্ড  
জড়িত হইয়া আছে। স্বীকার করি যে,  
অন্য কোন জাতি আমাদের সুখের সুখী  
ও দুঃখের দুঃখী থাকিতে পারেন, কিন্তু  
আমাদের দায়ের দায়ী আর কোন জাতিই  
নহে, সে কেবল আমরাই। ইহার উন্নতি  
ও অবনতি উভয়ের ফল আমাদেরই  
ভোগ করিতে হইবে। অন্য জাতির পক্ষে  
আমাদের উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই হয়তো  
স্বার্থ সাধনের অধিকতর সুযোগ। ইহা  
স্বস্ত্য কণ্ঠে বলা যাইতেছে যে, তারতম্যের  
লোক ব্যতিরেকে তারতম্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ  
কাখনা করিতে আর কেহই নাই। ইংরাজ  
জাতি হইতে আমরা নানা বিষয়ে উপকৃত  
হইতেছি; ভবিষ্যৎ তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই  
আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। তাঁহারা  
আমাদিগকে আরও সুখী করিতে উদ্যত  
আছেন, তাহাতে কেহই সংশয় করেন না।  
কিন্তু ইহা একটুও মিথ্যা নহে যে, তাঁহারা  
আমাদের ততটুকু উন্নতি দান, যতটুকু  
আমাদের দায়ের ব্যাঘাত না হয়। এজন্য

ইংরাজ আভিক দোষ দেখা যায় না; বিদেশীয়দিগের নিকট তদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহের প্রত্যাশা করাই অযুক্ত। ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের প্রকৃত হিত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও উদ্যোগের কথা দূরে থাকুক, তাহার কর্তব্যতা এখনও সকলের মনে উদ্ভিত হয় নাই; সকল দুঃখ ও সকল অতাবের মধ্যে এইটিই প্রধান।

একপ অবস্থায় এ দেশের হিত সাধনের নিমিত্ত যে স্থানে যত প্রকার সল্পপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনই আমরা প্রধান বলিয়া গণ্য করি। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধর্মের সহযোগে তিন্ন কোন উন্নতিই সারবত্তী হয় না; ব্রাহ্মসমাজ দেশের সেই ধর্মোন্নতির তার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই হউক আর সিলয়েই হউক, ব্রাহ্মসমাজ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইবেন, ইহাতে আমরা এক দিনের নিমিত্তও সন্দেহান হই না। আমরা নিঃসংশয়ে কহিলাম যে ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কারে কৃতকার্য হইবেন। কিন্তু সে কোন্ ব্রাহ্মসমাজ? ব্রাহ্মসমাজ নামে অনেক অল্পত পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে ও ব্রাহ্মধর্ম নামে অনেক অল্পত মতও প্রচলিত হইতে পারে—কেহ কেহ খৃষ্টিয়সমাজ আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কেহ কেহ আপনাদের চঞ্চল কল্পনা হইতে অল্পত আদর্শ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে তদনুসরণ মূর্ত্তি প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ব্রাহ্মসমাজকে অন্য প্রকার অস্বাভাবিক আকারে পবিত্র করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ নামে আরও কি রূপ পদার্থ উৎপন্ন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?—কিন্তু তৎসমুদায়ের কালই পুরাতন ভারত

বর্ষের প্রতি পরিহাস অথবা অভিসম্পাত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন কোন ইউরোপীয় ভাষ্যক প্রস্তরাদিতে ভারতবর্ষীয় দেবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল যে হিন্দুরা ইহা আদরের সহিত বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া পূজা করিতে থাকিবে, কিন্তু তাহা সামান্য পুতলিকার ন্যায় কীটনক হইয়া থাকিল—উক্ত প্রকার ব্রাহ্মসমাজও এদেশে তদপেক্ষা অধিক আদরণীয় হইবে না। এই জন্য আমরা এ দেশের সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে এই অনুরোধ করিতেছি যে বিজাতীয় কুদৃষ্টি মুক্ত না হইয়া একপে ব্রাহ্মসমাজ নির্মাণ করিবেন যে, বর্তমান সময় ও ভারত বর্ষের প্রকৃতির সহিত তাহা সমঞ্জসীভূত হয়।

### ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি।

ঈশ্বর এই জগতের কোন্ স্থানে কি উপায়ে কি কার্য সাধন করিতেছেন তাহা আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তিনি সুখী, সেই পরিমাণে তিনি জ্ঞানী এবং সেই পরিমাণে তিনি জীবিত। যিনি জগতের নিভা কার্যের মধ্যে তাঁহার তাব ও হস্ত চালনার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের মূল্য অতি অল্প, তাঁহার জীবন কলতঃ একটি অজ্ঞবেগে বিশিষ্ট যন্ত্রবৎ। বাস্তবিক, যদি জানেতে প্রেমিতে উন্নতি লাভ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের পক্ষে কিছুমাত্র সল্পপায় থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরের বিচিত্র কার্যের নিগূঢ় রূপ পর্যবেক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্যক-দৃষ্টিতে প্রায়শঃ প্রীতির পূর্বক গভীরতম সৃষ্টি-

ব্যাপারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমুদায় মনোমত শিকারিত্ব লাভ করা উচিত। এই অতিপ্রায়ে অন্য তঁহার একটি মহান কার্যের তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বোধ হয় আমাদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সমুদ্র ও নদীতে নূতন নূতন দ্বীপ সমুদায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ জলের উপরিভাগ হইতে এত উচ্চ হইয়া উঠে যে জল শেষে যত দূর ক্ষীত হউক না কেন, কোন মতেই তাহাদিগের উপরিভাগ সিন্ধু করিতে পারে না। শুষ্ক দ্বীপাদিরই যে এই রূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি হইতেছে এমত নহে, প্রভূত পর্বত, সমভূমি, গুহা ও নদীতল প্রভৃতি সমুদায় স্থানই উদ্ভিদাদির ন্যায় নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ক্ষীত হইয়া উঠিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কি উপায়ে ও কি নিয়মে ঐশ্বর্য এই বিশাল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে এমন লোক নাই যাহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে যুগপৎ প্রাবিত না হয়।

এক উপায় দ্বারা সহস্র ব্যাপার সাধন করা, ঐশ্বরের কার্যের একটি বিশেষ ও প্রধান রীতি। 'পৃথিবীর ভূভাগ যে উন্নত হইতেছে, সূর্যের তাপ, জল ও বায়ুর গুরুত্ব, পৃথিবীর আবর্তন-বেগ ও রাসায়নিক আকর্ষণ, এই কয়েকটিই তাহার প্রধান উপায়। এই কয়েকটি দৃশ্যতঃ সামান্য উপায়কে অস্ত্র স্বরূপ করিয়া ঐশ্বর্য কত স্থানে যে কত প্রকার নির্মাণ ও পতন সংসাধন করিতেছেন তাহা নির্দেশ করা কাহার সাধ্য। ভূভাগের অন্যান্য স্থানোপেক্ষা সমুদ্র ও নদী গর্ভস্থ দ্বীপ ও চরের উন্নতি অধিকতর দ্রুতবেগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, তাহার তথ্যালোচনাই বোধ হয় সর্বোপেক্ষা সহজ, অতএব, আমরা অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া

শুষ্ক দ্বীপাদির বৃদ্ধি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়টির সমুদায় অংশই আমাদিগের নিকট পরিষ্কৃত রূপ ধারণ করিবে।

জলের প্রোত যে স্থান দিয়া মন্দ মন্দ ভাবে গমন করে, সেই স্থানে যে তদানীন্ত বালুকা ও কঙ্করাদি আপন আপন গুরুত্ব বশতঃ অধস্থ হইয়া ক্রমে জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত রাশি হইয়া পড়ে, ইহা না বলিলেও সহজে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু কিছু দিন অন্তে ঐ হৃতিকারামি কি একারে জলের উপরিতন ভাগ হইতেও উচ্চতর হইয়া উঠিয়া মনুষ্য, ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ গুল্যাদির আবাস ভূমি হইয়া উঠে তাহাই—সেই রম্য-জনক ব্যাপারই, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। বালুকাদি সংগৃহীত হইয়া যে হৃতিকা রাশি প্রস্তুত হয়, তাহা বা বর্ষা ঋতুর অন্তর্ধান বশতঃ জলের উপরিভাগ যখন তাহার নিম্ন ভাগে অবতরণ করে, তখন তাহার শিখর দেশ হইতে জল-বণা সকল সূর্য্য তাপে বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়। এই রূপে জনসংখ্যা সকল যতই উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, হৃতিকার আভ্যন্তরিক ছিদ্র সকল ততই পূন্য-গর্ভ হইয়া পড়ে। এ দিকে নিম্নস্থ জলীয়ংশ সকল বহিঃস্থ বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে গমন করতঃ ঐ সকল পূন্য-গর্ভ ছিদ্র পূর্ণ করিতে থাকে। বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া নিম্নস্থ জল যে কিরূপে উর্দ্ধগামী হয়, তাহা সামান্য পিচকারীর কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। একটি পাত্রস্থ জলের মধ্যে পিচকারীর অগ্রভাগ নিম্ন করিয়া যদি তাহার শলাকাটি টানিয়া উপরে উঠান যায়, তাহা হইলে পিচকারীর মধ্যে জল উঠিয়া সমুদায় পূন্য স্থান পূর্ণ করে।

পিচকারীর চতুর্দিকস্থ জল উপরিস্থ বায়ু দ্বারা পিষ্ট হয় বলিয়াই উর্দ্ধে উঠিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শূন্য স্থান পূর্ণ করে। দ্বীপাদির বহিঃস্থ জলরাশিও এই রূপে বাহ্য বায়ু দ্বারা পিষ্ট হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতেই তাহাদিগের উপরিভাগস্থ হিঙ্গ্র সকল নিয়ত সূর্য্যতাপে শূন্যগর্ত হইয়াও পূর্ণগর্ত হইতে থাকে। দ্বীপাদির সমুদায় আয়তন মধ্যে যে এই রূপে বহিঃস্থ জলের সার্বক্ষণিক আগমন হইতে থাকে, ইহাই তাহাদিগের বৃদ্ধির এক প্রধান উপায়। কারণ, জল যখন বাষ্পাকার ধারণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিত হয়, তখন তাহার সহিত যে সমুদায় পদার্থ রাসায়নিক ও সামান্য যোগে মিশ্রিত থাকে, তৎসমুদায় পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং বায়ু অপেক্ষা তাহাদিগের ভার অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া নিম্নেই থাকিয়া যায়। এই সকল পদার্থ দ্বীপাদির শিখর দেশস্থ মৃত্তিকার সহিত সামান্য ও রাসায়নিক যোগে মিশ্রিত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগের কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জলের গুরুত্ব দ্বীপাদির উন্নতি বিষয়ে বিস্তর পোষকতা করে। যদি কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন শিথিলাণু বস্তুকে জলের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে জল আপন গুরুত্ব বশতঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যে কিঞ্চিৎ ক্ষীত করিয়া তুলে, ইহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই রূপ, জোয়ার বা বর্ষার সময়ে দ্বীপাদি যখন চতুর্দিকস্থ জলের মধ্যে নিমগ্ন প্রায় হয়, তখন জল তাহাদিগের অভ্যন্তরে বেগে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে উদ্ধাধোভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষীত করিয়া উঠায়। উক্ত জোয়ার বা বর্ষার অবসানে জল যখন অধোমুখ হইয়া নিম্নগামী হয়, তখন দ্বীপাদিও অনেক পরিমাণে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়

বটে, কিন্তু ভগ্নিবন্ধন তাহাদিগের ক্ষীতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদিগের অভ্যন্তর ভাগের সহিত জলস্থ বিবিধ পদার্থ রাসায়নিক যোগে মিলিত হওয়ায়, আয়তনের যে দৃঢ়তর বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা জলের বর্ধিগমনে কোন যত্নেই ক্ষয় হইতে পারে না। অপরন্তু, জলপ্রবেশ বশতঃ ক্ষীত হইবার সময়, মৃত্তিকার দান্য সকল যেকোন পরস্পরাবলম্বন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, জলের অপসরণ বশতঃ কিরূপে তাহারা অন্য ভাব ধারণ করিবে : সূত্রানু বর্ষার সময় দ্বীপাদি যত দূর ক্ষীত হয়, তাহার অবসানে আপন গুরুত্ব নিবন্ধন কুঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু ঠিক তত দূর হইতে পারে না। এই রূপে প্রত্যেক জোয়ার বা বর্ষা দ্বারা দ্বীপের অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি সংসাধিত হয়।

পূর্বে যে রাসায়নিক যোগের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্বারা ঈশ্বর আর একটি মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। দ্বীপাদির মৃত্তিকা প্রথমতঃ একপ বালুকাময় থাকে যে, তাহাতে রূপ লতাদি জন্মিতে পারে না, জীবগণ বাস করিতে পারে না, তাহাদিগকে তখন এক প্রকার মরুভূমি বলিলেও অত্যাতি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, উক্ত রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যেমন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেন, তেমনি বালুকার সহিত বিবিধজাতীয় পদার্থ আনিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই সুদৃঢ় মৃত্তিকার পরিণত করেন। এই রূপে মৃত্তন দ্বীপ কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বাহ্য-পরিহিত কর্ত্তণ মরুবেষ পরিতাগ পূর্বক সুশোভন হরিষ্ণ তৃণ লতা ও প্রাণী পুঞ্জ শোভিত মনোহর বেশ ধারণ করিয়া পিতার জয় ঘোষণা করিতে থাকে।

যে সকল উপায় দ্বারা ঈশ্বর আমাদি-

গের প্রস্তাবিত বাণ্যার সম্পাদন করিতে-  
ছেন, তদাৰ্থে পৃথিবীর আবর্তনবেগ বিশেষ  
কাৰ্য্যকর। পৃথিবী যে প্রতিনিয়ত পশ্চিম  
হইতে পূৰ্ব্বাভিমুখে ঘূর্ণমান হইতেছে, ইহা  
কি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, কি আধুনিক শিক্ষিত  
ব্যক্তিগণ, সকলেরই স্বীকাৰ্য্য বিষয়। এই  
সার্বক্ষণিক আবর্তন হইতে দ্বীপাদির কলে-  
বর যে কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে,  
তাহা সুন্দর রূপে জ্ঞয়প্ৰসন্ন করিতে হইলে  
একটি সামান্য দৃষ্টান্তের প্রতি মনঃসম্যাদান  
করা কৰ্ত্তব্য। যখন কোন শকট দ্রুতবেগে  
চলিতে থাকে, তখন তাহার চক্রগুলির  
পরিবর্তে বর্দ্ধমানি ঘাছা কিছু সংলগ্ন হয়,  
তাছা সবেগে তাহা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইতে  
থাকে। কেন্দ্র-বিমুখ বেগট যে এই রূপ  
প্রক্ষেপের নিদান, ইহা পণ্ডিতদিগের বহু  
পরীক্ষার সিদ্ধ কথা। পৃথিবীর সার্বক্ষণিক  
আবর্তন নিবন্ধন তাহাতে যে কেন্দ্র-বিমুখ  
বেগ উৎপন্ন হইতেছে, তদ্বারা দ্বীপাদির  
শিথিলাগ্ন হস্তিকারাদি অধিকতর স্থিতি-  
বন্ধন চইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া উঠিতে  
থাকে। শুদ্ধ যে হস্তিকা রাশিই ক্ষীণ  
হইতে থাকে এমত নহে, উক্ত বেগ বশতঃ  
নিম্নস্থ জলকণা সকল কৈশিক পত্না সমুদায়  
‘অবলম্বন পূৰ্বক উর্দ্ধগত হইয়া পূৰ্বোক্ত  
উপায়দ্বয়েরও পোষকতা করিতে থাকে।  
অপরন্তু, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত  
অপেক্ষা মধ্যভাগে উল্লিখিত বেগকে অধি-  
কতর প্রবল করিয়া দিয়া ঐশ্বর একটি অসা-  
ধারণ মজল সাধন করিতেছেন। ঐ বেগ  
এবং সূর্য্য তেজের প্রবলতা নিবন্ধন প্রান্তদ্বয়  
অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ সাগরানিতেই  
অধিক সংখ্যক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া উদ্ভিদ্ ও  
প্রাণীগণের বাস স্থানের প্রাশস্ত্য সম্পাদন  
করিতেছে। প্রান্তদ্বয়ে অধিক দ্বীপ নির্মিত  
হইলে, ভীষণতম শীতের দোঁরাছো, তাহা

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যাত্রের বাসোপযোগী হইতে  
পারিবে না এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার  
এতদ্বিষয়ে এই রূপ বিধান হইতেছে।

দ্বীপাদির যে রূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি  
সেই রূপ আবার বাহ্যোন্নতিও হইয়া থাকে।  
সময়ে সময়ে উদ্ভিদ্ ও জীব-শরীর গলিত  
হইয়া হস্তিকা রূপ ধারণ পূৰ্বক তাহাদিগের  
উপরি ভাগে অবস্থিত করে এবং বায়ু সঞ্-  
যোগে স্থানান্তরের পদার্থ কণা সমুদায় অ-  
সিয়া তাহাদিগের উপরি ভাগে পতিত হয়,  
ইহাতেই অগ্রে অগ্রে বাহ্যোন্নতিও সাধিত  
হইয়া থাকে।

ঐশ্বর যে সকল উপায়ে নূতন নূতন  
দ্বীপ ও চর নির্মাণ করিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণী  
পুঞ্জের নব নব বাস স্থান প্রস্তুত করিতে-  
ছেন, তদ্বারা পুরাতন ভূভাগের উপরিতম  
প্রদেশ অগ্রে অগ্রে সমুন্নত ও দৃঢ় করিয়া  
বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু  
জগতের সমুদায় ভৌতিক বৃদ্ধিরই সীমা  
নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন; এই হেতু দ্বীপই  
হউক আর পুরাতন ভূভাগই হউক, সকলই  
নির্দ্ধিক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ  
করিতে পারে না। যাহা অদ্যাপি নির্দ্ধিক্ত  
সীমা পর্য্যন্ত উন্নত হয় নাই, তাহা প্রতিনিয়-  
তই কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং  
যাহা সীমা স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা  
আর উন্নত না হইয়া গলিত বা স্থিতিশীল  
হইতেছে। সমভূমি হইতে যে নূতন পর্ব-  
তাদি উৎপিত হইতেছে, পুরাতন অটালিকা-  
দির চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি উন্নত হওয়ায় তাহা  
যে প্রোধিত হইয়া পড়িতেছে, পর্বত শিখর  
যে সময়ে সময়ে স্থিতি হইয়া পড়িতেছে  
এবং নদীতল প্রভৃতি নিম্ন স্থানও যে ক্রমে  
উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এই সমুদায়ই এক  
বৃদ্ধি ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদায়  
পর্য্যবেক্ষণ করিলে কে না জ্ঞান, শক্তি, ও

প্রথম স্বরূপ ঈশ্বরের হস্তাঙ্গুলির নিদর্শন দেখিতে পান?

### পারসীক ধর্ম ।

যখন মুসলমানেরা ধর্ম প্রচার উপলক্ষে পারস্য দেশ আক্রমণ করে, সেই সময়ে কতকগুলি স্বধর্মানুরক্ত পারসীক জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া বাস করেন। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, প্রথমে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যান; এক্ষণে তাঁহারা ই মজারাজীর জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তৎপরে দুই বারে আর যে সকল পারসীক আগমন করেন, তাঁহারা এক্ষণে পারসী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বোম্বে প্রদেশে বাস করিতেছেন। সংক্ষেপে ইহাদের ধর্ম প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পারসীদিগের ধর্মপুস্তকের নাম আবেস্তা। ইহা জেন্দ নামক পুরাতন পারসীক ভাষাতে লিখিত, এই নিমিত্ত সচরাচর ইহাকে জেন্দ আবেস্তা কহে। পারসীদিগের মতানুসারে এই গ্রন্থ পূর্বে বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে বেন্দিসাদ নামে একটি সম্পূর্ণ কাণ্ড ও বিস্পরেদ্-য়হুও ও খোর্দ আবেস্তা নামে অসম্পূর্ণ আর তিনটি কাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেন্দেহেব নামে আর এক খানি পুস্তক আছে, তাহাও পারসীদিগের নিকট অত্রা পূর্বক গৃহীত হইয়া থাকে।

অহুর মজদ পারসীকদিগের প্রধান দেবতা; তিনিই জগতের স্রষ্টা ও জীবদিগের সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা। তিনি ফরোহর নামক দিকপাল সকল সৃষ্টি করিয়া জীবদিগের রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়াছেন। বেন্দিসাদ অনুসারে জরথুষ্ট্র নামক এক ব্যক্তি এই দেবতার সহিত কথোপকথন

করিয়া সমুদায় ধর্মতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রচার করেন। ইহাঁদিগের মতে অহ্রিমান নামে একটি দৈত্য আছে, সে সর্বদা সৃষ্টির অনিষ্ট করিয়া থাকে। অহুর যেমন দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অহ্রিমান সেই রূপ দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছে। অহুর মনুঘাদিগের ধর্ম শিক্ষার নিমিত্ত হোম, জমবেদ প্রভৃতি মহাজাগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অগ্নি পূজাই পারসীদিগের প্রধান অনুষ্ঠান। আমাদের শাস্ত্রে যেমন গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি উল্লিখিত ও চিরকাল অগ্নিরক্ষার বিধি বিহিত হইয়াছে, পারসীকদিগেরও সেই রূপ বর্হাম ও আদ্রিমান নামে বিবিধ অগ্নি আছে, তাঁহারাও অগ্নিচয়ন পূর্বক চিরকাল তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। উদয়পুর, নউসরি; ও বোম্বে এই তিন স্থানে বর্হাম অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে। আদ্রিমান অগ্নি নানা স্থানে স্থাপিত আছে। তন্মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক পদার্থও ইহাঁদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁরা প্রাতে সূর্য্যের উদয় কালে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান কালে পারসীরা “হোম” নামক লতাবিশেষের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। গোমুত্রও তাঁহাদের মতে অতি শুদ্ধ পদার্থ। পারসীদিগের বিবাহ ক্রিয়া অগ্নিমন্দিরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ; বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। সন্তান জন্মিলে নামকরণের ন্যায় এক প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাত বৎসর বয়সের পর চৌদ্দ বৎসর তিন মাস বয়সের মধ্যে বালকদিগের যজ্ঞোপবীত হইয়া থাকে। উহাকে কস্তি কহে। উহা বায়ান্তরগাহী উর্জুলোমে নির্মিত। সেই সময়ে সজ্জা নামক একটি গাভ্রাবরণও ধারণ করিতে হয়।

মৃত শরীরের দাহ অথবা সমাধি হয় না।

তাহা অনাবৃত্ত করিয়া আশানে রাখিয়া আসে। গৃহ পক্ষী প্রথমে তাহার দক্ষিণ চক্ষু ভক্ষণ করিলে, তাহা শুভ চিহ্ন বলিয়া পারসীরা আনন্দিত হন। দৈত্যগণ মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ না করে এই জন্য মৃত শরীরের চারি দিকে কুকুর সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহার নিকটে স্তোত্র পাঠ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর চারি দিবস পরে সরিষা নামক দূত আসিয়া মনুষ্যের আত্মাকে বিনোদন নামক সেতু দ্বারা রঘনে-রঘৎ নামক আর এক দূতের নিকট লইয়া যান; তিনি সেই আত্মার পাপ পুণ্যের পরিমাণ করেন। স্বর্গের দ্বারে একটি কুকুর আছে; পুণ্যবান ব্যক্তি স্বর্গে প্রবেশ করিলে সে কিছুই বলে না; কিন্তু পাপী ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেন না। পাপীকে নরকে পতিত হইতে হয়, নরক যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু চিরস্থায়ী নহে। পারসীকদিগের যাজকেরা একটি পৃথক্ জাতি। তাঁহারা ই পুরুষানুক্রমে যাজকতা করিয়া থাকেন, দক্ষিণাদি যাচা কিছু প্রাপ্ত হন, তদ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকা নির্বাহ হয়। এ ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য পদের মর্যাদা সকল জাতির মধ্যেই সমান হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পারসীক পুরোহিতেরাও অনেকে অন্যান্য উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। যাজকদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগকে দস্তুর কহে ও যাঁহারা যাজ্যক্রিয়া করেন, তাঁহাদের নাম মোবেদ। যাজকেরা যজ্ঞমানের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু যজ্ঞমানেরা যাজকের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না।

পারসীকগণ শাপদ পশু, কুকুর ও শশকের মাংস ব্যতীত প্রায় আর তাবৎ জন্তুর মাংসই ভক্ষণ করিতে পারেন। ইহঁরা অন্য বর্নাবলম্বীর সহিত একত্র আহার করেন না।

## কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। যাহা তোমাদিগের সম্মুখে ও যাহা তোমাদিগের পশ্চাতে, ঈশ্বর তাহা সকলই জানেন; কিন্তু তোমরা ইহা জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পার না।

২। ঈশ্বরেতে দৃঢ়-রূপে যুক্ত হও।

৩। ঈশ্বর, যিনি রাজা—যিনি সত্য—তাঁহার মহিমা মহীয়ান হউক।

৪। যদি তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা না থাকিত, তাহা হইলে তোমাদিগের মধ্যে এমন একটা লোকও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, যিনি পাপ হইতে একেবারে মুক্ত হইয়াছেন।

৫। যিনি সকল জীবের প্রভু, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকে পরিচালিত করিতেছেন, আমাকে ধাঙ্গা ও পানীয় প্রদান করিতেছেন। তিনিই আমার মৃত্যু সজ্জা করিবেন ও পুনর্বার আমাকে জীবন প্রদান করিবেন। হে প্রভু! আমাকে সুরুক্ষি প্রদান কর; সাধু ব্যক্তিদ্বিগের সহিত আমাকে সম্মিলিত করিয়া দাও, এবং আমাকে স্বর্গের অধিকারী কর।

৬। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর; তদ্ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই। ইহা লোকে ও পর লোকে তিনিই আমাদের স্তবনীয়।

৭। বাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করে, তত্ত্বকীটের সহিত তাহাদিগের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; তত্ত্বকীট আপনার নিমিত্ত গৃহ নির্মাণ করে বটে, কিন্তু সকল গৃহাপেক্ষা, তত্ত্বকীটের গৃহই অধিকতর নম্বর।

৮। ঈশ্বরের করুণার চিহ্ন সকল আলোচনা করিয়া দেখ;—পৃথিবী যখন মৃত-বৎ হয়, তখন তিনি আবার কেমন তাহাতে জীবন সঞ্চার করেন।

৯। মনুষ্যের প্রতি বৃথা প্রকাশ করিয়া আপনায় মুখকে বিরুদ্ধ করিও না; অন্ধকারে স্ত্রীত হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিও না; কারণ, ঈশ্বর অহঙ্কারী লোককে ভাল বাসেন না। তোমার গতি কিঞ্চিৎ যক্ষীভূত কর ও তোমার কণ্ঠ-বর কিঞ্চিৎ মৃদু কর। তুমি কি দেখিতেছ না, যে যাহা কিছু ছুলোকে ও যাহা কিছু ছ্যালোকে, সকলই তোমার সেবার তিনি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কি বাহিরে কি অন্তরে, সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার প্রদান তোমার উপর অজস্ররূপে বর্ষণ করিয়াছেন।

১০। সাধুকামী হইয়া যিনি ঈশ্বরেতে আশ্রয়মর্শণ করেন, তিনিই সুদৃঢ় আলম্বন প্রাপ্ত হইবেন। সকল কর্ম্মের কলাকল কেবল সেই ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর  
ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১৯৮ সংখ্যক পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠার পর।

মনসারি হইতে বমঘাট ছুট ক্রোশ, বমঘাট হইতে খলকোট ছুট ক্রোশ, খলকোট হইতে রাড়া ছুট ক্রোশ, রাড়া হইতে বাগডোয়ার ছুট ক্রোশ। পুরোক্ত গোরিগঙ্গা এই বাগডোয়ারের দিন্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং এখানেও উহার উপর একটা সাক্ষা আছে, এই সাক্ষা দিয়া পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, অনেক সময় গো অর্ধ প্রভৃতি জন্তুগণ এই সাক্ষা হইতে গোরিগঙ্গার পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বাগডোয়ার হইতে সেরকানি ছুট ক্রোশ, এই সেরকানিতে এ গোরিগঙ্গার উপর দুইটী সাক্ষা আছে। সেরকানি হইতে রেলকোটি দেড় ক্রোশ, তথায় রেলকোটির নামক ভোটারদিগের বসতি। তথা হইতে বরতোল দেড় ক্রোশ, বরতোল হইতে বরু এক ক্রোশ, বরু হইতে বাপা এক ক্রোশ, বাপা হইতে জামা-ঘর অর্ধ ক্রোশ, জামাঘর হইতে পাঁচুগ্রাম অর্ধ ক্রোশ, পাঁচুগ্রাম হইতে মিলম এক ক্রোশ, এই সকল গ্রামেই ভোটারদিগের বসতি, কিন্তু ইহার মধ্যে মিলম গ্রামই বৃহৎ এবং তথায় স্থানাসিক তিন শত বর ভোটার লোক বাস করিয়া আছে। এই

মিলমের পশ্চিমাংশে গোরিগঙ্গা ও দক্ষিণাংশে মানিকেশি নামক বৌদ্ধদিগের দেবদত্ত স্থাপিত রহিয়াছে, এবং ইহার উত্তরে মানতলাউ নামক ভোটারদিগের তাঁর স্বাম, কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত ও শাণ্ডিল্যরূপে কহে, এই স্থানে শাণ্ডিল্য যিনি তপস্যা করিতেন। মানতলাউয়ের উত্তরে রাকস তলাউ নামক রুণ্ড, ইহাও একটা ভোটার-দিগের তাঁর স্বাম। এই স্থানে মদিরা, নির্ঝি ও শানমহিঞ্জি নামক ওষধি জন্মে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে তুবারারত দুইটী পর্ব্বত আছে। পুরোক্ত বিজয়সিংহ বড়ুয়া এই স্থানের রাজা ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পুত্র পুরোক্ত বনসিংহ বড়ুয়া এ স্থানের ভোটারদিগের প্রধান। প্রতি গ্রামে ভোটার-দিগের এক এক জন প্রধান থাকে, সেই প্রধান দিগের মধ্যেও আবার ধনসিংহ বড়ুয়া সর্ব্বপ্রধান, তিনি পঞ্চায়েতের সভাপতি ছয়ন এবং তাঁহার মতেই সকল বিষয় মীমাংসিত হয়।

এই পরগণার নাম জোহার এখানে গ্রামকে পত্তি কহে। এই জোহার পরগণার মধ্যে রেল-কোট, খেলাচ, মুমু, টোলা, বরকাল, মরতুলী, লা, মালা, গেনাঘর, পাঁচু, বিলতু, ও মিলম নামক বার খানি পত্তী আছে, তাহাতে প্রায় সাত শত বর ভোটার বাস করে। সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, প্রায় দামত স্বীকার করে না, কেবল দেবু বড়ুয়া গবর্ণমেন্টের তহশীল-দার ও বনসিংহ বড়ুয়া ডিক্‌মের গবর্ণমেন্টের পাঠশালার পণ্ডিত, এই দুই জনমাত্র দাসত্ব করিয়া থাকে। ভোটারেরা গৃহ্য বস্ত্র ব্যবহার করে না, পুরুষেরা ইজের, চাপকান, মোমব বন্ধ, চোপা, চাদর, টোপী ও চর্ম্ম-পায়ুকা পরে এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা, কোমরবন্ধ ও উলের কোর্ত্তা পরিয়া তাহার উপর এক খানি কবল আপাদ মস্তক আচ্ছাদন দেয় ও বনাতের পাতুকা পরিধান করে।

ভোটারেরা দিবসে অন্ন এবং রাত্রিকালে রোষ্টী ও মাংস আহার করে, পীড়িতে মৃত পশুর মাংস পর্ব্বক ও পরিভোগ করেন, শুদ্ধ মাংস ইহারদিগের অধিক প্রিয় বস্তু, কারণ হিম-প্রধান দেশে সদা-মাংস ভোজনে অপেক্ষাকৃত শরীর শীতল হয়। ইহারা স্বল্প গ্রহে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। চিন, তাতার ও তিস্ত প্রভৃতি দেশে ধানাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহারা ভারতবর্ষ হইতে তণুল, গোখরু, ঘব, শামা প্রভৃতি তিস্ত হইতে লইয়া গিয়া এবং তথা হইতে কিলখাপ, তুম, কঘল, লবণ,



সোহাগা, গভক, হরিতাল, চামর, মৃগনাড়ি ও পশম প্রভৃতি তারতর্ঘ্যে আমরন পূরক বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহারা আর অনেককেই দেখা পড়া জানে না, নড়িতে এঁহি দিয়া হিসাব রাখা। এখানে চৌর্য্য বা নিধা গ্রহণনা নাই। শান্ত্রে যে সকল দেবতার নাম মাত্রও নাই, ইহারা সেই সকল দেবতার নাম করিয়া পূজা করে, ইহারদিগের পূজায় ব্রাহ্মণের অয়োজন নাই, আপনাদ্বারা সম্পন্ন করে ও মধ্য মাংস দ্বারা ভোগ দেয়। বিশেষ কর্তব্যরোধ বাতীত ইহারা আর খীর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তর যায় না। যদি কদাচিত্তৈমবাৎ কাকারও কোল ভুটুরের সহিত পথে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে অতি আশ্চর্যের সহিত তাহাকে বাতীতে আমরন পূরক আহ্বারাদি না করাইয়া কোন ক্রমে বিদায় করে না।

পিতা মাতা প্রভৃতির মৃত্যু হইলে ভৌটীয়েয়া তারতর্ঘ্যদিগের ন্যায় সমারোহ পূরক প্রাদ্ধিক্য করে না, প্রাজ্ঞের পরবর্ত্তে ইহারা তিনটী কার্য্য করিয়া থাকে। সামান্য লোকের মধ্যে কেহ মৃত ব্যক্তির নামে নলীতে একটী সেতু বন্ধন করিয়া দেয়, কেহবা আন্দের মধ্যে মৃত ব্যক্তির নামে একখানি সাধারণ গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া থাকে, সেই গৃহকে চকস কহে। বন্যাদোষ তৃণ ও বস্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করত রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এক গৃহ মধ্যে স্থাপন করে এবং একাদশ দিবস পবাস্ত দেবতার ন্যায় সেই মূর্ত্তিকে পূজা করে ও তাহার নিকট নৃত্য গীত বাদ্য করিয়া মধ্য মাংসাদি দ্বারা ভোগ দেয়। পরে দ্বাদশ দিবসে তাহাকে জলে কিবা পর্জ্যতোপরি বিসর্জন করে। ৫. প্রতিমূর্ত্তির গাত্রের অলঙ্কারাদি সহস্রা মৃত বস্ত্রবস্ত্রাংগনের বা দৌহিত্রেরা পাইয়া থাকে। স্ত্রী ব্যক্তির স্ত্রী ৫ দিবস অবধি এক বৎসর স্থান করে না, মলিন বেশে দিন যাপন করে।

ভৌটিয়দিগের বিবাহ বন্ধন অতি চমৎকার। কন্যার পাত্রের বিবাহ স্থির হইয়া দিন অবধারিত হইলে তাহার সাত আট দিন পূরক হইতে প্রতি দিন নিধারিত চক্সা বাদ্য হইতে থাকে ও স্ত্রী পুণ্ড্র একত্র হইয়া সমারোহ পূরক নৃত্য গীত করিয়া বেড়ায় এবং একত্রে বসিয়া আহ্বারাদি করে, পাত্র বিবাহ হয়। ইহারা কেহ দান, কেহ পরিবর্ত্ত ও কেহ বিক্রয় করিয়া থাকে। কন্যা বিধবা হইলে সে পুনর্বার পিতামাতার বাতীতে আইসে ও পুনর্বার বিবাহ হয়। দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে

চণ্ডী বা দ্বিধিক কহে। পতি বর্ত্তমানও অন্যত্র বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পূরক বিবাহিত পতিকে তাহার বিবাহ ব্যয় করিয়া দিতে হয়, এরূপ বিবাহ দুই তিন বারও হইয়া থাকে। ভৌটীর ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা করে, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র নানে, অনেককেই আর শাস্ত্র দান্য করে না।

## SELECTION.

A little consideration of what takes place around as every day would show us that a higher law than that of our will regulates events; that our painful labours are very unnecessary, and altogether fruitless, that only in our easy, simple spontaneous action are we strong and by contenting ourselves with obedience we become divine.

The radical tragedy of Nature seems to be the distinction of more and less. How can less not feel indignation or malevolence towards more? Look at those who have less faculty and one feels sad and knows not well what to make of it. Love reduces them all, as the Sun melts the ice-borg in the sea. The heart and soul of all men being one, this bitterness of his and mine ceases. His is mine.

Love for love. Give and it shall be given you. What will you have? pay for it and take it. If you put a chain around a neck of a slave, the other end fastens itself around your own. Bad counsel confounds the adviser.

Nothing can work my damage except myself—the harm that I sustain I carry about with me and never am a real sufferer but my own fault.

You can not do wrong without suffering wrong.

No man had ever a point of pride, that was not injurious to him.

A mutual understanding is ever the firmest chain.

A man may teach by doing and not otherwise.

We can only be valued as we make ourselves valuable.

As much goodness as there is—so much reverence it commands.

Never a sincere word was utterly lost.

Never a magnanimity fell to the ground.

## সম্বাদ।

### লাহোর সংসত্তা।

লাহোরের সংসত্তা দ্বারা নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পঞ্জাবী ভাষার অঙ্কবাদিত ও বিবচিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে ও অবশিষ্ট কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

- ১ প্রথম পুস্তক
- ২ মহানন্দনাত্মক
- ৩ জ্ঞানশিক্ষা
- ৪ গণিত মঞ্জরী
- ৫ পঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ
- ৬ ব্যাকরণ সার
- ৭ চরিতাবলী
- ৮ নিম্ন পর্য্যায় ১, ২, এবং ৩ ভাগ (ভজ্ঞন)
- ৯ আত্মতত্ত্ববিদ্যা
- ১০ জ্ঞান যুক্তি সার সংগ্রহ (ব্রাহ্মধর্ম হইতে)
- ১১ ধর্মোপদেশ (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে)
- ১২ ধর্মোপদেশ (অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইতে)
- ১৩ ধর্মশিক্ষা
- ১৪ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস
- ১৫ হিতবাক্য
- ১৬ জপজী (গ্রন্থ সাংগ্রহ হইতে)
- ১৭ জ্ঞান ও তত্ত্বের মীমাংসা
- ১৮ সংস্কৃত ও হিন্দী অভিধান
- ১৯ ভূগোল রত্নাকর
- ২০ ব্রাহ্মধর্ম মূল সংস্কৃত ও শুদ্ধপুণী ভাষার অর্থ
- ২১ পরকাল
- ২২ ব্রাহ্মধর্ম ভাব
- ২৩ ব্রাহ্মধর্ম বাখানা
- ২৪ ব্রাহ্মধর্ম সার

এতদ্ব্যতীত সত্তা প্রথম মঞ্জরী ও ধর্মতত্ত্বদীপিকা অঙ্কবাদিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। উপরে লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক ধর্মোপদেশী জীবিত লাল বিহারীলাল দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদে পাত্র। এই সকল পুস্তকের মধ্যে সংসত্তার বিবচিত ভজ্ঞন গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা বালকেরা সত্তার গাইরা থাকে; গাইবার সময় অতি মধুর লাগে। লাহোরস্থ সকল সমাজের ব্রাহ্মেরা এই সকল ভজ্ঞন গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলাতে ব্রাহ্মধর্মের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবর্তিত না হয় এবং ব্রাহ্মেরা হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া সকল জাতির স্থানিত এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক রূপে পরিণত না করেন এবং তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মধর্মের লক্ষ্যকে ভুলি না করেন, এই জন্য সংসত্তার সম্পাদক জীবিত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি সমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। ভারতবর্ষস্থ হিন্দু বংশোদ্ভূত ব্রাহ্ম মাঝেই সেই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। এই সমাজের সভ্যেরা বিদেশী ব্যবহার অবলম্বন করিতে সহসা প্রস্তুত হইবেন না। বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বিক্ষেপে দেশাচারের দাস হইয়া থাকিবেন না কিন্তু যে হৃদয় রীতি প্রচলিত করা আবশ্যক হইবে সমাজস্থ লোকদিগের সভ্যত্ব তাহার প্রস্তাব করিয়া বিচারের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন। চিরায়ত রীতি নীতি বহুদূর সংশোধন আবশ্যক তদনুরূপ সংশোধন করা এ সমাজের লক্ষ্য থাকিবেক। ধর্ম বুদ্ধির অল্পরোধে ও কাল প্রভাবে সমাজের অবস্থান্তরে যে যে রীতি পরিবর্তন করা আবশ্যক, তাহা পরিবর্তন করা চইবেক, অথচ কেবল হৃদয় বলিয়া কোন রীতি পরিগ্রহীত হইবে না। এই সমাজের ব্রাহ্মেরা অন্য সমাজের ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিবেন না, প্রত্যুত আধ্যাত্মিক ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত স্নাত্তার রক্ষা করিবেন। সারদা বাবু এই সমাজের নাম “জার্বা সমাজ” রাখিতে চাহেন। বাংলাতে জার্বা-দিগের পৈতৃক সম্পত্তি ও প্রধান ঘোরবল্লব পুণ্ড্রবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মভাব ও সদাচার পরিবর্তনের প্রোত্বে বিস্মৃত না হইয়া বার অথচ ভাবি উন্নতির প্রতিবন্ধক না ঘটে তাহাই এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

### বৌদ্ধজার উপাসনা সমাজ।

যে সকল ব্রাহ্মেরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সমাজ সংস্থাপন কালাবধি অন্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কখন বন্ধ হয় নাই। এই সমাজের কাব্য প্রথমে যে রূপ পৃথক ভাবে চলিয়াছিল অদ্যাপি সেই রূপ পৃথক ভাবে চলিতেছে। এই সমাজ এক্ষণে “বৌদ্ধজার উপাসনা সমাজ” নাম ধারণ করিয়াছে। জীবিত বাবু অরুণচরণ কান্তগিরি মহাশয় তাহার সম্পাদক হইয়াছেন।

### বিস্তাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ-গ্রন্থ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ সংস্কার সম্পন্ন না হয়, তত দিনের জন্য ব্রহ্মসমাজ প্রধান প্রচার্য্য মহাশয় নিজ ভবনে উপাসনা

নার স্থান প্রদান করিয়াছেন। অতএব সাধারণকে অবগত করিতেছি যে গত ২০ তাম্র বুধবার অবধি ঐমুক্ত প্রদান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা হইতেছে।

ঐজামদগজ বেনাস্তবাসীশ।  
সহকারি সম্পাদক।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৭ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা।

আগামী ৭ আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ন পাঁচটার সময় ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার অধিবেশন হইবেক, সভা মহাশয়ের উপস্থিত থাকিবেন ইতি।

আয় ব্যয়।

আগন্ত, ১৯২৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৮ ৪ ৮ ১/১৫
পূর্বকাল হিত	...	৫ ৪ ৯ ৫/১৫
সমষ্টি	...	১ ৩ ৯ ৮ ৮/১০
ব্যয়	...	৮ ৮ ২ ১/
হিত	...	৫ ১ ৫ ৫/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫ ৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১ ৬ ২ ৫/৮
পুস্তকালয়	...	১ ৪ ৮ ৮/৫
হস্তালয়	...	৫ ৫ ৬ ৪
গম্বীত	...	৫ ৭ ৩/১০

সমষ্টি	...	৮ ৪ ৮ ১/১৫
--------	-----	------------

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১ ১ ৮ ১/৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১ ৩ ২ ১/১০
পুস্তকালয়	...	১ ৪ ৮ ৮/৫
হস্তালয়	...	২ ৯ ৫ ৪/৫
গম্বীত	...	১ ৮ ৭ ৫/৮

সমষ্টি	...	৮ ৮ ২ ১/
--------	-----	----------

মাস আশি।

ঐমুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরি	...	২ ৫
" নগিরার চাঁদ সাহা	...	১ ৫
" শিবচন্দ্র মল্লী	...	১ ০
" বাজারাম সুখোপাধ্যায়	...	২

মৃত কাম্বের দান।

ঐমুক্ত দিকেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৫
----------------------------	-----	---

সমষ্টি	...	৫ ৭
--------	-----	-----

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার ১৭২৪ শকের আয়  
মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

ঐমুক্ত বাহু রাজনারায়ণ বসু	...	২
" " গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬
" " নীলকমল সুখোপাধ্যায়	...	৬
" " চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
" " এসর কুমার বিশ্বাস	...	৩
" " তৈরবজ্র বঙ্গোপাধ্যায়	...	১
" " নীলনাথ মিত্র	...	১
" " তারকনাথ দত্ত	...	১০
" " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এন্স	...	১০

৩০

কেরত প্রাপ্তি ও পূর্ব মাসের হিত	...	১৫৮/
---------------------------------	-----	------

৩২৫৮/

ব্যয়

বিবিধ ব্যয়	...	১৫/১০
হিত	...	৩৮/১০

ঐজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ঐমদগোপাল মিত্র।

সম্পাদক।

তবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ১৭২৪ শকের

বৈশাখ নাং আশ্বাঢ় মাসের আয়

ব্যয়ের বিবরণ।

আয়

মাসিক দান প্রাপ্ত	...	৭৭৪০
সাপ্তাহিক সভার দান প্রাপ্ত	...	১০৮
পূরাতন গমির করার বিক্রয়	...	১

১৮৩৪০

পূর্বের হিত	...	২২৫৮/৫
-------------	-----	--------

২১১৮৮/৫

ব্যয়

উপাচার্য্যগিরের গাড়ি ভাড়া	...	২০৫/৬
গায়কের বেতন	...	২০
বাহ্যাকরণের বেতন	...	১৬৮/৬

আলোক ব্যয়	...	১৮
------------	-----	----

সমাজ ভূমির রাজস্ব	...	৪
-------------------	-----	---

সমাজের রক্ষকের বেতন	...	১৩৪০
---------------------	-----	------

সাপ্তাহিক সভার ব্যয়	...	৪৫১৮/৩
----------------------	-----	--------

উকতিভিত্তি প্রস্তুত করার ব্যয়	...	২১৮৮/৩
--------------------------------	-----	--------

বিবিধ ব্যয়	...	৫৫৮/৩
-------------	-----	-------

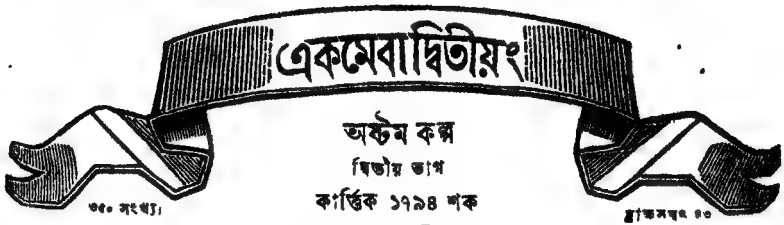
১৪৮৪৮/৬

হিত	...	৬৭৫ ১১
-----	-----	--------

ঐজ্যোতি বঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

স্বপ্ন ১৯২৮। কলিকতা ৪০৭২। ১ আশ্বিন বৈশাখ।



# তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বমসংখ্যং তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকাং সৰ্বমসংখ্যং । তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকাং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং । একমেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং । একমেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং ।

## ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ।

যক্ষারমণিহালাপে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সৰ্বমসংখ্যঃ । যক্ষারমণিহালাপে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সৰ্বমসংখ্যঃ । তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকাং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং ।

ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ১ম । ১৬ অ । ১৭ পৌ ।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতিৰ্ময় পুরুষ, যিনি সকল জানিতেছেন, এই আকাশে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকল জানিতেছেন ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া হৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকাং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং সৰ্বমসংখ্যং ।

ঈশ্বরের ছই কার্য্য মহান্; এক, আশ্রয়দেয় সম্পূর্ণ অগণ্য নক্ষত্র সম্বিত অসীম আকাশ, দ্বিতীয়, অন্তরে আশ্রয়দেয় উন্নতিশীল এই চিরজীবী আত্মা। আত্মা সুলভও নহে অশুও নহে কিন্তু সে কি সার বস্তু । এক বিহু আত্মা অসীম আকাশ বর্নন করিতেছে, এক বিহু আত্মার উপর যেন সবুজ আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে । আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না—আত্মার অভাবে শত শত হুঁয়া অন্ধকারময়; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিমান্

হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা; ছইই সেই “অণোরণীরান্ মহতো যহীরান্” অনন্ত পুরুষের আদর্শ, এছয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্তমান, আবার চিরগুর আকাশতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণ রূপে রছিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে ঘাই, তখন দেখানে সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই; যখন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমন আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্ম রাজ্যে আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া এবং পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত আকাশে,—তিনি বৃত্তি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্জন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা হৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

## উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক  
বিরূত।

৩. ১. জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৭১৪ খ্রিঃ।

অবিসম্বাদনো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমান্ভুঃ।

কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকৈঃ নচানর্থেন বুদ্ধাভ্যে।

ব্রাহ্মধর্ম ২ খ। ৮ অ। ৭ শ্লো।

যিনি অবিবাদী, কর্মদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ষে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কাণ্ডারও সহিত বিবাদ করা বিধেয় নহে। ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা এদান করিয়াছেন, তদ্বারা মনুষ্য মনুষ্যের সহিত একত্র বাস করিয়া পরস্পর সন্তোষ লাভ করেন। বালক বালকের সহিত, যুবা যুবার সহিত এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধের সহিত সহবাস করিতে যে ব্যঞ্জ হয়, এই ইচ্ছাই তাহার মূলীভূত কারণ। এই সহবাসের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য কত সময় কত জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞান লোকের নিকট গমন করিতে হয়, কত সাধু ব্যক্তিকে অসাধুর সহিত সহবাস করিতে হয়, কত ধনী লোককে দরিদ্রের সংসর্গ করিতে হয় এবং কত উচ্চ সম্মান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নীচের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়। অতএব স্বজাতি সহবাস মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ এবং ইহা দ্বারা অনেক শিক্ষা, অনেক উন্নতি, অনেক মঙ্গল লাভ ও অনেক প্রকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সহবাস বিষয়ে অভ্যাচার দোষে অনেককে ঘোর বিপদে পতিত হইতেও হয়। সহবাসের গুণে যেমন মানব জাতির অশেষ প্রকার শিক্ষা, উন্নতি, মঙ্গল, ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই রূপ তাহার বিপরীত বিবাদাচারে অনেক প্রকার দুর্গ-

তিও ঘটয়া থাকে। অগবীশ্বর আমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদেরদিকে যে অসামান্য শ্রুতকরী ইচ্ছা এদান করিয়াছেন, তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া সেই অবশ্য-জ্ঞাবী মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হওয়া আমাদেরদিগের কোন প্রকারে উচিত নহে। যে স্বজাতি সহবাসের ইচ্ছা আমাদেরদিগের এতাদৃশ সুখ সৌভাগ্য ও সম্পদের কারণ, তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া অমঙ্গল উদ্ভাবিত করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএব যাহাতে উক্ত প্রকার ইচ্ছার বিপরীত অমঙ্গলের কারণ কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত হইতে না পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সতত সে বিষয়ে সাবধান থাকাই কর্তব্য।

কর্তব্য কার্যে নিপুণতার নাম কর্ম দক্ষতা। সামান্য কার্য্যই হউক আর গুরুতর কার্য্যই হউক, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। নিপুণতা তিন কোন কার্য্য অনায়াসে বা অল্প সময়ে নিষ্পন্ন হয় না। এ বিষয়ের বিবরণ ১৭১২ শকের ১৩ আশ্বিন দিবসীয় উপদেশে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কৃতজ্ঞতা আমাদেরদিকের মনের একটা স্বাভাবিক ভাব। কোন ব্যক্তি আমাদের কিছুমাত্র উপকার করিলে তখনই ঐ ভাব মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়া পশ্চাৎ তাহা কার্য্যেতে পরিণত হয়। মনের প্রকৃতিই এই রূপ যে আমাদের আন্তরিক ভাব সকল আকৃতিতে, বাক্যেতে ও কার্য্যেতে ব্যক্ত করিবেই করিবে। যদি কেবল কতকগুলি সুবিন্যস্ত বাক্যেতে উপকারির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আর তাহার সহিত মনের ঐ ভাব মিশ্রিত না থাকে, তাহা হইলে যথেষ্ট ভাব

ও কথার ভুল দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর আমাদের সমুদায় বাক্য ও সমুদায় কার্য্যে এই ক্রতজ্ঞতার ভাব প্রবাহিত হইলে আমাদের মুখে একটি অনির্বচনীয় জ্যোতি প্রকাশিত হয়, আমাদের কণ্ঠ হইতে উপকারির প্রশংসা বহি উৎসাহের সহিত উৎখিত হইতে থাকে। উপকারীর প্রতি আমাদের যথার্থ ক্রতজ্ঞতার ভাব উদয় হইলে অবশ্যই আমাদের মনে এক প্রকার প্রসন্নতা—এক প্রকার সন্তোষ বিরাজ করিতে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ক্রতজ্ঞতা অন্য প্রকার। আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের ককণা রসে আর্জ হইলে আমাদের মন হইতে স্বভাবত যে ভাব উৎখিত হয়, মুখ হইতে স্বভাবত যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহাতেই তাহার প্রতি ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। “যখন কোন সুগন্ধি পুষ্প হস্তে করিয়া মনের সহিত তাহার স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা যায়, তখনই আমাদের ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। তিনি মুগ্ধ হস্তে আমাদিগকে যে সকল আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত বার বার নমস্কার করিলেই আমাদের ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।” এই প্রকার ক্রতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অত্যন্ত হইলে সর্বদা মনে এক প্রকার নিরতিশয় আনন্দের উদয় হইতে থাকে।

বুদ্ধিকে মার্জিত করিবেক। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবার নিমিত্তে তাহার স্বরূপ জানা আবশ্যক, অতএব যেমন বহির্বিষয়ের কার্য্য সাধন জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য করণ বলা যায়, সেই রূপ অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার নিমিত্তে মনকে অন্তঃকরণ বলে। বুদ্ধি ঐ মনেরই একটি অবস্থা বিশেষ। যেমন চক্ষুরাদি বাহ্য করণ সকল জড় পদার্থ, অন্তঃকরণ সে রূপ নহে, ইহা চেতন পদার্থ। ইহা সমুদায় জ্ঞান কার্য্যের কারণ। সংশয়,

নিশ্চয়, স্মরণ, গর্ভ, অহঙ্কার ও বিবেচনা প্রভৃতি এই অন্তঃকরণের বিষয় এবং শ্রীতি, জ্ঞান, দয়া, ন্যায় ও তর্ক প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় ইহার আশ্রয়। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় উপলব্ধি হয়, বুদ্ধি দ্বারা তাহা আলোচিত না হইলে তদ্বিষয়ে স্বক্ষণ-মুহুক্ষণ জ্ঞান হয় না এবং বুদ্ধিকে যতই স্বক্ষণ বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করা যায়, ততই তাহা মার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব স্বক্ষণ-মুহুক্ষণ বিহিত কার্য্যে এই বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে মার্জিত করিবেক।

বাক্য ও ব্যবহারে শরল হইবেক। শরলতা মনুষ্যের একটি অলঙ্কার বিশেষ। শরলের সহিত ব্যবহার করিয়া বা আলাপ করিয়া কখনই কেহ অসুখী হয় না, সুতরাং শরলের প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। অতএব এই সকল সাধন দ্বারা ইহলোকে কীর্তি লাভ হয় এবং অনর্থ সাধন কার্য্যে নিলিপ্ত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারা যায়।

হে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। তুমি আমার হৃদয়ের ভাব সকল নিয়ন্তাই দর্শন করিতেছ, অতএব আমি যেন কোন কালে তোমার অপ্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া জীবনকে বিফল না করি এবং সাংসারিক কার্য্য সাধন কালে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। আমার মন বিষয় ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইয়া কিছুমাত্র বিব্রত হইলে যেন তোমার জ্যোতি তাহাতে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়, এই আমার প্রার্থনা। হে জগদীশ্বর। তুমি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

## ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মধর্ম ।

ধর্মই মানুষের জীবন, সৌন্দর্য, সুস্থতা ও বল। যে ব্যক্তি সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে পারে; ধর্মের প্রতি অস্বাভাবিক থাকে, ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়, ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে, সেই রূপ প্রত্যেক জাতির পক্ষে এই রূপ নিয়ম। যে জাতি যে পরিমাণে ধর্মপরায়ণ হইবে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিবে। ইহা অজ্ঞান উপদেশ যে “ধর্মএব হতোহস্তি, ধর্মোন্নতি রক্ষিতঃ।” এবং ইহাও অক্ষয় সত্য যে “অধ্যৈনৈথতে তাবৎ ততো তদ্রূপা পশ্যতি। তচ্চ সপত্নান্ জয়তি সন্তুলন্ত বিনশ্যতি।” প্রত্যেক জাতির ইতিহাস হইতে এই দুইটি সত্য সপ্রমাণ হইবে। সকল সময়ে মানুষ স্থির চিত্তে সকল দিক্ বিচার করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য উদ্ভাস্তচিত্ত হইয়া এই নিয়মের ব্যতিচার কীর্তন করিতে থাকে। আমরা অনেক সময়ে উন্নতির হেতু সকলকে অবনতি ও অবনতির হেতু সকলকে উন্নতি ভাবিয়া বিচারমুগ্ধতা প্রদর্শন করি। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনা করিলে প্রত্যেককেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, ধর্মই উন্নতির ও অধর্মই অবনতির একমাত্র কারণ। অনেক সময় আমাদের একপ জ্ঞান ও উপস্থিত হয় যে, ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের উন্নতির মূলে কোন ধর্ম আধার হইয়া আছে অথবা ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের ছয়বহার মূলে কোন অধর্ম বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখিতে পাই না; কতকগুলি সামান্য বাহ্য বাপারকে অধর্ম বা ধর্মের লক্ষণ ভাবিয়া উক্ত নিয়মের ব্যতিচার হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিতে যাই। আমাদের ভারত বর্ষ যে এক্ষণে দুর্ভিক্ষ জাতি সাধারণ দুর্বহা ভোগ করিতেছে, আশামিগেরই দোষ তাহার কারণ। সেই দোষ ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম বন্ধনের শৈথিল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যে দোষ প্রদর্শন করুন, তৎসমুদায়ই উহার সহচর। অনেক অদ্যাপি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচুর ধর্মের অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং সেই অতিমানে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও সংকল্প যে কেমন গুরুতর, তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু তাঁহাদের অনুমান ও অতিমান যে নিরর্থক, তাহা আর কাহাকেও সপ্রমাণ করিতে হইবে না, হিন্দু জাতি আপনাদের মুখেই ব্যক্ত করিতেছে যে “এক্ষণে চতুস্পাদ ধর্মের এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে।” আমরাও এই বাক্যের পোষকতা করিয়া কহিতেছি যে, হিন্দু জাতি উক্তরূপ ধর্ম-ত্রুটি না হইলে কখনই একপ দুর্বহা উপস্থিত হইত না। যদি অন্তঃসার পূন্য কতকগুলি বাহ্য আড়ম্বর মাত্র ধর্ম হয়, হিন্দু জাতির মধ্যে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই; ঈশ্বরের প্রতি অকপট প্রীতি, তত্ত্ব-নিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্মের সারভূত অংশ সকল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যথার্থই ভারতবর্ষে ধর্মের তিন পাদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ধর্ম নামে বাহ্য কিছু এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুভূত হইবে যে, ধর্মের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল পূন্য আকার মাত্র শূন্যলবরণ হইয়া হিন্দুজাতিকে চলৎশক্তিরহিত করিয়া কেলিয়াছে। গুরু ও শিষ্য, পুরোহিত ও যজমান, শাস্ত্রী ও বিবরী, সকল জ্ঞেয় কথ্যই প্রবেশ করিয়া

দেখ, ধর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, ধর্মের জ্ঞান সংকীর্ণ, ধর্মের ভাব স্তান, ধর্মের অনুষ্ঠান সারথুনা হইয়া আছে। ঈশ্বরের নিয়ম এই, যে পরিমাণে ধর্মবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আর আর তাবৎ শক্তি মন্দীভূত হইয়া আসিবে। এই জন্যই “ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ, ক্ষত্রিয়েরা নির্বীৰ্য্য” বণিকেরা দরিদ্র, কৃষকেরা অলস। উন্নত আশা, মনুষ্যোচিত অধিকার বোধ, অটল অধাবসায়, অস্বাদ্য চেষ্টা সমুদায় মহৎ গুণই ধর্ম লোপের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল; অমনি অশিক্ষিত স্ত্রীজনেচিত কলহ, আত্মভ্রমিতা, নীচ ভাব সকল উপস্থিত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাজাতির ছুর-বহ্নার সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বর্তমান চুববস্থা অকারণ নহে, “ঈশ্বরকৃত বিড়ম্বনাও” নহে, ইহা ধর্মের প্রতি শৈথিল্যের ও অব-ধর্মাসক্তির দণ্ড ঈশ্বরের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিবার প্রতিকূল। আমরা ধর্মান্তরে লিবিয়া রাখিতেছি, যত দিন ভারত-বর্ষীয়গণ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত না হইবেন ততদিন এই ছুরবহ্না ভোগ করিতেই হইবে। অনেক ভারতবর্ষের পূর্বতন সৌভাগ্য অরণ করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন, কিন্তু সেই সৌভাগ্যের মূলীভূত পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম-পরায়ণতা অরণ করিয়া লজ্জিত হইতে চান না। ভারতবর্ষীয়গণ অকপটে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হউন, দেখিবেন এক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষে সকল বিষয়েই যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমরা আশ্বিনোষে প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলি, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সংশোধন করিয়া দেন। নির্মল বায়ু আঘাতেরই দোষে মলিন হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে, কিন্তু ঈশ্বর বাত্যা ও বজ্রপাত প্রভৃতি

উপায় দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ করেন: স্বাস্থ্যকর পৃথিবী আদ্য-দেবই পরিত্যক্ত আবর্জনাতে আবাস্যকর হইয়া উঠে, কিন্তু ঈশ্বর বায়ু ও আলোক প্রেরণ করিয়া পুনরায় তাহাকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দেন। যদি ঈশ্বরের এই বিধান না থাকিত, তাহা হইলে কি ভীষণ ছুরবহ্নাই উপস্থিত হইত। কেবল ভৌতিক জগৎ দিয়াই যে ঈশ্বর এই রূপ অশাচিত করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা নহে, মনুষ্য সমাজের মধ্যেও তাঁহার এই রূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক দিকে অপরাধের দণ্ড দান করেন, আর এক দিকে অসীম ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া নব জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। আমাদের অপরাধে ভারত বর্ষ সর্ব-স্বান্ত হইয়াছে; এই ছুরবহ্নার সময়ে সর্বত্রই ধর্মই আমাদের প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের আশ্রয় বিধান ক্রমে তাহারই উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এষ্ট বৃক্ষের মূলে যত্ন বারি সেচন করিতে থাকুন, এমন সময় আসিতেছে যে, সমুদায় ভারত বর্ষকে অনুবাগের সহিত ইহার অশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারত বর্ষের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ধর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে; যেচ্ছাচার সকল শ্রেণীরই অভ্যস্তর কলঙ্কিত করিতেছে, সকল শ্রেণীকেই তাহার বিষময় কল ভোগ করিয়া আলায়তন হইতে হইতেছে। এ অবস্থা কেহই চির কাল বহন করিতে পারিবে না। এক এক করিয়া সকলকেই প্রতি-বিধান চেষ্টায় উৎসুক হইতে হইবে। ধর্ম বাতিরেকে অন্তঃকরণ কি রূপ অশান্তি ভোগ করে, গার্হস্থ্য সুখ কত ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সমাজ কি রূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ইহা সকল জ্ঞেয়ীই পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে



পারিবে। ধর্ম ব্যতিরেকে পিতা সৎপুত্র  
পাইবেন না, স্বামী পতিব্রতা পাইবেন না,  
পত্নী সৎস্বামী লাভ করিতে পারিবেন না;  
ধর্ম ভ্যাগের এই তয়ানক দণ্ড মনুষ্যের  
মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করে, কেহই এ রূপ  
অবস্থা সস্তা করিতে পারে না। সুতরাং  
ধর্মের শরণাপন্ন না হইয়া মনুষ্য আর কত  
কাল ভিত্তিতে পারিবে। ঈশ্বর করুন, হিন্দু  
জাতিতে এত দুর্বৃত্তবশ্য ভোগ করিতে না  
হউক। হিন্দু জাতি চৈতন্য লাভ করিয়া  
পুনরায় পূর্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্মের প্রতি  
অনুরক্ত হউন। প্রচলিত ধর্ম-পদ্ধতি সকল  
নিষ্পেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর  
ভবিষ্যৎ বংশাদিগের জন্ম পূর্ণ হইবে না।  
উচ্চৈশ্বর্য ব্রাহ্মধর্মই সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ  
করিবে। ব্রাহ্মধর্ম এক্ষণে যতই মৃত্যু পরি-  
ক্ষমে পরিচ্ছন্ন হউক, কিন্তু ইনি ভারত বর্ষের  
পরিচিত বস্তু। চক্ষু উন্মীলিত হইলেই  
ভারত বর্ষ ইহার প্রেমে আবদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্মগণ প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন,  
ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান হউন,  
সকলকে ইহা ইহার বিশ্বসকলের সহিত সং-  
গ্রাম করিতে থাকুন। ধর্ম সংস্কার ব্যতিরেকে  
ভারতবর্ষের হৃদয়গত রোগ আর কিছুতেই  
দূরীকৃত হইবে না, ধর্মের অধি ব্যতিরেকে  
কিছুতেই ইহার শীতল রক্তে উত্তাপ সঞ্চার  
হইবে না; ধর্ম বল ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ  
আর কিছুতে উত্থানশক্তি লাভ করিতে  
পারিবে না। সহস্র সহস্র বিদ্বান্ উপন্ন  
হউন, সহস্র সহস্র কবি জন্ম গ্রহণ করুন,  
সহস্র সহস্র রাজনীতিজ্ঞই আসুন; মূলে  
ধর্ম না থাকিলে সকলের চেষ্টাতেই “হিতে  
বিপরীত” ঘটিবে। বাহ্যতে ধর্ম জ্ঞান প্রশস্ত  
হয়, ধর্ম তাব উদ্দীপ্ত হয়, ও ধর্মানুষ্ঠানে  
উৎসুকা জন্মে, ইহাই এখন প্রধানতম কার্য।  
ধর্ম ব্রজির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ সংস্কার

হইবে, রীতি নীতির সংশোধন হইবে, জ্ঞান  
বিজ্ঞানের চর্চা বাড়িবে—আর সমুদায়  
অভাব দূর হইবে। পুরাত্ত্ব দৃষ্ট হয়,  
ধর্মই রাজপদের সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্মই  
কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্ম হইতেই দর্শন  
শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে; ধর্মের  
জনাই শিল্প বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছে।  
ধর্মের প্রসাদেই পৃথিবীর মুখ শ্রী উজ্জল  
হইয়া উঠিয়াছে। ভারত বর্ষে যদি এক বার  
ধর্মোৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—ঈশ্বরের  
প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের প্রতি অটল  
নিষ্ঠা উপন্ন হয়, তাহা হইলে, উদ্যম ও  
চেষ্টার আর অভাব থাকিবে না।

### হিন্দুধর্মের ইতিহাস।

৩৩৫ সংখ্যক পত্রিকার ৩১ পৃষ্ঠার পর।

ব্রাহ্ম জাতির উৎপত্তি ও প্রাধান্য  
লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; পূর্বতন  
আর্য্যধর্ম তাঁহাদিগের হস্তে কি রূপ আকার  
ধারণ করিল এবং কোন্ বিষয়ে কি রূপ  
পরিবর্তন ঘটিল, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান  
প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে। ব্রাহ্ম্য ধর্মের  
ইতিহাস নিরূপণ করা তাদৃশ দুষ্কর হইবে  
না। বিশেষতঃ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, মুসলমান  
ও খৃষ্টানদিগের সমাগমে যতই বিপ্লব  
ঘটিয়া থাকুক, অদ্যাপি ব্রাহ্ম্য ধর্মই হিন্দু  
জাতির অস্থিতে অস্থিতে বিদ্যমান আছে  
এবং উত্তর কালে গোঁড়িল, আখলায়ন ও  
কাত্যায়ন প্রভৃতি যে সকল মতকার জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম্য ধর্মকে অতি  
দুশৃঙ্খল রূপে প্রথিত করিয়া ইতিহাসানুস-  
ঙ্গাদিগের অনেক ভ্রমের লোভ করিয়া  
গিয়াছেন।

পূর্বপুরুষভক্তি মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম-  
ভাব। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ভাব

অসাধারণ রূপে উদ্ভিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মের সময়ে আর্ঘ্যগণ আশ্চর্য্য ভক্তির সহিত উদ্ধতন পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পূর্ব পুরুষগণের সমুদায় ব্যাপারই তাঁহাদের চক্রে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুরাতন ঋষিগণের বাক্য, আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড এমন ভাবে গৃহীত হইতে লাগিল যে, আমরা এ ক্ষণে কোন প্রকারেই সে ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সেই ভাবের বর্ণন হইয়া অখন্ত আর্ঘ্যগণ পুরাতন ঋষিগণের বাক্য সকল সংগ্রহ, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদিগের প্রবর্তিত যাপ্ন যজ্ঞ, ব্যবস্থা ও পদ্ধতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদের সেই চেষ্টা এমন আশ্চর্য্য রূপে সকল হইয়াছে যে, আর কোন দেশেই একপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সময়ে লেখার সুক্তি হয় নাই, বেদমন্ত্র সকল সেই সময়ের বস্তু; অত্যাধিক তাহার কোন যন্ত্রের একটি অক্ষর বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। প্রকলিত অগ্নিতে আচ্ছতি দান প্রাণী কোন অল্পতম কালে আরক হইয়াছিল, অত্যাধিক হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা প্রবর্তি হইয়া আছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রচলিত হইয়া আছে, ইহার অনেকগুলির মূল সেই প্রাচীন কালের আর্ঘ্যসমাজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

ব্রাহ্মণ ধর্মের সময়ে ভারত বর্ষের পূর্বতন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়া যায়। অন্য জাতীয় শত্রুগণের সহিত আর সে রূপ যুদ্ধাদি ঘটিল না। হুমুগণ বারংবার পরাস্ত হইয়া নিবিড় অরণ্য ও দুর্গম পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আর্ঘ্যগণের

ক্ষমতা বন্ধন হইয়াছিল। এ দিকে আর্ঘ্যগণও ক্রমে ক্রমে বৃহৎগোষ্ঠী হইয়া উঠিলেন, ভারত বর্ষের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তার হইতে লাগিল। সুতরাং আর্ঘ্যগণের দৃষ্টি বাহ্যিক ও আত্মাত্মিক বিষয় সকলের শৃংখলা স্থাপনের নিমিত্ত আকর্ষিত হইল। এই জন্য এট কালের ইতিহাসে অবতীর্ণ হইলে দৃষ্ট হইবে অখন্ত আর্ঘ্যগণ অসামান্য উৎসাহের সহিত পূর্বপুরুষগণের কৌতুকলাপ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই পুরাতন ঋষিগণ যে ভাবে অবস্থান করিতেন, তাহার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আর সে যখন নব নব সূত্র সকল বিনির্গত হইতেছে না, অতিমব তত্ত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইয়াছে, চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবস্থা সুন্দর রূপে জ্ঞায়মান হইবে যে, ভূরি ভূরি টীকাহার সকল উৎপন্ন হইয়া অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পুরাতন আর্ঘ্যগণের ন্যায় গ্রন্থকার সকল আর জন্মগ্রহণ করিলেন না। বেদের এক অংশ মন্ত্র ও আর এক অংশ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভাগের কিয়দংশ পাঠ করিলেই এই বাক্য সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, পরিবার ও রাজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটি সুন্দর শৃংখলা উৎপন্ন হয়। সেই শৃংখলা সংস্থাপনের জন্যই যেন ব্রাহ্মণ ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মের সময়ে আর্ঘ্যগণ যে বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, অত্যাধিক সেই বিষয় প্রায় তদনুসারেই চলিতেছে। এবং সেই শৃংখলার গুণেই হিন্দু জাতি নানাবিধ

বিশ্ববের মধ্যে পতিত হইয়াও দণ্ডায়মান আছে। এক্ষণে আমরা বহু সহস্র বৎসরের পর সেই সকল বিষয়ের মধ্যে যে দোষ দর্শন করিতেছি, ইহা বিচিত্র নহে; কিন্তু যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তখন উচাই সম্যক উপযোগী ছিল।

অধস্তন আৰ্য্যগণ যখন পূর্ব পুরুষগণের সমস্ত বিষয়েরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সময়ে ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক মতের অধিক পরিবর্তন সম্ভাবিত নহে। আৰ্য্য ধর্ম বলিবার সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরাতন আৰ্য্যগণ প্রথমে মেঘ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থকে আরাধনা করিতেন, ক্রমে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট দেব দেবীর কল্পনা করেন, পরিশেষে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, যখন আৰ্য্য ঋষিরা এক ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়লব্ধ করিতে পারিলেন, তখনও পুরাতন যাগ যজ্ঞের পদ্ধতি পরি-  
ত্যাগ করিলেন না, প্রভূত অগ্নি বায়ু ইন্দ্র গরুড় প্রভৃতি সমুদায় দেবতাই এক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সময়ে সেই উদয়োন্মুখ ব্রহ্মজ্ঞানের তাদৃশ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ছুই একটি স্থলে ইন্দ্রাণি সকল দে-  
বের একত্ব প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা কেবল বিবাহ ব্রাহ্ম-  
ণেরাই অবগত ছিলেন; তাঁহারা তাহা লইয়া যে আন্দোলন বা প্রচার করিতেন, ইহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রভূত পূর্বোক্ত অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থ ও নানা দেব দেবীর আরাধনার নিমিত্ত যাগ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান অধিকতর প্রচলিত হইল দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা যে একবারে স্থগিত হইয়া গেল,

তাহা নহে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শেবাবস্থাতে তাহা পুনর্বার অধিকতর বলে সমুদ্বিত হইয়া-  
ছিল। আমরা সেই সময়টিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাল হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক করিয়া বৈদান্তিক ধর্মের কাল বলিয়া নির্দেশ করিতেছি; অতএব বৈদান্তিক মত বলিবার সময়ে তাহার আলোচনা করিব। এক্ষণে এই মাত্র উক্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সময়ে পূর্বতন দেব দেবী সকলের আরাধ-  
নাই প্রবলতর ছিল।

অধিকন্তু আৰ্য্যদিগের সময়ে তেত্রিশটি যাত্র দেবতা যজ্ঞীয় দেবতা বলিয়া পরিগ-  
ণিত হইতেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কি প্রকারে দেব সংখ্যার আধিক্য হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা যায় না। কেবল ছুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতন আৰ্য্যেরা একটি দেবতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া যে ছুইটি নাম উল্লেখ করি-  
য়াছেন, অধস্তন আৰ্য্যেরা সেই ছুইটি নাম ধরিয়া ছুইটি বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করি-  
লেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, আৰ্য্য কবিরা কোন একটি বিশেষ দেবতাকে হয় তো ছন্দের অনুরোধে কখন বৃহস্পতি, কখন বা ব্রহ্মস্পতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই ছুই নামের শব্দার্থ আলোচনা করিলেও উভয় নামই এক দেবতার প্রতি-  
পাদক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অধস্তন আৰ্য্যেরা বৃহস্পতি ও ব্রহ্মস্পতি নামে ছুইটি বিভিন্ন দেবতার গণনা করিয়া গিয়া-  
ছেন। দেব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আর একটি কারণও অনুমিত হইয়া থাকে—  
আৰ্য্য কবিগণ উবা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদা-  
র্থকে লক্ষ্য করিয়া এমন সকল ঋকৃ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে এখনও নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায় না

যে, তাঁহার ঐ সকল পদার্থকে যথার্থই ক্রম্বর বোধ করিতেন, বা কবিজনোচিত ভাব ও রূপনা দ্বারা ঐ রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধস্তন আর্যেরা ঐ সকল পদার্থকে দেবতা বলিয়া সুস্পষ্ট গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

সেই সমস্ত দেব দেবীর আরাধনা কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইত, কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিত না। যে বিষয়ে যে রূপ পদ্ধতি নির্দিষ্ট ছিল, - ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ তাহার অন্যথা হইলে নানা সংশয় উপস্থিত হইত। ঐতর্যের ব্রাহ্মণে এই রূপ একটি উপাখ্যান আছে, একদা ঋষির এই সংশয় জন্মিল যে, যদি কোন কর্মের কোন অংশে নিয়মের অন্যথা হয়, এবং কর্ম হইয়া গেলে কেহ তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সেই কর্ম কি পুনর্বার নুতন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে? কেহই নিঃশেষে ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কোন ব্যক্তি এই পরামর্শ দিলেন যে জাতুকী নামে এক জন প্রাচীন ঋষি আছেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট পদ্ধতির রেখা মাত্র অতিক্রম কি রূপ দুখণীর হইত, তাহা ইহা দ্বারাই সমগ্রাণ হইতেছে।

#### তগবদ্ধীতা।

যোগস্বঃ ব্রহ্ম কর্ম্মাণি সঙ্ঘং তাত্ত্ব্যং ধনঞ্জয়।  
সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সনোহুবা সমস্বং যোগ উভয়ে ॥

হে ধনঞ্জয়! পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমান জ্ঞান করত কর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠান কর; যেহেতু এই রূপ সমতাবহি যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

### শাক্যসিংহের জীবন চরিত।

ননিত বিস্তর হইতে সংকলিত।

অযোধ্যার অন্তঃপাতী কপিল বস্ত্র নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম নাম সিদ্ধার্থ ও সর্বসিদ্ধার্থ; শাক্য বংশের মধ্যে অতি প্রধান পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে পরিশেষে তিনি শাক্য সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শাক্য বংশীয়েরা গৌতম গোত্র বলিয়া গৌতম তাঁহার উপাধি হয়। জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাঁহার মাতা মায়াদেবী লোকান্তরে গমন করেন। এই জন্য তাঁহার পিতৃব্য পত্নী গৌতমী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। প্রথম বর্ষ বয়সে পিতার আদেশ অনুসারে তিনি গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবৃত্ত হন।

বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে রাজা শুদ্ধোদন বিবাহ দিবস অতিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শাক্যসিংহ এক সপ্তাহ পরে, কি রূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চান, তাহা এককটি “গাথা” দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া তদনুরূপ কন্যার অনুসন্ধানার্থ পুরোহিতকে নিয়োজিত করেন। কপিলবস্ত্র নগরে শাক্য বংশীয় দণ্ডপাণির কন্যাকে মনোনীত করিয়া পুরোহিত রাজাকে সংবাদ দেন। কিন্তু রাজা পুরোহিতের উপরেও নির্ভর না করিয়া শাক্যসিংহ স্বয়ং কন্যা মনোনীত করিতে পারেন, এই রূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার অতিপ্রাণ সিদ্ধ হইয়াছিল; শাক্য সিংহ দণ্ডপাণির কন্যা গোপাকেই মনোনীত করিলেন। কিন্তু গোপার পিতার এই রূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ

করিতে অলিখিত হইবে, তাহাকে লিপিক্তান, সংখ্যা গণনা, যুক্তি, ইতিহাসিক প্রভৃতি শি্ষণবিদ্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ উক্ত সকল শি্ষণবিদ্যায় নিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি গোপার পাণ্ডিগ্রন্থ করিলেন।

কিছুকাল পর্যান্ত তিনি রাজপুত্রোচিত নানাবিধ সুখ সম্ভোগের সহিত কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পীড়িত জরাগ্রস্ত যুগ্ম দেহ ও কোন সমাসীকে দেখিলে তিনি পীড়া, বার্দাক, হুত্ব ও ধর্মের বিষয়ে যৌরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। একদা তিনি এক ক্লমকের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সেই ক্লমক পরিবারের ছুরবস্থা ও ক্লেশ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রযুক্ত বৈরাগ্যানল প্রবল বেগে প্রকলিত হইয়া উঠিল। তিনি পথি মধ্যে একটি জয়বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে সংসারের অনিত্য সুখের প্রতি একবারে বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও তাহার লক্ষণ সকল একটি হইতে লাগিল। তদর্শনে রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত শঙ্কায়িত হইলেন এবং শাক্য সিংহ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে, এই জন্য সতর্ক হইয়া রহিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। একদা নিশীথ সময়ে শাক্য সিংহ সংসারমায়ার জলাঞ্জলি দিয়া হনুক নামে এক পরিচারকের সহিত অঝোরোহণ পূর্বক পলায়ন করিলেন। কিয়দূর যাইয়া অশ্ব ও পরিচ্ছদ ভূতাতর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—আমার পিতা মাতা জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ যেন আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন, আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ভূত এই সংবাদ

লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে নগরে হাংকার ধনি উথিত হইল।

কথিত আছে, এ দিকে শাক্য সিংহ খজ্ঞ দ্বারা আপনাদিগ্ধদেহন ও পূর্ববস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্বক তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যমগ দেশের রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। তৎকালে রাজা বিষমার যমগ রাজ্যের সিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন। তিনি ভূত্যাগের মুখে যুবা যোগীর আগমন বার্তা শুনিয়া, অসং সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজধানীতে তাঁহার অবস্থিতির প্রার্থনা করিলেন। শাক্যসিংহ অসম্মত হইয়া সংক্ষেপে আপনাদিগ্ধ পরিচয় দিয়া ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য অবগত করিয়া রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনেক ত্রাঙ্কণ ও ঘূনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগের ধর্ম্যানুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার কোন প্রকারে মুক্তি লাভের হেতু নহে, তাঁহার মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

অনন্তর তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ক্রমাগত হয় বৎসর অবস্থান করিয়া অনাহার প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক কষ্ট স্বীকার পূর্বক তপস্যা করেন। হয় বৎসরের পর দেখিলেন যে, এইরূপ তপস্যাতে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আর তত্ত্ব চিন্তা করিতে সমর্থ হন না। এই দেখিয়া উক্ত প্রকার তপস্যার প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক রীতিমত পান ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইতি পূর্বে জ্ঞানকোণ্ডিল্য, অশ্বজিৎ, পাণ্ড, মহাবাহু ও তত্ত্বিক নামে পাঁচ ব্যক্তি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শাক্য সিংহকে সহসা আচার পরিবর্তন করিতে দেখিয়া যুবা বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণ

গনীতে গমন করিলেন। শাক্যসিংহ ক্রমে ক্রমে বল প্রাপ্ত হইয়া—হানাত্তরে গমন পূর্বক তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বৎসরের পর তিনি অতিশ্রুত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। ললিত বিস্তর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন।

তিনি স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরি-  
তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; সেই জ্ঞান প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহার এই সংশয় জন্মিল যে, তাঁহার ধর্ম লোকের বোধগম্য হইবে না। এই জন্য তিনি সঙ্গা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাট। পরিশেষে প্রচারের কাম-  
নাই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি একবারে বারাণসী নগরে গমন করিলেন। পূর্বে জ্ঞানকোণ্ডিয়া প্রভৃতি যে পাঁচ জন সচ্চর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রথমেই তাঁহার বুদ্ধের ধর্ম অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আরও পাঁচ জন আসিয়া তাঁহার শিষ্য হন। অতঃপর যখন তিনি যগধে গমন করেন, তখন ষাট জন শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। যগধ দেশে আগমন করিলে যগধাধিপতি বিদ্-  
সার তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী রাজগৃহে আ-  
হ্বান করিয়া কলম্বকা নামক একটি “বিহার” (বৌদ্ধ সমাজ) নির্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানে ঘাল্যা ও শারিপুত্র নামে দুই প্রধান ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম অবলম্বন করেন। কথিত আছে, ইহারা বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন। মহাকাভ্যায়ন নামে আর এক ব্যক্তিও এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন; শাক্য সিংহ তাঁহাকে ধর্ম প্রচারের জন্য উজ্জয়িনী নগরীতে প্রেরণ করিয়াছি-  
লেন। তিনি তথায় গমন করিয়া গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত সমাজ রূপে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আবন্তী নগরের এক ধনবান ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়া অযোধ্যা প্র-  
দেশে জৈতবন নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বিহার স্থাপন করেন এবং সশিষ্য বুদ্ধকে আহ্বান করিয়া কিছু কাল বাস করান। শাক্যসিংহ এই স্থানে থাকিয়া অনেক ধর্মগ্রন্থ প্রচার করেন এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিকে স্বীয় মত অবলম্বন করান।

এই সময়ে রাজা শুক্লোদন পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনিবার নিমিত্ত আট জন দূত প্রেরণ করেন, তাহারা শাক্য সিংহের নিকটে আসিয়া তাঁহার ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা আপন মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে লইয়া বাইবার পরি-  
বর্তে স্বয়ং বুদ্ধের ধর্ম অবলম্বন করিলেন। তৎপরে রাজা কপিলবস্ততে নাগোধ নামে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া দেন। শাক্য সিংহ বুদ্ধ হইবার ষাটশ বৎসর পরে ঐ বিহারে অবস্থান করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় শাক্য বংশীয় সমস্ত ব্যক্তিই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন এবং তদ্ব্যতীত অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া তিষ্ঠু হন। শাক্য সিংহের পত্নী গোপাও অপ-  
রাপর অনেক স্ত্রী লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া তিষ্ঠু বৃত্তি অবলম্বন করেন।

মথুরা উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিয়া শাক্যসিংহ অনেক ব্যক্তিকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করেন। গঙ্গার দুই পারের দুই রাজা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; শাক্য সিংহ সেই বিবাদ তঞ্জন করিয়া উভয়কেই স্বীয় ধর্মে আনয়ন করি-  
লেন। উভয় পারের রাজা অর্হৎ হইয়া-  
ছিলেন।

বারাণসী ও পাটলীপুত্রের মধ্যে গণ্ডক নদীর তীরবর্তী কুশীনর গ্রামে শাক্য সিংহ যানবলীলা সন্ধান করেন। তিনি হুতুর পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমার হৃত দেহ সম্রাটদিগের রীত্যানুসারে অগ্নিতে দহন করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহার হৃত দেহ সুগন্ধি জলে ধোত ও সুগন্ধি তৈল লেপন পূর্বক বস্ত্র ও তুলাতে আচ্ছাদিত করিয়া এক সপ্তাহ কাল একটি লৌহের সিন্ধুক মধ্যে রক্ষা করা হইল। পরে পুনরায় সুগন্ধি তৈল লেপন করিয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতাতে দহন করা হয়। পরে শিষ্যেরা সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আটটি পাত্রে রাখিয়া আটখানি সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক কএক দিবস তাঁহার সম্মুখে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে, ভস্ম কোথায় রক্ষিত হইবে এই লইয়া নানা স্থানের লোকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। পরিশেষে এক ব্রাহ্মণ মধ্যবর্তী হইয়া সেই সমস্ত ভস্ম বিভাগ করিয়া আট স্থানে প্রেরণ করেন। সেই অষ্ট স্থানে ভস্মোপরি এক এক চৈত্য নির্মিত হয়। মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণ ভস্মের পাত্র ও ন্যা-গ্রাধ নামক এক শিষ্য চিতার অঙ্গার লইয়া এক এক স্থানে রাখিয়া তছুপরি এক এক চৈত্য স্থাপন করেন। শাক্য সিংহের চারিটি দন্ত চারি দেশে স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, তাহার একটি সিংহল দ্বীপে নীত হয়।

### কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১।—তোমরা কি দেখিতেছ না, যে, ঈশ্বর রাজির পর দিবা ও দিবার পর রাজি, পর্যায়ক্রমে আনয়ন করিতেছেন; এবং চন্দ্র সূর্যকে তোমারদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন; চন্দ্র সূর্য উভয়ই আপন আপন নির্দিষ্ট সীমার

উপনীত হইবার নিমিত্ত ক্রমবশে অগ্রসর হইতেছে। তোমরাও বাহ্য করিতেছ, ঈশ্বর তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঈশ্বরই একমাত্র সত্য পুরুষ ও তাঁহাকে ছাড়িয়া আর বাহ্যকেই ডাকিবে; তাহাই অসার, অপদার্থ।

২।—সেই তিনি, যিনি ভূত তথিবা বর্তমান জানিতেছেন,—যিনি মহান, যিনি করুণাময়;—সেই তিনি, যিনি আপনার সৃষ্ট সমুদায় পদার্থকে যার পর নাই সুন্দর করিয়াছেন; তাঁহার প্রতি তোমারদিগের ধন্যবাদ কত অস্প প্ৰেরিত হয়।

৩।—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ তিনি আমারদিগের সম্পূর্ণ আশ্রয় দাতা।

৪।—হে ভক্ত! ঈশ্বরকে সর্বকণ অঙ্গ কর এবং দিবা রাজি তাঁহারই জয় ঘোষণা কর। তোমার প্রতি তাঁহার একপ করুণা যে তিনি তোমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন।

৫।—হে মানবগণ! ঈশ্বর তোমাদের প্রয়োজনীয়! কিন্তু তাঁহার অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না—তিনি স্বতন্ত্র, তিনি স্ববলীয়।

৬।—সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের নিকট হইতে ছুঁথ অপসারিত করিয়াছেন তাঁহার মহিমা মহীয়ান হউক। ইহা নিশ্চয় যে আমাদের এতু পাপীদিগকে মার্জনা করিবার নিমিত্ত ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী ব্যক্তিগণকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি আমাদের বিজ্ঞানের জন্য সেই অসুখ-নিকেতনে লইয়া যাইবেন, যেখানে তাঁহার প্রকাশে পরিজ্ঞান আমাদের গকে স্পর্শ করিবে না ও স্নানি আসিয়া আমাদের গিকে অবসন্ন করিবে না।

৭।—ইহা নিশ্চয়, পাছে ছালোক ও ভুলোকের নিপাত হয়, এই হেতু ঈশ্বর তাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

৮।—কি ছালোকহু কি ভুলোকহু কোন পদার্থই ঈশ্বরকে বাধা দিতে পারে না।

৯।—চোমার সেই প্রভুর জয় ঘোষণা কর। লোকে তাঁহার বিষয়ে যাঁহা কিছু বলে, তাহা হইতে তিনি অনন্ত গুণে উচ্চতর।

১০।—ঈশ্বরকে বাহারা ভয় করিবে, তাহাদিগকে তিনি মুক্ত করিবেন, তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে সংস্থাপিত করিবেন—অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—ভাংখণ্ড তাহারা ক্রিষ্ট হইবে না।

ব্রাহ্মাবস্থিত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১০২ সংখ্যক পত্রিকার ১০৩ পৃষ্ঠার পৰ।

ভৌগোলিক আশ্রয়াদিগকে ইল'ব বংশজাত পশুবা পিণ্ডাস করে, কিন্তু তারতন্যীয় ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় উপবীত ধারণ করে না। ইহা'বা প্রতি দিন স্নান ও তন্ত পানাদি প্রদর্শন করে না, মস্তকে যে শিখা থাকে, কেবল তাই ছাট দৌত করে ও যথ প্রদর্শন যাত্র করিয়া থাকে। সকলেই স্তব্ধে কক্ষিকর্ম ও বস্ত্রাদি দৌত করে, লাগিত ও বজক নাই। ইহারা সকল একা'ব মৎস্য ও মাংস ভোজন করিয়া থাকে। তথায় যে সমস্ত বজোপবীত ধারী ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণাদি অমান্য জাতি বাস করেন, তাঁহারা ইহাদিগের সহিত পান ভোজন করেন না; করিলে জাতিচ্যুত হন। সেই জাতিচ্যুত পুরুষ অথবা স্ত্রীদিগকে অগত্য তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়। কিন্তু উহারা তাহাদিগকে আপনাদের ভুল্য জ্ঞান করে না, এতদ্ভ্য তাহাদিগকে উহাদিগের দাস ও দাসী হইতে হয়। তদেশীয় ভাষাতে তাহাদিগকে ছোড়া ও ছোড়ী কহে। উহাদিগের পুত্র কন্যা জন্মিলে বিবাহ দেওয়া অভ্যস্ত কঠিন, উক্ত রূপ ছোড়া ও ছোড়ীর পুত্র কন্যা বাতিরেকে আর কাহারও সহিত বিবাহ হয় না। ইহাদের সন্তানগণকে কুনকে কহে। ইহাদিগের তিন পুরুষ অতীত হইলে যদি অধস্তন কুনকেরা বনসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ভোট জাতি বলিয়া গণ্য হইতে

পারে। ভোট দেশে কন্যা পুত্রের বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। ভোটীয়েরা কাহারও বৈতনভোগী হয় না, বাণিজ্যাদি দ্বারা ভাবিকা নির্বাহ করে এবং আপনাদি আপনাদি হন্তে লোমজ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লয়। এদেশের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিগ্রহী। কাণ্ড ও ডোণ নামে এক প্রকার ঝোড়া আছে, সচরাচর তাহাতে মেড় মণ বস্ত্র ধরে; তাহা অন্যায়সে পুটে লইয়া চলিয়া যায়।

চোখা নামে এক প্রকার অসভ্য নৃত্য প্রচলিত আছে। ভ্রমণের স্ত্রীলোক ও পুরুষেবা বিষম অথবা রাত্রিতে পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক মণ্ডলিকা'র হট্টয়া নৃত্য করে এবং শুনিয়াছি ইচ্ছাতে অনেক প্রকা'ব পাণাচাবও অচ্যুত চইয়া থাকে। পূর্বে যে "বহেচরা" গামেব কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, এখানে তাহাও প্রচলিত আছে। নুমা-রীবা একত্র হইয়া বহেচরা গান করিয়া থাকে। তাহাদিগেব সত্যর মধ্যে অনেক দ্বেচ্ছাচানী পুরুষও থাকে। নুমারীদিগেব চরিত্রের প্রতি ভৌগোলিকগেব কিছুই দৃষ্টি নাই।

এদেশে বড় বড় রূপ নাট, উকু, মৎস্য, পেন হাত পথ্য উক্ত রূপ দেশিতে পাওয়া যায়। শীত কালে প্রায় ত্রিশ হাত পাতা'র এক চুপিয়া যায়। প্রচুর নিম্নাংগের নিমিত্ত দেশীয়দিগকে প্রায় সাত নাট দিনেব পথ নিম্নে ম'সিয়া কাটা'দি পথ'য় লগিত হয়। ইহা'ব পথ'ব দু'বা তিন নিম্নাংগ করে ও কাটে' ছা'দেব উপ'ও পতর বসায়'দিগেব, তাহাতে ভু'ব'ব মৎস্য ও তাহা'ব কোন ক্ষতি হয় না। এদেশে ভু'ব'ব বর্ষকেই রুষ্টি কহে, জন ব'ণ' হয় না। শীত কালে মদ মদী সমুদায় ভু'ব'ব'র হইয়া যায়। এদেশে প্রবল ঝড়িকা নাই। সময়ে সময়ে কেবল উগ্রতর শীতল বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রিকালে কখন তাদৃশ বায়ু প্রবাহিত হয় না, সু'ধা বত প্রধর হয় ততই উহা প্রবল হইতে থাকে। আমাদেব দেশের লোক তথায় বাস করিলে ছু'তি'ন বৎসরেই তাহার সমুদায় কেশ শুক্ন হইয়া উঠে।

সিনম নামক একটি গ্রামের পশ্চিমদিয়া গোবী-গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, গোখা নামক আর একটি নদী অতি দূরস্থ ভু'ব'ব'র তাল হইতে গোবী গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে সব দাহ হইয়া থাকে। সিনম গ্রামের পূর্ব দিকে গোখা নদীর উপর একটি সাক্ষা আছে, সেই সাক্ষা পার হইলেই তিব্বত দেশে উপনীত হওয়া যায়।



# REVIEW.

Theistic Toleration and Diffusion of  
Theism Calcutta: G. P. Roy.

(From the *Inquirer of London*  
August 3rd 1872.)

Although anonymous it is evident that this able pamphlet comes from the pen of one of the friends of Keshub Chunder Sen. The doctrines of Brahmoism or Hindu Theism are summed up in the following formulae:—

1. The Entirely Natural Origin of our Religious Knowledge.
2. The Existence of God.
3. The Infinity of God
4. The Fatherhood, the Motherhood, and the Friendship of God.
5. The Nearness of God to Man
6. The Free Will of Man.
7. The Love of God and doing the Works He loves.
8. The Existence of a Future State.
9. The Distribution of Rewards and Punishments in that State.
10. Self-Satisfaction of Mind, arising from Consciousness of Virtue, is Heaven, and Remorse is Hell.
11. The Remedial Character of Divine Punishment.
12. The Eternal Progress of the Human Soul.

In regard to the best way of diffusing Theism the writer lays stress upon its teachers setting an example of a firm faith in its doctrines, and leading truly pious and virtuous lives. He objects to the sectarian attitude which would put forth Theism as an entirely new religion in opposition to all historical and existing systems, when in fact it is as old as the human race, and forms the vital and essential portion of every old religion. His theories of worship and Church reform entirely accord with

The writer of the pamphlet is a member of the Adi Brahmo Samaj and not of the Brahmo Samaj of India. Editor T. P.

our own views, and are indeed carried out by those Unitarian congregations who have adopted either a Revised Book of Common Prayer, or considerable portions of that book in their liturgical services.

“Theists (he says) should adopt the old form of Church service, making such changes in it as are imperatively required by the principles of Theism. They should adopt a ritual containing as much of the old form as could be kept consistently with the dictates of conscience. They should also have a book of Theistic texts extracted from the national Scriptures, which already command the veneration of the nation, such a book being essentially necessary for drawing the eyes of the nation to the really important portion of its Scriptures as distinguished from the unimportant, and thereby diffusing the principles of Theism among its members, as well as for serving the subsidiary purpose of a convenient collection of national mottoes for sermons and discourses. This system of propagation does not exclude the introduction of a new element into the Church service, and into the ritual mentioned above, but this element should be cautiously introduced, and in a national shape, suited to the feelings and tastes of the nation. This system of diffusion also does not exclude the acceptance of the truths contained in the Scriptures of other nations and the transfusion of the beauties of those Scriptures in a national shape into our own hymns and discourses.”

## NEW IDEAL OF LIFE.

(From the *Inquirer of London*.

August 3rd 1872.)

There is a new ideal of life, which I think, is slowly arising among us: and which, when it is fully carried out, I be-

lieve, will make an impression upon society, never before seen in the world. This is the idea of mutual helpfulness; of every man's living not to himself, but to God, in loving and helping his kind. Helpfulness, I say—that which Mr. Ruskin describes as the most glorious attribute of God himself; and which has so seized upon his imagination, that he ventures to substitute for "Holy, holy, holy, is the Lord," Helpful, helpful, helpful is the Lord God Almighty! This will not do; but it indicates a glorious tendency of modern thought. The old ideal of life has been to get together the means of comfort and enjoyment, to get wealth, to get a fine house, to get luxuries for wassail and feasting, or to get books and pictures; and then to sit down and enjoy all this good estate, and transmit it to fortunate heirs, with little thought of others—with some charities, perhaps, but without taking into heart or life the common weal, happiness, and improvement of all around.

What a millennium would it begin, if, instead of this, every man should be thinking, just so far as he can go beyond taking care of his own body and soul, what he can do for others—not in any merely eleemosynary way; not merely to instruct and improve men with the pharisaic assumption of being better or better off than they; but by acting a brotherly part to them, speaking neighbourly words, doing neighbourly deeds, smoothing the path, softening the lot, seeing all erring, and sorrow, and joy, and worth, as if they were their own; and wherever there is any difficulty or trial or need to "lend a hand." Whenever such a spirit enters into and pervades society, it will make a world, compared with which our time will sink back among the Dark Ages.

Dr. Dewey:

## বিক্ৰেয় পুস্তক ।

ব্রাহ্মধৰ্ম্ম অৰ্থম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভাংপৰ্ণ্য	
সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ..	২
ব্রাহ্মধৰ্ম্ম অৰ্থম ও দ্বিতীয় খণ্ড	
ভাংপৰ্ণ্য সহিত ঐ তাল বাঁধা ..	২৫০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ( দেবনাগর অক্ষরে )	৫০
ব্রাহ্মধৰ্ম্ম অৰ্থম খণ্ড (টীকা ও ভাংপৰ্ণ্য সহিত) ..	৫০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধৰ্ম্ম (টীকা সহিত) ...	১০
বালিকা ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ..	১০
বালিকা ব্রাহ্মধৰ্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ..	৫০
বালিকা ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ভাংপৰ্ণ্য সহিত ..	৫০
ব্রাহ্মধৰ্ম্মের মত ও বিশ্বাস ..	৫০
ব্রাহ্মধৰ্ম্মের ব্যাখ্যান—অৰ্থম প্রকরণ	৫০
ব্রাহ্মধৰ্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	৫০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..	৫০
মণোপদেশ ..	৫০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ..	৫০
মাসোৎসব ..	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ....	১০০
তবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১০
ব্রাহ্মবিদ্যালয় ..	১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	১০০
রাজনারায়ণ নম্বর বক্তৃতা অৰ্থম ভাগ	৫০
রাজনারায়ণ নম্বর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৫০
কালীধর মিত্রের বক্তৃতা ..	৫০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	১০০
ভববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ..	১৫০
ধৰ্ম্মভব্ব নীপিকা অৰ্থম ভাগ ..	১
ধৰ্ম্মভব্ব নীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ..	১
ধৰ্ম্মভব্বনীপিকা অৰ্থম	
ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র ..	২
ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানের নীতিমালা ..	৫০
প্রাভাসিক ব্রাহ্মোপাসনা ..	৫০
ব্রাহ্মোপাসনা ..	৫০
ব্রাহ্মোপাসনা পদ্ধতি ..	৫০
ব্রাহ্ম-জ্যোতিষ ..	১০০
ধৰ্ম্ম-নীতি ..	৫০
পৌত্তলিক প্রবেশ ..	১৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা .. .. .	৭
মহাসংহিতা .. .. .	৫
ধর্ম সংগ্রহ ... .. .	৮০
ব্রাহ্মসমাজ চতুর্থ ভাগ .. .. .	৮০
ঐশ্বর্যচন্দ্রিকা .. .. .	৮০
গুরুদর্শন .. .. .	৮০
জ্যোতিষমালা .. .. .	৮০
ধর্ম দীপিকা .. .. .	৮০
ধর্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭ ৮৭ খণ্ডের	
একত্র বঁধান .. .. .	৮০
কুমার শিক্ষা .. .. .	৮০
দীপ্ত-খরার অভিষেক .. .. .	(১০
ব্রাহ্মসংগঠন .. .. .	৮০
ব্রাহ্মজ্ঞান .. .. .	৮০
ব্রাহ্মজ্ঞান সূত্র ভাষ্যপত্র সহিত .. .. .	৮০
ব্রাহ্মধর্ম তার প্রথম খণ্ড .. .. .	৮০
ব্রাহ্মধর্ম তার দ্বিতীয় খণ্ড .. .. .	৮০
ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক জ্ঞান .. .. .	৮০
ব্রাহ্মধর্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ .. .. .	৮০
হিন্দু জাতি, তার অতীত ও কর্তব্য .. .. .	৮০
উপদেশ .. .. .	(১০
ব্রাহ্মব্যবহার .. .. .	৮০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত রূপ .. .. .	৮০

### বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উনবিংশ শাখাসংস্রিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘটীর পরে ব্রাহ্মধর্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ মাত ঘটীর সময় ব্রাহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

### বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ কার্তিক রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বোসভাগীশ।

সহকারী সম্পাদক।

### আয় ব্যয়।

ভাদ্র ১৯২৪ খ্রি. মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

আয় .. .. .	৩০০ ৮/৫
পূর্বকার হিত .. .. .	৫ ১৫ ৮/১০
সমষ্টি .. .. .	৮ ১৬ ৮/১৫
ব্যয় .. .. .	২ ৫ ৫ ৮/১০
হিত .. .. .	৫ ৬ ১ ৮/৫
ব্রাহ্মসমাজ .. .. .	২ ৫ ৮/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. .. .	১ ৬ ১ ৮/১০
পুস্তকালয় .. .. .	২ ৮ ৮/১০
মন্ত্রালয় .. .. .	৮
গম্ভীত .. .. .	২ ৬ ৮
সমষ্টি .. .. .	৩ ০ ০ ৮/৫

### ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ .. .. .	৮ ৮ ৮/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. .. .	৮ ৯ ৮/১৫
পুস্তকালয় .. .. .	২ ১ ৮/৫
মন্ত্রালয় .. .. .	৮ ৯ ৮/৫
গম্ভীত .. .. .	১ ২ ৮/১০
সমষ্টি .. .. .	২ ৫ ৫ ৮/১০

মাসিক আয়।

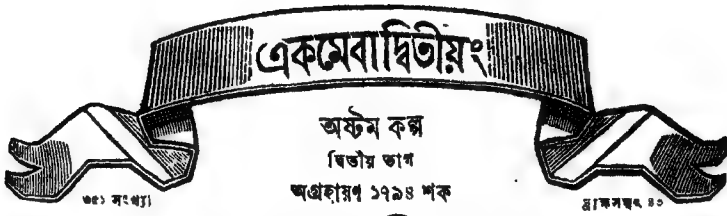
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় .. .. .	১০
" কামাক্ষ্যচরণ যুগোপাধ্যায় .. .. .	৫
" কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় .. .. .	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু .. .. .	২

দানাদ্বারা প্রাপ্ত .. .. .	২ ৮/১৫
সমষ্টি .. .. .	২ ৮ ৮/১৫

শ্রীজ্যোতিষরত্ননাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাপ্তি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য দুই আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকনাম বার্ষিক দুই আনা। লন্ডন ১৯২৮। কলিকাতা ৪২৭২। ১ কার্তিক বৃহস্পতি।



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত, ত্বিকানাঙ্গবিদ্যং সর্বমসৃজয়। তত্ত্বং নিত্যং জ্ঞানমন্তঃ শিবং স্বতন্ত্রব্রহ্মবৈশ্বক-  
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত, সর্বাস্বয় সর্বনিং সর্বশক্তিমন্ ক্রবৎ পূর্ণমঐতিমিতি। একমেবাদ্বিতীয়ং  
পারিত্রিকমৈবিক স্বতন্ত্রবতি। পশ্চিম্ ঐতিহ্যস্য শ্রিয়কার্যসাধনক তত্প্রাপনম্বেব।

## কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোপাসনা।

১ কাৰ্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক।

শ্রীমৎ প্রদান আচার্যের উপদেশ।

প্রাতঃকাল।

এ কি মনোহর দৃশ্য! এখানে সকলে  
সাধু-ভাবে সম্ভাবে পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-  
স্বরূপের উপাসনাতে আত্মাকে নিযুক্ত  
করিয়াছেন। সকলের মুখ হইতে সাধু-ভাব  
বিগলিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রবাহিত হই-  
তেছে। এই অধঃস্থ পৃথিবী লোকে—মর্ত্য-  
লোকে থাকিয়া আমরা অমৃত-স্বরূপের  
উপাসনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। এ কি  
আশ্চর্য্য দৃশ্য! পক্ষ যেমন প্রস্তুতিত হইয়া  
আপনার সুগন্ধ ধান করে, তেমনি সহজে  
হৃদয়ের প্রেম তাঁর চরণে অর্পিত হউক।  
আমরা প্রীতি-কুসুমের ভক্তি-চন্দনে তাঁর  
আরাধনা করি। তিনি অন্তরের বস্ত্র,  
আমরা তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ভক্তি  
ধারা পূজা করি—তিনি ভক্তি প্রেমই  
গ্রহণ করেন, আর কিছুই গ্রহণ করেন

না। যে যে প্রকারে পূজা করুক, যদি  
তাহাতে আন্তরিক প্রেম থাকে, তিনি তাহা  
গ্রহণ করেন। যদি কেহ বাহিরের পুষ্প  
চন্দন দিয়া তাঁহাকে পূজা করে, প্রেম বারিতে  
খোঁত হইলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন, তদ্বা-  
জীত তাহা গ্রহণ করেন না। আচার্যদের কি  
পূণ্য, কি বল, যে সেই দেব-দেব মনোহরাকে  
পূজা করিতে পারি। তাঁর রূপাতে তাঁহাকে  
পূজা করিবার আচার্যদের অধিকার হইয়াছে।  
আমরা কৃত্রিম মর্ত্য জীব, তিনি রাজ-রাজ দেব-  
দেব, তিনি আমাদের পূজা চান, প্রীতি চান;  
আমরা কি তাঁহাকে পূজা দান করিতে  
রূপগতা করিব? কখনই না। গীতাতে  
আছে—“তেষাং সততযুক্তানাং তজ্জাতাং  
প্রীতিপূর্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন  
যানুপযাস্তি তে।” “সেই নিত্য-যুক্ত যোগী-  
বিশেষের মধ্যে যাহারা আমাকে প্রীতি পূর্বক  
তজ্জাত করে, তাহারদিগকে সেই প্রকার বুদ্ধি-  
যোগ প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে  
প্রাপ্ত হয়।” যে ব্যক্তি প্রীতি-পূর্বক তাঁহাকে  
চার, সে যদি তাঁহাকে না পায়, তবে  
আর কে পাইবে? যে ব্যক্তি আপনার  
প্রীতি দিয়া তাঁহাকে পূজা করে, তিনি

তাহার পূজা গ্রহণ করিবেন না তো আর কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন—তাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন না তো আর কাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন? আমাদের আরাধ্য দেবতা নিদ্রিত নন, তিনি জাগ্রৎ দেবতা—তিনি জাগ্রৎ থাকিয়া এই মান্নিরের আকাশের মধ্যে রহিয়াছেন। পবিত্র-স্বরূপ এখানকার এষ্ট পবিত্র-সমীরণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। আপন! হৃদয়-সিংহাসনের মধ্যে তাঁর এষ-জ্যোতি দর্শন কর; তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ দেখিয়া পবিত্র হও। ঈশ্বরের জন্য হস্তকে চালিত কর, পদকে প্রধাবিত কর। তাঁর কন্ঠে নিযুক্ত হও। “যোগেশ্বঃ কুরু কন্ঠাণি” তাঁহার সহিত যোগ রাখিয়া সকল কন্ঠ কর। মনুষ্যের আত্মাই পরমাত্মার সহিত যোগ রাখিতে পারে। পশু-পক্ষী বিষয়-সুখে রহিয়াছে, বিষয়-কার্য্য করিতেছে, কার্য্য জন্য করিতেছে তাহা তাহার জানে না। মনুষ্যই তাঁর আদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম পালন করিতেছে, তাঁর এষ-স্বথ দেখিয়া পবিত্র হইতেছে—তাঁহার অনন্ত সহবাস লাভ করিতেছে। এখানে পক্ষ প্রক্ষুটিত হইয়া এক দিনের মধ্যেই শুষ্ক হয় কিন্তু মনুষ্যের আত্মা দেবলোক হইতে দেবলোকে অনন্ত কাল তাহার সঞ্চার অনুচর হইয়া থাকে। আবার অজর অমর অমৃত পুরুষের পুত্র। বাক্যসম্বোধী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যজুর্বেদ সংহিতাতে বর্ণিয়াছেন “মনোবাকুর্জানিতা সর্বিধাতা।” তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা। “এইহা বিশ্বা ভূবানি জুহুং” যিনি এই সমুদয় বিশ্বভুবনকে অস্তিত্বে আস্থান করিয়াছেন, “পিতা নঃ” তিনি আমাদের পিতা। তিনিই আমাদের পিতাকে এই সংসারে আস্থান করিয়াছেন। আমরা কিন্তু আপন! আশি নাই,

তাঁহার নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তিনি আমাদের পিতাকে নিতা নিতা অজস্র অন্ন-পান সুখ আনন্দ পরিবেশন করিতেছেন। যিনি এই সমুদয় জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদের পিতা—এই পুরাতন মহাবাক্য কত দিন অবধি এই ভারত ভূমিতে চলিয়া আসিতেছে। কোন কালের সেই যজুর্বেদ, কোন কালে সেই তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আবির্ভাব, আমরা অদ্যপি তাঁহার সেই হৃদয়ত মত উপভোগ করিতেছি—তিনি আমাদের পিতা। পিতা হইতে পুত্র কতু পর নন। তিনি আমাদের আপন!—তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনন্ত কালের যোগ। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে প্রকার নিকট সম্বন্ধ, তাহা পিতা-পুত্রের তুলনাতেও পরিচয় দেওয়া যায় না। পিতা-পুত্র হইতেও আমাদের সহিত তাঁহার নিকটতর সম্বন্ধ। তাঁহাকে পিতা মাতা বলিলেও হৃদয় তৃপ্ত হয় না। পিতা কখন কখন তাজা পুত্র করেন—তিনি কাহাকেও ভাগ করেন না। এখানে পিতা-পুত্র বিয়োগ আছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিয়োগ কোথা? তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা—সেখানে হৃদয়-বন্ধুও যাইতে পারে না। যে আপন! আমাদের পরমাত্মাকে জানিয়াছে, সে সকল পুণ্য লাভ করিয়াছে। “বেদেষু যজ্ঞেষু তপস্যু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যকলং প্রদীকং। অতোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চান্দ্যং।” বেদেতে, যজ্ঞেতে, তপস্যাতে, দানেতে যে সকল পুণ্যকলং প্রদীক আছে, যোগী ত্র্যক্ষকে জানিয়া তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং পরমোক্তক্ট স্থানকে লাভ করে।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

## আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ।

পূর্বে এই দেশ যখন ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্তৃক রক্ষিত ও শাসিত হইত, তখন এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি কঠোর অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞান করিয়া বিবিধ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা সমাজে ঋষি নামে খ্যাত হইতেন। নারদ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ, বাম্বীকি, দৈপ্যায়ন, ব্যাস, গোতম, পরাশর ও জনক প্রভৃতি কত শত মহর্ষি যে এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার মুখোচ্ছল করিবা গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। প্রোক্ত মহর্ষিগণের পর, শাশ্বা, আর্য্যভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় তত্ত্বদর্শী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদিও তৎকাল-প্রচলিত দেশাচারানুরোধে ঋষি নামে খ্যাত হইতে পারেন নাই, তথাচ তাঁহারা অনেক ঋষি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। যাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া আমরা এক্ষণে পুলকিত হইতেছি, তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদের শাস্ত্র। অপরাপর দেশে শাস্ত্র ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; যাহা পরমার্থ প্রতিপাদক তাহা পবিত্র শাস্ত্র, আর যাহা বস্তুতত্ত্ব-প্রতিপাদক বা লোক-ব্যবহার নিয়ামক তাহা অপবিত্র শাস্ত্র। নৌভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে শাস্ত্রের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান সে রূপ সঙ্গীর্ণ নহে। এদেশে পূর্বাণর এই উদার সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, যে শাস্ত্র আধ্যাত্মিক, শারীরিক,

পারিবারিক ও সামাজিক মূল বিষয়ক এবং যে শাস্ত্র সচেতন বা অচেতন পদার্থ ব্যুৎপত্তি তত্ত্বজ্ঞাপক তাহাই পবিত্র শাস্ত্র; আর যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ পাপানুষ্ঠান বিষয়ক তাহাই কেবল অপবিত্র। ফলতঃ যখন স্পষ্টাক্ষরে দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক ও সামাজিক কুশল, এবং চেতনাচেতন পদার্থের গঠন ও প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেহই সেই বাক্য মনের অতীত ব্রহ্মের জ্ঞান ও সহবাস লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তখন বোধ হয় সমুদায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদের পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারদিগের সহিত একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন যে, হিতজনক শাস্ত্র মাঝেই পবিত্র শাস্ত্র। শাস্ত্রকারদিগের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান এই রূপ অসামান্য রূপে উদার হওয়াতেই তাঁহাদিগের প্রণীত যে শাস্ত্রে ব্রহ্মযোগ সাধনের উপদেশ, সেই শাস্ত্রেই শরীর রক্ষার বিধান; যে শাস্ত্রে যুদ্ধ বিজ্ঞানাদি বিষয়, সেই শাস্ত্রেই মুক্তি-তত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাব; এবং যে শাস্ত্রে ভৌতিক জগতের তত্ত্ব, সেই শাস্ত্রেই লৌকিক ব্যবহার নিয়ামক বিধান অভিন্ন রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মানব-হিত-পরায়ণ শাস্ত্রকারগণ বহু আয়াস সাধ্য ধ্যান ও পরীক্ষা দ্বারা যে সমুদায় মথার্য্য হিতজনক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা মথার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তত্তাবতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যান নাই বলিয়া, অধুনা অনেকের বিস্তর কষ্ট ও অনেকের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু যখন ছুই একটি ভিন্ন সমুদায় শাস্ত্রে প্রায় কোন বিধানেরই যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, অথচ, যখন প্রত্যেক বিধান অব-

হেলন স্বলেই নানা প্রকার গুরুতর শাসন বাধ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন বোধ হয় তাঁহাদিগের এই রূপ অভিপ্রায় ছিল যে যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা শাসনের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া অনায়াসে শুদ্ধ কারণ ও যুক্তি উপলব্ধি করিয়াই উক্ত বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন; আর যাঁহারা অস্পষ্ট বুদ্ধি, তাঁহারা প্রত্যেক বিধানের স্বাক্ষর কারণ নিচয় উপলব্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করিতে অসমর্থ, এজন্য তাঁহারা প্রথমতঃ শুদ্ধ শাসন ভয়েই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, পরে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইলে যখনই তাঁহারা যে বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তখনই তত্ত্ব-বিশারদ আচার্য্যের নিকট চেষ্টে তাহা জানিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাঁহাদিগের সদৃশ তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যের যে সম্পূর্ণ অসম্ভাব ঘটিবে তাহা বোধ হয় তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতেন না, জানিলে, শাস্ত্র প্রণয়ন কালে অবশ্যই অন্য ভাবে লেখনী ধারণ করিতেন।

শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিষয় অতীব পবিত্র ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিধি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অধুনা অনেকেরই তত্ত্বাবৎ নিত্যন্ত ভ্রম সঙ্কুল মনে করিয়া ঘৃণা করেন। এক্ষণকার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই রূপ ব্যক্তিচার দেখের যে কত শত দৃষ্টান্ত স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গণনা করা যায় না। অধুনাতন বিদ্যা ও সভ্যতাভিমাত্রী মহোদয়গণ শাস্ত্রীয় বিধানাদির প্রতি একপ বক্র নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, যেন তাহাদিগের সমুদায়েরই অভ্যন্তরে মিথ্যা ও কল্পনা ভিন্ন কিছু মাত্র সত্য নাই। একরূপ করিবার কলে তাঁহারা ক্রমশঃ শারীরিক স্বাস্থ্য-ভ্রষ্ট মনের তেজঃভ্রষ্ট এবং আত্মার সমুদয় ভ্রষ্ট হইতেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয়

এই যে, কিছুতেই শিক্ষা পাইতেছেন না। তাঁহারা আপনাদিগের দত্তত্বেরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার উপক্রমণিকা মাত্র অভ্যাস করিয়াই তাঁহারা অতিমানী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক অগ্রগণ্য ব্যক্তিও অদ্যাপি এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন নাই।

শাস্ত্রাদিতে যে সমুদায় কার্য্য বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে তৎপ্রণেতাদিগের বিবিধ বিষয়ক বিদ্যা বস্তুর সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের বিশ্বের উপদেশ আপাততঃ অতীব অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তত্ত্বাবহের যুক্তি ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগকে আর কখনই সে রূপ বোধ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের সমুদায় বিধানই যে ভ্রমপ্রমাদমূলক ও বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত, একরূপ কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তাঁহারা যখন মনুষ্য, তখন কি রূপে ঈশ্বরের ন্যায় অজ্ঞাত ও ভাবী কালের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হইবেন? আমরা যদি এইক্ষণে তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্র নিচয় সাধ্য মতে আলোচনা করিয়া শুণ্ডের ব্যাখ্যা ও দোষের সংস্কার করি, তাহা হইলেই আমাদিগের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।

অদ্য আমরা যে কয়েকটি দৃশ্যভ্যাস সামান্য শাস্ত্রীয় ব্যবহার-বিধানের তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাদিগের গূঢ় অভিপ্রায় স্বয়ংক্রিয় করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিশেষ ভ্রমঃ সন্মোহন করা আবশ্যক। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যে তত্ত্ব-বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সেই বিদ্যা দ্বারা তাঁহারা

যে জনসমাজের বিস্তর উপকার সাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা এই কয়েকটি বিধান দ্বারা ই স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

পণ্ডিতেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে,

(১) দেব মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া তাহার উপরি ভাগে, তাম্র, লৌহ বা পিত্তল নির্মিত ত্রিশূল বা চক্র স্থাপন করিবে।

(২) উপাসনা করিবার সময়ে (শ্রেষ্ঠ কম্পে) রেশম বস্ত্র পরিধান, কয়ল বা গালিচা আসনে উপবেশন এবং সম্মুখে জল পূর্ণ পাত্র স্থাপন, এই কয়েকটি ব্যাপার করিবেই করিবে।

(৩) শয়নের সময়ে কখনই উত্তর দিকে মস্তক স্থাপন করিবে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে উত্তর দিকেই মস্তক স্থাপন করিবে এবং পাদদ্বয় একটি জলপূর্ণ গর্ভে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

(৪) স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্মিত মাছুলি বিশেষ বিশেষ সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ করিয়া, রোগ স্থানে ধারণ করিলে রোগের প্রতিকার হইতে পারে, অতএব প্রয়োজন হইলে তাহাও করিবে।

(৫) ভোজনের সময়ে আত্মপদে উপবেশন করিবে এবং এক পদ বা পদদ্বয় দ্বারা ভূমিকে স্পর্শ করিবে\*।

যে কয়েকটি বিধান উল্লিখিত হইল, তড়িৎ-শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের একটিরও মর্ম অবগত হওয়া যায় না। অতএব ইউরোপীয়েরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদি দ্বারা তড়িৎ-বিদ্যা সম্বন্ধে যে সমুদায় সিদ্ধান্ত

স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তত্তাবতের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রস্তাবিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যখন আমরা নানা কারণে স্বয়ং অস্ত্রাদি নির্মাণ করিতে পারিতেছি না, তখন বোধ হয় কেহই আমাদিগকে বিদেশীয় অস্ত্রের সাহায্যে আপনাদিগের বদ্ধ বাসগৃহের দ্বার ভেদ করিতে বাধা প্রদান করিবেন না। অতএব আমাদিগের মধ্যে যাহারা ইউরোপীয় তড়িৎ-বিদ্যায় তাদৃশ মনঃসমাদান করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহাদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা প্রথমে তাহার কয়েকটি মূলতত্ত্বের উল্লেখ করিতেছি, ইহার পর সেট গুলির সাহায্যে উপরোক্ত বিধান কয়েকটির মধ্য হইতে এক একটি লইয়া তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

(১) যে শক্তি প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থের সম্বন্ধে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং যে শক্তি কখন স্থির ভাব কখন চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া আকাশে বিদ্যুৎ ও তারে সংবাদ প্রকাশ করিতেছে, তাহারই নাম তড়িৎ।

(২) তড়িৎ দুই প্রকার,—পুরুষাকার ও স্ত্রীাকার। ইউরোপীয়েরা ঐ দুই প্রকারকে পজিটিভ ও নেগেটিভ নামে কহিয়া থাকেন। তাহাদিগের দেশে যখন “তড়িৎ একই প্রকার, দুই প্রকার নহে” বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল, তখনই ঐ নামদ্বয় রচিত হয়। অধুনা, যদিও ঐ দেশীয় পণ্ডিতেরাই আবার প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক দুই প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাচ উক্ত অর্থ পুন্য সম্বন্ধে যে কি কারণে পরিবর্তন করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিরর্থকতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা অন্যায় বোধে আমরা উক্ত সম্বন্ধে

\* যখন ব্যবহার দ্বারা সকলেই উক্ত বিধান গুলির অস্তিত্ব অবগত আছেন, তখন যে যে শাস্ত্রের যে যে স্থানে ঐ সকল বিবরণ লিখিত আছে, তাহা অনর্থক উদ্ধৃত করিয়া স্থান পূর্ণ করা অনাবশ্যক বিবেচনার তাহাতে কান্ড হওয়া গেল।



বিহিত রূপে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হই-  
লাম। দুই প্রকার তড়িতের প্রকৃতি ঠিক  
পুরুষ ও স্ত্রীর ন্যায়, এই হেতু একের নাম  
পুরুষাকার অন্যের নাম স্ত্রীাকার রাখি-  
লাম।

(৩) প্রকাশের উপায়,—যখন দুই বা  
অধিক বিজাতীয় পদার্থ পরস্পর ঘর্ষিত  
তখন রাসায়নিক নিয়মে সংযোজিত বা  
বিয়োজিত হয়, তখন দুই প্রকার তড়িৎই  
প্রকাশমান হয়।

(৪) পরিচালক,—পৃথিবীতে যত প্রকার  
ভৌতিক পদার্থ আছে, সমুদায়ই অধিক হউক  
আর অল্পই হউক, তড়িতের পরিচালক।  
তন্মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তলাদি ধাতু  
ও জল উৎকৃষ্ট পরিচালক এবং কাঁচ, গন্ধক,  
লবণ, রেশম, লোম ও শুকনু স্তম্ভক প্রভৃতি  
পদার্থ অধম পরিচালক।

(৫) যদি একটি উত্তম পরিচালক আর  
একটি অধম পরিচালকের সহিত একত্রিত  
হইয়া ঘর্ষিত বা রাসায়নিক নিয়মে বিগলিত  
হয়, তাহা হইলে যেটি অধম পরিচালক  
তাহাতেই পুরুষাকার তড়িৎ এবং যেটি  
উত্তম পরিচালক তাহাতেই স্ত্রীাকার তড়িৎ  
প্রকাশমান হয়।

(৬) দুই প্রকার তড়িতের পরস্পর ব্যব-  
হার,—যে যে বস্তুতে সমানবর্ণ তড়িৎ মুক্ত  
ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর  
বিকর্ষণবান—বিসৃক্ত এবং যে যে বস্তুতে  
অসমানবর্ণ তড়িৎ মুক্তভাবে বিদ্যমান,  
তাহারা পরস্পর আকর্ষণবান—সংযুক্ত হইয়া  
পড়ে। অর্থাৎ পুরুষাকার ও পুরুষাকারে  
বিরোধ, স্ত্রীাকার ও স্ত্রীাকারেও বিরোধ,  
কিন্তু পুরুষাকার ও স্ত্রীাকারে ঐশ্বর্য লক্ষিত  
হয়।

(৭) মুক্ত বা প্রকাশমান তড়িৎ,—যাতা-  
বিক অবস্থার প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার

তড়িৎ সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। কিন্তু  
যখন কোন বস্তুতে পুরুষাকার তড়িতের  
পরিমাণাপেক্ষা, স্ত্রীাকার তড়িতের পরিমাণ  
অধিক হয়, তখন ঐ স্ত্রীাকার তড়িতের  
অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্ত বা প্রকা-  
শমান তড়িতের কার্য করে। ঐ রূপ, যখন  
কোন বস্তুতে স্ত্রীাকার তড়িৎ অপেক্ষা  
পুরুষাকার তড়িতের ভাগ অধিক হয়, তখন  
পুরুষাকারের ঐ অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে  
মুক্ত ভাবে অবস্থিত করে। এই মুক্ত  
তড়িৎই বাবতীয় কার্যসাধন করে; ইহাই  
আকাশ হইতে আগিয়া মুহূর্তি ধংশ করে,  
তারের মধ্য দিয়া বাত্মী বহন করে, শরীর  
পোষণ করে এবং বাবতীয় সংযোগ বিয়োগ  
সাধন করে।

(৮) পৃথিবী মুক্তায়ুক্ত সর্ব প্রকার  
তড়িতের প্রকাশ আধার। ইহার যথেষ্ট  
পরিচালকতা শক্তি আছে। ইহা হইতে  
কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎ গ্রহণ করিলেও  
ইহার ক্ষতি হয় না, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ  
প্রদান করিলেও বৃদ্ধি হয় না। প্রয়োজন  
হইলে ইহা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত  
তড়িৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

(৯) পরিচালন প্রক্রিয়া,—তড়িৎ দুই প্র-  
কারে পরিচালিত হয়; যথা অন্তঃপরিচালন  
ও বহিঃপরিচালন। যে পরিচালক বস্তুর  
অভ্যন্তরস্থ তড়িৎদ্বয় সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে,  
তাহার নিকটে যদি মুক্ত তড়িৎ বিশিষ্ট  
একটি বস্তুকে আনিয়া স্থাপন করা যায়,  
তাহা হইলে ঐ তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিসৃক্ত  
হইয়া ঐ বস্তুর প্রান্তভিত্তিতে গমন করে;  
তন্মধ্যে যেটি উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণ  
তাহা তদভিত্তিমুখী প্রান্তে এবং যেটি উহার  
সমানবর্ণ তাহা তদ্বিপরীতমুখী প্রান্তে উপ-  
নীত হয়। এই রূপ পরিচালনকে অন্তঃ-  
পরিচালন বলা যায়। অপরন্ত ঐ বস্তুর

সাম্যাবস্থ তড়িৎধার উপযুক্ত রূপে বিরো-  
জিত ও বিপরীত দিগন্তস্থিত গমন করিলে,  
এই মুক্ত তড়িৎ ও তদাক্রান্ত অসমানবর্ণটির  
মধ্যে একটি আপন অবস্থান-পদার্থ হইতে  
অগ্রসর হইয়া অন্যটির সহিত যাইয়া মিলিত  
হয় এবং তাহাতে উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত  
হয়। এই রূপ পরিচালনকে বহিঃপরিচা-  
লন বলা যায়। এই বহিঃপরিচালনকে  
অন্তঃপরিচালনের চরমাবস্থা বলিলেই উপ-  
যুক্ত হয়। বাহা বলা হইল তাহা যদি স্পর্শ  
না হইয়া থাকে, তবে মনে করুন, ক একটি  
পরিচালক প-

দর্প, ইহার



অভ্যন্তরে ছুই

প্রকার তড়িৎই স্বাভাবিক সাম্যাবস্থার রচি-  
য়াচে। এইক্ষেপে যদি খ নামক একটি  
মুক্ত তড়িৎ-বিশিষ্ট গোলাকে উহার নি-  
কটে আনিয়া স্থাপন করা যায়, তাহা  
কহিলে কএর তড়িৎধার পরস্পর বিযুক্ত  
হইয়া গ ও ঘ প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়।  
তন্মধ্যে যদি খ বস্তুতে পুরুষাকার তড়িৎ  
মুক্ত তাহে থাকে, তাহা হইলে বিযুক্ত তড়িৎ-  
ধারের মধ্যে ত্র্যাকারটি ঘ প্রান্তাভিমুখে  
এবং পুরুষাকারটি গ প্রান্তাভিমুখে অগ্রসর  
হয়। এই রূপে অবস্থান পদার্থের সীমার  
মধ্যে পরিচালিত হওয়াকে অন্তঃপরিচালন  
বলা যায়। অপর উক্ত তড়িৎধার গ ও ঘ  
প্রান্ত অধিকার করিলে, খ পদার্থ স্থিত মুক্ত  
তড়িৎ ও ঘ প্রান্তস্থিত ত্র্যাকার তড়িৎ পর-  
স্পর আকর্ষিত হওয়ার তাহাদিগের মধ্যে যেটি  
হউক, আপন অবস্থান পদার্থ হইতে অগ্র-  
সর হইয়া অপরটির সহিত মিলিত হয় এবং  
তাহাতে উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই  
রূপে মধ্যবর্তী বায়ু ভেদ করিয়া বাতায়াকে  
বহিঃপরিচালন বলা যায়। এই সময়ে  
ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি ক পদার্থ

অন্যত্র হইতে তড়িৎগমনের সম্ভাবনা না  
থাকে, তাহা হইলে ঘ প্রান্তস্থ তড়িৎ অগ্রসর  
হইয়া স্থিত তড়িৎের সহিত মিলিত হইতে  
পারে না।

(১০) অন্তঃপরিচালনে তড়িৎের বৃদ্ধি,-

যখন এক বস্তুস্থিত মুক্ত তড়িৎ দ্বারা অন্য  
বস্তুস্থিত স্থির তড়িৎধার বিরোজিত হইয়া  
অসমানবর্ণটি তাহার অভিমুখীন প্রান্তে আ-  
কর্ষিত এবং সমানবর্ণটি তাহার বিপরীত প্রান্তে  
তাড়িত হয়, তখন ঐ আকর্ষিত তড়িৎধারের  
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, কিন্তু প্রোক্ত  
ছুই বস্তুর মধ্যস্থলে কোন প্রকার অপরিচা-  
লক পদার্থের ব্যবধান না থাকিলে ঐ রূপ  
বৃদ্ধি হইতে পারে না। ঐ ছুই বস্তুর মধ্যস্থিত  
ব্যবধান, তাহাদিগের পরিচালকতা গুণের  
উৎকর্ষাপকর্ষ এবং মুক্ত তড়িৎের পরিমাণা-  
নুসারে ঐ বৃদ্ধির সীমাধিকা যটয়া থাকে।  
পূর্ব প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়িত ক ও খ বস্তুদ-  
্বয়ের মধ্যস্থলে রেশম, লোম বা লাক্ষা প্রভৃতি  
কোন অপরিচালক পদার্থ স্থাপন করিলে  
ক স্থিত তড়িৎধার ও ঘ স্থিত মুক্ত তড়িৎের  
বৃদ্ধি হইতে থাকে। সমুদায় ভৌতিক  
বৃদ্ধিরই সীমা আছে, সুতরাং এ বৃদ্ধিও সীমা-  
স্থান্য নহে।

(১১) তড়িৎ হইতে তাপ, আলোক ও  
শব্দের উৎপত্তি,—কোন উত্তম বা অধম  
পরিচালক পদার্থ দিয়া এক সময়ে অধিক  
তড়িৎ গমন করিলে তাহাতে তাপ উৎপন্ন  
হয়। কখন কখন ঐ তাপের পরিমাণ এত  
অধিক হয় যে সেই বস্তু গলিয়া বা তন্মধ্যস্থ  
হইয়া যায়। অপর, যখন তড়িৎ কোন  
পরিচালক পদার্থের প্রান্ত হইতে বায়ু প্রভৃতি  
ভেদ করতঃ অন্য পরিচালকে গমন করে,  
তখন আলোক ও শব্দ বুগপৎ উৎপন্ন হয়;  
তন্মধ্যে আলোক অগ্রে ও শব্দ পশ্চাতে  
আমাদিগের জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে।

আকাশের বিচ্ছাদ-গমনের সময় এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

(১২) সূক্ষ্মাণ্ড ও স্থূলাণ্ড পরিচালক,— যদি দুই প্রকার তড়িৎ দুইটি বস্তুর সমান রূপ স্থল প্রান্তে থাকিয়া পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যে তড়িৎটি প্রবল, সেইটি আপন অবস্থান প্রাপ্ত হইতে অগ্রসর হইয়া মধ্যবর্তী বায়ু ভেদ করতঃ অপরটির সহিত মিলিত হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটি প্রান্তের মধ্যে একটি স্থূলতর এবং অপরটি সূক্ষ্মতর হয় এবং যদি দুইটি বস্তুই ভূল্য রূপ পরিচালক হয়, তবে স্থূলাণ্ডস্থিত তড়িৎ প্রবলতর হইলেও সূক্ষ্মাণ্ডস্থিত তড়িৎ আপন অবস্থান হইতে অগ্রসর হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া অপরটির সহিত মিলিত হয়। পিস্তল নির্মিত একটি গোলা আর একটি হুচি, এই দুয়ের মধ্যে গোলাটিতে প্রবলতর তড়িৎ থাকিলেও, সূক্ষ্মাণ্ডস্থিত তড়িৎ অগ্রসর হইয়া গোলাস্থিত তড়িৎতর সহিত মিলিত হয়।

(১৩) রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রের প্রাপ্ত সংযোগ,—দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ (তাত্র ও মস্তা) কিয়ৎ পরিমাণ জল ও অম্ল প্রভৃতি কোন দ্রব কারক পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভূত হয়। এই রূপ যন্ত্রকে রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্র বলে। কিন্তু ঐ যন্ত্রের দুইটি পরিচালক পদার্থের সহিত যে দুইটি ধাতুর তার সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগের বহিঃপ্রান্তবয় পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে ঐ যন্ত্রের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ প্তি হয় না।

(১৪) চুম্বক ধর্ম,—তড়িৎতর যে যে ধর্ম কথিত হইল, চুম্বকেও প্রায় সেই সকল ধর্ম নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক চুম্বক দণ্ডের দীর্ঘ দিকে যে দুইটি প্রান্ত, তাহার একটিকে উত্তর এবং অপরটিকে দক্ষিণ প্রান্ত বলা

যায়; কারণ চুম্বক দণ্ড শায়িতভাবে আলের উপর স্থাপিত হইলে একটি প্রান্ত নিয়তই উত্তর এবং অপরটি নিয়তই দক্ষিণ দিক নির্দেশ করিতে থাকে। যদি দুইটি চুম্বক দণ্ড পরস্পর সম্মুখি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে দুইটি দণ্ডের সমান্তর প্রান্তবয় বিকর্ষণ বশতঃ বিযুক্ত এবং বিজাতীয় প্রান্তবয় আকর্ষণ বশতঃ সংযুক্ত হয়; অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিপ্রকৃষ্ট হয়, কিন্তু উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তে আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

(১৫) চুম্বক দণ্ডের শক্তি রক্ষা ও বিনাশের উপায়,—যদি দুইটি চুম্বক দণ্ডের অসমানবর্ণ প্রান্তবয় পরস্পর সংস্পৃষ্ট ভাবে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়েরই চুম্বক শক্তি স্থির থাকে, কিন্তু যদি তাহাদিগের সমানবর্ণ প্রান্তবয় কিছু দিন সংস্পৃষ্ট ভাবে থাকে, তাহা হইলে যে বিকর্ষণ বেগ উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা উভয়েরই চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। চুম্বক দণ্ডকে অগ্নি-তাপে তপ্ত করিলেও তাহার শক্তি বিনষ্ট হয়।

(১৬) কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করিবার উপায়,—লৌহ প্রভৃতি পদার্থ কোন চুম্বকের সহিত ঘৃষ্ট হইলে অথবা নিকটে বা সংস্পর্শে থাকিলে তাহা চুম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়। যদি চুম্বকের উত্তর প্রান্তের নিকটে বা সংস্পর্শে এক খণ্ড লৌহ থাকিয়া চুম্বক গুণ প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ লৌহের যে প্রান্ত সংস্পৃষ্ট থাকে তাহা দক্ষিণ এবং অপর প্রান্ত সুতরাং উত্তর প্রান্তের গুণ বিশিষ্ট হয়। ঐ রূপ যদি কোন চুম্বকের দক্ষিণ প্রান্তের সংস্পর্শে থাকিয়া এক খণ্ড লৌহ চুম্বক গুণাশ্রিত হয়, তবে ঐ লৌহের সংস্পৃষ্ট প্রান্ত উত্তর এবং অপর প্রান্ত সুতরাং দক্ষিণ প্রান্তের গুণ সমন্বিত হয়। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, চুম্বকের মধ্যস্থান হইতে উত্তর প্রান্ত

পর্যাপ্ত যে ভাগ, তাহার সমুদায় অংশে উত্তর প্রান্তের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ আছে, এবং মধ্যস্থান হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যাপ্ত যে ভাগ, তাহার সমুদায় অংশে দক্ষিণ প্রান্তের ন্যায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ আছে। সুতরাং চুম্বকের কেবল প্রান্ত সংস্পর্শেই যে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হয় এমন নহে, ঠিক মধ্যস্থান ভিন্ন অপরাপর স্থানের সংস্পর্শেও হইতে পারে।

(১৭) চুম্বকের অঙ্গ বিশেষে শক্তির স্তূপাদিকা,—চুম্বকের দুই প্রান্তেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ প্রবল। প্রান্ত পরিভাগ করিয়া যতই মধ্যস্থান অভিমুখে যাওয়া যায়, ততই উক্ত গুণ দ্বয়ের লাঘব লক্ষিত হয়।

(১৮) পৃথিবীর চুম্বকত্ব,—পৃথিবীতে যথেষ্ট চুম্বক ধর্ম আছে। লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ ইহার সংস্পর্শে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার যে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত আছে, তাহাদিগের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলেই যাবতীয় চুম্বক দণ্ড আলোর উপর সমান ভাবে স্থাপিত হইলে উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্দেশ করিতে থাকে। কম্পাশের মধ্যে যে চুম্বক শলাকা আছে, তাহার উত্তর প্রান্ত পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা এবং দক্ষিণ প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়াই তাহা দিক প্রদর্শক হইয়াছে।

যে নিয়ম গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম, যদিও যত্ন যোগে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের বাস্তবিকতা সপ্রমাণ করিতে পারিলাম না, তথাচ তাহাতে কান্নারও কিছু-মাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ তৎসমুদায় আমাদিগের স্বকপোল কর্ণপিত নহে, ইউরোপীয়দিগের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল বলিয়াই প্রচারিত আছে। এইক্ষেপে, উল্লিখিত নিয়ম গুলির সাহায্য

লইয়া পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় বিধান সকলের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

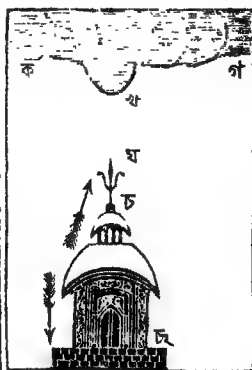
শাস্ত্রের বিধান এই যে, দেব-মন্দিরের উপরিভাগে ত্রিশূল ও দেবী-মন্দিরের উপ-রিতাগে চক্র স্থাপন করিতে হইবে। এই উভয়কেই আবার তাত্র, লৌহ বা পিত্তল দ্বারা সূক্ষ্মাশ্র করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই কপ করিয়া ত্রিশূল ও চক্র স্থাপন করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা কোন গ্রন্থেই লিখিত দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ইহা মাত্র স্থির করিয়া নিশ্চিত করেন যে, দূরস্থ পথিকদিগকে দেব বা দেবী মন্দিরের প্রবেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই একের উপর ত্রিশূল অপরের উপর চক্র স্থাপিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহাই যদি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ অন্তর বা ইষ্টক নির্মিত চিত্র স্থাপনের বিধান না দিয়া কখনই কয়-শীল ধাতু নির্মিত অদূর লক্ষ্য চিত্র স্থাপনের আদেশ করিতেন না এবং তাহা হইলে সেট চিত্রের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিবার বিধানই বা কেন করিবেন? যিনি আমাদিগের শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া অনেক স্থলে তৎপ্রণেতাদিগের মনোগত গূঢ় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্যই একেবারে স্বীকার করিবেন যে, তাহাদিগের এই বিধানটির কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। আমরা যত দূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরো-পীয়েরা প্রাসাদ পাথরে লৌহ দণ্ড স্থাপন করিয়া যে বজ্রপাত নিবারণ করেন, আমাদিগের শাস্ত্রকারগণও তাহাই করিবার জন্য তাত্র লৌহাদি ধাতু নির্মিত ত্রিশূল ও চক্র প্রোধিত করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত ত্রিগুণ ও চক্র দ্বারা যে কি রূপে বিজ্ঞাপিত নিবারণিত হয়, তাহা এইরূপে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। প্রাকৃতিক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আকাশ-স্থিত মেঘ, এর পুরুষাকার, না হয় স্রাবাকার তড়িৎ সততই মুক্ত তাব অবস্থিতি কবে। এই মুক্ত তড়িৎকেই সকলে উতস্কৃত্য গমনা-গমন করিয়া দেখিয়া থাকেন\*। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বায়ু প্রায়ই শুষ্কাবস্থায় থাকে। এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ সকল একত্রিত হইলে তাহাতে যে মুক্ত তড়িৎের সমষ্টি হয়, তাহা বেগে ধাবিত হইয়া প্রায়ই নিকটস্থ মেঘান্তরে প্রবেশ করতঃ সামান্যবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি সেই সময়ে নিকটে কোন মেঘ না থাকে, অথবা যাহা থাকে তাহা যদি সজাতীয় মুক্ত তড়িৎ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ তড়িৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কোন পদার্থে পতিত হয়। কি মেঘান্তর কি পৃথিবী যাহাতেই হউক, পতিত হইবার পূর্বে ঐ মেঘস্থ মুক্ত তড়িৎ (১ম নিয়মানুসারে) সেই মেঘ বা পৃথিবীস্থ পদার্থের অন্তর্গত সামান্যবস্থা তড়িৎদ্বয়কে বিরোধ করিয়া অসমানবর্ণ-টিতে আপন অভিমুখীন প্রান্তে আকর্ষণ ও সমানবর্ণটিকে বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। এই রূপ বিরোধের পর, অপরিচালক শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্তিতা নিবন্ধন (১০ম নিয়মানুসারে) ঐ মুক্ত তড়িৎ ও তদাকর্ষিত অসমানবর্ণটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরস্পর মিলিত হইতে উদাত্ত হয়। এই সময় সমানবর্ণ তড়িৎটিরও যে বৃদ্ধি না হয় এমন নহে। এই সময় উক্ত মিলনোন্মুখ তড়িৎ-

\* অন্যান্য ঋতুতে বায়ু নিয়ত আর্দ্র থাকে বলিয়া তাহা তড়িৎের উৎকর্ষিত পরিচালক হইয়া উঠে। এই হেতু অন্য কালে কোন মেঘে কিঞ্চিৎমাত্র মুক্ত তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঘরের মধ্যে একটি অগ্রসর হইয়া অপরিষ্কার সহিত মিলিত হইয়া সামান্যবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যে রূপ মেঘের বিষয় উল্লিখিত হইল, যদি সে রূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিতন আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদন্তর্গত মুক্ত তড়িৎের বিরোধজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক সামান্যবস্থা তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত তড়িৎের অসমানবর্ণটি উপস্থিত ত্রিগুণ বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকর্ষিত ও সমানবর্ণটি নিম্নস্থ ভূভাগের অভ্যন্তরীণভিমুখে প্রকিপ্ত হয়। এই রূপ বিরোধের পর, শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও ত্রিগুণপ্রস্থিত আকর্ষিত তড়িৎ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে, ত্রিগুণাদির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্ন ভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও সূক্ষ্মতর বলিয়া (১২ম নিয়মানুসারে) মেঘস্থ তড়িৎ আপন অবস্থান-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইবার পূর্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিগুণাদির অগ্রভাগ হইতে উৎসৃগামী হইয়া উক্ত তড়িৎের সহিত মিলিত হয়। মেঘ-তড়িৎ এই রূপে সামান্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন প্রকার আনিষ্টাপাতের সম্ভবনা থাকে না।



যদি প্রকৃত-বিত ব্যাখ্যান বিশদ না হইয়া থাকে, তবে এই পাশ্চাত্তিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ক খ গ আকাশস্থিত মেঘ, উহাতে পুরু-

ষাকার তড়িৎ মুক্ত তাব বিদ্যমান আছে। ঘ চ হ মন্দির, উহার উপরিভাগে ঘ চ একটি

লৌহ নির্মিত ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। এইক্ষণে ঐ মেঘস্থ মুক্ত তড়িৎের বিরোজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরস্থ সামান্যস্থ তড়িৎের (৯ম নিয়মানুসারে) পরস্পর বিযুক্ত হইয়া ত্র্যাকার তড়িৎটি ষ অতিমুখে এবং পুরু-যাকারটি হ অতিমুখে ধাবিত হইতেছে। শুদ্ধ যে এই রূপে বিরোজিত হইয়াই ক্ষান্ত হইতেছে এমন নহে, উভয়ের মধ্যবর্তী যে শুদ্ধ বায়ু তাহা অপরিচালক বলিয়া (১০ম নিয়মানুসারে) উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। উভ-যই বৃদ্ধি পাষ্টবার সময়, পরস্পর আকর্ষণ বশতঃ মিলিত হইতে উদ্যত হওয়ায় মেঘস্থ তড়িৎ আদিয়া মন্দিরস্থ তড়িৎের সহিত যুক্ত হইবার পরিবর্তে, মন্দিরস্থ তড়িৎই ত্রিশূ-লাগ্র হইতে ঘাইয়া তাহার সহিত একত্রিত হইতেছে। মেঘের ষ ভাগ অপেক্ষা মন্দি-রের ত্রিশূলাগ্র ভাগ আরতনে স্বক্ষমতর ও উৎকৃষ্টতর পরিচালক বলিয়াই (১২শ নিয়মা-নুসারে) এই রূপ ঘটনার সংঘটন হইতেছে। মন্দির পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, এই হেতু, যখন যে পরিমাণ ত্র্যাকার তড়িৎ উদ্ভগামী হইয়া মেঘস্থ পুরুযাকারের সহিত মিলিত হইতেছে, তখনই (৮ম নিয়মা-নুসারে) পৃথিবী হইতে সেই পরিমাণ ঐ জাতীয় তড়িৎ ঘাইয়া মন্দিরের অভাব পূরণ করিতেছে। এই রূপে, পৃথিবী নিরন্তর সাহায্য করিতে থাকে বলিয়া, মেঘস্থ তড়িৎ-সমষ্টি যতক্ষণ সম্যক রূপে সামান্যস্থ না হয়, ততক্ষণ ত্র্যাকার তড়িৎ অপেক্ষে অপেক্ষে ত্রিশূলাগ্র হইতে উদ্ভিত হইতে থাকে। এই স্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি ত্রিশূলাগ্র হইতে নিরন্তরই তড়িতোদ্গম হইতে থাকে, তবে মেঘ হইতে মেঘান্তরে তড়িৎ গমনের সময়ে আমরা যে রূপ আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি, সে রূপ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, মেঘের প্রান্ত সমুদায় স্থূল ও অপকৃষ্ট পরিচালক বলিয়া, তাহাতে তড়িৎ বৃদ্ধি পাইয়া যখন অধিক পরিমাণ হয়, তখনই তাহা অগ্রসর হইয়া মেঘান্তরে গমন করিতে পারে; এই রূপে একদা অধিক পরিমাণ তড়িৎ বায়ু তেদ করিয়া গমন করায় (১১শ নিয়মানুসারে) আলোক ও শব্দ দুগুণে উৎপন্ন হইয়া আ-মাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। কিন্তু ত্রিশূ-লাগ্র স্বক্ষ ও উৎকৃষ্ট পরিচালক, সুতরাং তাহাতে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই, তাহা উদ্ভগামী হইয়া উপরিস্থ মেঘে গমন করে, এই জন্য কোন প্রকার আলোক দর্শন বা শব্দ শ্রবণ করিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয়েরা আপন প্রাসাদ-পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত ক-রিয়া রাখেন, ত্রিশূল বা চক্র অপেক্ষা তাহার বিদ্যুৎপাত নিবারণী শক্তি প্রবলতর নহে। ত্রিশূলাদির কার্যকারিতা অপেক্ষা ইউরোপীয় শলাকার কলোপধারিতা যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা শুনিতে বোধ হয় অনেকেরই বিস্মিত হইবেন, কিন্তু সে রূপ হইবার কোন কারণ নাই, কেন না, ইউরোপীয় লৌহ শলা-কাও যেদ্রুত, ত্রিশূল সংযুক্ত মন্দিরও ঠিক সেই-রূপ একটি ভূমি সংলগ্ন পরিচালক দণ্ড।

● মন্দির অপেক্ষা লৌহদণ্ড শ্রেষ্ঠতর পরিচালক বটে, কিন্তু কার্যের সময় উভয়ই তুলা-কলগ্রাদ কারণ, তড়িৎ সকল বস্তুরই উপরিভাগ দিয়া গমন করিবার সুবিধা পাইলে আর অভ্যন্তর দিয়া গমন করে না। লৌহদণ্ড প্রোথিত হইবার পর জল মিমের মধ্যেই তাহার গাত্র শিশির, হুটি ও জোড় দ্বারা মলানুক্ত হইয়া পড়ে; হুতরাং তাহার পরি-চালকতা শক্তিও অনেক অংশে হ্রাস হইয়া যায়। মন্দিরের গাত্র নিরন্তরই আর্দ্র থাকে বলিয়া তাহা পরিচালক হয়। ঐ আর্দ্রতা মন্দিরের অন্তিম

স্বরূপ। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই পৃথিবীর তড়িৎ সমান বেগে গমনাগমন করাতে তুল্য রূপ কার্য সাধন করে। যদি ইহাতে তাহারও অবিস্ফাটন জন্মে, তবে তিনি এদেশের কি পুরাতন কি নূতন সকল প্রকার মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করুন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে, ইউরোপীয় শলাকা রক্ষিত প্রাসাদাদিও যেকপ প্রায় বজ্রাহত হয় না, সেই রূপ ক্ষুদ্র ত্রিশূলাদি বিস্মৃতি মন্দিরাদিও প্রায় কখন বজ্রপাতে বিনষ্ট হয় নাই। অল্প বায়ে প্রকাণ্ড শলাকার কার্য নির্বাহ করায়, শাস্ত্রকারদিগের তড়িৎ শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট প্রার্থ্যা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদিগের জ্ঞানের বিপুলতা প্রকাশের আর একটি স্থল আছে। ইউরোপীয়েরা তড়িৎ শাস্ত্রের প্রাথমিক অনুশীলন কালে মনে করিতেন যে, মেঘস্থ তড়িৎ অন্য স্থান পরিভাগ করিয়া প্রোথিত লৌহ শলাকার উপরেই আসিয়া পতিত হয় এবং তদ্বারা তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে নীত হওয়ায় কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না। এই রূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্থানেই এ দণ্ডকে অট্টালিকার গাত্রে সংস্থাপিত ভাবে স্থাপন না করিয়া কতিপয় অপরিচালক ক্ষুদ্র কাঠ খণ্ড দ্বারা

সমস্ত লোপ পায় না, সুতরাং পরিচালকতা শক্তিরও স্থান হয় না। এই হেতু, লৌহদণ্ড ও মন্দিরদে তুল্য পরিচালক বলা গেল। এইরূপে প্রায় হঠাৎ পাবে যে, যদি লৌহ শলাকা ও মন্দির তুল্য পরিচালক হইল, তবে ত্রিশূলাদি স্থাপন না করিয়া তাহার স্থানে উক্তকেব চূড়া গঠন করিলেই তো শাস্ত্র সিদ্ধি হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, লৌহাদি বাতু দ্বারা মন্দিরের শীর্ষ যেকপ স্থল করিয়া নির্মাণ করা যায়, উক্তকাটি দ্বারা সেরূপ করা যায় না বলিয়াই বোধ হয় অনতিদীর্ঘ ত্রিশূল বা চক্র স্থাপিত হইবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদ্ধ করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রোথিত করিতেন। কিন্তু এ দেশীয় আধুনিক পণ্ডিতেরা বজ্র পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মেঘের তড়িৎ আসিয়া লৌহ শলাকার উপরে পতিত না হইয়া, পৃথিবীর তড়িৎই তাহার অগ্রভাগ হইতে অগ্রসর হইয়া মেঘ-তড়িৎের সহিত মিলিত হয়। এই সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা এইরূপে অনেক স্থলে, ক্ষুদ্র গাভী সংস্পর্শ কেন, উক্ত শলাকা দ্বারা অট্টালিকার অংশ বিশেষ ভেদ করিতেও সক্ষম হইয়াছেন না\*। ইউরোপীয়দিগের এই সংস্কৃত সিদ্ধান্ত যে বহু কাল পূর্বেই আমাদের গাভীকারগণের জ্ঞান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহারা বজ্র নিবারক ত্রিশূলাদিকে মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত করিবার আদেশ দিতে কিছু দ্বাভ সক্ষম হইয়াছেন নাই।

অতঃপর কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি বজ্রপাত নিবারণের জন্যই শাস্ত্রকারগণ খাতু নির্মিত ত্রিশূলাদি সংস্থাপনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন, তবে বাসগৃহাদির উপরিভাগে সেরূপ কিছুই স্থাপন করিবার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যিক। এদেশে পূর্বে শাস্ত্র ব্যবহারানুসারে, বাসগৃহ, তৃণ নির্মিতই হউক, আর ইটক নির্মিতই হউক, দেব মন্দিরের ন্যায় অধিক উচ্চ করিবার রীতি ছিল না; সুতরাং তৎসমুদায়ের উপরিভাগে বিচ্ছিন্ন-পাতের সম্ভা-

\* কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজের সমীপবর্তী গীর্জা ও মারকুলার রোডের হুগল-চূড়া গীর্জা; এত দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদিগের আধুনিক সিদ্ধান্তানুরূপ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গীর্জায় লৌহ শলাকা চূড়া ভেদ করিয়া উথিত হইয়াছে।

বন্য অতি অস্পষ্ট। আবার, বাসগৃহাদির চতুর্দিকে যে উচ্চ বৃক্ষাদি থাকে, তাহারা তড়িৎের উৎকৃষ্ট পরিচালক বলিয়া তদ্বারাই ত্রিশূলের কার্য সাধিত হয়। যদি কখন বিদ্যুৎ-পাতের অনিবার্য সম্ভাবনা ঘটে। তাহা হইলে চতুর্দিকস্থ বৃক্ষাদির মধ্যে যেটি গৃহের তুল্য উচ্চ বা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর, তাহার উপরেই উহা পতিত হইয়া আপন ভীষণ স্বভাব প্রকাশ করে, কারণ গৃহ, কাঠ ভূগাদি নির্মিতই হউক, আর ইঁকক নির্মিতই হউক, তদপেক্ষা সকল জাতীর সম্মিলিত বৃক্ষই প্রোত্চর তড়িৎ-পরিচালক। দেব-মন্দির সম্বন্ধে বৃক্ষাদি রক্ষক হইতে পারে না; কারণ শাস্ত্রানুসারে গঠন করিতে হইলে তাহার উচ্চতা এত অধিক হইয়া উঠে যে, প্রায় কোন সামান্য বৃক্ষ তাহা অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারে না; সুতরাং লৌহাদি দ্বারাই তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যিক। অপরন্তু, পূর্বে প্রতি-গৃহস্থের বাটতেই এক বা তদধিক দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তৎসমুদায়ের উচ্চ শিখর দেশে যে ত্রিশূলাদি স্থাপিত হইত, তদ্বারাই বাটীর অপরাপর গৃহ সকল বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইত।

পূর্বতন পণ্ডিতেরা যে খাতু-নির্মিত শলাকা দ্বারা বিদ্যুৎপাত নিবারণ করিতে জানিতেন, তাহার আর একটি চমৎকার প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। পূর্ব প্রদেশে গ্রীষ্ম কালে যে সকল শস্য জন্মে, তাহার অনেকাংশ শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আপদ নিবারণার্থে গ্রামস্থ রূষকদিগের প্রার্থনায় এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাকে শিলারি কহে।

সে গ্রীষ্ম কালের তিন চারি মাস পর্যন্ত শ্রম দ্বারা, অষ্টল রান, নিরামিষ ভোজন এবং সর্বদা শুচি হইয়া কাল যাপন

করে। যখন আকাশে শিলা-মেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপন কেশ বন্ধন খুলিয়া



দিয়া এবং কপালে বৃহদায়তন সিংহুর চিত্র, দক্ষিণ হস্তে একটি দীর্ঘাকার লৌহ-ত্রিশূল ও বাম-হস্তে একটি মহিবিশুণ্ড নির্মিত তেরী ধারণ করিয়া

উল্লস ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হয় এবং ঐ তেরী বাদন করিতে করিতে শস্য ক্ষেত্রাদিমুখে ধাবিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রান্তরের যে ভাগের উপরস্থ আকাশে উক্ত শিলা-মেঘকে দেখিতে পার, সেই ভাগে বাটরা হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত করে এবং যতক্ষণ ঐ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে চতুর্দিকে বিকিণ্ড হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তেরী বাদন করিতে থাকে। ঐ মেঘ যদি ঐ স্থানে ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া বায়ু সহযোগে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে শিলারি সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং যেখানে তাহাকে স্থির হইতে দেখে, সেই ধানে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত করে। ঐ মেঘ যদি বায়ু কর্তৃক প্রান্তর হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে শিলারির ঐ রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই তাহার শিলাবর্ষণ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। শিলারি সমস্ত গ্রীষ্ম কাল এইরূপে শস্য রক্ষণে অগ্রসর হইয়া রূষকদিগের নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ



শস্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার ভূতি স্বরূপ। এই ব্যাপারের বাস্তবিকতা বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই; কারণ পল্লিগ্রামের অবস্থার বিশেষজ্ঞ মাত্রেই বোধ হয় ইহা অবগত আছেন।

এইক্ষেণে শিলারি যে সকল উপায়ে শিলারূপে নিবারণ করে, তত্ত্ববোধের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যেসে কোন প্রকার মুক্ত তড়িতের আবির্ভাব নিবন্ধন চর্চা অত্যন্ত শৈথিল্য উদ্ভূত হইলে, বাষ্পরাশি জমিয়া শিলারূপ ধারণ করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উক্ত তড়িতের কার্যকারিতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত শিলারি ত্রিশূল একমাত্র উপায়। উক্ত ত্রিশূল শিলা ঘেষে নিম্ন দেশস্থ ভূমিতে প্রোথিত করিলে পৃথিবী হইতে অসমানবর্ণ তড়িৎ (এক নিয়মানুসারে) উৎপন্ন হইয়া ত্রিশূলগ্রহ হইতে উর্দ্ধ মুখে অগ্রসর হয় এবং ঘেষস্থ তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সামান্যবস্তুর আনয়ন করে, সুতরাং উক্ত মেঘে ঐ সময়ে আর শিলা জন্মিতে পারে না। শিলারি যে শুচি ব্যবহার, ভীষণ ভূর্ত্তি ধারণ ও তেরী বাদন করে, তাহার উদ্দেশ্য অধিক কঠিন নহে। তেরী বাদন দ্বারা সে আপনি সাঙ্গ সংগ্রহ করে এবং গ্রামস্থ কুবজদিগকে তাহার কার্যকারিতার বিষয় জ্ঞাপন করে। শুচি ব্যবহার ও ভীষণ ভূর্ত্তি ধারণ করিবার উদ্দেশ্যটি আড়ম্বর মাত্র বোধ হয়। এবেশে সামান্য লোকদিগের প্রজ্ঞাকর্ষণ ও বিয়ব বিশেষ একচেটিয়া করণ অভিপ্রায়ে, যেকোন অপরাপর সংকার্যের সহিত কতকগুলি করিয়া মিথ্যাভ্রমর মিশ্রিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহার সহিতও বোধ হয় অজ্ঞ লোকেরা ঐ ছুইটি আড়ম্বর মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে। যদিও অজ্ঞ লোক কর্তৃক এই

কার্যটি নির্বাহিত হইতে দেখা যাইতেছে, তথাচ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই যে মেঘের প্রকৃতি ও লৌহ শলাকার গুণ অবগত হইয়া ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ অনাবিধ লোক ইহার আবিষ্কারক হইলে, শিলা নিবারণ ব্যক্তি করণই "শিলারি" এই সাধু শব্দে উক্ত হইত না।

### কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। ঈশ্বর সকল পদার্থের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

২। তে ঈশ্বর! তুমি তোমার মঙ্গল ভাবে সকল পদার্থ আর্হত করিয়া রাখিয়াছ; যাঁহারা অনুতাপ করে ও যাঁহারা তোমার পথের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকে তুমি ক্ষমা কর।

৩। ঈশ্বর মায়াবী-চক্ষু চিনিতে পারিবেন ও হৃদয়ে যাঁহা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাও তিনি জানিতে পারিবেন।

৪। আমার সমস্ত কার্য ঈশ্বরেতে সমর্পণ করি, যে হেতু, সেবকদিগের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে।

৫। যাঁহারা পরলোকের ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অন্তিলাষী, তাহাদিগকে সেই ক্ষেত্রের কল প্রচুর রূপে প্রদান করিব; ও যাঁহারা ইহলোকের ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অন্তিলাষী, তাহাদিগকে সেই ক্ষেত্রের কল প্রদত্ত হইবে, কিন্তু তাহারা পরলোকের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবে না।

৬। যখন মনুষ্যগণ বৃত্তির জন্য নিরাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনিই আবার বৃত্তি প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা করুণা বহির্ভূত বিস্তার করেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক ও স্তবনীয়।

৭। যাঁহা কিছু তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহা তোমার এজীবনের সংস্থান।

কিন্তু বাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের পক্ষে, ঈশ্বরের নিকট যে পুরস্কার সঞ্চিত আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

৮। যিনি শত্রুকে ক্রমা ও তাহার সহিত মিত্রতা করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

৯। তত্ত্বজ্ঞানের নিকট ছালোক ও ভুলোকের সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন। বিরাতেনরা তোমাদের ও পশুদিগের সৃষ্টিতে, দিবা রাত্রির পরিবর্তনে এবং পৃথিবী যতবৎ হঠলে তাহা পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে বৃষ্টি প্রেরণ করেন, সেই বৃষ্টিতে ও বায়ুর পরিবর্তনে সেই শক্তির নিদর্শন উপলব্ধি করেন। এই সকল ঈশ্বরের নিদর্শন।

১০। ঈশ্বরই সমুদ্রকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার আজ্ঞায় অর্ণবসান সকল বাতায়িত করিতে পারে এবং বাণিজ্য দ্বারা তাঁহার দান সকল তোমাদের কার্যে আনিতে পার ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হও।

### REMINISCENCES OF RAM MOHUN ROY BY A FRIEND.\*

I remember asking Ram Mohun Roy on one occasion why a belief in the truth of some sacred scriptures such as the Old Testament of the Jews, the New Testament of the Christians, the Koran of the Mahomedans, the Vedas of the Hindoos, the Tripitaka of the Buddhists, the Zenda Vesta of the Persians has been entertained by mankind in every part of the earth. His answer was, the world cannot subsist without some such authority to resort to in the

last stage in all religious discussions. Wherever there is a literature, there must be a *Granthu* or Bible also.

Q. Is it to be believed then that God has appeared to any man and given a law to him in person?

A. This is a dream of many good and great men. It must be remembered that the language of literature in the earliest ages was poetry and a poet always indulges in exaggeration in such expressions as the following: "This maiden's face is comparable to the moon of autumn, nay, many such moons lie prostrate at her feet." The expression that God appeared in human form is of this nature. It might undoubtedly be one part of the providence of God to enlighten the minds of certain men so as to form them instructors of other men. The world is nothing but a manifestation of the power of the Almighty Creator who pervades all space, boundless as it is, and all time from eternity to eternity. Who can therefore say that he cannot so enlighten the minds of men?

But surely the fabulous narratives of God's coming down from heaven to drive away Adam and Eve from the garden of Eden for their eating a certain fruit and of Jehovah's calling himself a jealous God, who cannot brook the notion of brazen images, could never have been framed by one enlightened by religious knowledge. They mark the misconception or defect of language of their writers.

Such fables were perhaps in early ages considered as beautiful illustrations of ideas entertained by the people of that rude time or they would not been entered the imagination of their Reformers.

Q. The New Testament is a child of the Jewish Bible, the Koran is a follower of the Pentateuch, Buddha was a reformer of the Vedic religion and Con-

\* Baboo Chunder Shekhur Deb.

lucius a student of the Buddhistic religion. It appears therefore that the Veda and the Old Testament are the two earliest *combatants* in the field of religion. Which of these is to be considered as the elder brother of the other?—

A. I cannot say. The Book of Moses reformed the ideas of the Jews, the Vedas, those of the Hindoos; which of these two nations is the oldest, I have never considered, but the Hindoos seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least at the time when the Upanishads were written.

The first words of the Upanishads which teach us that “the Self-existing Alone was living and He willed and the world came into existence” seem to me to give a more sublime idea of the creation than the words of the 1st chapter of the Bible. “God said, let there be light and there was light and God saw the light that it was good and the day and night were the first day” There appears a degree of childishness in this latter representation. Do you not think so?

This marks the degree of progress which the two nations made in literature when the passages were written.

Q. Which of the religions, Christianity or Vedic Hindooism, do you think to be the better system of religion?

A. If religion consist in the blessings of self-knowledge and of improved notions of God and his attributes and a system of morality held a subordinate place, I certainly prefer the Vedas.

But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality but in a scattered form\* and

Hinduism is a religion of toleration and peace, which Christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. It is a pity that the ministers of religion should foment quarrels amongst the several nations of the world. In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man.

## আয় ব্যয় ।

আর্থিক ১২৪ শত, ৩০টি রাত্ৰি সমঃ

আয়	৭২.৩/০
পূর্বকার দ্বিত	৭৬১.৭/১
সমষ্টি	১২.৮৪৭/৫
ব্যয়	৭৬৮.৫৭/১

দ্বিত	৫৪৭.১০
-------	--------

## আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৭৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১১৩
পুস্তকালয়	১০৮০/১০
বক্তৃতালায়	২২১৮/১০
গন্ধিত	১৬
সমষ্টি	৭২.৩/১

## ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪২৯৮০/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৪২৬
পুস্তকালয়	৩৮৮০/১০
বক্তৃতালায়	১০০৬/৫
গন্ধিত	২৭১
সমষ্টি	৭৬৮.৫৭/৫

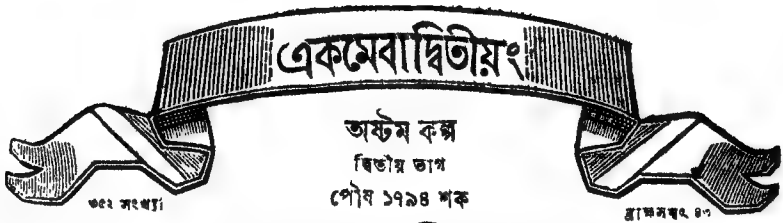
নাম প্রাপ্তি ।

ঐচ্ছিক দেবেজ দাশ ঠাকুর	৩০০
“ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
ঐ সাহসিক দাশ	২৫
“ গোপীনাথ দাশ	১
সমষ্টি	৩৭৬

ঐচ্ছিক দেবেজ দাশ ঠাকুর ।

সম্পাদক ।

\* The Hindu Shastras contain a code of morality exelling the precepts of Jesus. Ed. T. P.



# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞানসীমানাং কিঞ্চনাসীত্বমিদং সর্বমশুদ্ধং । তদেন বিজ্ঞং জ্ঞানমনস্তং শিবং ব্রহ্মস্বরূপমেকং  
 যবাহিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিজ্ঞং স রাজ্যং সর্ববিশং সর্বশক্তিমন ক্রমং পূর্ণমঐতিমিতি । একস্য ভূমিপাশাসনয়ঃ  
 পারিত্রিকৈরিতিক স্বতন্ত্রবতি । তস্মিন্ ঐতিহ্যস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমেন ।

## বিজ্ঞাপন

ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতি  
 বার ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক  
 ব্রাহ্মসমাজ হইবে ।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত  
 প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটীর সময়ে  
 আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মসঙ্গীত  
 ও ব্রহ্মোপাসনা হইবে ।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃ-  
 কালে ৮ ঘটীর সময়ে আদি  
 ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সান্নাৎ-  
 কালে ৭ ঘটীর সময়ে ত্রীযুক্ত

প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে  
 ব্রহ্মোপাসনা হইবে ।

ত্রীকোটিরস্তুনাথ ঠাকুর ।  
 সম্পাদক ।

কালনা পঞ্চম সাংবৎসরিক  
 ব্রাহ্মসমাজ ।

২ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক ।  
 প্রাতঃকালের বক্তৃতা ।

আজ আমাদের কি শুভ দিন ! কি  
 আনন্দের দিন ! আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজ  
 বর্ষ বৎসরে পদাপণ করিল । ঈশ্বরের  
 রূপার আজ আমরা এই সমাজের পঞ্চম  
 সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য সমাধা করি-  
 বার জন্য এই সমাজ গৃহে একত্র মিলিত  
 হইয়াছি । আমরা সেই পরম কারুণিক  
 জগৎপিতার আরাধনা করিয়া দিবস সকল  
 ও জন্ম মার্জক করিব ।

আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিষয়  
 বিপত্তি হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়া পঞ্চম সাংবৎস-  
 রিক ব্রহ্ম-বোধোৎসব সাধনের মিমিত্ত স-

জীভূত হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালীন সমীরণ সেই সর্বশক্তিমান্ দেবদেবের সুধাময় প্রেম বিস্তার করিয়া সকলের শরীর ও মন সুশীতল করিতেছে। আজ সংসারের শাবলীয় পদার্থ যেন অতিনব ভাব ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের অপার মহিমা কীর্তন করিতেছে। আজ তরুলতাগণ সেই প্রেমময়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ অক্ষ বিসর্জন পূর্বক তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। আজ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ কল্যানে সেই জীবনের জীবন জগৎ পিতার গুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। আজ আমারদের আনন্দের আর সীমা নাই। আজ আমারদিগের নয়নে সকলই আনন্দময়, উৎসবময়, প্রেমময় ও ব্রহ্মময় বোধ হইতেছে।

এই মহোৎসব সামান্য মহোৎসব নহে। উঃ যে কেবল সামান্য আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য সাধিত হইতেছে, ইহা যেন কেহ মনেও না করেন। আমরা চির পিপাসিত আত্মাকে সেই প্রেমময়ের প্রেমামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া এই সমাজ গৃহে একত্র মিলিত হইয়াছি। সনাতন ব্রাহ্মধর্মের মহত্ত্ব প্রকাশিত করিবার জন্য সকলে সঙ্গত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম নূতন ধর্ম নহে। ইহা সকল ধর্মের আত্মা-রূপে অন্তরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। আজ ৪২ বৎসর অতীত হইল, গত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আপন জন্মভূমি ভারত ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক্ষণে প্রায় সকল দেশেই আপন প্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

এই আদি ধর্ম—সত্যধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম আজ কাল ভারত ভূমির সকল স্থানেই লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া আপন আধিপত্য সংস্থাপন

করিতেছে। ইহা কুসংস্কারাবর্ত মোহাক্ষ ব্যক্তিদিগের হৃদয় হইতে অজ্ঞান ভিমির দূরীভূত করিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ও গৃহে গৃহে, এই সত্য ধর্ম—ব্রাহ্মধর্মের মহাত্মা বিকীরণ হইতেছে। এক্ষণে এমন স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে এই সনাতন ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতি প্রকাশিত হয় নাই।

আজ পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই কালনা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা যে চিরস্থায়ী হইয়া অত্রত্য লোকদিগকে অপার আনন্দ নীরে মগ্ন করিবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু মহানুভাব ধার্মিক প্রবর শ্রীমুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের কৃপায় ও যত্নে এই সমাজ গৃহ নির্মাণ হওয়াতে আমাদের সে আশঙ্কা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই ব্রাহ্মসমাজ যে চিরস্থায়ী হইয়া অত্রত্য জনগণের হৃদয়-মন্দিরে সত্য ধর্মের জ্যোতি বিস্তার করিবে, এই আশা আমাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়াছে।

কি হৃৎখের বিষয়। এই সমৃদ্ধ নগরে বিস্তর কুচবিদ্যা সম্প্রতিশালী লোক বাস করিতেছেন; কিন্তু কেহই এই সত্য ধর্ম—সনাতন ধর্ম—ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধন বিষয়ে কৃত-সংকল্প হয়েন না; কেহই এই সত্য ধর্ম প্রতিপালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়েন না; কেহই ইহার চিরস্থায়িত্ব পক্ষে আন্তরিক যত্ন ও আদর প্রকাশ করেন না। এই গ্রামবাসী প্রায় সমুদায় লোকই এ বিষয়ে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন। হা জগদীশ! এক্ষণে তুমি তোমার সত্য ধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার করিয়া এই নগরের মুখ উজ্জ্বল কর। এই নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় মন্দির জানালোকে

সমুজ্জ্বল করিয়া তোমার সত্য ধর্মের মহিমা প্রকাশ কর। তোমার সত্য ধর্ম পালনে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণকে সমুৎসুক কর, যাহাতে এই গ্রামবাসী সকলেই অহরহ তোমার মহিমা প্রচার ও অসীম গুণ গান করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন এবং এই সনাতন ব্রাহ্মধর্মের সত্যতা দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়েন।

হে ব্রাহ্ম-ব্রাতৃগণ, আজ আমাদের সাংবৎসরিক মহোৎসবের দিন। আজ অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরম চন্দানয় পিতার অক্ষয় সন্তান। আইস আজ আমরা একত্রেমনে ব্যাকুল হৃদয়ে সেই পরম কারুণিক অনাথ নাথ পরম পিতার আরাধনা করিয়া দিবস সকল, শরীর পবিত্র ও জন্ম সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

### ব্রাহ্মধর্মের উদারতা।

যখন অত্যন্ত গ্রীষ্মের প্রভাবে যেদিনী দক্ষ প্রায় চইতে থাকে, সেই সময়ে যেমন এক দিকে সুশীতল জলবাহী মেঘের সঞ্চার হয়,—যখন আকাশ তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময়ে যেমন এক দিকে শুভ্র উষার উদয় হয় ও পরে জগদালোকপ্রদ প্রভাপুঞ্জ দিবাকর প্রকাশিত হইয়া সমুদ্রায় পৃথ্বীমণ্ডল আলোকিত করে—সেই রূপ এই চুঃখের সময়ে—এই অন্ধকারময় সংসারে ব্রাহ্মধর্ম অজ্ঞাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের সকল চুঃখের বিনাশক ও সকল কল্যাণের হেতুভূত। এই ব্রাহ্মধর্মকে কেহ কথার কথা বলিয়া তাবিও না—কেহ ইহাকে কেবল মহৎ ধর্ম বলিয়া জানিয়াও নিরন্ত হইওনা—ইহার সম্যক্ তত্ত্ব প্রণিধান কর—ইহার সকল কথা গুলি অবগণ কর—ইহার

প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম অসীম বলের সহিত সমুদায় অমত্য ও অগদাচারের প্রতিকূল দণ্ডায়মান। সকল অমঙ্গলের বিনাশ ও মঙ্গলের প্রকাশ, এই ইহার সঙ্কল্প। আত্মার অনন্ত কল্যাণ ও সংসারের সম্পূর্ণ মঙ্গল, এই ইহার সাধনীয়। যদি ব্রাহ্মধর্মের এই সঙ্কল্পে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস হইল না। অথবা ইহাও বলিতে পারা যায়, যদি বস্তুতঃ এই সঙ্কল্প সাধনের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের কিছু ক্ষমতার ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে আদি ব্রাহ্মধর্মকে যথার্থ ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিব না। কিন্তু না—এরূপ বিতণ্ডা করিবার বিষয় কিছুই নাই। ঈশ্বর সঙ্গল-স্বরূপ; সেই মঙ্গলের দ্বারা স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম সত্যের সকল কিরণ ধারণ করিতেছে—উন্নতির সমুদায় প্রশস্ততা আরম্ভ করিয়া রাখিয়াছে—জগতে সর্ব প্রকার কল্যাণ বিস্তার করিতেছে। ব্রাহ্মধর্মই সমুদায় সুখ শান্তির আশার স্থান। আমরা প্রথমেই এই বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি যে হে ব্রাহ্মধর্ম তুমি আমাদের চির শান্তি ও সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গল সাধন জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছ; তোমার সংকল্প সিদ্ধ হউক।

ব্রাহ্মধর্মের এই সংকল্প সাধন পক্ষে ইহার সকলই অনুকূল। প্রথমতঃ—ইহার মত সকল অতি সুস্পষ্ট। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম না বলিবার কিছু নাই—ইহার অপ্রকাশিত কুটী ভাব কিছুই নাই—ইহার সকলই প্রত্যক্ষ গোচর। দ্বিতীয়তঃ—কয়েকটা যাত্র মূল কথায় ইহার সকল মত প্রকাশ পায়; তৎসমুদায় কথাই সকল মনুষ্যের হৃদয় নিহিত ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। তাহাতে কাহারো বিশ্বাস না জন্মিবার সম্ভাবনা নাই—তাহা এক ব্যক্তির অপরকে বুঝাইয়া

দিবার অপেক্ষা নাই। তৃতীয়তঃ—ইহার যে সকল মত, তাহা হইতে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব হইতে পারে না : অগতঃ মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না ; এবং মঙ্গল না হইয়াও থাকিতে পারে না। ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ; তিনি নিত্য ও নির্বিকার—শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ ; তিনি সকলের সৃষ্টি কর্তা বিধাতা, তিনি আমাদের শরণ্য—বরণ্য ; তাঁহার রূপান্তে আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয় ; এই সকল মত যেমন বোধ সুগম, তেমনি সারার্থক, তেমনি ব্যাপক ও মঙ্গলাবহ। এই কয়েকটি কথাতে ব্রাহ্মধর্মের মূল ও প্রশস্ত সমুদায় মত ও তাব আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে। যেমন বুঝিলাম ঈশ্বর এক, তেমনি বুঝিলাম সমুদায় মনুষ্য সেই এক পিতার পুত্র স্বরূপ ; যেমন বুঝিলাম তিনি শুদ্ধ ও পবিত্র, তেমনি বুঝিলাম সমুদায় পাপ ও অবিশুদ্ধতা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারাই এই সকল মত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম। যাঁহারাই মুখে এই সকল মত স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই সকল সত্য তাঁহাদের হৃদয় নিহিত ; তাঁহারা কোন না কোন প্রকারে, এই সকল মত স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না, অতএব তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দেখ ব্রাহ্মধর্ম কেমন উদার—কেমন ব্যাপক—কেমন মনুষ্যের হৃদয়ান্বিত ! এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায় সত্যের একান্ত অবমাননা করিয়া থাকিতে পারে নাই, একবারে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়াও তিষ্ঠিতে পারে নাই। এই জন্য ব্রাহ্মধর্মকে সর্বহৃদয়ান্বিত বলিয়া দেখিতে পাই। এই জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মধর্মে আনিবার জন্য—কাহাকেও ব্রাহ্ম করিবার জন্য কোন উদ্যো-

গের প্রয়োজন বিবেচনা করি। যদি আমাদের নিজের বিশেষ ভাব ও মত অন্যের জগ্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে না চাই, অথবা যদি কয়েকটি “গুণ্ডী” দিয়া ব্রাহ্মধর্মকে বন্ধ বা তাহাকে কোন কূটার্থে পর্যাবসিত করিতে না চাই, তাহা হইলে অন্যকে “ব্রাহ্ম” করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ প্রয়াস করা নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হইবার কি ব্রাহ্ম করিবার নিমিত্ত লোককে ডাকাডাকি করিতে হয় না। কেবল আমাদের এই দেখিতে হইবে যে, যে ব্রাহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই আত্মাতে নিহিত আছে, তাহা প্রজ্বলিত হইতেছে কি না, ব্রাহ্মধর্মের যে উদ্দেশ্য, তাহা লোকে বুঝিতেছে কিনা ; লোক ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতেছে কি না? যদি কোন স্থানে এমন দেখা যায় যে দশ বৎসর কাল তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, নিয়মিত রূপে উপাসনা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু ব্রাহ্মগণ কেবল সেই নিয়মিত উপাসনাই করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম সাধনের ভাব, ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য কিছু বুঝেন নাই, তাহা দেখিয়া কেবল হুঃখই হয়। আর যদি এমন দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতেছেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নাম না জানিয়া অথবা ব্রাহ্মদিগের প্রতি প্রজ্ঞা না থাকা বশতঃ তিনি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণে অ-বিস্মু, তাঁহার ভাব দেখিয়া অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। অতএব বোধ হয় আমাদের এই দেখা উচিত যে লোকেরা কত দূর ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতেছে? লোকেরা কতদূর ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতেছে, ইহা জানিবার অভিনাবী হইয়া যদি আমরা চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আর এক দৃশ্য দেখিতে পাই। দেখি, কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অস্পষ্ট দার ধারেন, আর

যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, তাহাদের মধ্যেও কত লোক ব্রাহ্মধর্ম বহুল অংশে পালন করিয়া থাকেন। উহা দেখিয়া আমাদের উচিত যে, যাঁহারা ব্রাহ্ম নয় আমরা তাহাদিগকেও আলিঙ্গন করি; তাহা হইলে তাহারাও আমাদের আলিঙ্গন করিবে; ক্রমে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, আর যাঁহারা সেকপ নয়, সকলেই প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম হইতে থাকিবে। একপ হইলে ব্রাহ্মধর্মের স্থায়িত্ব ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে।

পরন্তু এপর্যন্ত হইলেও ব্রাহ্মধর্মের সকলতা হইল না। যন্ত্রভূমির মধ্যে সুনির্মল সুসিদ্ধ সলিল-পূর্ণ সরোবরের ন্যায় আমরা এই চুংখময় সংসারে ব্রাহ্মধর্মকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু যদি ইহা দ্বারা আমাদের সম্ভাব্য নিবারণ না হইল, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মকে পাইয়া কি ফল লাভ হইল? ব্রাহ্মই ঈউন, আর যিনিই হউন, এই সংসারে সম্ভাপিত হয়েন নাই, এমন কে আছে? কে এই সংসারে সম্যক্ রূপে তৃপ্তি সন্তোষ করিয়া থাকে? কে বলিতে পারে যে সংসারের অবস্থা যেমন হওয়া চাই, তেমনই হইয়াছে? কে বলিবে, আমরা যাঁহা কিছু চায়, সমুদায় এই সাংসারিক বস্তু সকলের মধ্যেই রহিয়াছে? যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে আপনাদিগকে সুখী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারা আপনাদের কিসে সুখ তাহা প্রদান করিয়া দেখুন। যাঁহারা এখানে নানা প্রকারে অতৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলি, কিসে তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভ হয়, তাহার অন্বেষণ করুন। জগদীশ্বর সুখ চুংখের বোধ সকলকেই দিয়াছেন—সুখ লাভের নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র। মহত্ব—জীবনের সার্থকতা—

সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে—তবে কেবল রুচির বৈচিত্র্য ও মোহের প্রাচুর্য বশত লোকের ধর্ম-ভাব উদ্বীর্ণ হইতেছে না—অথবা যাঁহাদের ধর্ম-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, তাঁহারাও অপ্রকৃত পথে ত্রামায়াণ হইতেছেন। যাঁহাই হউক, তথাপি ব্রাহ্মধর্ম সকলকেই সুখ শান্তি প্রদান করিবেন, এমন আশা হিটেছেন—অবশেষে সকলেই নিত্য শান্তি—নিত্য কল্যাণ লাভ করিবে; সন্দেহ নাই। তথাপি এখনো আক্ষেপ এই, কেন মনুষ্য অল্প কালের জন্যও শোক চুংখে মুহমান হয়? কেন মনুষ্য কুল হারা হইয়া এই সংসার সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভাসমান হয়? কেন মনুষ্য চুংখের কশাঘাত সহ্য করিয়াও ভাঙ হইতে একান্ত বিমুক্তির ইচ্ছা করে না? কেন মনুষ্য অমৃতের পাত্র সম্মুখে পাইয়াও তাহা পান করিয়া তৃপ্তি সুখ অনুভব করে না? যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহাদিগের জন্য এত রূপ আক্ষেপ হয়, কেন তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও অন্ধ হইবেন? কেন তাঁহারা বিচারে পণ্ডিত কিন্তু কার্যে মূঢ় হইয়া কেবল শোক সম্ভাব্য ভোগ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অবগত হইবেন? অসত্য বিনাশাল; অজ্ঞানতা অন্ধকারময়; বিষয়-রস বিষ তুল্য। মনুষ্যের চিরদিনের অবলম্বন, সুখের নিদান ও শান্তির নিকেতন স্বরূপ সেই এক যাত্র পর ব্রহ্মই তাহার অনন্ত কালের উপজীবা। “নাশ্পে সুখমতি, ভূমৈব সুখং,” অল্প বস্তুতে সুখ নাই, ভূমা জৈশ্বর্যই সুখ স্বরূপ। মনুষ্য তাঁহাকে অবলম্বন করুক, তাহার সকল আলা চলিয়া যাইবে। তাহার নিত্য শান্তি লাভ হইবে, এই পৃথিবীই তাহার স্বর্গ তুল্য হইবে।

এই পৃথিবীকে সুখের আলয় করিবার নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান চক্র অহরিশ ঘূর্ণিত হইতেছে, কত প্রকার রীতি বস্তু আবিষ্কৃত



হইতেছে, কিন্তু এপর্যন্ত তদ্বারা এক জন মনুষ্যও প্রকৃত সুখী হইতে পারিল না। মনুষ্যের সুখৈষণা এখনো বহু প্রকারে নিত্য নিত্য চীৎকার করিতেছে। এখনো মনুষ্যগণ ঐ সুখের আশায় কোন্ পথ ও কি প্রকার নীতি অবলম্বন করেন এবং কোন্ দিকে ধাবিত হইয়েন, বলা যায় না। যাহাই হউক, এই রূপ লোক কত দূর সুখী হইতে পারে, তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু পূর্বে বাহ্য দেখি-মাছি, এমনো তথ্যই দেখিতেছি, কতকগুলি বিখ্যাত বিজ্ঞান মনুষ্যকে সুখের পরিবর্তে দুঃখেতেই নিম্বেষণ করিতেছে। এই সকল বিজ্ঞানের অসামান্যকতার বিষয়ে এখন মনুষ্যের চক্ষু উদ্বীলিত হইবে। তখন সত্যের জন্য শান্তির জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রতিই সকলের দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হইবে। অবশেষে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমেই পৃথিবীর সমুদায় মঙ্গল কলিত হইবে।

মনুষ্যাগণ এ দিকে বহু প্রকার দারিদ্র্য দুঃখ প্রপীড়িত, ও দিকে প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত; অন্য দিকে অজ্ঞান ও ঘোহাক্ষকারে অন্ধীভূত, অপর দিকে ভ্রান্তিময় বিজ্ঞান ফলে নিম্বেষিত; এমন অবস্থায় এই ব্রাহ্মধর্মের প্রস্তুত। এমন অবস্থায় ইহার উদ্দেশ্য। তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সমুদায় অসত্য, কুসংস্কার ও অজ্ঞানের দাবীকরণ পূর্বক সত্য সূর্য্যের উদয়, সমুদায় দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও ব্যভিচার নিবারণ পূর্বক অদীনতা, পবিত্রতা ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সর্বোপরি সত্যের ব্রহ্ম লাভ, এই ইহার উদ্দেশ্য। উদ্ভূত অনন্ত উন্নতি, অধোতে সম্পূর্ণ সুখ স্বচ্ছন্দতা, এই ইহার সাধন সঙ্কল্প। অনন্ত ভ্রমের কি প্রকার গতি ও তাব তাহা সম্পূর্ণ মনে আয়ত্ত করিতে পারি না—মনে গতা বুঝিতে পারি তাহাও সম্পূর্ণ ব্যস্ত

করিতে পারি না। সংসারের বেক্ষণ ভাব প্রদর্শন করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য, তাহা এক স্থানে এই রূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—“ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন—আমি লোকদিগের সমুদায় বন্ধ ভাব-দুরীকৃত করিয়া সর্ব্বাংশে মুক্ত করিব; প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতাকে মধ্যরূপে উন্নত করিব; বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তিকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান করিব; আমার প্রভাবে বিশ্বজাচারী স্ত্রী ও পুরুষগণ পৃথিবীর উপরে স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করিবে; পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতাকে শুভাকাঙ্ক্ষী দেব দেবীর ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদের হৃত্য শয্যাকে সুখের শয্যা করিয়া তুলিবে; দীন দরিদ্রের রোদন যদি কাহাকেও শুনিতে হইবে না; রাজাগণ প্রজাদিগের সর্ব্বময় প্রভু না হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ী ভূত্যের ন্যায় সমাজের শান্তি রক্ষা করিবে, প্রভু ভূতা, উত্তমর্ণ অধমর্ণ, ক্রোতা ও বিক্রোতাগণ পরস্পরের শোণিত শোষণ চেষ্টা না করিয়া হিতকারী বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের সাহায্য করিবে; আমি সকল মনুষ্যের আশ্রিতে ও সকল ব্যবহার মূল দেশে অবস্থান করিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ পুত্র বলিয়া পরিচিত করিব ও পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পূর্ণ করিব। ঈশ্বর-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের একটা মাত্র কথাও কখন ব্যর্থ হইবার নহে।”—এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম ভিন্ন আর উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম ঐ সকল মঙ্গলের সূচনা করেন এবং ব্রাহ্মধর্মই তাহার সিদ্ধি করিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্মের উপরেই ঐ সকল শুভ সাধনের আশা স্থাপিত করা যায়। পৃথিবীর দুঃখ রাশি তিরোহিত হইবে কিনা? জিজ্ঞাসা কর, এক জন তাহাতে উপহাস করিবেন, কেহ বা তাহা অসম্ভব মনে করিবেন, কেহ বা

তাহা আশা করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের কাছে ইহার সংশয় নাই—ইহার অসম্ভাবনা কিছুই নাই—ব্রাহ্মধর্মের চূর্ণায় শক্তিতে সকলই সম্ভব হয়। এই মলিন মানব স্বয়ং ঈশ্বর-সংসর্গ লাভ করিবে? ইহা অনেকের সংশয় স্থল বোধ হয়, কেহ বা সাক্ষ্য করিয়া একথা মুখে আনিতেও পারিবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের ইহা ভিন্ন আর কোন অর্থ নাই; ব্রাহ্মধর্মের মূল মর্ম্মই এই যে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের অব্যবহিত সম্বন্ধ—প্রত্যেক মনুষ্যের সমুদায় অতাব ঈশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে পূরণ করিবেন। এই জন্য ব্রাহ্মধর্মের উপর আমাদের এত প্রসক্তি! এই জন্য ব্রাহ্মধর্মের নামে আমাদের এত আনন্দ হয়! এই জন্য ব্রাহ্মধর্মের উপর আমাদের অনন্ত আশা স্থাপিত রহিয়াছে। যদি আমাদের গত জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, কত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম আমাদের পক্ষে চূর্ণলের বল—অন্ধের যক্তি স্বরূপ হইয়াছে—কত বার কত বিষয়ে নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া—কত বার অন্তরে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যাব স্মরণ করিয়া হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখনো ব্রাহ্মধর্মকে সেই সকল আশার স্থান বলিয়া ইহার সেবা করিয়া থাকি। অন্তরে বাহিরে, দিনে নিশীথে, আহায়ে নিদ্রাতে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি—ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য অচিরে সিদ্ধ হউক।

এখন এই ব্রাহ্মধর্মকে অবিকৃত ভাবে রক্ষা ও সর্বত্র প্রথিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই ধর্মের প্রতি উৎসাহী ভাবাপন্ন না হন। তাঁহারা ইহার সম্যক ভঙ্গ প্রদান করিয়া ইহাকে স্পর্শ বণি ভুল্য মনুষ্যের

অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া জানুন, ইহা দ্বারা মনুষ্যের কত দূর মঙ্গল হইবে তাহা অবগত হইয়া ইহার যথোচিত মহত্ত্ব স্থাপন করুন। আবার যাহারা ইহাকে অত্যন্ত মমত্ব করিবেন, তাঁহারা যেন ইহাতে তাঁহাদেরই অধিকার অথবা তাহাদেরই মত লোকের অধিকার, আর কাহারও অধিকার নাই, একপ কথা মুখে না আনেন; কারণ ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম মর্যাদাসিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। আহা! বলুন দেখি, এই সংসারে এমন কে আছে, যাহার মস্তক এই বিশ্বপাতা ঈশ্বরের পদে অবনত নহে? কে এমন বিরুদ্ধ হৃদয় যে ব্রাহ্মধর্মের প্রদত্ত এই সকল নিত্য সত্য সার সুখকে অসুখ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে? যাহার যে ভ্রম ও ভ্রুটি, সমুদায় অপগত হইবে। ব্রাহ্মগণ! আপনাকে ঠিক রাখিয়া সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীকে আলিঙ্গন কর এবং তাহাদেরও আলিঙ্গন গ্রহণ কর। কাঙ্গাকেও অবজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখিওনা; অনুদারতা নিবন্ধন ব্রাহ্মধর্মকে সন্মোহন করিয়া ফেলিও না; ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়েও সন্দেহান হইওনা। সকলে আপনাপন স্বভাবের বশবর্তী হইয়া ব্রহ্মের নিকট আগমন করুক—সকলে উদ্যত হইয়া আপনাপন জীবনের সার্থক্য সম্পাদন নিমিত্ত অগ্রসর হউক, দেখিবে, মনুষ্যত্বের কি শোভন বিচিত্র দৃশ্যই দৃশ্যমান হইবে!

যে সকল ব্রাহ্ম-পরায়ণ মহাশয়গণ ব্রহ্মেতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—যাহারা ব্রাহ্মধর্মের নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা ও ইহার উদ্দেশ্য সাধন জন্য বহু লোকের বল বুদ্ধি শক্তি সমাগম প্রভৃতি কোন প্রকার উপকরণ সৃষ্টি করিতে উৎকর্ষিত না হন। ব্রাহ্মধর্মে

বিনাশের আশঙ্কা কি? ব্রাহ্মধর্ম আপনাই আপনাকে রক্ষা করিবে। ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসম্ভাবনা কি? ইহার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যত্বই মিথ্যা। তাঁহারা কোন কল গণনা না করিয়া আপনাদিগকে প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম সর্বতোভাবে প্রতিপালন করুন—আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে নিঃস্বার্থ ব্রহ্মোপাসকের ভাব জগতে প্রদর্শন করুন, ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সত্য জ্যোতি ও সাধু ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইবে !!

আর, সর্ব সাধারণ মনুষ্য মাত্রেয় নিকট প্রার্থনা এই, কেহ যেন আপনাকে হৃত্যু মুখে পতিত না করেন—অসুখে সুখে অভিমানে না করেন—এবং এই কঠোর সংসারে কেবল কষ্টই ভোগ করিতে হইবে, একপ বিশ্রাম করিয়া প্রবর্তিত না করেন। নিত্য সুখ নিত্য শান্তি অথবা মঙ্গল মনুষ্যের একান্ত লভনীয়। তাহার অন্বেষণ করুন, তাহা পাইবেন। যদি অন্য কোথা তাহা না দেখেন, ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপালন করুন, দেখিবেন, মনুষ্যের জন্য ঈশ্বর কি অমৃতেরই সৃজন করিয়াছেন।

## আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক

### জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে

#### তাহার প্রয়োগ।

৩৭ : সংখ্যক পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।

আমরা যে কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রমাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমটিকে পূর্ব সংখ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা প্রস্তাবের কতদূর প্রমাণ হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয় বিধানটি এই, উপাসনা করিবার

সময় (জ্যেষ্ঠ কল্পে) রেশম বস্ত্র পরিধান, কয়ল বা গালিচার আসনে উপবেশন এবং সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন; এই কয়েকটি ব্যাপার করিবেই করিবে।

উপাসনার সময়ে মনের প্রশান্ত ভাব যে নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা প্রকৃত উপাসক যাজ্ঞেই অবগত আছেন। সেই প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় শাস্ত্র-কারগণ তড়িৎদ্বারা সাহায্য গ্রহণ করিয়াই বিধান করিয়াছেন যে, উপাসনার সময়ে কয়ল, গালিচা, বাস্ত্রচর্ম, হৃগচর্ম বা কুশার আসনে উপবেশন করিবেক, পটুবস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত করিবেক এবং সম্মুখে স্বর্ণ রৌপ্য তাত্র প্রভৃতি কোন উৎকৃষ্ট ধাতু নির্মিত পাত্রে জল স্থাপন করিবেক। এই রূপ বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের অভিলষিত ঈর্ষ্যা যে কি রূপে রক্ষিত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিন্তু যতক্ষণ তাহার সহিত শরীরের যোগ থাকে, ততক্ষণ শরীরের সাহায্য ভিন্ন তাহার কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। কেহ কেহ এই স্পষ্টতম সত্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিবদ্ধ রাখিয়া আত্মা লক্ষ্য বিশেষের দ্ব্যানে নিযুক্ত হয়, অথবা নিজাবস্থায় যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তাহাতে শরীরের কি সাহায্য গৃহীত হয়? ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, যদি উক্ত কার্য্যের শরীরের সাহায্য ভিন্নই সিদ্ধ হইবে, তবে তাহাদিগের অবসানে শরীরের মস্তিষ্ক অংশে দুর্বলতা অনুভূত হয় কেন? এই রূপে পর্যালোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মা কি জাগ্রত কি নিদ্রিত যে অবস্থায় যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউক না

কেন, তাহাতে শরীরের যোগ—শরীরের সাহায্য থাকিবেই থাকিবে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে যন্ত্রকের সাহায্যেই মনের সমুদায় কার্য নির্বাহিত হয়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যে রূপ কিছু কাল কার্য করিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, যন্ত্রকেও সেই রূপ মনের সাহায্যার্থে কিছু কাল কার্য করিলে অবসন্ন হয়। আবার অন্যান্য অবসন্ন অঙ্গে যে রূপ বল বিহিত না হইলে তাহা দ্বারা কোন কার্যই সুচারুরূপে নির্বাহিত হয় না, তদ্রূপ অবসন্ন যন্ত্রকেও বলাধান না হইলে তাহা দ্বারা কোন একরকম মানসিক কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে না।

মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবের শরীরেই সর্ব সময়ে কিয়ৎ পরিমাণ যুক্ত তড়িৎ বিদ্যমান থাকে।\* এই তড়িৎ পরিপাক-যন্ত্রাদির বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চর্চতে উদ্ভূত হয় এবং শরীরে অবস্থিতি করিয়া মান্য প্রকার কার্য সাধন করে। এই তড়িৎ চর্চতেই শরীরস্থ স্নায়ুগুণ্ডল বল প্রাপ্ত হয় এবং সেই বল দ্বারা শরীরের ও মনের সমুদায় কার্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, শরীরে তড়িতের পরিমাণ অল্প হইলে স্নায়ু গুণ্ডল ক্ষীণ হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন তাহা দ্বারা কোন গুরুতর কার্য সাধন করা যায় না। আবার তড়িতের পরিমাণ অধিক হইলে স্নায়ুগুণ্ডল বলিষ্ঠ হইয়া উঠে; তখন তাহা দ্বারা বিস্তর বলসাধ্য কার্য সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষম্ম কার্য সম্পাদন করিতে হইলে স্নায়ুগুণ্ডলের উক্ত দুই অবস্থার একটিও বিশেষ কার্যকর হয় না; কারণ প্রত্যেক

ব্যক্তিই আপন আপন শরীরের ভাব দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, দুর্বলতার আধিক্যে মনের জড়তা এবং সবলতার আধিক্যে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, কিন্তু কোন ক্ষম্ম কার্যে প্রবেশ করিতে হইলে যে রূপ উদ্যম যুক্ত শান্ত ভাবের প্রয়োজন, তাহা কোন মতেই জন্মে না। সুতরাং সকলেই সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারেন যে, ক্ষুরধারের ন্যায় কোন ক্ষম্ম পথে অগ্রসর হইতে গেলে, যে পরিমাণ তড়িৎ দ্বারা শরীরস্থ স্নায়ু প্রভৃতির বল মধ্যমরূপে বিদ্যিত হইতে পারে, তাহাই রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যিক।

এক্ষণে দেখ উদ্ভূত আমাদের পূর্ণ গিচ্ছান্ত গুলির সার্থকতা হইল কি না। এদেশীয় উপাসনার সাধারণ নিয়ম এই যে, অভুক্ত অবস্থায় অবগাহন বা হস্ত পদ স্নানাদি প্রক্ষালন দ্বারা শুচি হইয়া উপাসনা কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ভোজন করিবার পর ভুক্ত দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে বিবিধ রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকে বলিয়া সেই সময় (পূর্ব সংখ্যার ১৩ নিয়ম অনুসারে) প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভূত হয় এবং সেই তড়িৎ চর্চতে স্নায়ুগুণ্ডল একদা অধিক বল প্রাপ্ত হওয়ায় মন তাহার যোগে আর স্থির ভাবে কার্য করিতে পারে না। এই রূপ মনশ্চঞ্চল্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য অভুক্ত অবস্থায় (যে অবস্থায় তড়িতোদ্গমের সম্ভাবনা অল্প) উপাসনা করিবার বিধান প্রস্তুত হইয়াছে। অপিচ অভুক্ত অবস্থায়ও শরীরে যে পরিমাণ তড়িৎ বিদ্যমান থাকে, তাহারও অল্পতা জম্মাইবার নিমিত্ত উপাসনার পূর্বে স্নান বা হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন করিবার বিধান প্রস্তুত হইয়াছে। জল একটি উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ, সুতরাং তাহা

\* গ্যানব্যানোমিটার নামক এক প্রকার তড়িৎ-পরীক্ষার যন্ত্র আছে, তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই শরীরে যুক্ত তড়িতের অবস্থিতি জামিতে পাওয়া যায়।

দ্বারা সিক্ত হইলে তাহার সহিত শরীরের অধিকাংশ মুক্ত তড়িৎ বহির্গত হইয়া যায়। এই স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্নান দ্বারা তড়িৎ বাহির করা না বলিয়া তাপ বাহির করা বলিলেই তো সম্ভব হয়। ইহার উত্তরে কীটাকে এই মাত্র স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যিক যে, যদি তাহাই হইত, তবে পৌষ মাসের প্রভাত্বে যখন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রাধারে গমন করিলেই সমুদায় শরীর শীতল হইয়া পড়ে, তখনও প্রাতঃ সন্ধার পূর্বে স্নান করিবার আদেশ শব্দত হইয়াছে কেন?

অতঃপর উপাসনা সময়ের আসন বসনাাদি লভ্যা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। স্নান করিবার সময় শরীর যে এক-বাবে মুক্ত তড়িৎ বিরচিত হয় এমন নহে; জলে অবগমন করিলে জল ও শরীর উভয়ই তুল্য পরিমাণ তড়িৎ সম্পন্ন হয়। অতএব অবগমনে শারীরিক তড়িতের হ্রাস হয় বটে কিন্তু একবারে লোপ হয় না। স্নানের পর পরিপাক যন্ত্র, পৃথিবী ও বায়ু হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তড়িৎ আসিয়া শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই সময়ে উপাসক রেশম বস্ত্র পরিধান ও রেশম বস্ত্রের উত্তরীয় দ্বারা গাছাচ্ছাদন করতঃ কয়লাদির আসনে উপবেশন করেন। রেশম বস্ত্র ও কয়লাদির আসন তড়িতের অধম পরিচালক বলিয়া দাচারা পৃথিবী ও বায়ু হইতে তড়িতাগমের বাধাত জন্মাইয়া দেয়; এতদ্বিবন্ধন শরীরও অধিক কাল সাম্যাবস্থার থাকিতে পারে এবং মনেরও সুতরাং ঐশ্বরের ধ্যান ধারণা রূপ সূক্ষ্ম কার্যে বিলক্ষণ পটুতা জন্মে। আসন ও পরিচ্ছিন্ন বস্ত্রের গুণে পৃথিবী ও বায়ু হইতে তড়িতাগম হইতে পারে না বটে, কিন্তু পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক দৃষ্টাদির ক্রিয়া কোন মতেই ইচ্ছা ক্রমে

স্বর্গিত করা যায় না বলিয়া তাহা হইতে প্রতিক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তড়িৎ উদ্ধৃত হইয়া সমস্ত স্নায়ুগুণে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই অল্প পরিমাণ ক্রমোদ্ধাত তড়িতের দ্বারা একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। স্নানাদি দ্বারা তড়িৎ নিষ্কাশন পূর্বক স্নায়বীয় বলের যেকণ মধ্যমাবস্থা সাধন করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, কিছুকাল পরে তাহার বিলক্ষণ বিপর্যায় ঘটে; কারণ মানসিক চিন্তা দ্বারা স্নায়ু-মূল গুলির ক্রমশঃ বল-হানি হইতে থাকে, সুতরাং চিন্তায়ও আর পটুতা থাকে না। কিন্তু উল্লিখিত শারীরিক যন্ত্রোৎপন্ন বৃহৎ তড়িতদ্বারা উক্ত ক্ষতির পূরণ হয়; অতএব স্নায়বীয় বলের মধ্যমাবস্থার অধিক ব্যতিক্রম হয় না। অপিচ, উক্ত শারীরিক যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে অস্পৃশ্যের মধ্যেই উক্ত ক্ষতি পূরণোপযোগী পরিমাণোপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে; কারণ চিন্তা অস্তির ইচ্ছার অধীন, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রাদির কার্য তাহা নহে; সুতরাং মধ্যে মধ্যে চিন্তার বিরাম বশতঃ স্নায়বীয় ক্ষণিকতার অস্পৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রাদির কার্যের বিরাম হয় না বলিয়া তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না। এই নিমিত্ত অধিকাংশ অস্পৃশ্য নিপুণ ব্যক্তিতে চিন্তা-জনিত দুর্বলতা অপেক্ষা যন্ত্রোৎপন্ন তড়িতের ভাগ অধিক হইয়া উঠে। উৎপন্ন তড়িতের এই অতিরিক্তাংশ নিষ্কাশন দ্বারা স্নায়ুগুণ ও মনকে কার্যক্ষম রাখিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ সুকৌশলে একটি বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিধান করিয়াছেন যে, উপাসকের সম্মুখে তাত্র প্রভৃতি ধাতু নির্মিত একটি পাতে জল স্থাপন করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে যন্ত্রোদ্ধারণ পূর্বক হস্ত বা কোশী দ্বারা উক্ত জলের

কিয়ৎশ লইয়া ভূমিতে বা আরাধ্য দেবতার গাত্রে অর্পণ করিতে হয়। এই ব্যাপারের অন্য বাহ্যিক থাকে থাকুক, কিন্তু ইহা যে উক্ত অতিরিক্ত তড়িতাংশের নিষ্কাশক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ উক্ত পাত্র ও জল উভয় একত্রিত হওয়ার তড়িতের একটি উৎকৃষ্ট পরিচালক হইয়া উঠে; সুতরাং যখনই হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করা যায়, তখনই উক্ত অতিরিক্ত তড়িতাংশ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে, তাহার আর বিলম্ব হয় না। এই রূপে, মনের নিপুণতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞবর শাস্ত্রকারগণ নানা প্রকার ভৌতিক বস্তু ও ব্যবহারের অবশ্যকর্তব্যতা বিষয়ে সুদৃঢ় বিধান সকল প্রকটন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যদি তড়িৎ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইতেন, তাহা হইলে রাজাদিগের নিমিত্ত সুবর্ণাদি ধাতু নির্মিত আসনের ব্যবস্থা না দিয়া কখনই কবল কুশাসনাদির বিধান করিতেন না।

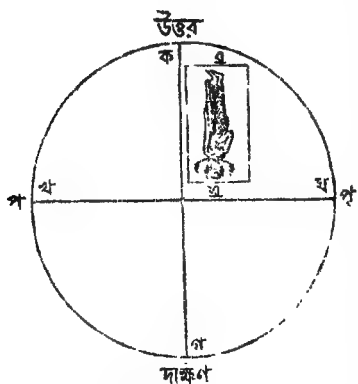
তৃতীয় বিধান এই যে—শয়নের সময় কখনই উত্তর দিকে মস্তক স্থাপন করিবে না, কিন্তু অস্ব্যস্তি কিয়ার সময়ে উত্তর দিকেই মস্তক স্থাপন করিবে এবং একটি জলপূর্ণ গর্ভে পাদদ্বয় নিমগ্ন করাইয়া রাখিবে।

আমরা পূর্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মে বলিয়াছি যে, যদি লৌহ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ চুম্বকের সহিত কিছুকাল ঘৃষ্ট হয় বা তাহার সংস্পর্শে থাকে, তাহা হইলে তাহা চুম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মানুসারে আমাদিগের শরীরও চুম্বক-ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কারণ রক্ত প্রভৃতি শারীরিক পদার্থে বিস্তর লৌহ কণা বিদ্যমান থাকায় এবং (পূর্ব সংখ্যার ১৮ নিয়মের ব্যাখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চুম্বক-ধর্ম

থাকায়, উভয়ের পরস্পর সংস্পর্শ বশতঃ শরীর নিয়তই চুম্বক-ধর্ম প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, ইম্পাত-নির্মিত অস্ত্রাদি উত্তর দক্ষিণ দিগতিস্থ করিয়া কিছু কাল স্থির ভাবে কুলাইয়া রাখিলে, তাহা পৃথিবীর চুম্বকত্ব হইতে চুম্বক-ধর্ম প্রাপ্ত হয়। অনেকানেক স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত নৈসর্গিক চুম্বক-ধর্মই শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধানতম নিদান। এই ক্ষণে দেখ মানব শরীরের কোন্ প্রান্ত কি রূপ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী রূপ মহান চুম্বকে একটি মধ্য রেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা (ভারত বাসীরা) এই রেখাটি হইতে অনেক দূরে উত্তর বিভাগে বসতি করিতেছি। (১৬ নিয়ম অনুসারে) যখন পৃথিবীর উত্তর বিভাগ চুম্বকের উত্তর প্রান্তের গুণ সমন্বিত এবং দক্ষিণ বিভাগ চুম্বকের দক্ষিণ প্রান্তের গুণসম্পন্ন; এবং আমাদিগের পাদদ্বয় যখন দিবা রাত্রির অধিকাংশ কাল উত্তর বিভাগের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, তখন (১৬ নিয়মানুসারে) আমাদিগের পাদদ্বয় চুম্বকীয় দক্ষিণ প্রান্তের গুণ সমন্বিত এবং মস্তক সুতরাং উত্তর প্রান্তের গুণযুক্ত হইয়া উঠে। যখন পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে চুম্বকত্বই আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধানতম নিদান, তখন যে সকল ব্যবহার দ্বারা উক্ত চুম্বকত্বের হানি হয়, তাহা অবশ্যই স্বাস্থ্যের বিষয়জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দিবাভাগে কার্যের সময় আমাদিগের শরীর পৃথিবীর সংস্পর্শে যে চুম্বকত্ব লাভ করে, পাদদ্বয় তাহার দক্ষিণ প্রান্ত এবং মস্তক তাহার উত্তর প্রান্ত। এইক্ষণে সকলেই (পূর্ব সংখ্যার ১৫ নিয়মানুসারে)

রুকিতে পারিবেন যে, পৃথিবীর উত্তর বিভাগে দেশ সমুদায়ে দক্ষিণ শিরে শয়ন করিলে দিব্যভাগের চুয়কৎ যে রূপ রক্ষিত ও বর্জিত হয়, উত্তর শিরে শয়ন করিলে তাহা আবার সেই রূপ বিমল ও পরিবর্তিত হয়। নিম্নস্থ প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই বিষয়টি সম্যকরূপে হৃদয় হইতে পারিবে।



ক খ গ ঘ পৃথিবী। ইহা একটি স্বাভাবিক রূপ চুয়ক; ক এই চুয়কের উত্তর প্রান্ত এবং গ ইহার দক্ষিণ প্রান্ত। খ ঘ রেখা দ্বারা ইহাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে খ ক ঘ ইহার উত্তর এবং খ গ ঘ ইহার দক্ষিণ বিভাগ হইয়াছে। (পূর্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মানুসারে) খ ক ঘ ভাগের সমুদায় স্থানে চুয়কীয় উত্তর প্রান্তের ধর্ম বিদ্যমান এবং খ গ ঘ ভাগের সমুদায় স্থানে দক্ষিণ প্রান্তের গুণ বিরাজমান রহিয়াছে। যিনি এই উত্তর ভাগের উপর বিচরণ করেন বা উপবেশন করিয়া থাকেন, (পূর্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মানুসারে) তিনি চুয়কৎ লাভ করেন এবং তাঁহার পাদদ্বয় তাহার দক্ষিণ প্রান্ত ও মস্তক উত্তর প্রান্ত হইয়া উঠে। শয়ন কালে যদি তাঁহার পাদদ্বয় দক্ষিণ দিকে এবং মস্তক উত্তর

দিকে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী ও তাহার সমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার (১৫ নিয়মানুসারে) তাঁহার দিব্যভাগ-প্রান্ত চুয়কৎ নষ্ট হইয়া গিয়া তাহার স্থানে বিপরীত চুয়কৎ সঞ্চারিত হইতে থাকে \*। এই রূপে প্রত্যেক দিব্য রাত্রির মধ্যে শরীরের চুয়কৎ পুনঃ পুনঃ নষ্ট ও পরিবর্তিত হওয়ার তাঁহার স্বাস্থ্য সুতরাং আত্ম ক্রমশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরন্তু তিনি যদি চ ছ চিত্তিত ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত ক অভিমুখে পাদদ্বয় ও দক্ষিণ প্রান্ত গ অভিমুখে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করেন, তাহা হইলে উভয়ের অসমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সমীপবর্তী হওয়ার দ্বারা ভাগের ন্যায় রাত্রিতেও তাঁহার চুয়কৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু কোন স্তরে নষ্ট বা পরিবর্তিত হয় না। এই রূপে শরীরের চুয়কৎ সকল সময়েই বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া তাহার অভাব বশতঃ স্বাস্থ্য ও আত্মর কোন বিষ উপাশ্বত হইতে পারে না।

শরীরের চুয়কৎ নাশের আর একটি কারণ আছে, তাহা কেহই পরিহার করিতে পারেন না। শরীর যখন কোন কারণে অতিশয় উত্তপ্ত হয়, তখন তাহার চুয়কৎয়ের অনেক ব্যাঘাত হয়। এই রূপ ব্যাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার প্রতিদিন উত্তর শিরে শয়ন করা যায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও আত্মর যে বিস্তর হানি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ যাত্র নাই। পূর্বোক্ত রূপ শরনে যে রূপ উপকার ও অপকারের কথা বলিয়াছি, তাহা এত অগ্রে অগ্রে স্মৃতিত হয় যে, তাহা অনেক দিন বিশেষ রূপে পর্যবেক্ষণ না ক-

\* তাঁহার চুয়কৎয়ের ন্যায় পৃথিবীর চুয়কৎ যে নষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবী তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর চুয়ক।

রিলে লক্ষিত হয় না। শাস্ত্রকারগণ যে এই সমস্ত যুক্তি উপলব্ধি করিয়াই উত্তর শিরে শয়ন করিতে নিবেশ ও দক্ষিণ শিরে শয়ন করিতে বিধি দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহারা কলক্রান্তিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, “প্রাক্শিরঃ শয়নে বিদ্যাং, বলমানুষ্য দক্ষিণে, পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং, চানিং হৃত্যু-মথোত্তরে”। এই সময়ে তাঁহাদিগের মনে অন্য প্রকার যুক্তির উদয় হইলে তাঁহারা ওকপ না বলিয়া অন্য কোন প্রকার কঠিন শাসন প্রদর্শন করিতে পারিবে।

উত্তর শিরের ন্যায় পূর্ব ও পশ্চিম শিরে শয়নের পক্ষে শাস্ত্রকারদিগের বিশেষ কিছু নিষেধ নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা পশ্চিম দিক্ অপেক্ষা পূর্ব দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করাকেই অপ্রতীক বলিয়াছেন। কলতঃ আমরা দেখিতেছি যে, পূর্ব হউক, আর পশ্চিমই হউক, যে দিকেই মস্তক করিয়া শয়ন করা যায়, তদুত্তর স্থলেই পৃথিবীর প্রত্যেক চুম্বকীয় প্রাস্ত পাদস্থল হইতে যতদূরে, মস্তক হইতেও ততদূরে অবস্থিত থাকে; সুতরাং উক্ত দুই দিকের যে দিকেই শয়ন করা যায়, তাহাতে শারীরিক চুম্বকত্বের হ্রাসও হয় না বৃদ্ধিও হয় না। তাঁহারা যে পূর্ব দিকের প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। সে কারণটি যে কি, তাহা আমরা অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে জ্ঞয়বদ্য করিতে পারি নাই।

এইক্ষেণে, অস্ত্রোক্তি ক্রিয়ার সময় উত্তর শিরে শয়ন ও জল পূর্ণ গণ্ডে পাদদ্বয় নিমগ্ন করাইয়া রাখিতে হইবে কেন, ইহার যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেহ কেহ বলেন, সম্বর হৃত্যু আনয়ন দ্বারা যন্ত্রণাবশান করিবার নিমিত্তই ঐকপ কার্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা সেকপ বাক্যে কোন দৃষ্টেই অ-

নুমোদন করিতে পারি না। যাহারা “যাবৎ শ্বাসস্তাবৎ চিকিৎসা” বাক্য সহস্র বার বলিয়াছেন, তাঁহারা যে সম্বর হৃত্যুর উপায় বিধান করিবেন, একপ কখনই বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনায় অস্ত্রোক্তি ক্রিয়া উপলক্ষে যে কয়েকটি কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটির উদ্দেশ্য মুমূর্ষু ব্যক্তির মন ঈশ্বরে সমাধান করাইয়া দেওয়া এবং আর কতিপয়ের উদ্দেশ্য তাঁহার চিকিৎসা। আমরা যে দুইটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি, তদুত্তরের উদ্দেশ্যই যে অস্ত্র চিকিৎসা তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।

যখন কোন প্রকার চিকিৎসাভেদে কিছুমাত্র কলোদয় না হয়, বরং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে থাকে এবং শ্বাস রোধের উপক্রম হইয়া উঠে, তখন রোগীর আত্মীয় বর্গ তাহাকে প্রাক্শিরে আনিয়া শয়ন করায়। এই কাণ অবসন্নাবস্থা যদি এক্রান্ত হৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ হয়, তাহা হইলে কোন রূপেই তাহার কিছুমাত্র হ্রাস জন্মাইতে পারা যায় না। কিন্তু যদি উল শ্বাস যন্ত্রের আকস্মিক স্তম্ভন বশতঃ সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে চুম্বকীয় তড়িৎ প্রভৃতি কয়েকটি উপায় দ্বারা তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তির মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন পূর্বোক্ত দুই কারণের কোনটির কার্যকারিতা নিবন্ধন উহা সংঘটিত হইল, তাহা নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া হৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই চিকিৎসার বিরত হয় না। ইউরোপীয়েরা ঐ অবস্থার চুম্বকীয় তড়িৎ যন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অনেক স্থলে সাকল্য লাভ করিয়া থাকেন। যদিও পূর্বকালে এদেশে তড়িতের গুণাগুণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তড়িতোৎপাদনের বিশেষ কোন



নির্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া তৎকালীন পণ্ডিতেরা নৈসর্গিক পদার্থ বা উপায় বিশেষ দ্বারা আংশিক রূপে উক্ত যন্ত্রের কার্য সমাধা করিতেন।

তাহারা যে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রাণনে আনিয়া উত্তর গিরে শয়ন করাইবার আদেশ করিয়াছেন, তাহার অতিপ্রায় এইরূপে সকলেই সহজে জ্ঞানরূপ করিতে পারিবেন। ইতি পূর্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, পৃথিবী রূপ বৃহচ্ছুরকের উত্তর প্রান্ত আমাদিগের বাসস্থান হইতে অধিকতর নিকট; সুতরাং এদেশে উত্তর প্রান্তেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির প্রবলতা অধিকতর। মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক অন্য কোন দিগতিস্থখে না রাখিয়া ঐ নিকটতর উত্তর প্রান্ত সম্বন্ধিত করিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য এষ্ট যে, তাহার মস্তক শীঘ্রই ঐ প্রান্তের আকর্ষণ বশতঃ চুম্বক শ্রাঙ্গ হইতে পারে। এই উপায় দ্বারা পুনর্বার চুম্বক সঞ্চায় করা হইতে পারিলে (পূর্ব সংখ্যায় ১৬ নিরমানুসারে) সমুদায় শরীরই চুম্বক শ্রাঙ্গ হইয়া চৈতন্য লাভ করিতে পারে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তান্তিমুখে পাদবহকে সংস্থাপন না করিয়া মস্তক স্থাপন করিবার কারণ এই যে, মস্তকে সমুদায় স্নায়ুর মূল নিম্নে রহিয়াছে; প্রথমে সেই মূল-গুলিতে চৈতন্য সঞ্চারিত না হইলে, শাখা সমূহে কি প্রকারে তাহার উদয় হইবে। অপরন্তু শরীরের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায় মস্তকে সহজে শিথিল ও অবসন্ন হয় না; সুতরাং তাহাতে চুম্বক ও তড়িতের কার্য্য শীঘ্রই প্রকাশিত হইতে পারে।

পাদবহকে জল পূর্ণ গর্ভে নিমগ্ন রাখিবার কারণ এই যে, নানির অধোদেশস্থ স্নায়ু সকল অগ্রেই শিথিল ও অসাড় হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ এদেশে স্নায়ু রূপ পরিচালক সহযোগে চুম্বক ও তড়িতসঞ্চারিত হইবার

উপায় থাকে না। বোধ হয় প্রধানতঃ এই অপরিচালকতা ঘোষের নিরাকরণার্থই তড়িতাদির উত্তম ও সুলভ পরিচালক জলের মধ্যে পাদবহ নিমগ্ন করিয়া রাখিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আবার গৃহান্তর হইতে প্রাণনে আনিয়া শায়িত করিবার অতিপ্রায় ও প্রায় একপ, প্রাণনে স্বতাবতই আপাদ-শীর্ষ অর্জিত থাকে, সুতরাং তাহা গৃহান্তর হইতে অধিকতর তড়িতাদির পরিচালক। এই রূপ অর্জিত পরিচালকের সঞ্চিত সম্পৃক্ত থাকিতে শরীরটিও পূর্বাংগে অনেকাংশে তড়িতাদির পরিচালক হইয়া উঠিতে পারে, পৃথিবী হইতে মুক্ত তড়িত আসিয়াও মুমূর্ষু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, অনেক সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও মুমূর্ষুর বিস্তর উপকার হইয়া থাকে; প্রাণনে আনীত হওয়ায় সে উপকারটিও তাহার অশ্রাব্য থাকে না। এই সকল ব্যবহার অসম্বন্ধ চিকিৎসার্থ না হইলে, শাস্ত্রকারগণ কখনই হুজুর পর দ্বাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত শবকে উপযুক্ত ভাবে প্রাণনে রাখিবার আদেশ করিতেন না।

## সামবেদিক স্মার্ত্তানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভগবৎ ততঃ প্রণীত।

নামকরণ।

১। যদিও গৃহস্থে ভিন্ন দিন হইতে একাদশ দিবসে নাম করণ উক্ত হইয়াছে, তথাপি কুলচার বশত দ্বাদশ দিবসে বা ভিন্ন দিনে নামকরণ করিবেক।

২। প্রথমত পিতা দ্বান ও বৃদ্ধ প্রাণ্ড করিয়া পার্থিব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্বক বিরূপাক রূপান্তর কুশলিতা সমাপন করতঃ প্রকৃত কর্মের প্রারম্ভে প্রাণেশ প্রদান বৃত্তান্ত সাধিব অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বহাব্যাহতি হোম করিবেক। বধা,

প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্হন্দোহ্মির্দেবতা  
মহাব্যাহ্তিহোমে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা ।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্হন্দো বায়ুর্দেবতা  
মহাব্যাহ্তিহোমে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা ।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্হন্দঃ সূর্য্যোদে-  
বতা মহাব্যাহ্তিহোমে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা ।

৩। অনন্তর মাতা শুভ বস্ত্র ধারী কুমারকে  
আচ্ছাদন করত তর্জার দক্ষিণ দিকে অবস্থান  
পূর্বক উত্তর শিরঃ করিয়া কুমারকে তর্জ হস্তে সম-  
র্পণ করিবেক ।

৪। পরে মাতা পৃষ্ঠ দেশ দিয়া তর্জার উত্তর  
দিকে গমন পূর্বক ঔতার বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্র  
কূশের উপর পূর্ব মুখ চইয়া উপবেশন করিবেক ।

৫। তৎপরে পিতা, এই মন্ত্র ধারী একবার  
আহুতি প্রদান করিয়া কুমারের জন্ম তিথি ও জন্ম  
তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জন্ম নক্ষত্র ও জন্ম  
নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবেক । বধা,

ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ।

৬। যদি প্রতিপদে জন্মিয়া থাকে, তবে

ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ।

৭। এই রূপ বিতীর্ণহৃদিত্তে জন্মিলে

ওঁ বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্টে স্বাহা ।

ওঁ ভূতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দনার স্বাহা ।

ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা ওঁ জমায় স্বাহা ।

ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা ।

ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা ।

ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা ওঁ মুনিত্যঃ স্বাহা ।

ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুত্যাঃ স্বাহা ।

ওঁ নবম্যৈ স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ দশম্যৈ স্বাহা ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা ।

ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা ।

ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ মরুতায় স্বাহা ।

ওঁ চতুর্দশ্যৈ স্বাহা ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ অশ্বাবশ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ।

ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ।

৮। যদি কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মিয়া থাকে, তবে  
ওঁ কৃত্তিকায়ৈ স্বাহা ওঁ অশ্বয়ে স্বাহা ।

৯। এই রূপ রোহিণী প্রকৃতিতে জন্মিলে

ওঁ রোহিণ্যৈ স্বাহা ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ।

ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা ।

ওঁ অর্দ্রার্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ পুনর্বসুত্যাঃ স্বাহা ওঁ অদিত্যে স্বাহা ।

ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পত্যে স্বাহা ।

ওঁ অশ্লেষাত্যাঃ স্বাহা ওঁ নাগেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ পূর্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ তগায় স্বাহা ।

ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অর্ঘ্যায়ৈ স্বাহা ।

ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিভ্যে স্বাহা ।

ওঁ চিত্তার্যৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্টে স্বাহা ।

ওঁ স্বাতিয়ৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা ।

ওঁ বিশাখায়ৈ স্বাহা ওঁ ইক্ষাকীভ্যাং স্বাহা ।

ওঁ অনুরাধায়ৈ স্বাহা ওঁ মিত্রাভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ।

ওঁ মূলার্যৈ স্বাহা ওঁ নিকট্যে স্বাহা ।

ওঁ পূর্বষাঢ়াভ্যাং স্বাহা ওঁ অদ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ উত্তরষাঢ়াভ্যাং স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো-  
দেবেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা ।

ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যাং স্বাহা ওঁ বসুত্যাঃ স্বাহা ।

ওঁ শতভিষাভ্যাং স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা ।

ওঁ পূর্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অজৈক-  
পাদায় স্বাহা ।

ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ ত্রযায় স্বাহা ।

ওঁ রেবতী স্বাহা ওঁ পুক্ষে স্বাহা ।

ওঁ অশ্বিনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অশ্বিত্যাং স্বাহা ।

ওঁ তরুণ্যৈ স্বাহা ওঁ বমায় স্বাহা ।

১০। অনন্তর পিতা কুমারের মূখ, নাসিকা,  
চক্ষু ও গ্রোহ স্পর্শ করিয়া অঙ্গ করিবেক । বধা,

প্রজাপতিঋষিরহঃপতির্দেবতা কুমারস্য  
নামকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কোহসি কতমোহস্যেবোস্যাবৃতোহ-  
সাহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ।

‘অসৌ’ চে অমৃতদেবশর্মন্ ‘কোহসি’ কশ্মসি বরপ-  
প্রঃ ‘কতমোহসি’ হিঃ জাতীবোহসি ‘এবোহসি’ প্রত্যক-  
নির্দেশঃ ‘অমৃতোহসি’ অবিসানাসি যতোহতত্ত্বং ‘আহস্প-  
ত্যং’ স্বর্গ্যসম্বন্ধিং ‘মাসং’ সৎক্রান্তিচিহ্নং ‘প্রবিশ’।

হে অমৃত দেব শর্মন্! তুমি কে, তুমি কি  
প্রকার স্বভাব সম্পন্ন! যেহেতু তুমি এই প্রত্যক  
জীবিত : অন্তঃপ্রবিশ সৌর মাসে প্রবেশ কর।

ওঁ সম্বন্ধে পরিদদাত্ত্বস্বারাত্মো পরি-  
দদাত্ত্বরাজিহোরাত্মাত্যং পরিদদাত্ত্বাহো-  
রাত্মো ত্ত্বার্জ্যমাসেভ্যঃ পরিদদতামর্ক্যমাসাস্বা-  
মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্বতুভ্যঃ পরিদত্ব-  
তবস্বা সংবৎসরায় পরিদদতু সংবৎসরস্বা-  
মুসে জরায়ৈ পরিদদাত্ত্বসৌ।

আহস্পত্যমাসপ্রবেশস্য কলমেতৎ। ‘অসৌ’ চে অমৃত-  
দেবশর্মন্ ‘সঃ’ অত্মাতিঃ ‘জা’ জায়ে ‘অহে’ দিবসায়  
পরিদদাত্ত্ব সমর্পয়তু সমর্ষণস্য সংবৎসরাত্মাত্যং। মাসস্য  
বিশেষণতোহস্যোপাস্ম্যহিরন্ময়প্রাধান্যঃ। সংবৎসরেন প্রত্য-  
বস্থাতে। ‘অহঃ’ জা রাইজ পরিদদাত্ত্ব ‘রাজি’ জা  
অহোরাত্মাত্যং পরিদদাত্ত্ব ‘অহোরাত্মো’ জা অমাসেভ্যঃ  
পরিদদত্যাং ‘অর্জ্যমাসেভ্যঃ’ জা মাসেভ্যঃ পরিদদতু ‘মাসাঃ  
জা কহুঃ পরিদদতু ‘অতবঃ’ জা সংবৎসরায় পরিদদতু  
‘সংবৎসরঃ’ জা অমুসে জরায়ৈ পরিদদাত্ত্ব।

হে অমৃত দেব শর্মন্। স্বর্গ্য ভোমাকে দিবসে  
সমর্পণ করুক, দিবস ভোমাকে রাজিতে সমর্পণ  
করুক, রাজি ভোমাকে অহোরাত্রে সমর্পণ করুক,  
অহোরাত্র ভোমাকে পক্ষে সমর্পণ করুক, পক্ষ  
ভোমাকে মাসে সমর্পণ করুক, মাস ভোমাকে  
সত্ত্বতে সমর্পণ করুক, সত্ত্ব ভোমাকে সংবৎসরে  
সমর্পণ করুক, সংবৎসর ভোমাকে জরাবস্থার  
আমুতে সমর্পণ করুক।

১১। উত্তর মন্ত্রে শেষে যে দুইটী ‘অসৌ’  
এই সর্গনাম পদ আছে, কুমারের লবোৎপাদি তদু-  
ক্তের পরিকর্ত্তে অমৃতদেবশর্মন্ বলিতে হইবে।

১২। অনন্তর শিশু কুমারের মাতার কর্ণে  
অমৃতদেবশর্মা অন্নং তে পুত্রঃ।

ইহা বলিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে,

অমৃতদেবশর্মাণি।

এই নাম কহিবেক।

১৩। ‘অনন্তর কুমারের মাতার কোড়ে কুমা-  
রকে দিয়া মহাবাহুহি হোম করিতা প্রাদেশ  
প্রদান স্বতন্ত্র সান্নিধ্য অমৃতক অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করিত শাট্যায়ন হোমাদি ব্যবহৃত গানান্ত কর্ম  
সমাপন পূর্বক কর্ম কারয়িতা ত্রাঙ্গণকে দক্ষিণা  
দিবেক।

পৌত্তিক কর্ম।

১। কুমারের তন্ম দিন অগ্নি সংবৎসর পদান্ত  
প্রতি মাসের জন্ম তিথিতে অথবা পূর্ণিমাত্তে  
পিতা স্নান করিয়া

ওঁ অমৃতকগোত্রস্য মৎপুত্রস্যামৃতকদে-  
বশর্মণঃ পুত্তিকামঃ পৌত্তিককর্ত্তাঃ কুর্বাণ।

২। এই কপ সঙ্কপ কথিয়া বলক নামক অগ্নি  
সংস্থাপন পূর্বক বিকপাক তপান্ত কুশণ্ডিক  
সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম রুদ্ভ প্রাদেশ প্রদান  
স্বতন্ত্র সান্নিধ্য অমৃতক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিত  
মহাবাহুহি হোম করিবেক। ৬৭।

প্রজাপতিঋষিরহঃপতির্দেবতা  
মহাবাহুহিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ত্বঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরহঃপতির্দেবতা  
মহাবাহুহিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ত্বঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরহঃপতির্দেবতা  
মহাবাহুহিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৩। পরে তিনটী আহুতি প্রদান করিবেক  
বধা,

ওঁ ইন্দ্রাশ্রীত্যং স্বাহা।

ওঁ ন্যাবাপৃথিবীত্যং স্বাহা।

ওঁ বিবেতোদেবেভ্যঃ স্বাহা।

৪। অনন্তর নাম করণোক্ত ক্রমের বিপর্যয়ে  
অর্থাৎ প্রথম জন্ম তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার  
তৎপরে জন্ম তিথির, এবং প্রথম জন্ম নক্ষত্রাধি-



## ব্রাহ্মবধূত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামী

অমণ বৃত্তান্ত ।

৩৫০ সংখ্যক পত্রিকা ২১ পৃষ্ঠার পর ।

সিলম্ব হইতে তিস্ত নদী পর্যন্ত সমস্ত গাওঁস ভিন্ন ভিন্ন ক্রোশ । এই স্থানে গোপী নদীর তীরে এক রক্ত পর্বত আছে, এই পর্বতে এতদ্ভিন্ন প্রাণ ও পরি-  
কৃত একটা গুহা আছে যেখানে শত পথিক ভাঙা-  
মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রিকাল বা রক্তির সময় অ-  
তিবাহিত করিয়া থাকে । ইচ্ছা করিলে একটা  
স্বর্ণা নদী গোপী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে,  
এই স্বর্ণা নদীর উপর একটা ছোট সাড়া আছে,  
সমস্ত হইতে দুই তিন ক্রোশ, এইসকল স্থান কে-  
বল পর্বতময় । এই দুই-আমের গোপী নদীর উপর  
প্রান্ত নির্মিত এক রক্ত সেতু আছে, এখানে  
অনেকানেক পর্বত গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এই  
সকল গুহা বহুতল জল এত শীতল যে তাহাতে  
স্নান করিলে শরীর কাটিয়া রক্ত নির্গত হয় । ইহার  
উচ্চ স্থানে যে পথ আছে, তাহা বসকে আরও,  
ভাঙা গমন করা কঠিন । দুই হইতে উঠিয়া  
নাম পর্বত ক্রমশঃ তিন ক্রোশ । এই পর্বতের  
উপর গমন করিলে দুই ও নান্দিকা দিয়া রক্ত  
নির্গত হইতে থাকে ও অধিক দূর গমন করিতে  
করিতে ক্রমশঃ বাদক সেবনকারীর ন্যায় লোক  
অজান হইয়া পড়ে । তিনতল ও কপূর, মিশ্রিত  
করিয়া গায়ে রক্ত করিলে কিবা কপূর বাসিত  
জন পান করিলে তাহার প্রাণবিশ্রাম হয়, এই  
মিশ্রিত এই পর্বতের উপর বাইবার সময় কপূর  
মিশ্রিত তিনতল মাটিতে হয় এবং কপূর বাসিত  
জন সঙ্গে লইয়া যাউতে হয় । ঘোটক, জরু ও  
ছাগ, মেঘ দ্বারা কোন প্রকার ভাঙা লইয়া যাউতে  
হইলে সেই সকল জন্তু বড় দিন ভাঙা থাকে, তত  
দিন তাহারদিগকে শত, চিনি ও শীতল জল  
মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার প্রবণ ঘাসের সহিত  
একত্র করিতে হয়, তাহাতেই তাহারদিগের  
আব কোন বিষ উপস্থিত হয় না । এই পর্বতের  
উপর গিয়া কোন প্রকার দানক প্রবণ সেবন করিলে  
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ।

উঠিয়া পর্বতের উপর হইতে ভয়তাপি  
ক্রমশঃ দুই ক্রোশ । এই ভয়তাপি পর্বতে এখা-  
নকার কেহ গাওয়া, কেহ কাড়ি ও কেহ  
বেড়ি করিয়া থাকে । এই পর্বতে নর লক  
বেড়তি স্থান আছে । ভয়তাপি হইতে ব্রহ্ম  
চারি ক্রোশ ক্রমশঃ, ইহার আরও অতি রক্ত ।  
ইহার উচ্চতা সকল পর্বত হইতে অধিক । এই  
পর্বত অতি সুদৃশ্য ও মনোহর । ইহার উপ-  
রিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিলে  
ভয়তাপির রক্ত রক্ত পর্বত সকল ক্ষুদ্র রূপে  
দৃষ্ট হয় । ইহার স্থানে স্থান কাটিক ও স্থানে  
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামক ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়,  
এই ওষধি চক্ষু রোগের বিশেষ উপকারী । এই

স্থানের নাম কিশ্কিন্দ্র বর্গ । এই পর্বত হইতে  
নিম্ন ভাগে দুই ক্রোশ গমন করিলে সম ভূমি প্রাপ্ত  
হওয়া যায় । এখান হইতে ছেরচোং দুই ক্রোশ,  
ছেরচোং হইতে তপু দুই ক্রোশ, তপু হইতে  
ছেবতুরা আড়াই ক্রোশ, ছেরতুরা হইতে ঠাং  
এক ক্রোশ, ঠাং হইতে ছিন্ন ও দেড় ক্রোশ,  
ছিন্ন হইতে ঠাং দেড় ক্রোশ, ঠাং হইতে গুণ-  
রত্নী নদী দেড় ক্রোশ, গুণরত্নী হইতে নরবতী  
নদী এক ক্রোশ । এই দুই নদীতে জল অতি  
স্পষ্ট এবং তাহা বড় শীতল মতে, কোন কোন  
স্থান বাতীত প্রায় পানতরই পান হওয়া যায় ।  
ইহাতে মনোহর জল জন্তু দেখিতে পাওয়া  
যায় । এখান হইতে জম্বিনা এক ক্রোশ । এই  
স্থানে পূর্বকালীন স্বর্ষ্যবংশীর রাজ্যনিগের ভূগ  
ছিল, তাহার স্ত্রী সকল অসুখ দেখিতে পাওয়া  
যায় । এই প্রাণের মধ্যে একটা পুণ্ড্রা নদী  
আছে এবং ইহার প্রান্তে একটা ছোট নদী প্রা-  
হিত হইতেছে । ভোতেশ্বরী নদীকোণে সমস্ত  
সময়ে এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে ।  
এই নদী তীরে যে স্থান ভোতেশ্বরী নদীর বাণিজ্য  
স্থান, তাহাকে মণ্ডি কহে, তথায় গুহ নাই, ভো-  
তেশ্বরী তাহা খাটাইয়া তাহা বাণিজ্য ব্যবসার  
লক্ষ্য করে । বাণিজ্যের সময়ে তাহার প্রায় তিন  
চারি সহস্র তাহা খাটান হয় । এদেশে চোর ও  
ডাকহাতি সর্বদা ইয়া থাকে । স্থানে স্থানে  
দস্যুর দলবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ীদিগের  
প্রাণ নিরাপত্তা করিয়া নয় । তপু, গোপন, ঘন,  
মেড়ুরা, মতি, হীরা, পাণ, গোপন, ঘন,  
শাট, কিংখাপ, ক্রিমি, ডাল, চামর, সোভাগা,  
লবণ, গন্ধক, চা, চিনি, মিষ্ট, মরিচ, ঘোটক  
বুকুর, খজুর ও জরু ইত্যাদি নানা প্রকার বাণিজ্য  
প্রবণ তাহার দ্বারা বিক্রয় হইয়া থাকে ।

এখানে বনের মধ্যে অনেক বনা ঘোটক দেখিতে  
পাওয়া যায়, এক এক স্থানে চল্লিশ পঞ্চাশটা  
করিয়া পাল বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারদিগের  
নিকট গমন করিলে পলাইয়া যায়, তাহার-  
দিগের শরীর অতি প্রকাণ্ড, দুই পুট ও বলিষ্ঠ ।  
তিস্তু নদীয়া তাহার উহারদিগকে কাংঘোড়া  
কহে । এখানে এক প্রকার চব্বী গোক আছে,  
তাহারদিগের পুঙ্খ চামর হয়, তাহাকে পালা  
চামর কহে । তাহারদিগের নোবে রক্ত ও তাহা  
নির্দোষ করে । অন্য নদীর চব্বীর ন্যায় ইহার  
হিংস্র জন্তু নহে । তিস্তু নদীর প্রাণের বন হইতে  
কাংঘোড়া ও পালাচব্বী ধরিয়া আমরন পূর্বক  
বিক্রয় করে । এদেশে মেঘকে ছাগড়া ও ছাগ-  
লকে লুক বলে । তাহারদিগের গায়ে গুরুবর্ণ বস্তু  
অতি দীর্ঘ লোম জন্মে । তাহার মধ্যে ছাগড়ার  
নোবে অতি উৎকৃষ্ট লোমজ বস্তু এবং লুকের  
নোবে শাল প্রাপ্ত হয় । এখানকার মোকরা  
এই সকল জন্তুর বাস ভোজন করে । এদেশে এই  
সকল জন্তুতে বড় লোম জন্মে, অন্য কেহই তাহা  
ক্রয় করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধীয় কাখীরাপিতি

রাজা গোলাব সিংহের এক চেঁচিয়া। এখানে এখানে  
ও প্রতি বিপণিতে তাঁহার লোক থাকে, তাহারাই  
তাহা ক্রয় করে, তদ্ব্যতীত অন্য কেহ উহা ক্রয়  
করিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়।  
কাখীরদিপতির রক্ষিত লোকেরা উহা ক্রয় ক-  
রিতা কাখীবে প্রেরণ করে। ইহার পরে চীন  
দেশীয় বাজার অধিকার।

### বিজ্ঞাপন।

অংকন ১১ বাৎ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ বাৎসরিক  
ব্রাহ্মসভা উপলক্ষে অর্থাৎ ব্রাহ্মসভার পুস্তক-  
লব্ধ বৈক্য পুস্তক সকল নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারিত  
মণ্ডল মূল্যে বিক্রয় হইবে।

#### নির্দ্ধারিত মূল্য।

মনসং চিন্তা .. .. .	৫
ব্রাহ্মবিদ্যালয় .. .. .	১
মহাভক্তি বিষয়ক প্রস্তাব .. .. .	১১০
অপূর্ণ কারাবাস .. .. .	১
গীতা জয় তপসীশ কাব্য .. .. .	১০
কীবানর ইচ্ছাশ ও তৎসামনের উপার .. .. .	১০
গীতাবলী .. .. .	১০
গীতাঙ্কুর .. .. .	১০
A Discourse against Hero- making in religion ... .. .	As 12

#### ২৫ টাকা কমিশন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) .. .. .	১১০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত ঐ তাল বাঁধা .. .. .	১৫০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ... .. .	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম একরূপ .. .. .	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় একরূপ .. .. .	১০
মাসিক ব্রাহ্মসভার উপদেশ .. .. .	১০
মহাপ্রদেশ .. .. .	১০১০
তবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ .. .. .	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ .. .. .	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ .. .. .	১০
আত্মাত্মকর্ষ বিধান .. .. .	১ ১০
ভক্তপ্রকাশ .. .. .	১৫
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .	১০
চরিত্রমালা .. .. .	১০
হিতোপাখ্যান মালা .. .. .	১০
পৃথক .. .. .	১০

As. P.

Defence of Brahmoism } and the Brahma Samaj }	3
Brahmic Questions of the Day	4 6
Brahmic Advice, Caution and Help	2 3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ..	1 6
A Reply to the Query; "What is Brahmoism" ..	3
Theistic Toleration and Diffusion of Theism ..	0 9
A Lecture on Alcohol ..	3
Lectures on Pathology of Fever ... ..	15

#### নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগরী অক্ষরে) .. .. .	১০
বাজলা ব্রাহ্মধর্ম .. .. .	১০
বাজলা ব্রাহ্মধর্ম দ্বিতীয় খণ্ড .. .. .	১০
বাজলা ব্রাহ্মধর্ম তাৎপর্য সহিত .. .. .	১০
মাদোৎসব .. .. .	১০
কলিকাতা ব্রাহ্মসভার বক্তৃতা .. .. .	১০
ব্রাহ্মসভার বক্তৃতা .. .. .	১০
কাশীপুর মিত্রের বক্তৃতা .. .. .	১০
বেহালা ব্রাহ্মসভার বক্তৃতা .. .. .	১০
তবানীপুর বাৎসরিক সভার বক্তৃতা .. .. .	১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসভার প্রার্থনা ও উপদেশ .. .. .	১০
ভক্তবিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. .	১০
ধর্মভক্ত দীপিকা প্রথম ভাগ .. .. .	১০
ধর্মভক্ত দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ .. .. .	১০
ধর্মভক্তদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র .. .. .	১
ধর্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা .. .. .	১০
ঐতিহাসিক ব্রহ্মোপাসনা .. .. .	১০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. .	১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি .. .. .	১০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. .	১০
ধর্ম-শিক্ষা .. .. .	১০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. .	১০
প্রার্থনা এবং সন্নীত .. .. .	১০
ব্রহ্ম-সন্নীত .. .. .	১০
ব্রহ্মসন্নীত চতুর্থ ভাগ .. .. .	১০
সুভাব সন্নীত ... .. .	১০
সংগীত সুভাবনী .. .. .	১০
কুদার শিক্ষা .. .. .	১০

প্রথমভাগী	...	...	১০
প্রভাত-সুখ	...	...	০/১০
উত্তাপনাঞ্জলি	...	...	১০
পর্য্য দীপিকা	...	...	১০
পর্য্যপ্রাচীন পত্রিকা ১৭ ৮ ৭ খকের	...	...	১০
একত্র বাঁধান	...	...	১০
ব্রহ্মসামান	...	...	১০
ব্রহ্মজ্ঞান	...	...	১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র ভাষ্যপরিঃ সহিত	...	...	১০
ব্রাহ্মধর্ম্য ভাব প্রথম খণ্ড	...	...	১০
ব্রাহ্মধর্ম্য ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	...	...	১০
ব্রাহ্মধর্ম্যের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	...	...	১০
হিন্দু জাতি, তাহার অতীত ও কর্তব্য	...	...	১০
ব্রাহ্মধর্ম্য ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	...	...	১০
উপদেশ	...	...	১০
ধর্ম্য সংগ্রহ	...	...	১০
ব্রাহ্মধর্ম্যবাহার	...	...	১০
মুদ্রোৎসব	...	...	১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান	...	...	১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	...	...	১০
বর্ণমালা—দ্বিতীয় সংখ্যা	...	...	১০
দীপ্ত-শিখার অভিষেক	...	...	১০

As. P.

Hindoo Theism	...	...	6
Theist's Prayer Book	...	...	6
Signs of the Times	...	...	6
Vedantic Doctrines Vindicated	...	...	1
Doctrine of Christian Resurrection	...	...	1
Physiology of Idolatry	...	...	1
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	...	...	4
An account of the late Govindram Mitter	...	...	4

### নির্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্য প্রথম খণ্ড (জীকা ও ভাষ্যপরিঃ সহিত)	...	...	০/১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্য (জীকা সহিত)	...	...	১০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	...	...	০/১০
ব্রহ্মজ্ঞান সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগরী অক্ষরে ১৭৬৯ শক অবধি ১৭৮৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১শক বর্ষে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৪০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।	...	...	১০

নির্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অনুমান দশ টাকার কম করিলে, ১২৪০ টাকার হিসাবে কদমদেওয়া হইবে।

মকম্বলের পুস্তক ক্রেতাগণ ১১মাসের মধ্যে পুস্তককেব মূল্য ও আত্মবাদিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক গ্রাহ হইবে, ডাকের চিকিট পাঠাইবেন না।

### বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বসুহাটি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাংঘ্যনিক উৎসব হইবেক।

আগামী ২৯পৌষ শনিবার দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্যবোধিনী সভার আধিবেশন হইবে, সভা মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত থাকিবেন।

### আর বার।

কার্তিক ১৭৭৪ শক, তাম্রি ব্রাহ্মসমাজ

আর	...	...	১২ ৮ ৪/১৫
পূর্ণকার দ্বিত	...	...	৭ ৪ ১০
সমষ্টি	...	...	১৭ ৩ ৫/১৫
বার	...	...	১০ ০ ৫/১৫
দ্বিত	...	...	৫ ৭ ৩ ১/১৫
আম	...	...	৩ ২
ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪ ৩ ৪/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	২ ৪/১৫
পুস্তকালয়	...	...	৪ ১০
বস্ত্রালয়	...	...	১০/১৫
গন্ধিত	...	...	১২ ৮ ৪/১৫

বার

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩ ০ ৪/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৩ ১ ৫/১৫
পুস্তকালয়	...	...	২ ৫/১৫
বস্ত্রালয়	...	...	৫/১৫
গন্ধিত	...	...	৪ ৪/১৫
সমষ্টি	...	...	১০ ০ ৫/১৫

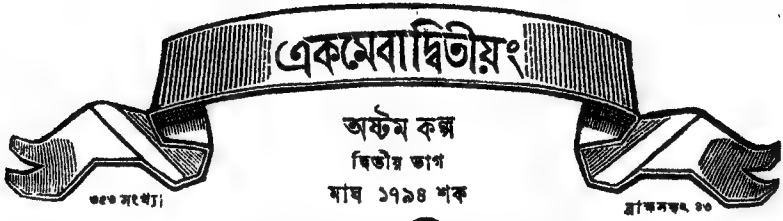
দাম প্রাপ্তি।

আত্মবাদিক দাম

ঐহিক হেমেস্রনাথ ঠাকুর	...	...	১০
জানকীলাল বেবাল	...	...	১০
সত্যসত্যে মুখোপাধ্যায়	...	...	১০
রাধামোহন বসু	...	...	২
সমষ্টি	...	...	৩২

ঐজ্যোতির্মিত্রনাথ ঠাকুর।  
সম্পাদক।

সংখ্য ১২২৮। ভাগ্যভাগ্য ১২৭২। ১ পৌষ শনিবার।



# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং একমাসীহান্যং কিকমাসীতদিনং সৰ্ব্বমন্ত্ৰণং । উদেব বিভাঃ জ্ঞানমন্ত্ৰণং শিবং স্বতন্ত্রবিরবয়বমন্ত্ৰণং  
একমেবাদ্বিতীয়ং সৰ্ব্বব্যাপি সৰ্ব্বনিয়ন্ত্ৰ সৰ্ব্বাভ্যাস সৰ্ব্ববিৎ সৰ্ব্বপঞ্জিহৃৎ ক্রবৎ পূৰ্বমভিহৃতি । একমেবাদ্বিতীয়ং সৰ্ব্বোপাসনমন্ত্ৰণং  
পারমিতিকমৈত্ৰিকমন্ত্ৰণমন্ত্ৰণং । তস্মিন্ অতিতন্য প্ৰিয়কাৰ্য্যসাধনক তদুপাসনমন্ত্ৰণং ।

## বিজ্ঞাপন

ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতি  
বার ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক  
ব্রাহ্মসমাজ হইবে ।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত  
প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটটার সময়ে  
আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মসঙ্গীত  
ও ব্রাহ্মোপাসনা হইবে ।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃ-  
কালে ৮ ঘটটার সময়ে আদি  
ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সাং-  
কালে ৭ ঘটটার সময়ে শ্রীযুক্ত

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে  
ব্রাহ্মোপাসনা হইবে ।

শ্রীজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর ।  
সম্পাদক ।

উপদেশ ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক  
বিসৃত ।

১২ পৌষ বুধবার ১৭২৪ শক ।

মানং হিহ্মা প্রিষোভবতি ক্রোধং হিহ্মা ন শোচতি ।  
কামং হিহ্মাৰ্থবান্ ভবতি লোভং হিহ্মা সুখীভবেৎ ॥  
ব্রাহ্মধর্ম ২৫, ১০ অ ।

অতিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হই-  
বেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা  
শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া  
অর্থবান্ হইবেক এবং লোভ পরিত্যাগ  
করিয়া সুখী হইবেক ।

পরমেশ্বর শ্রীতি স্বরূপ, আমরা সেই  
শ্রীতি স্বরূপের উপাসক । সেই তুলনা  
রহিত সুকোমল শ্রীতিই আমাদের অনু-  
করণীয় । তিনি যেমন উদার ভাবে সকলকে  
শ্রীতি করেন, আমাদেরও তেমনি সকলকে



প্রীতি করা কর্তব্য। তিনি যেখন কাহাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেন না, আমরাও যেন সেই রূপ কোন মনুষ্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা না করি। তিনি যেখন সকলের মঙ্গল প্রেরণ করিতেছেন, আমরাও যেন তেমন সকলের মঙ্গল সাধনে যত্নবান থাকি।

সকল মনুষ্যই আমাদের ভ্রাতা। আমরা যেন হৃদয়ের সহিত সকলকে প্রীতি করি। এই প্রীতি কখন ভক্তি কখন স্নেহের রূপ ধারণ করিয়া যেন আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করে। ফলতঃ যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক সেই প্রকৃত ধার্মিক। যে ব্যক্তি প্রাণের সহিত পরমেশ্বরকে ভক্তি ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তাঁহার হৃদয়ে যে সুস্নিদ্ধ আনন্দের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, তাহা প্রকৃত রূপে সংযোগ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক। ব্রাহ্মধর্মের এই পবিত্র উপদেশ স্মৃতি পথে সততঃ জাগরুত রাখিয়া সাংসারিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবেক, প্রকৃত প্রীতির শত্রু অভিমানকে কদাপি হৃদয়ে স্থান দিবেক না। আমি ধনে মানে, কুলে শীলে, বিদ্যা বুদ্ধি, পদ ও ধার্মিকতার অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইত্যাকার জ্ঞান জনিত লোকের প্রতি যে অবজ্ঞা বুদ্ধি, তাহারি নাম অভিমান। অভিমান আগিয়া মনুষ্যকে বলে, তুমি এক জন বড় লোক, তুমি লোককে সম্মান সহকারে কেন সম্বোধন করিবে? তুমি কেন তোমার হস্তকে বিনয়ের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বোধন করিবে?

যে মনুষ্য অভিমানের এই সকল কথাই উদ্ভূত হইয়া নিজ মহত্ব প্রদর্শন ও পরম্পরকে প্রবৃত্ত হয়, কেহই তাহাকে প্রীতি করে না। যে ব্যক্তি অভিমানে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যকে

অসম্মান সহকারে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সম্বোধন করে, অধিনয় সহকারে তাহার নহিত আলাপ করে এবং নির্ভর কথার ও কঠোর ব্যবহারে তাহার মনে আঘাত দেয়, সে কাহারও প্রীতিভাজন হইতে পারে না।

পরমেশ্বর জিজ্ঞাসে অহি শূন্য করিয়াছেন, সেই অহি শূন্য কোমল রসনার বজ্র তুল্য হৃদয়-বিদীর্ণকর বাক্য প্রয়োগ করা কি মনুষ্যের কর্তব্য। যে ধন—যে মান—যে ঐশ্বর্য—যে অর্থকরী বিদ্যার গৌরব চুই দিনের জন্য, তাহার অহঙ্কারে স্বীত হইয়া অবিনীত হওয়া নির্বোধের কর্ম। যিনি সাধারণের প্রিয় হইতে চাহেন—যিনি প্রকৃত রূপে ধার্মিক হইতে ইচ্ছা করেন—তিনি অতি সাবধান পূর্বক যেন এই গর্হিত অভিমান পরিত্যাগ করেন।

“যদা ম তু কতে পাপং সর্বভূতেষু কর্শিৎ।

কর্ণণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পাদতে তদা।”

“যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।” যত দিন হৃদয়ে অভিমান রাজত্ব করিবে, তত দিন আপনাকে ধার্মিক বলিয়া মনে করা অনুচিত। এই পাপ-অভিমান হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে, পরব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি করা যায় না এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস তদা হয়।

পরমেশ্বর যে সকল কারণের কারণ—সকল সত্ত্বার সত্ত্বা—সকল শক্তির শক্তি—সকল সুখ সম্পদের প্রেরয়িতা, তিনি যে চক্ষুর চক্ষুঃ—মনের মন—প্রাণের প্রাণ, অতি-যাৱাক্ষ চক্ষু তাহা দেখিতে পার না। সে কেবল আপনাকে লুইয়াই বাস—সে সকল বিষয়ে আপনারই কর্তৃত্ব দেখিতে পার। কি তরুর মোহ অন্ধকারে অভিমানীর হৃদয় আচ্ছন্ন! প্রীতি শূন্য—ভক্তি বিহীন—

বিশ্বাস-বিরহিত সেই হৃদয় মরুভূমি ও  
শ্মশান সমান! সেখানে সুখ নাই—শান্তি  
নাই—আশা নাই—আনন্দ ভিন্ন নাই।

ধার্মিক ব্যক্তি এই অভিশ্রুতকে হৃদয়ের  
সহিত ঘৃণা করেন, কাল সর্পের ন্যায় তিনি  
ইহাকে পরিত্যাগ করেন। অনন্ত জ্ঞান—  
অনন্ত শক্তি—অনন্ত করুণা ও সকল ঐশ্ব-  
র্যের কারণ তাঁহার মানস চক্রের উপর  
দিব্যরাজ প্রকাশিত থাকায় তিনি সত-  
তাই আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বুঝিতে  
পারেন। তিনি দেখেন যে তিনি কিছুই  
নহেন, এক ঈশ্বরই তাঁহার প্রাণের প্রাণ,  
চক্রের চক্র, ও শক্তির শক্তি। এই পবিত্র  
জীবন্ত ভাবই তাঁহার আত্মাকে মধুময়—  
বাক্যকে অমৃতময় ও ব্যবহারকে সকলের  
হৃদয় গ্রাসী করে। বিনয় তাঁহার হৃদয়ের  
প্রিয় ধন, তিনি সততঃ সাবধান থাকেন যে  
পাছে তাঁহার ভাব ভঙ্গি, কথা ও ব্যবহারে  
লোকের মর্যাদাগ্রস্তি বেদনা হয়। তিনি আপ-  
নার ন্যায় সকলকে দেখেন; সুখ দুঃখ, মান  
অপমান, সকলেরই সমান, ইহা তাঁহার হৃদয়ে  
সর্বদাই জাগরুক থাকে। ঈশ্বর করুন এষ্টরূপ  
সাধু বিনয়ী ধার্মিক দ্বারা জগৎ পূর্ণ হউক।  
এই জগতের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সুরভি কুসু-  
মোদ্যান তুল্য। করুণাময় পিতা করুন যেন  
ইহার অভ্যন্তরে অভিমানে রূপ কাল সর্প না  
থাকিতে পারে। আমরা তাঁহার নিকট  
কর-খোড়ো বিনীত ভাবে হৃদয়ের সহিত  
প্রার্থনা করিতেছি যেন সকলে এই বেব-  
চুর্কত পরম সুন্দর উদ্যানের বিনয় হৃদয়ের  
অরুণ সৌন্দর্য রূপ অমৃতময় কলাকান্দন  
করিয়া জীবনের কল লাভ করিতে পারেন।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের সক-  
লকে তোমার আশ্রিত করিয়া তোমাকে  
প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য করিবার জন্য  
প্রেরণ করিয়াছ। আমরা এখান হইতে

শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত লোকে গিয়া  
তোমার অভিমুখে অগ্রসর হইব। যে অমূল্য  
শাস্ত্র সুখ ভূমি আমাদের জন্য সঞ্চিত  
রাখিয়াছ, আমরা যেন আপনার দোষে  
তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। আমাদের  
আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া যেন  
তোমারই পদতলে আনিয়া রক্ষা করিতে  
পারি। তুমি আমাদেরিগকে যে সকল  
অমূল্য অধিকার দিয়াছ, তাহা যেন তোমা-  
রই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। ভূমি  
সহায় না হইলে আমরা আপনার যত্নে  
কিছুই করিতে পারি না; অতএব তোমার  
অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তুমি  
আমাদেরিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া  
যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

## আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্যো তাহার প্রয়োগ।

৩০২ সংখ্যক পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠার পূর্ব।

আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা  
প্রস্তাবিত বিষয় সমর্থন করিবার সঙ্কল্প  
করিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব দুই সংখ্যায় তিন-  
টির ব্যাখ্যান সমাধা করিয়াছি, অবশিষ্ট  
দুইটির ব্যাখ্যান এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে  
প্রবৃত্ত হইতেছি।

৪র্থ বিধান এই যে, স্বর্ণ রৌপ্যাদি নি-  
র্ধৃত মাহুলি, বিশেষ বিশেষ কামজী করা  
পূর্ণ করিয়া, রোগ স্থানে ধারণা করিলে  
রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অতএব  
প্রয়োজন হইলে তাহা করিকে। রোগ  
বিশেষে মাহুলির দ্বারা যে কতকগুলি উপকার  
সঞ্চিত হয়, তাহা বোধ হয় এবেলের সক-  
লেই অবলোকন করিয়াছেন। অবিকারি

কহিব, এদেরের প্রাণের স্বাভাবিক শক্তি লোকেরা যাহুলি ধারণ করে না। তাহা জান করেন এবং ব্যক্ত করেন। কিন্তু যিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকেই তাহা বিশেষে যাহুলি ধারণ করিয়া উপকার দান করিতে দেখা গিয়াছে। যাহুলির সেই উপকারিণী শক্তি যে কোথা হইতে আইসে, অন্য আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। পূর্বকালে আবাদিগের দেশে কোন প্রকার তড়িৎ-যন্ত্র ছিল কি না তাহা আবাদিগের নিশ্চিতরূপে জানিবার শক্তি নাই বটে কিন্তু যাহুলির কার্যকারিতা দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব বিবরে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস না করিয়া থাকায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তড়িৎ পদার্থের আবিষ্কার করিয়া অবধি উহা দ্বারা মানব শরীরের বিবিধ পীড়া প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিতে না পারিয়া তাহারা এপর্যন্ত তাহাতে অভিলাষানুরূপ ফলার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। আবাদিগের এক দিন সংস্কার ছিল যে কোন যন্ত্র দ্বারা রোগীর শরীরে সময়ে সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে অবল তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করিলে পারিলেই রোগের প্রতিকার হইতে পারে। এই রূপ সংস্কারের অধীন হইয়া তাহারা যত্নবিশিষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহারা পক্ষাঘাত প্রভৃতি হইতে একটি রোগ কিছু দূর করিতেই সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পান নাই। অনতিদূরীত্বের কালে আবাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত যন্ত্র পরিচালনা করিয়া এক প্রকার মূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে যদি শরীরের রোগ স্থানে অত্যন্ত পরিমাণ তড়িৎ প্রক্তি নিয়ত প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেই চুঃসাধ্য রোগ নিচর উদ্ধৃত হইতে পারে। অল্প কাল হইল

কিন্তু তড়িৎ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত পাল-তার সাহেব উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত অনু-সরণ করিয়া পটিল ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা নিরন্তর শরীরের রোগ স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে নানা প্রকার উৎকট রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। এই যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের বেগ এত অল্প যে যিনি উহা গাজে ধারণ করিয়া রাখেন, তিনিও তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু এই যন্ত্রের গুণ পৌরুষ এত অধিক হইয়াছে যে এক ব্যক্তি এই যন্ত্রের অনুকরণ করিয়া কতকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করায় ইংলণ্ডীয় বিচারালয় শাস্তিভার মেচার শাস্তিভবে এই ব্যক্তির বিচার হইলে কতিপয় স্বরূপে লক্ষ টাকা পাইবার আদেশ করিয়াছেন।

এত কালের চেষ্টার পর, পালতার মেচার সাহেব যে রূপ কলোপধায়ক তড়িৎ-যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আমাদের চির প্রসিদ্ধ যাহুলি তাহার তুল্য কলদায়ক নহে বটে কিন্তু তাহার নিম্নতর শ্রেণীতে যে স্থান পাইতে না পারে, এমত নহে। যে রূপ সংস্কৃত যুক্তি অনুসারে পালতার মেচারের যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, আবাদিগের হতানুত সঙ্কলিত এক কালে সেই রূপ হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধ অজ্ঞতার হস্তেই নির্মিত ও ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া তাহা একেণে বিকারপ্রসূত হইয়া প্রোক্ত ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যন্ত্রের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক তাহার নির্মাণ কৌশল ও কলোপধায়কতা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে উহা পূর্বতন পণ্ডিতদিগের কি রূপ জ্ঞান সত্ত্ব কল স্বরূপ।

আমরা ৩৫১ সংখ্যক পত্রিকার ১৩শ নিম্নে যে রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রের উল্লেখ

করিয়াছি, তাহা বিশদ করিবার জন্য এই স্থানে আয়াদিগের আরও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যিক। যে স্থানে কোন প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বা বিযোগ সংঘটিত হয়, সেই স্থানেই তড়িতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন দুই বস্তু পরস্পর মিলিত হইয়া এক রূপ এক নূতন পদার্থে পরিবর্তিত হয় যে তাহাতে কোনটিরই পূর্ব ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এই রূপ সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ কহে, যথা, লৌহের সহিত গন্ধক-দ্রাবক বা মগাদ্রাবক মিলিত হইলে স্ত্রিকস প্রস্তুত হয়। আবার যখন কোন মিশ্র পদার্থের উপাদান সকল একরূপ পৃথক্ হইয়া পড়ে যে প্রত্যেকে তাহার পূর্ব ধর্ম সকল লক্ষিত হইতে পারে, তখন তাহাকে রাসায়নিক বিয়োগ কহে; যথা জলে কিঞ্চিৎ তড়িৎ প্রযোগ করিলে তাহার উপাদানদ্বয়- (অক্সিজেন ও হাইড্রজেন বায়ু) পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটি রাসায়নিক তড়িৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ, (ধাতুই হউক আর অধাতুই হউক) দ্বারা, লবণ বা অম্লীয়ক কোন তরল পদার্থ, এবং একটি পরিচালক সংযোগক আবশ্যিক। যদি কোন অপরিচালক পায়ে উক্ত রূপ কিছু তরল পদার্থ রাখিয়া তাহাতে এই রূপ দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সেই পদার্থদ্বয় মধ্যে নানা প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ হইতে থাকে বলিয়া দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভূত হয়। এই দুয়ের মধ্যে স্রোতাকারটি অপেক্ষাকৃত বিয়োগপরায়ণ পদার্থে এবং পুরুষাকারটি অধিকতর বিয়োগপরায়ণ পদার্থে প্রকাশমান হয়। কিন্তু উভয় তড়িৎ পরস্পরের আত্মীয় স্বান্যভিভূত্ব সহজে গমনাগমন করিতে পারে, একপা কোন পরিচালক দ্রব্যে

নির্মিত তার বা হুত্র দ্বারা উক্ত দুই উৎপাদক পদার্থের প্রান্ত সংযোগিত না হইলে এই রূপ তড়িতোৎপত্তির বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

পূর্বে আমরা মাহুলিকে যে তড়িৎ-যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহার অভিপ্রায় এক্ষণে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এদেশের সকলেই অবগত আছেন যে রোগ আরোগ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল মাহুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রায়ই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল বা কাংসা, এই কয়েকটি ধাতুর মধ্যে কোন একটি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। আবার, শরীরের যে স্থানে রোগ, (লক্ষ্য বা অভিমান আ-সিয়া বাধা না দিলে) সেই স্থানেই তাহা পরিহিত হইয়া থাকে। যথা, শিরোরোগে কপালে; কাশ রোগে বক্ষে; এমেহ পীড়ায় মূত্রের অধোদেশে ইত্যাদি। এই-রূপে বিবেচনা করুন, শরীরের যে স্থানেই উহা সংলগ্ন থাকুক না কেন, সকল স্থানেই উহাকে হয় জল, না হয় শরীর-নিঃসৃত ঘর্ম রসাদি দ্বারা সিদ্ধ হইতে হইবেই হইবে। কারণ, আমরা যখন শরীরকে নিত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া মনে করি, তখনও কিয়ৎ-পরিমাণে ঘর্ম বা স্রাবাংশই জল তাহার উপরিভাগে বিদ্যমান থাকে। সেই ঘর্মাদি রস যখন শরীর ও মাহুলির খাতু, এই দুয়ের মধ্যস্থিত, তখন তড়িৎ-যন্ত্রের তিনটি প্রধান উপকরণকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কারণ খাতু ও শরীর দুয়োর দুইটি অসম পরিচালক, তেমনি আবার অসম বিয়োগপরায়ণ। ঘর্মাদি লাবণিক রসের সহিত মাহুলির খাতু যত দূর রাসায়নিক নিয়মে পরিবর্তিত ও ক্ষয়িত হইতে পারে, শরীর ততদূর হইতে পারে না। সুতরাং

\* যে স্থানে অত্যন্তদার তড়িতের প্রয়োজন

এই তিনের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে যে ছই প্রকার তড়িৎ অঙ্গুত হয়, তন্মধ্যে পুরুষাকারটি খাত্তে এবং স্ত্রীকারটি শরীরে প্রকাশিত হয়। রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রে যেমন খাত্তু নির্মিত একটি পরিচালক তার দ্বারা ছইটি তড়িৎউৎপাদক সংযোজিত হইয়া থাকে, এত ক্ষুদ্র মাছুলি ঘটিত সামান্য যন্ত্রেও তাহার কিছুমাত্র অসম্ভাব নাই। যে সূত্রগুচ্ছ দ্বারা মাছুলি শরীরের সহিত আবদ্ধ থাকে, তাহাই এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সংযোজক তার স্বরূপ। কার্পাস বা রেশম-সূত্র তড়িৎের অপরিচালক বটে কিন্তু শারীরিক রস ও রান জলাদিতে উহা সত্তত সিন্ত্র থাকে বলিয়া কোন সময়েই উহা উৎকৃষ্ট পরিচালক ভিন্ন অপরিচালকের কর্ণ্য করিতে পারে না। স্বর্ষাদি রস যোগে মাছুলি ও শরীরের যে যে স্থানে রাসায়নিক যোগ বিযোগ সংঘটন বশতঃ তড়িৎঘরের উৎপত্তি হইতে থাকে, তত্তৎ স্থান হইতে কিঞ্চিদূরস্থ ছই স্থান ঐ পরিচালক সূত্র গুচ্ছ দ্বারা সংযোজিত হয়, এই জন্য ইউরোপীয় তড়িৎ-যন্ত্রের ন্যায় ইচ্ছাতেও উৎপন্ন তড়িৎঘরের গতাগতি বা উৎপত্তি সহজে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। এই ক্ষুদ্র তড়িৎ-যন্ত্রের কিয়া নিয়তই হইতে থাকে বটে কিন্তু সকল সময়ে সমান হয় না; কারণ যখন স্বর্ষাদি লাবণিক রস সহযোগে রাসায়নিক যোগ বিযোগ হইতে থাকে, তখন যেকপ তড়িতোৎসব হয়, রানাবর্শট জলাদির যোগে রাসায়নিক কিয়া হইবার সময়ে সেধুপ হইতে পারে না। এই স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, শরীর, খাত্তু ও স্বর্ষাদি হয়, সেখানে পূর্বোক্ত পালতার মেচার সাহেবের তড়িৎ বস্ত্র ও শুদ্ধ স্বর্ষাদির যোগে কির্যাবান হইয়া থাকে।

যে পরস্পর রাসায়নিক যোগ বিযোগ সাধন করে, তাহার প্রশ্ন কি? যদিও গ্যালভা-নো মিটার নামক তড়িৎ-পরীকার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন, তথাচ বোধ হয় ইহাই বলিলে এস্থলে পর্যাপ্ত হইবে যে, মাছুলির খাত্তু যে কলঙ্কিত ও ক্ষয়িত হইতে থাকে, তাহাই ইহার এক স্পষ্ট প্রমাণ।



উপরিহিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মাছুলিঘটিত তড়িৎ-যন্ত্রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষিত হইবে।

উপরে যেকপ ব্যক্ত হইল, তাহাতে বহি কাহারো প্রত্যয় জন্মে, তবে তাহাকে মাছুলি ঘটিত তড়িৎ-যন্ত্রে যে আর একটি তড়িৎ-বিজ্ঞান সহস্কীর কৌশল আছে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। মাছুলি গঠন করিবার সময় তাহার অভ্যন্তরে একটি খোল রাখিয়া ঐ খোলের এক পার্শ্ব বদ্ধ অন্য পার্শ্ব অব্যবহিত রাখা হয়। ধারণ করিবার সময় মাছুলির অভ্যন্তরে কখন কোন উত্তীর্ণের স্রল, কখন কোন জীবের ছই চারি গাছি কেশ বা লোব এবং কখন একটি নির্দিষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি রাখা প্রকার পদার্থ রাখিয়া, হয় ঘোষ, বা হয়, মালা দ্বারা অব-

শিষ্ট অধিকাংশ স্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। পূর্বোক্ত কয়েক প্রকার পদার্থের উদ্দেশ্য কি, তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্বে আপাততঃ ঘোম ও লাক্ষা সম্বন্ধে কিছুৎ বলা আবশ্যিক। এই দুইটি পদার্থের মধ্যে যখন যেটি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা যে মাছুলির অধিকাংশ অভ্যন্তর ভাগ পূর্ণ করা হয় এবং আবরণোপযোগী অন্য কোন বস্তু পাওয়া গেলেও যে তাহা ব্যবহৃত হয় না, ইহার বিশিষ্ট কারণ অবশ্যই আছে। আমরা যতদূর সেই কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন কোন সময় শরীরে ঘর্ষাদি রসের অসম্ভাব ঘটিলে তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এজন্য মাছুলির অভ্যন্তরে উৎপন্ন তড়িতের কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিবার একটি উপায় আছে। মাছুলির অভ্যন্তরস্থ ঘোম বা লাক্ষাই সেই উপায়— তাহাদ্বিগকে সামান্যতঃ যে দ্বারা বরোধক রূপে দৃষ্ট হয়, তাহারা শুষ্কই তাহা নহে। ঘোম ও লাক্ষা তড়িতের অত্যন্ত নিষ্কর্ত পরিচালক পদার্থ; এই হেতু তাহারা অন্য তড়িৎদান বস্তু হইতে সহজে তড়িৎ গ্রহণও করে না, আবার অনেকগুলি তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিলে যাহা গ্রহণ করে, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিয়াও পুন্য হস্ত হয় না। ঘোম ও লাক্ষার এই অসাধারণ প্রকৃতি নিবন্ধন, যখন ঘর্ষাদির যোগে তড়িতোৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহারা মাছুলির নিকট হইতে এক একটু করিয়া তড়িৎ গ্রহণ করতঃ বিলক্ষণ তড়িৎদান হইয়া উঠে। পরে যখন ঘর্ষ রূপাদির অভাব প্রযুক্ত তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, তখন মাছুলির উপরিভাগ অভ্যন্তরস্থ লাক্ষাদির নিকট হইতে অল্প অল্প করিয়া তড়িৎ-গ্রহণ করতঃ পুনরাকার

বিশিষ্ট হয় এবং তদ্বারা (৩৫১ সংখ্যক পত্রিকা ৯ম নিয়মানুসারে) শরীরের সাম্যতড়িৎ-স্থরের বিরোগ সাধন করিবা জ্যাকারটিকে রোগ স্থানে এবং পুরুষাকারটিকে তড়িৎপরিচালক স্থানে প্রকাশ করিতে থাকে। এহলে মাছুলির তড়িৎ যাইয়া শরীরে প্রবেশ না করিয়া, তাহা দ্বারা যে শারীরিক তড়িৎস্থরের কেবল অস্থঃপরিচালন প্রক্রিয়াই স্থাপিত হইবে, ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ চর্মের শুষ্কাবস্থার লোম ও উপস্থিত, এই দুইটি অপরিচালকের ব্যবধান বশতঃ মাছুলির সহিত চর্মের পরিচালক অংশের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মাছুলির যে অংশ শরীরের সহিত সংলগ্ন, তাহা অতি স্থূল। স্বতরাং (৩৫১ সংখ্যার ৯ম ও ১২শ নিয়মানুসারে) এহলে সামান্য তড়িতের বহিঃপরিচালন সম্ভব হইতে পারে না। এই রূপে, যখন ঘর্ষাদির যোগে রাসায়নিক তড়িতের উৎপত্তি হয়, তখনও শরীরের রোগ স্থান যেকপ জ্যাকার যুক্ত তড়িতের আশ্রয় স্থান, আবার যখন ঘর্ষাদির অসম্ভাব বশতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ার লোপ হয়, তখনও তাহা সেই রূপ জ্যাকারের আশ্রয় স্থান হওয়ার পুরাতন রোগ আরোগ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে। অতএব মাছুলি দ্বিটি তড়িৎ যন্ত্র যথিৎ কোন কোন বিষয়ে পালভর মেচার সাহেবের যন্ত্র অপেক্ষা হীন বটে, তথাচ ইহাতে যে তদপেক্ষা দুই একটি জেইজর কৌশলও আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অন্তঃপন্ন মাছুলির গঠনে বিবিধ দ্রব্য জরোব ব্যবহার এবং তাহার অভ্যন্তরে উৎপন্ন জরোবি পুরিয়া দিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাই পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। সকল প্রকার রোগ প্রতিকল্প কবিবান্-

জন্য সমান রূপ তড়িতের প্রয়োজন হয় না, এমন কি প্রয়োজন অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হইলে অপকারও হইতে পারে; এষ্ট নিষিদ্ধ বিবিধ ধাতু দ্বারা মাছুলি নির্মিত হইয়া থাকে। যে ধাতু যে পরিমাণ রাসায়নিক বিয়োগপরায়ণ, তাহা দ্বারা মাছুলি গঠন করিয়া শরীরে ধারণ করিলে, সেই পরিমাণ তড়িৎ উদ্ভূত হয়; এই নিয়মানুসারে স্বর্ণ মাছুলি অপেক্ষা রৌপ্য মাছুলি হঠতে অধিক, রৌপ্য মাছুলি অপেক্ষা তাম্র মাছুলি হইতে অধিক এবং তাম্র মাছুলি অপেক্ষা পিত্তল মাছুলি হইতে অধিক তড়িৎ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

মাছুলির অভ্যন্তরে গুপ্ত ঔষধ দ্রব্য সকল পুরিয়া দেওয়া হয় কেন, তাহা যিনি আমাদিগের দেশের পৌত্তলিক পূজা অর্চনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। মাছুলির যে রূপ কার্য্য কারিতা আমরা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে কোন মতেই অজ্ঞ লোকদিগের বিশ্বাস বা ভ্রম জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহারি ভাষা যন্ত্রের সহিত ধারণ করিবে কেন? বোধ হয়, মাছুলির উদ্ভাবকগণ অপ্রত্যক্ষ তড়িৎ বিষয়ে সাধারণের প্রত্যয় জন্মাইতে না পারিয়াই মাছুলির মধ্যে কোন কোন গুপ্ত দ্রব্য পুরিয়া দিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন; কারণ তাহাতে সকলেরই আশু ভ্রম জন্মিতে পারে। ভ্রমের সহিত গৃহীত না হইলে কোন চিকিৎসাই আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে না; বোধ হয় সেই ভ্রমাকর্ষণ তত্ত্ব মাছুলি যথাস্থ এক আশ্চর্য্য উদ্ভিদ মূল, লোম বা ভূর্জপত্র লিখিত যন্ত্রের আর কিছুই অতি প্রায় নাই; তবে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা লাকাদির গুণের অনুরূপ মাত্র কিন্তু তাহার ভুল্য নহে।

পরিশেষে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ধাতু নির্মিত ক্ষুদ্র মাছুলি দ্বারা তড়িৎ চিকিৎসার বিধানানুসারে নানা প্রকার পুরাতন রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তবে এদেশের স্ত্রীলোকেরা সর্বদা স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত এত প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়াও রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পান না কেন? প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের যে ছুই এক খানি অলঙ্কার ব্যাখ্যাত তড়িৎ যন্ত্রের নিয়মানুসারে গঠিত ও পরিহিত হয়, তাহার অবশ্যই রোগ শাস্তিকারিণী শক্তি আছে, কিন্তু তাহার যে পরিমাণ শক্তি আছে, তাহা তাহার শরীরে বিশেষ কার্য্যকারিণী হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সেই ছুই এক খানি অলঙ্কার তিনি বাল্যকাল হইতে পরিধান করিয়া অভ্যস্ত করিয়া কেলিয়াছেন। অধিকেন-তোজীর উদরায়ণ রোগ হইলে যেমন অধিকেনের সামান্য মাত্রা সেবন দ্বারা তাহার দ্রুত বৃদ্ধি কিছুই হয় না, সেই রূপ বাল্যকাল হইতে যে অলঙ্কার পরিহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কোন রোগ আরোগ্য কারিণী শক্তি থাকিলেও তাহা দ্বারা সেই পরিধায়িনী কিছুই উপকার হইতে পারে না। অপিচ তাঁহার যে সকল অলঙ্কার তড়িৎ যন্ত্রের নিয়মানুসারে গঠিত বা পরিহিত হয় না, তাহা দ্বারা যে তদনুরূপ উপকার হইবে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এইক্ষণে আমাদিগের পঞ্চম বিধান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। সেই বিধানটি এই যে, ভোজন কালে আত্ম পদে উপবেশন করিবে এবং এক পদ বা পদদ্বয় দ্বারা ভূমিকে স্পর্শ করিবে।

এই বিধানটির অর্থপর্য্য অধিক কঠিন

নহে। আমরা যাহা ভোজন করি, তাহা পাকাশয়ে যাইবা মাত্র পাচক রাসায়নিক সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার রাসায়নিক যৌগ বিরোগ সাধন করিতে থাকে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে যে দুই প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহারা (পূর্ব ব্যাখ্যাত তড়িৎ যন্ত্রের নিয়মানুসারে) কোন সংযোজকের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে না পারিলে পাকাশয়স্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা তাহা হইতে তড়িৎউৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাঘাত নিবারণ মানসেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ ভোজনের সময় পাদ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠ ও ভোজন পাত্র (তরুণ রূপ পাত্রই হউক, আর দাতু নিম্নিতই হউক) তড়িতের বিলক্ষণ পরিচালক। আবার এই দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকে বলিয়া তাহারা উভয়ে অবিক্রিয় একটি পরিচালকের কার্য সাধন করে। যদি ভূমিতে পাদ ও ভোজন পাত্রে হস্ত স্পৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে পাকাশয়োৎপন্ন তড়িৎ-দ্বয় স্বচ্ছন্দে পরস্পরের দিগন্তস্থে গমনাগমন করিতে পারে; সুতরাং পরিপাক কার্যও সুচারু রূপে নির্বাহিত হইতে থাকে। অপরন্তু, পাকাশয়োৎপন্ন তড়িৎদ্বয়ের পরিচালকতার পোষকতা করিবার নিমিত্তই তাহারা আবার ভোজন সময়ে সিক্ত পদে উপবেশন করিবার আদেশ করিয়াছেন। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পাদমূল কিয়ৎ পরিমাণ ক্রীণ পরিচালক; কারণ জলপিণ্ড হইতে অধিক দূরস্থ বলিয়া পাদমূলে রক্ত রাসাদি সুন্দর রূপে সঞ্চালিত হইতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় তাহা তত পরিচালকও হইতে পারে না। পাদমূল জল সিক্ত হইলে তাহার পরিচালকতা হস্তের পরিচালকতার সমান হইয়া উঠে। অতএব

শাস্ত্রকারদিগের বিধানানুসারে কার্য করিলে পাকাশয়োৎপন্ন তড়িৎদ্বয় হস্ত ও পাদ প্রান্ত হইতে সহজে নিঃসৃত হইয়া ভূমি ও ভোজন পাত্রের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। তাঁহাদিগের এই বিধানটিও যে সম্পূর্ণ রূপে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ তাহা বোধ হয় এইক্ষেণে সকলেরই সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইতেছে।

আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যান শেষ করিলাম, তাহা যদি অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান না হয়, তাহা হইলে এইক্ষেণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্য ঋষিরা যেমন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির অগ্রে ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় বিশারদ হইয়াছিলেন, তড়িৎ বিদ্যায়ও যে সেই রূপ হইতে পারেন নাই, একদম কখনই বোধ হয় না। যদি আমরা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের প্রণীত তড়িৎ বিষয়ক কোন গ্রন্থ হইতে মনোমত প্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের বাক্য পাঠকগণের যে অংশে বিশ্বাস হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু কাল পর্যন্ত চর্চার অভাব প্রযুক্ত এই বিষয়ক হস্ত-লিখিত পুস্তক সকল যে কোথায় কাহার কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক দিন ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির অনুসন্ধান "শি-প সংহিতা" নামধেয় এক খানি পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে পুস্তক রথ বা ধুমকল্প, তোরয়ন্ত্র বা তাপমান যন্ত্র, দুরবীক্ষণ যন্ত্র, এবং দিক্ দর্শন যন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আবার এই ক্ষণে যদি সৌভাগ্যক্রমে তড়িৎবিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তড়িৎ সম্বন্ধে



আমরা যে কিঞ্চিত্ত বিনিয়োগ, তাহার মত কত শত বিষয় যে তাহাতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন তাহা বলা যায় না। ফলতঃ তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক যে এ দেশে ছিল না, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা করিলাম, যদি বল, তৎসমুদায় প্রথমতঃ ব্যক্তি বিশেষের কপন বা কুসংস্কার হইতে উদ্ধৃত হইয়া কিছু দিন পরে যখন উপকার দেখাতে লাগিল, তখন অন্যান্য লোকে তাহাদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল এবং অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পুস্তকে লিখিয়া রাখিল, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আমরা যে কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাদিগের মধ্যে একটির ফলও ছুই চারি বা দশ বিশ দিনে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং বিধান কয়েকটি যদি কপন বা কুসংস্কার মূলক হইত, তাহা হইলে অনিশ্চিত ফল প্রতীক্ষায় মানবপ্রকৃতি-সম্পন্ন কেহই দীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অতএব, যখন প্রোক্ত বিধান গুলি ইউরোপীয়দিগের পরীক্ষানিষ্ঠ তড়িৎ শাস্ত্রের সম্বন্ধে হইতেছে এবং যখন সকল গুলির ফলই নিশ্চিত কিন্তু বিলম্বপেক্ষ, তখন তাহাদিগকে কপন বা কুসংস্কার মূলক না বলিয়া ইহাই বলা সম্ভব যে পূর্বকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিবিধ পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া এবং শরীর মন ও মেঘ প্রভৃতির প্রকৃতি অবগত হইয়াই এই কয়েকটি-বিধান করিয়াছিলেন এবং আকাজিকত ফল কার্যায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠান অপেক্ষা করিতেন। এই রূপ করিবার পর যখন তাঁহাদের যে বিধানকে অধিকাংশ হামে ফলপ্রসূ বলিয়া দেখিতে পাইতেন, তখনই তাহাকে

লিপিবদ্ধ করিতেন। বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের নিত্য ব্যবহার শাস্ত্রে তুচ্ছ নিয়ামক হইয়াছিল বলিয়া লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু যে সকল পুস্তক অনুসারে পরীক্ষাদি করিয়া তাহা লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বোধ হয় পরবর্তী অল্প ব্যক্তিদিগের কোন উপকারেই আইসে নাই বলিয়া একবারে কালের উদরে জর্জ হইয়া গিয়াছে।

### কংফুচের জীবন চরিত্র।

মহাত্মা কংফুচে খৃষ্টের পূর্ব ৫৫১ অব্দে চীন দেশের অন্তঃপাতী লু নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুক্লিরংনিউ; সুক্লিরংনিউ লু নগরের এক জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম নেননী। কংফুচেকে কেহ খুংচি বলিয়া থাকে। ইংরাজি গ্রন্থে ইনি কনফিউসস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অতি শৈশব কাল অবধিই ইহার চরিত্রে নানান মহৎ গুণের চিহ্ন প্রকটিত হইত। শৈশব কালেই নানাবিধ সংকর্ষের অনুকরণ করিতেন, কদাপি অন্যান্য বালকের ন্যায় বৃথা কাল ক্ষেপ করিতেন না। যখন যেখানে যাইতেন, অতিমিবেশ পূর্বক তত্ত্বতা বস্তুরাজ্য নিরীক্ষণ করিতেন এবং তৎসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জামিবার নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। শৈশব কালেই তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি লোকদিগকে সর্বদা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। একদা এক ব্যক্তি প্রজ্ঞাপরম্পরায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া ভ্রিয়কার করিয়াছিল। তাহাতে কংফুচে উত্তর করিয়াছিলেন যে, আপনি বাহা নির্বোধের কাজ মনে করিতেছেন, তাহাই বুদ্ধিমানের কার্য। কংফুচে কণ বৎসর বয়সেই প্রাচীন

পণ্ডিত ও ধার্মিকগণের উপদেশ সকল পাঠ করিয়া স্বয়ং তদনুসারে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমুৎসুক হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে একদা অত্যন্ত ছুরবহাণ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে যে ছুরবহাণ পড়িলে কেবল চা হত্যাশ্রম করিয়া উপস্থিত হুংখের আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তিনি সেকপ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি সেই অবস্থাতে অটল উৎসাহের সহিত অশ্ব-বিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিল্প সকল শিক্ষা করিয়া কেলিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সের সময় তিনি কোন পশুশালায় একটি সামান্য কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিঘ্রই তাহা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত চৌদশ প্রদেশে গমন করিলেন।

কিছু দিন পরে কংকুচে জ্ঞান ও ধর্মে অলঙ্কৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, ধর্ম-শীলতা, বিনয় ও শিষ্টাচারে সকলেই আতি লাভ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চীন দেশ নাম যাত্রা এক সম্রাটের অধীন ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ এক একটা ক্ষুদ্র প্রদেশে এক এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শাসন প্রণালী, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি, এক প্রকার ছিল না। একপ ভিন্নতা বিদ্যমান থাকিতে দেশসাধারণ-একতার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুতঃ সুবৃহৎ চীন সাম্রাজ্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তৎকাল রাজারা পরস্পর বিবাহ বিসম্বাদ করিয়া দেশের নানাবিধ অকল্যাণ উৎপাদন করিতেন। কংকুচে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সকল অবস্থার বিশদীকৃত গৃহ বিচ্ছেদ দূর করিয়া জাতিসাধারণ-একতা

সংস্থাপনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে যত কাল ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একবিধ নিয়মে বদ্ধ ও একবিধ শাসনপ্রণালীতে শাসিত না হইবে এবং সমস্ত চীন জাতি এক প্রকার রীতি নীতি অবলম্বন না করিবে, তত কাল জাতিসাধারণ-একতা সুদূর পরাণত থাকিবে এবং দেশের স্থিরতর কল্যাণ লাভ হইবে না। তিনি ইহাও স্থির জানিয়াছিলেন যে কেবল বাহ্য একতাও কোন কার্যের হইবে না। যত দিন দেশীয় লোকে কুরীতি ও কদাচার পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ ধর্ম-নীতির অনুগত হইয়া না চলিবে, তত দিন পরস্পর অনৈক্য ও বিবাহ বিসম্বাদ অবশ্যই হইতে থাকিবে। এই বিবেচনায় তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া সুন্দর সুন্দর নিয়ম ও নীতিগত উপদেশ সকল চীন দেশের সর্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং ধার্মিকতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লোকের ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত চীন রাজ্যে তাঁহার যশঃ-শৌর্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সঙ্গোপ ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া কোন প্রদেশের রাজা তাঁহাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। উক্ত পদে আরোহণ করিলে সামান্য লোকবিগকে অনার্য্যে উপদেশ দিয়া কৃতকার্য হওয়া বাইবে, এই তাবিল্য তিনি বিচারক পদ গ্রহণ করিলেন। যে ব্যক্তি সামান্য অবস্থাতে থাকিয়াও সাধারণের কিত সাধারণ কৃতকার্য হইতেন, তিনি অধিকতর ক্ষমতা লাভ করিয়া যে স্বদেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে পারিষেন, ইহা যদা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে চীন রাজ্যে রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ

এদান করিলেন। লু রাজ্য তাঁহার হস্তে প্রতিপালিত হওয়াতে দিন দিন অসামান্য উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে লু রাজ্য সমস্ত চৌন দেশের মধ্যে সর্ব বিধে সর্ব প্রধান হইয়া উঠিল। তদ্বর্ণনে প্রতিবেশবাসী রাজারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া কংকুচের প্রতি রাজার বিরাগ উপদানের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। একদা চৌ রাজ্যের রাজা লুরাজ টংকুদের নিকট এককটা নর্তকী প্রেরণ করিলেন। নর্তকী চৌ রাজ্যের উপদেশানুসারে মোহিনী মায়্য বিস্তার করিয়া লুরাজকে সম্পূর্ণ রূপে আপনাদের বশীভূত করিল। রাজা মোহিনীগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে কংকুচের মন্ত্রণা অগ্রাহ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লুরাজের অস্থান-য়োমুখ শ্রীসমৃদ্ধি উন্মূলিত হইতে লাগিল। কংকুচে নিত্যন্ত হতদর হইয়াও রাজা ও অজ্ঞানগণকে আপনায় সুমন্ত্রণায় আনয়ন করিতে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু রূতকণ্ঠ হইতে পারিলেন না। অনন্তর নিরাশ হইয়া লুরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। চৌ রাজ্যের রাজা তাঁহাকে কোন প্রধান পদ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তদ্বিষয়ে নিত্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিল। কংকুচে স্বীয় গ্রহে এই মন্ত্রীর বধেই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কংকুচে সংসারব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্বক স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অধিক কাল অশ্রু থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ চতুর্দিক হইতে আগমন করিয়া তাঁহার নিভৃত আশ্রয় পরিপূর্ণ করিল।

এই সময়ে লুরাজ্যে এক ভয়ঙ্কর উপদ্রব উপস্থিত হইল ও লুরাজ তাহাতে নিত্যন্ত

উদ্বিগ্ন হইয়া কংকুচেতে আপনায় রাজ্যে আনয়ন করেন। যদিও কংকুচে কোন প্রিয় শিষ্যের বিরোধাচরণ বশতঃ রাজ্যের সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও লুরাজের দুর্ন্যতির সম্পূর্ণ রূপে অস্বর্ধন হয় নাই। তিনি পুনরায় কংকুচের মন্ত্রণা অগ্রাহ করিয়া ঘোরতর বিপদে পতিত হইলেন। কংকুচে তন্নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কংকুচে লুনগর পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই পর্য্যটন কালে তিনি দরিদ্রতা, লোভ, অবজ্ঞা, রাজদণ্ড ও কারাবাস প্রভৃতি অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। একদা তিনি হং রাজ্যে গমন করেন। ইয়ঙ্ক নামক এক ব্যক্তির সহিত হং নগর নিবাসী লোকদিগের অত্যন্ত শত্রুতা ছিল, এক্ষণে তাহার সহিত কংকুচের আকারগত সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকেও শত্রুজ্ঞান করিয়া কারাবদ্ধ করিল এবং প্রাণদণ্ড করিবে বলিয়া ভয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে চলচ্চিত্ত না হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা পূর্বক অন্তঃকুরিত সম্বোধে কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হংবাসীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। তিনি হং রাজ্য হইতে ওয়াই নগরে গমন করিলেন। ওয়াই বাসীরা তাঁহার প্রতি এক অপবাদ আরোপ করিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ে উপনীত করিল। ইতিপূর্বেও তিনি এক বার এই নগরে উক্ত প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। এবারেও তাঁহাকে অনেক কষ্ট করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইল। তথা হইতে তিনি হং নগরে গমন

করেন কিন্তু এক জন রাজকর্মচারী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে এবং পরিশেষে ঐশ নারের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে থাকে। কিন্তু কংকুচে নানা উপায়ে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। এই সময়ে লু রাজের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে কংকুচকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত পুত্রের ঐতি উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার পুত্র উক্ত পণ্ডিতকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সংকল্প করেন। কিন্তু কএক জন কর্মচারী তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে দেয় নাই। কেবল লরাজ বলিয়; নয়, তিনি ভ্রমণকালে যখন যে রাজ্যে গমন করিতেন, তখন তথাকার রাজারা বহু দান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে স্ব স্ব রাজ্যে রাখিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু সর্বত্রই ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকদিগের উৎপাতে তাঁহাকে স্থান ভ্যাগ করিতে হইয়াছিল। উত্তরকালে ঘাঁহার গুণগৌরব ও যশঃসৌরভ পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবে, এক্ষণে সেই মহানুভব সামান্য লোকের ন্যায় অবজ্ঞাত ও হতমান হইয়া দুর্বিষহ ক্রেশ ভোগ সহকারে পর্যটন করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিলেন। অনন্তর অর্ধবর্ষিক বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিভৃত তাব নানাবিধ গ্রন্থের আলোচনা ও রচনার শ্রুত হয়েন। যে বৎসর তিনি চংচনামক অগ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পর পর বৎসর তিনি ওখাই নগরে দানব লীলা সমরণ করেন। তাঁহার জন্ম স্থানের অনতিদূরবর্তিনী এক সুদৃশ্য ভটিনীর তটে তাঁহার দেহ সমাহিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর চীন দেশ-বাসীরা অত্যন্ত শোকাবুল হইয়াছিল।

## ব্রাহ্মবধূত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামী

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩০২ সংখ্যক পত্রিকা . ৩২ পৃষ্ঠার পর।

চীনদেশীয় রাজার অধিকার মধ্যে বাণিজ্যার্থ অন্য দেশীয় লোক আসিবার নিষেধ আছে। রাজার এই রূপ অধমতি সোবিত রহিয়াছে যে এখানে অন্য দেশীয় বণিক আসিয়া প্রবেশ করিলে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে মন্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করিবে, সে রাজকোষ হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রবাশি বণিকের অতি সকল বহু মূল্যে বিক্রয় হয়, এই সকল অস্তির মালা গাঁপিয়া সাধারণে জগমালা করে, তাহাদিগকে চৈদ্যামালা কহে; জজ্ঞাতের অস্তিতে বহুকাল দেবতার তেঁ পু হয়, এবং কপালে মদ্যপান পাত্র করিয়া থাকে। ষাধা-চিল নামক শৃঙ্গের উপস্থিতিতে ষাধা ও চাধা নামে দুইটী গ্রাম আছে, তথাকার অধিবাসী মোকশ-গকে ষাধা ও চাধা কহে, তাহারা চর্ম্মের পোষাক পরিধান করে ও মন্তকে ইঁরা জদিগের ন্যায় টোপী ধারণ করে এবং চর্ম্মের ত্রাধু নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করে। শৃঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার করে না। ইহা অত্যন্ত বলশালী, মাংস মাত্র আহাৰ করে, অসি চর্ম্ম তির ধরুক বন্ধুক ও ছোরা ধারণ পূর্বক খোটক আরোহণে গমনাগমন করে, বৃক্কুর পালন করে এবং তির দেশীয় লোককে দেখিলে তাহার যথা সম্বন্ধ দৃষ্ট করিয়া লয়।

ষাধা ও চাধা হইতে বাম্বালং দুই কোশ, বাম্বালং হইতে চোমরশিলা দুই কোশ, চোমর শিলা হইতে লেগাক দুই কোশ, লেগাক হইতে দরচিম পাঁচ কোশ; ইহাকে মণ্ডও কহে। এই স্থানে লামাগু ক মহন্তের মঠ আছে। ইনি দেবতাদিগের লামাগু ক অর্থাৎ অধিকার; এদেশে যেখানে যে দেবতার পূজা হয়, তৎসমুদায় ত্রাব সামগ্রী ইহঁদের নিকট আসিয়া জমা হয়, এবং এই সকল ত্রাব বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা লামা মহন্তের প্রাধান্য লামাগু ক তারানাতের নিকট প্রেরণ করেন। এই লামাগু ক লামা মহন্তের গু ক তারানাতের নিকট হইতে পদ প্রাপ্ত হইয়া কৈলাসাদি ভীর্ষে প্রাধান্য পূজারির ভার গ্রহণ পূর্বক এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। গু ক তারানাত লামা মহন্ত হইতে কোম স্থানে গমন করেন না। তিনি বহু ধনবৎ অধিকারী, দান প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারাও তাঁহার নিতা ধনাগম হইয়া থাকে; শতশত অশা-রোহী পদাতিক তাঁহার রক্ষক।

দরচিম হইতে উত্তর পূর্ব দিকে বার দিবসের পথ অন্তরে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহাতে সো-ভাগা জন্মে, ঐ সময়কালে তাহার জল শুক হইলে তাহা হইতে সোহাগা উত্তোলন করে। তথা হইতে ছয় দিনের পথ দূরে এক স্থানে নীলকণ্ঠ নামক লবণ উৎপন্ন হয়। এই সোহাগা ও লবণ এবং মৃগনাভি, ঘোড়া, চামর, হাগ প্রভৃতি দান্য ত্রাবো লামাগু ক বাণিজ্য কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে।

# REMINISCENCES OF RAM MOHUN ROY BY A FRIEND.

I can not at this distance of time collect the exact ideas of Ram Mohun Roy regarding the narrative parts of the Old Testament which undoubtedly mark a stage of progress in learning surpassing that attained by the Hindoos in this way. Laying aside the fables which are found embodied in the Pentateuch to give a holy character to those books, they certainly contain all the historical facts which the author could amass from amongst his countrymen. Future criticism has purged them of most of the corrupt and incongruous matter they had imbibed, but originally they comprised the whole nucleus of Hebrew history. In this point of view the Jews appear to have excelled the Hindoos, however backward they might have fallen in their doctrines of faith and religious literature. But if my memory does not much fail me, Ram Mohun Roy considered Moses as a Vyasa of his own nation. The Hindoo Vyasa did the same thing, but he divided his history into two separate parts. In the Veda he collected every thing that he could trace of the thoughts of the higher orders of his nation in regard to God and His attributes and of what was considered the most appropriate modes of worshipping Him, according to the models laid down by the Rishis and teachers of Hindoo religion for the instruction of the common and ignorant people at various times. The traditional histories of what men had done and spoken in their progress through civilization were separately gathered in the Puranas and Itihases to which the Vedas frequently referred. The facts detailed in these latter works were from the beginning and entirely free from fables and stories, and the possibility of divine interference in the turn of man, and the Buddha annals of wars and scuffles that, in spite of the tolerant principles of the Hindoo creed, ensued not long after those literary collections were made, led to the fabrication of new tales and added to the errors that had previously crept into the authentic facts of Vyasa. Such seems to have been the views of Ram Mohun Roy regarding the early

histories of the Jews and Hindoos.

It is also an undeniable fact he used to say that the genius of the Hindoos tended to the cultivation more of the imagination and the reasoning faculties of the mind than of the memory which is so very deceptive at times and in all places. "In spite of the Official Reports and Government Proclamations of the present times there are falsehoods creeping into the details of facts on every occasion of the European wars and quarrels in India during the last century. No wonder then that the early history of every part of the world is replete with fictions of every sort."

Ram Mohun Roy often told me that an excellent history of India could very well be written out of the materials of the Mahabharata and Ramayana and some of the Puranas, but that it required great critical powers of the mind to do this. Such powers were in exercise amongst the Jews during many centuries before the books of Moses received their existing form. The nature of the Hindoo Government and the connection to which Buddha and his followers gave rise in Hindoo society threw the Indian nations backwards in respect to this branch of literature. Their chronology was entirely falsified by the Brahmins on the basis of astronomy, and their biographies were all lost or turned into fables.

The temporary successes of the Buddhas during several ages in the continent of India gave them a superiority in historical learning.

The Vedas nowhere assume for themselves the rank of direct revelation or speeches from the mouth of God. The Mantras in the Samhitas contain only addresses to the different Powers of nature, material, intellectual and moral, as pronounced by Rishis in a style of simplicity that is hardly to be excelled.

These circumstances give an air of truth to the Hindoo Scriptures. The precepts of Jesus, Ram Mohun Roy said, inculcate a most beautiful system of morality in a style suited to capacities of common people. The same lessons are taught in the Vedas but often in similes and metaphors of difficult comprehension. These are apparently addressed to the higher classes of people. The lower orders, for instruction in

morality—natural law—Rajni, are amenable to nothing but living examples before them.

I have no doubt in my mind therefore that Ram Mohun Roy never was and did not die a Christian, as Dr. Dall has frequently told he was.

### সমালোচনা।

অধিকার-তত্ত্ব অর্থাৎ ভাবত্বাঙ্গিগণের মধ্যে হাজার যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, যেমন পদ্য, তাহাকে তদ্ব্যবহারী ধর্মের মধ্য দিয়া ধার্মিক করিবার ঐচ্ছিতা বিস্ময় প্রভা। অতীত চম্পুশেখর বহু প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা স্ট্যান-হোপ মন্ড্রে প্রস্তুত। ১৭৯১ সাল।

এই পুস্তক খানি উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এই অসংখ্যত অগ্রসরত্ব কালে ইহা সাধারণ জনগণের বহু উপকারী হইবে সম্ভব নহি। ইহার প্রত্যেক পরে লেখকের সুবিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বাট-তেছে। প্রকৃতির মতে, ধর্ম বিবেচন মত-বিলেদ, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মনস্ক গঠন ও ধারণা শক্তি ভেদে মনুষ্যত। মনুষ্যের যুক্তি ভেদ ভিন্ন ভিন্ন, তেমন ধর্ম মত ও ভিন্ন ভিন্ন, অতএব ধর্ম বিবেচন মত-বিলেদ পৃথিবীতে চিরকাল থাকিবে। সকল ধর্মই আধ্যাত্মিক মঙ্গলের কাণ্ড কিন্তু নির্মূল ব্রাহ্মধর্মই যুক্তির একমাত্র উপায়। পৃথিবীস্থ পালিত সকল ধর্মই কল্যাণিকার, কেবল নির্মূল ব্রাহ্মধর্মই সর্বসাধিকার। কল্যাণিকারী ও সর্বসাধিকারী এই দুই প্রণীর লোক চিরকালই পৃথিবীতে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম হুতন ধর্ম ও একটি বিশেষ মত বলিয়া প্রচারিত হইলে তাহা সাম্প্রদায়িক ভাব ধারণ করিবে কিন্তু সর্বসাধিকার বলিয়া প্রত্যেক ধর্মের শিষ্টাচার মতগত তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে চিরকাল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম থাকিবে। প্রকৃতির মতে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম ছাড়া নহে, হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম জাত নহে। ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্য ও বিভিন্ন অধিকারের লোককে একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে একায়তনে ছাড়া রাখা কঠিন পালের এমন ধর্ম ধারণিতে যদি থাকে, তাহা হিন্দুধর্ম। পৌত্তলিকদিগকে বিদ্রোহ মননে দেখা রাখিব কর্তব্য করে। বরং পৌত্তলিক পিতামাতা ও স্বভ-লদিগকে ভাঙ্গাধিগের স্বধর্ম সাধনে অর্থ দ্বারা ও অনায়া প্রকারে সাহায্য করা কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তি নির্মূল ব্রাহ্মধর্ম বুঝিতে অসমর্থ, তাহার সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন না হইয়া পৌত্তলিক উপাস-নার যে নিমিত্ত থাকে, তাহা অনেকাংশে ভাল। অতএব এই প্রকার সাহায্য প্রদানে কোন দোষ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে চিরকালই পৌত্তলিকের অবস্থার থাকিতে দেওয়া কর্তব্য নহে, উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে উৎখিত করা ব্রহ্মজ্ঞানীর অতীব কর্তব্য। যে ব্রহ্মজ্ঞানী এই বিষয়ে যত্ন না করেন, তিনি পাপ করেন। পৌত্তলি-

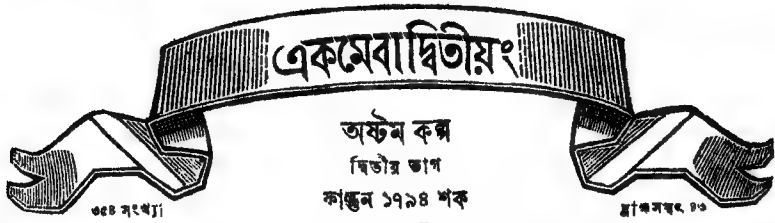
কদিগের স্বধর্ম সাধনে ব্রহ্মজ্ঞানী উল্লিখিত রূপে সাহায্য করিলে কিন্তু তাহার নিজের কোন প্রকার পৌত্তলিকতা করা কর্তব্য নহে। চম্পুশেখর বাবু, ব্রাহ্ম ও বিবাহাদি ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদন করিবেন, সে বিষয়ে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বোধ হয় তিনি এই কথা বলিবেন যে প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিভাগ করিয়া এই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করা কর্তব্য। আমাদিগেরও এই মত। এমত্রে কোন কোন স্থানেব প্রতি আমাদিগের আপত্তি আছে কিন্তু তাহার সাধারণ ভাবের সঙ্গে আমাদিগের সম্পূর্ণ সম্মত-হুতি আছে। প্রকৃতির বচনা প্রণালীর বিশদর্শন স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

“ইংরাজদিগের নীতি, নীতি, তাব তজী অঙ্ক-রণ করা ইচ্ছাও আমাদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় জাব তজী, নীতি, নীতির অনুসরণ করা কেবল মীনা নাই। তাহাকে উদ্ধার নলে না, তাহা ‘দুর্জন-অঙ্করণ’ শব্দের বাচ্য। ইংরাজী বিধাব যোগে এ দেশে যাঁহা আনিতেছে, অনেক তাহাই অঙ্করণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন হুত প্রেত নাই, তাহারও হুত প্রেত মানিলেন না, পক্ষাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল হুত প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এ দেশের লোক মধ্য পাগী ছিল না, বুঝা গুণেরা ইংরাজদিগের অঙ্ক-রণে পান করিতে শিখিলেন, পক্ষাৎ ইংরাজেরা ধর্মপান-নিবারণী সভা করিতেছেন দেখিয়া তাহারও সভা করিলেন। একেশ্বরবাদী খৃষ্টা-মণ্ডল ছিলেন যে, যিশুর মন-ধর্মের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ না করিলে মরিত নাই; তাহারও যিশুরে অবলম্বন করিলেন, আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যিশুরে ধর্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাহারও যিশুরে ভ্যাগ করিলেন। হিন্দু-শাসনকালে আমাদের দেশের জাগণ এখনকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিতেন না, মনস্কামদিগের অঙ্করণে বা ভয়ে আমাদের বর্তমান অন্তঃপুর নির্মিত হইল। এখন ইংরাজের রাজা, অতএব আমাদিগের যুবগণ আপন আপন জীবিতিকে বিবী-দিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া বাটতে আরম্ভ করিয়াছেন, পক্ষাৎ যদি ইংরাজেরা কতিপয় জীবিতিকার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তখন এদেশের লোকেরা আপনাদিগের জীবিতিকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না\*। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্র কথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়বার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু ইংরাজেরা ‘ইহুদী’ পড়েন দেখিয়া অনেক পড়িতে বাধ্য। বাহুল্য স্বাধীনতা বা পুস্তক পড়িতে

\* এই বর্তমান সময়েই মতেবেরা তাহাদের অতিরিক্ত জীবিতিকার বিতর্ক হইয়া প্রাচীন কালের শাসন প্রণা-লীর পুনরাগমন আশা করিতেছেন।

Saturday Review vide Englishman, 6th May, 1871.





# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাক্যমিহমাত্রমসীদান্যত্র ত্রিকলানীতিমিত্যং সর্বমস্মদং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিবদ্যমস্মদং  
 বৈবাহিকীয়াং সর্ববাপি সর্বনিয়ন্ত, সর্বাস্থর সর্ববিৎ সর্বশক্তিমান্ ক্রবৎ পূর্বমপ্রতিমমিতি । একস্য তটস্যাবোপাসনম্ ।  
 পারত্রিকটৈবৈকিক স্ততস্তবতি । তদ্বিন্ অীতিভস্য ঐশ্বর্যার্থসাধনক তত্পাসনমবৈ ।

## ত্রিচছারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ।

১১ বাৎ বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক ।  
 প্রাতঃকাল ।

গত ১১ বাৎ বৃহস্পতি বার ত্রিচছারিংশ  
 সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য অতি সমারো-  
 হের সহিত নির্বাহিত হইয়া গিয়াছে । প্র-  
 ভাত সময় অবধি নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ  
 উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া সমাজ মন্দিরে  
 প্রবেশ করিতে লাগিলেন । অত্যুৎপ কাল  
 মধ্যেই সমুদায় আসন পরিপূর্ণ হইয়া গেল ।  
 আট ঘটিকার সময় ঘণ্টা বাজার পর দ্বিতীয়  
 তল হইতে শংখ নিনাদিত হইতে লাগিল ।  
 অনন্তর আচার্য্য মহাশয়গণ অর্চনা পাঠে  
 প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহা-  
 রদিগের সহিত অর্চনা করিলেন । অর্চনাতে  
 আচার্য্য মহাশয়েরা বেকীতে উপবেশন  
 করিলে পর বালক বালিকারা সঙ্গীত যন্ত্রে  
 উপবেশন করিয়া যনোহর তালপর সমন্বিত  
 সুমধুর স্বরে নিম্নোক্ত এই স্তবন ব্রহ্ম-  
 সঙ্গীতটী গান করিলেন । তাহাতে প্রায় সমস্ত  
 উপাসকেরই গণ্ডস্থল প্রেযাক্রমে প্রাবিত  
 হইতে লাগিল ।

সঙ্গীত ।

রাগিনী আসা—তাল ঠুংরি ।

জগত পিতা ভূমি বিশ্ববিধাতা । আশ্রয়  
 তোমারি কুমার কুমারী ভূমি হরি সব সুখ  
 দাতা ।

রাজ রাজেশ্বর সর্ব ভুবনপতি পতিত  
 পাবন দীন বন্ধু, অনাথ গতি ভূমি অনাদি  
 ঈশ্বর করুণাকর রূপাসিকু ।

শঙ্কট মোচন অতর চরণ তব বন্দিছে  
 সুর নর বৃন্দে । জনম দিয়াছ যদি শরণ  
 দিতে হবে শীতল চরণারবিন্দে ।

অনন্তর গায়কেরা আর একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত  
 গান করিলে পর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপা-  
 ধায় মহাশয় উদ্বোধন করিলেন । পরে  
 ব্রহ্ম সঙ্গীত সহকারে যথা নিয়মে ব্রহ্মোপা-  
 সনা সমাপ্ত হইলে স্বাধ্যায়ান্তে আর একটি  
 গান হইল । তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র  
 বেদান্তবাগীশ মহাশয় উৎসাহ পূর্বক ব্রাহ্ম-  
 ধর্মের কয়েকটি শ্লোক তাৎপর্যের সহিত  
 ব্যাখ্যা করিলেন । পরে শ্রীযুক্ত শঙ্কুনাথ  
 গড়গড়ি মহাশয় যে বক্তৃতা করিলেন,  
 তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—



তাহার পবিত্র জ্যোতির কিরণে সাধু-গণের হৃদয়-কুটার আলোকিত, যাঁহাদের সৌন্দর্য্য তাহার সৃষ্টি ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, সেই গ্রাণারাম করুণাময়ের আবির্ভাব যে উৎসবে লক্ষিত হয়, সেই দেব-ভোগ্য মহোৎসব আমাদের সম্মুখে এই উপস্থিত। এই অখণ্ড মর্ত্যলোকে ইহা কি আনন্দ কিরণ বিস্তার করিতেছে? এই শোক তাপ পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে উৎসব ভূমির কি শোভা, কি মাধুর্য্য, কি মনোহারিত্ব প্রকাশ পাওতেছে? যাঁহারা ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রিয়জন বলিয়া বক্ষণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাষ্ট জানিতেছেন এই উৎসবের কি মহত্ত্ব? তাঁহারা উভয় ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া এই পরমোৎসব-বিনিগত অমৃতরস পান করিয়া জীবনের কল লাভ করিতেছেন।

চন্দ্রোদয়ে যে প্রকার সাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, আজি এই উৎসবের দিনে সেই অমৃতের আধার স্পৃহণীর চন্দ্রমাকে জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে, সর্ব-সম্মত হারিণী সৃষ্টিতে বিরাজ করিতে দেখিয়া হৃদয় সাগর উৎসাহ রূপ তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যুক্ত হইতেছে। এই সকল স্বর্গীয় ব্যাপারের মধ্যে কেবল তাঁহারই করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। হে জিহুবন নাথ! কোথায় তোমার স্নেহের উপমা? কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমাদের জ্ঞান চক্ষুর এমন কি ক্ষমতা যে তোমার জ্যোতির্ময় রূপের নিকটে তাঁহাকে ধারণ করি। কিন্তু তুমি কৃপাকরিয়া ইহাকে এমন শক্তি দিতেছ, যাঁহা দ্বারা সে তোমাকে দর্শন করিয়া অজ্ঞান হৃত্য করিতেছে।

আমরা এক্ষণে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব! তোমার যে প্রকার স্নেহ, তাঁহার সমান

আমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা একত্র করিলেও তোমার স্নেহের পরিবর্তের যোগ্য হয় না, তথাপি আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে আজি আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতেছি। আমরা প্রতিদিন একাকী এক-একটি কৃতজ্ঞতা কলিকা তোমার চরণে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, আজি সকল সুহৃদে মিলিয়া কৃতজ্ঞতা-পুষ্পের হার গাঁথিয়া তোমার পবিত্র চরণে উৎসর্গ করিতেছি। আজি ভক্তি ব্রজা আপনা হইতে জাগ্রত হইয়া তোমার চরণে পতিত হইতেছে। আজি তোমার প্রেম নীরে পাবাণে বীজ অঙ্কুরিত ও শুষ্ক হস্তে মঞ্জরিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিতেছে।

বিষয়ানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ যে কত শ্রেষ্ঠ ইহাই জানাইবার নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর এই অখণ্ড জগতে এই পরমোৎসব উৎসবকে প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি এই উৎসবের প্রেরয়িতা, তিনি নিজেই এই পবিত্র সময়ে আমাদের হৃদয়-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। কি সুশ্রুত তাঁহার আবির্ভাব! একাগ্রচিত্ত ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যক্তি এখন তাঁহাকে অন্তরের অন্তর ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহার অমৃতময় সৎবাসে বিষয় বন্ধন কি আশ্চর্য্য ভাবে শিথিল হইতেছে—সেই পবিত্র স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হওয়াতে অপবিত্রতার উপর এখন কেমন হুণা জন্মিতেছে! এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার আনন্দ ও অমৃত-রূপ দেখিয়া আমরা যে কৃতার্থ হইতেছি, চির দিনই এই রূপ অমৃত-রস পান করিয়া চরিতার্থ হইব।

হে অমৃত স্বরূপ! আমরা তোমাকে ছাড়িয়া যেন নৃত্য-বস্ত্রণা লক্ষ্য না করি।

নাথ! তোমার অভাবে জীবন হুতা সমান। যদি শত অপরাধে অপরাধী হই, উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিও কিন্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিওনা। যদি বস্ত্রাভাবে হিন্ন বসন পরিধান করিতে হয়—অন্নভাবে গলিত পত্র ভক্ষণ করিতে হয়—সকলের নিকট হইতে তাড়িত হইয়া বিজনে থাকিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি বোধ নাই, এক তোমার সহবাসেই সকল ক্লেশ—সকল সন্তাপ দূর হইবে। নাথ! তুমি আমাদের স্পর্শমণি, তুমি আমাদের চক্ষুর আলোক, তুমি আমাদের আহার অন্ন পান। তোমাকে পাইলে আমাদের আর কোন অভাবই থাকে না। ভূপ্তি তোমা ভিন্ন আর কোথাও নাই, তোমাকে পাইলে আত্মা যে কি তাব লাভ করে, তাহা তুমি বিনা আর কে জানিতে পারে? আজি আত্মা কর-ঘোড়ে সকল ভ্রাতার তোমার নিকটে এই ভিক্ষা চাই যেন এই নির্মলতম ভাবই আমাদের হৃদয়ে অপ্রতিহত ভাবে চির দিনের জন্য বিরাজ করিতে থাকে। হে দেব! তে রূপা-নাথ! পৃথিবীতে সেই শুভ দিনের উদয় কর, যে দিন তোমার সকল পুত্র সকল কন্যা এক-হৃদয় হইয়া তোমার এই মধুময় অমৃত-ময় স্বর্গীয় উৎসবে উৎসাহ ও আকার সহিত যোগ দান করিতে সমর্থ হয়। নাথ! তোমার নিকটে আমার এই কামনা, তুমি রূপা করিয়া আমার এই নির্মলতম কামনা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং "

পরে ত্রিযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

“প্রতিবর্ষেই পবিত্র দাযোৎসব আগমন করিতেছে, অথচ ইহা প্রত্যেক বৎসরেই আবারদিগের সম্মিধানে কেন অভিনব

উৎসব বলিয়া অনুভূত হয়? আকাশে সেই পুরাতন হুঁহা উদ্ভিত হইয়া গবাক্ত ভেদ করত রশ্মি-জাল বিকীর্ণ করিতেছে, তারত-ভূষণ ঈশ্বর-প্রাণ মহাজ্ঞা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্ম-সমাজই উৎসব-আসন প্রসারিত করিয়া দিতেছে—অথচ আত্ম কেন সকলই আমা-রদিগের সম্মিধানে নূতন বেশ ধারণ করি-রাছে? আমাদের বাহ্য-উৎসব-উপকরণ সকলই পুরাতন বটে, কিন্তু যিনি এই মহোৎসবের একমাত্র জীবন-জ্যোতিঃ—ঐহার নামে এই শত শত আত্মা এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন—ঐহাকে লইয়া আমাদের এই উৎসব-আনন্দ; আমাদের উন্নতিশীল আত্মার সম্মিধানে সেই অনন্ত উন্নত পুরাণ পরমেশ্বর চিরদিনই নূতন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি মত আশ্রয় জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই যেমন ঈশ্বরের রাজ্যে দেশ ভেদে, কাল ভেদে নূতন শোভা, নব-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন করিয়া নিত্য নূতন আনন্দ লাভ করিতেছি। তেমন আমা-রদের আত্মা বর্ষের পর বর্ষ আগমনে যত জ্ঞান-প্রেমে প্রীতি-পবিত্রতাতে উন্নত হইয়া ধর্ম-সোপানে উপস্থিত হইতেছে, ততই সেই মহাজ্ঞান পুরুষ-প্রধান পরমেশ্বরের নূতন-জ্ঞান নূতন প্রেমের পরিচয় পাইয়া—ঐহার নবতর সন্নিবর্ত লাভ করিয়া বিন্মিত চমৎকৃত হইতেছে। যতই ঐহার সন্নিবর্ত আত্মা গাঢ়তর সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে, এই বর্ত্তা-লোকে ধর্ম-সম্বন্ধে ততই তাহার প্রত্যেক উৎসব কল্যাণতর অভিনব-ভাব ধারণ করিতেছে—ততই আত্মা নূতন-শিক্ষা লাভ করিয়া—নূতন সত্য উপার্জন করিয়া ক্রমিকই নূতন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহারই জন্য যাদের এই একাদশ দিবসীয় মহোৎসব প্রতি-বর্ষেই নূতন হইয়া আদি-

তোহে, ভবিষ্যতেও ইহা নুতন ভাবে আবিস্কৃত হইবে। আত্মার শিক্ষার শেষ হইবে না—উন্নতির পরিসমাপ্তি হইবে না—আনন্দের বিরাম হইবে না, সুতরাং এই যামোৎসবেরও কখন কালে নুতনত্ব বিনষ্ট হইবে না।

বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য যে নুতন ভাবে আবিস্কৃত হয়, ইহা যেমন কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না, তেমনি যামোৎসবের পর যামোৎসবে যে আত্মা জ্ঞান প্রেম, প্রীতি-পবিত্রতা বিষয়ে নুতন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, সাধন সহজে নুতন নুতন সত্য উপার্জন করিতেছে, ঈশ্বরের সহবাস লাভে অধিকতর রূপে কৃতকার্য হইতেছে, ইহা বলিবার আর অপেক্ষা নাই, ইহা প্রতি জনেই প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করিতেছেন। এই দেশ-বাসী মহোৎসবে তাহার প্রমাণ-স্থল, এই সুবিস্তৃত সাধক দলের ঐকান্তিক ধর্ম-নিষ্ঠা, অবিচলিত উৎসাহই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহোৎসব উপলক্ষে যদি আত্মাতে ঈশ্বরের নব-ভাব—নব-সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ প্রতিভাত না হয়, আত্মা যদি নব-আনন্দ উপভোগ করিতে না পারে, তবে কি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাপার সকল কেবল অকার্য্যেই সম্বটিত হইতেছে? এই আন্তরিক নব আনন্দ, নব উৎসাহ কি কোন পুরাতন ঘটনা লইয়া—কোন চর্চিত বিষয়ের চর্চন দ্বারা সম্ভূত হইতে পারে? উপাসক দলের প্রশান্ত ভাব, অবিচলিত অনুরাগ, ব্রাহ্মসমাজের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, মানব আত্মার চুনিবার্য্য প্রেমোচ্ছ্বাস, ইহা কি কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তির দ্বারা নিম্পন্ন হইতেছে? কখনই না। আত্মা এই আশা আনন্দের—হর্ষ উদ্দমের মূল-কারণ, সেই জাগ্রত জীবন্ত পরমেশ্বরকে জান-

চক্ষে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত বিনিমিত ও চমৎকৃত হইয়া অবিরল প্রমোদ্য বিনম্র করিতেছে। তাঁর নুতন রেখ ও নুতন কল্পণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া এই শরীর রোমাঞ্চিত—এই আত্মা স্তম্ভিত হইতেছে! এবং বর্ষের পর বর্ষ আগমে যামোৎসবের পর এই যামোৎসবে তাঁরই নবতর সন্নিবর্তন অনুভব করিয়া আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে।

পরমায়ন! তোমার স্নেহ প্রতি দিনই নুতন, তোমার দয়া প্রতি ঘটনাতেই নুতন রূপে বর্ধিত হইতেছে। তুমি শরীর মনের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিকই নব অন্ন, নুতন সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছ, তুমিই অবিদ্যার আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অনন্ত-জ্ঞান, অসীম প্রেম, অশেষ অমৃত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতেছ—এই উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখানে তুমি তোমার অনন্ত উন্নত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিন দিনই ইহার নুতন নুতন আশা বর্দ্ধিত করিতেছ। তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার গুণে চির দিনই এই ধরাধাম আনন্দধাম বলিয়া পরিকীর্ণিত হইবে, তোমার অসদৃশ পালনী শক্তির প্রভাবে চির কালই এই মর্ত্য-লোকে ধর্ম সযজ্ঞে—উন্নতি সযজ্ঞে আত্মা নুতন আনন্দ, নব উৎসব সকল লাভ করিয়া তোমারই মহিমাকে মহীয়ান করিবে, তোমারই মধুময় মঙ্গল গীত গান করিতে থাকিবে।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।”

ইহার পর চারিটা ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া উৎসবের প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইল।

পরে ব্রাহ্ম মহাশয়েরা শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে গিয়া মধ্যাহ্ন কিরীয়া সমাপনান্তে পরম হংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত দিবাবসান

পর্যন্ত ধর্মালোচনার পরমানন্দে অভিবা-  
হিত করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নারিকেল  
ও দেবদারু পত্র এবং কমলী বৃক্ষে সু-  
সজ্জিত, স্তম্ভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভবনময়  
দীপালোকে আলোকিত হইল এবং পুষ্প  
মালায় সুসজ্জিত উপাসনার স্থল সাধকগণের  
মন হরণ করিতে লাগিল। এত লোকের স-  
মাগম্য হইল যে উদ্ধাধঃ কোন স্থানে আর  
প্রবেশ করিবার পথ থাকিল না। রাত্রি সাড়  
ঘটিকার সময় প্রথমত ঘণ্টা। পরে শংখ বাজ্য  
হইল। তৎপরে সঙ্গীত মঞ্চ হইতে হৃদয়  
প্রফুল্লকর সমবেত বাধ্য বাজিবা মাত্র  
জনতা পূর্ণ প্রাঙ্গন নিস্তব্ধ হইল এবং সুখা-  
বয়ী বালক বালিকারা মধুর স্বরে যে মৃতন  
তুটী সঙ্গীত গান করিলেন, তাহা নিয়ে  
উজ্জ্বল হইতেছে,—

সঙ্গীত।

রাগিণী ঝাংঝা—তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর শিব সঙ্গীত হারি। নিস্তার প্রভো জয়  
দেব দেব।

সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমা  
বিনা আর হে দীননাথ; চরণাবিন্দু ঘাচি  
তোমারি।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাঁপতাল।

জয় জগজীবন জগত পাতা হে। জয়  
দীন-শরণ শুভ দাতা হে।

জয় বিশ্ব-নাশন বিধাতা হে, জয় দেব  
জগত পিতা মাতা হে।

হৃদয়ধার হৃদ জ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ  
ভবভাতা হে;

দীন জন দ্বারে, ডাকে তোমারে, দেখি  
প্রসাদ পরমাত্মা হে।

পরে উষোখনাদি স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপা-  
সনা ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সমাপ্ত হইলে

ঐযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে বক্তৃতা  
করেন, তাহার স্থূল ধর্ম নিয়ে উক্ত হই-  
তেছে,—

“অদ্য কি আনন্দের দিন! যে ধর্ম  
হ্যালোকে জ্বলোকে মনুষ্যের মানস পটে  
ঈশ্বর-হস্ত দ্বারা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত  
রহিয়াছে, যাহা দেশ কালে বন্ধ নহে, যাহা সর্ব  
হৃদয়বিস্তীর্ণ ও নিত্য, যাহার এই উপদেশ  
যে “ঈশ্বর অনন্ত ও মানবোন্নতি অনন্ত”—  
যাহার এই উপদেশ যে “ঈশ্বরকে প্রীতিকর  
মনুষ্যকে প্রীতিকর” যাহার উপদেশ মানবীয়  
সকল বাক্য অপেক্ষা মধুর, যাহা আমাদের  
পরম পুরুষাৰ্থ সাধনের একমাত্র উপায় ও  
মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই গরম পবিত্র ব্রাহ্ম  
ধর্ম অদ্যকার দিনে বঙ্গ ভূমিতে—ভারত  
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব অদ্যকার  
দিবসে আমরা যদি মনোমোহনমনা করিব,  
তবে আর কোন দিবসে তাহা করিব। ব্রহ্ম-  
প্রীতি অদ্যকার উৎসবের জীবন। যিনি প্রীতি  
পূন্য হৃদয়ে অদ্য উৎসব ক্ষেত্রে আগমন ক-  
রিয়াছেন, তাঁহাকে কেবল এই সমাজের বাহু  
শোভা, এই উজ্জ্বল আলোক মালা, এই লতা-  
পুষ্প যিগুত প্রাচীর ও স্তম্ভ দেখিয়াই পূন্য  
হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।  
প্রীতি আমাদের সকল চিন্তা, সকল  
বাক্য ও সকল কার্যের মূল। যোগ্যকর্মণ  
যেমন তৌতিক জগৎ সমক্ষে, প্রীতি তেমনি  
আধ্যাত্মিক জগৎ সমক্ষে। যদি ঈশ্বর এই  
সমাজস্থ জনগণের হৃদয় হইতে প্রীতিরূপে  
এখনই অপহরণ করিয়া লয়েন, তবে পিতা  
পুত্রকে চিনিতে পারিবে না, পুত্র পিতাকে  
চিনিতে পারিবে না, বন্ধু বন্ধুকে চিনিতে  
পারিবে না, গৃহে প্রত্যাগমন করিতে কাহা-  
রও ইচ্ছা হইবে না, সকলই নিষ্পন্দ ও  
নিশ্চেষ্ট হইবে। এমন প্রীতিরূপে যিনি  
আমাদেরকে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে কি

আমরা প্রীতি করিব না? প্রীতিবৃত্তি যদি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত না হইল, তবে তাহার আবশ্যিকতা কি?

বন্ধকে প্রীতি করা যেমন সহজ, ঈশ্বরকে প্রীতি করা তেমন সহজ। সংসারের দুঃখে তাপিত হইলে দুই দণ্ড কাল বন্ধুর সহবাসে থাকিয়া সেই দুঃখের লাঘব করা যেমন সহজ, ঈশ্বরের সহবাসে দুই দণ্ড কাল থাকিয়া তাহা লাঘব করাও তেমন সহজ। কিন্তু একপক্ষ সাজ হইয়াও আমরা তাহা করিতে সক্ষম হই না কেন? তাহার কারণ, মোহ ও পাপা-সক্তি। আমরা অনিত্য ধন মানকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছি; সেই ক্ষয় সত্য সম্বন্ধকে আমরা একবারও স্মরণ করি না। আমরা মোহ যদিরা পানে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছি, সাধানা মন্দিরার যন্ত-তার ভঙ্গ আছে কিন্তু মোহ মন্দিরার যন্ততার ভঙ্গ নাই। কোন কবী ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমরা বালা ক্রীড়াতে কাল ক্ষেপণ করিতেছি। যেমন কোন বালক পিতার আদর্শ কার্যে প্রেরিত হইয়া পথি মধ্যে অন্য বালকের সঙ্গিত মনস্ত দিবস ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার সঙ্গিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জিত ও ভীত হয়, তেমন আমরা সেই পরম পিতার আদর্শ কার্য বিমুগ্ধ হইয়া পৃথিবীর বালা ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকি, যখন যজ্ঞ রূপ রজনী আগমন করে, তখন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরম পিতার সঙ্গিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জিত ও ভীত হই। আমরা ঈশ্বরগণের বশবর্তী হইয়া ঈশ্বরের পথ পরিভ্রমণ করি। যেমন কোন দুর্বলীত বালক নাচ ভৃত্যদিগের সংসর্গে থাকিয়া দুর্নীতি শিক্ষা করে, পিতার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসে না, আমরা সেই রূপ আমাদিগের দাস স্বরূপ নিরুচ্চ প্রভু

অধীন হইয়া থাকি, পরম পিতার সহবাসে থাকিতে চাহি না। ঈশ্বর মনের অধিপতি, সেই মনের অধিপত্যকে আমরা মনে স্থান দিই না। যেমন রাজা কোন সন্তুষ্টি প্রকার বাটীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই প্রজা আপনায় গৃহ সংস্কার ও সংস্কার করে, সেই রূপ মনের অধিপত্যকে মনোনিবেশ নিকেতনে আমনিবার জন্ম তাহা সংশোধন ও পরিমার্জন করা আমাদিগের কর্তব্য। হে ব্রাহ্মগণ! মনের অধিপতি মনে আগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এস আমরা মনোনিবেশ নিকেতন সংস্কার ও সংস্কার করি, পাপ মলা প্রক্ষালন করি, প্রভু রূপ দাসবর্গকে বলি তিনি আগমন করিলে তাহারা যেন বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। মনোনিবেশ গৃহ সংস্কার কার্যে আমাদিগের সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য। এই কার্য সর্বাঙ্গের গুরুতর কার্য, তাহাতে আমাদিগের কাহারও অবহেলা করা কর্তব্য নহে।

যদ্যপি এই বৃহত্তী সত্য কোন ভূমায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি স্বীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে অবশ্যই মনোযোগী আছেন কিন্তু সেই ভূমায়ের ভূমায়ীকে—সেই রাজার রাজাকে তাঁহার মায়া প্রাণা তত্ত্ব ও প্রীতি রূপ কর প্রদান করিয়া থাকেন কি না? যদি কোন বিচারপতি এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে সেই উচ্চতর বিচার্যালে তাঁহার বিচার হইতেছে তাহা তিনি স্মরণ করেন কি না? যদি কোন চিকিৎসক এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তো অন্যের চিকিৎসা করিয়া থাকেন কিন্তু আপ-

নার আচার কি রূপ চিকিৎসা করিতে-  
হেন? যদি কোন শিক্ষক এখানে উপ-  
স্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা  
করি যে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে শিক্ষা  
প্রদান করিতেছেন কিন্তু তিনি নিজে  
সেই জগৎগুরু পরমেশ্বরের নিকট হইতে  
কি শিক্ষা করিতেছেন? যদি কোন ছাত্র  
এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি  
জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যাধ্যয়ন করিবার সময়  
তিনি এই কথা স্মরণ করেন কি না যে সকল  
বিদ্যার উদ্দেশ্য সেই পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত  
হওয়া। যদি কোন কবি এখানে উপস্থিত  
থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে  
তিনি সেই আদি কবি অবিলম্বে মাথকে স্মরণ  
করেন কি না? যদি কোন পুরাণতত্ত্বানুসন্ধারী  
এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি  
জিজ্ঞাসা করি যে তিনি সেই পুরাণ ঈশ্বরের  
অনুসন্ধান করেন কি না? যদি কোন  
দার্শনিক এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে  
আমি জিজ্ঞাসা করি যে “দর্শনসা দর্শনেন  
নো যনো হ নির্মলং পাশ নাশ দেতুরিব  
নতু বিচার বাধলং” এই বাক্য তিনি স্মরণ  
করেন কি না? যদি কোন বিজ্ঞানবিৎ  
এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে  
আমি জিজ্ঞাসা করি যে, সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র  
কৃতাজ্ঞানিশূটে যাহার মহিমা নিয়ন্ত্র কীৰ্ত্তন  
করিতেছে, বিজ্ঞানালোচনার সময় অন্তরে  
তাঁহার গুণ গান তিনি করিয়া থাকেন কি  
না? এই রূপ সমাজস্থ প্রত্যেককে আমি  
জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে আপনাকে  
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি তো অন্য  
লোককে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছ কিন্তু  
নিজে আপনার উপদেশ সকল আপনি  
কার্যে পরিণত করিতে কতদূর সক্ষম হইলে?  
হে পরমাত্মন! আমরা সকলে তোমার  
নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদি-

গকে যোগপাশ হইতে মুক্ত কর, পাপ পঙ্ক  
হইতে আমাদিগকে উত্তোলন কর। তুমি  
ব্যতীত আমাদিগের গতি নাই। অন্য যে  
সকল নর নারী কুমার কুমারী তোমার গুণা-  
নুকীৰ্ত্তন জবণ করিলেন, তাঁহাদিগের আ-  
চার সমীপে তোমার পবিত্র স্বরূপ প্রকাশ  
কর। ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক! বস্তুতঃ—  
ভারতভূমি পুণ্য ভূমিতে পরিণত হউক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।”

সর্বশেষে সমবেত বাহ্য ও চারিটি ব্রহ্ম-  
সন্মত হইয়া সমাজ তল হইল। তাহার মধ্যে  
নুতন দুইটি গান নিয়ে উচ্চ হইতেছে,—

সন্মত!

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব ধন্য তোমার  
করণা প্রেম পুরিল আনন্দে বিশ্ব জ্বলয়  
জুড়াইল।

যে দিকে আজি কিরাই আঁখি প্রেমরূপ  
নিরখি তোমারি পূর্ণ হল সকল কাম মন  
আনন্দে ভাবিল।

ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান, জগৎপতি  
জগৎ নিধান, জয় জয়, জগৎপতি জগৎ  
নিধান হে অন্তরে চির বিরাজ।

জয়নে নয়নে রহিও নাথ, জ্বলি সব ত্বৎ  
তোমার নাথ, জ্বলয়ে থাকিরে জ্বলয়-নাথ,  
জ্বলয় কর শীতল।

রাগিণী বাহার—তাল কাঁপতাল।

অচল, ঘন, গহন, গুণ গাও তাঁহারি।  
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।

সকল তরু রাজি, সাজি ফুল কলে গাও  
রে বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।

গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে,  
জগৎ পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।

মম জ্বলয় গাও আজি মিলিয়ে সব  
মাথে, ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ  
আমারি।

## প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র ।

যদি ঈশ্বরের রাজ্যে একপ কোন সামগ্রী থাকে, যাহার প্রসাদে আমরা পশু অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব উন্নয়ন করিয়া দেবত্বে আরোহণ করিতে পারি, তবে তাহা বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বর করুণা-পরতন্ত্র হইয়া যে সকল পদার্থ দান করিতেছেন, উৎসমুদায়ের মধ্যে জ্ঞান সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; কারণ যদি একমাত্র জ্ঞানের অসম্ভাব ঘটে, তাহা হইলে হৃত্যুকে জীবন, জীবনকে হৃত্যু এবং বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ বলিয়া আলোচন ও প্রক্ষেপ করিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বরের দান-তাণ্ডারের মধ্যে ফলে বসিয়া থাকিলেও পরম রম্যাম্বদ শাস্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই ।

অনেকানেক আচার্য্য জ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিকে অধিকতর মুক্তি-সাধক বলিয়াছেন । তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে অনেককেই জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্যমী হইয়া শুদ্ধ প্রীতি সঞ্চারের চেষ্টায়ই জীবন অতিবাহিত করেন । কিন্তু ঐকপ উপদেশের নিম্নতল প্রদেশে অবতরণ পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে কোন মতেই তাহাতে অনুমোদন করা যায় না । বস্তুতঃ বুদ্ধির সহিত পুষ্প কলের যেকপ সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত প্রীতিরও ঠিক সেই রূপ সম্বন্ধ\* । আত্ম কল আশ্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে

\* কোন কোন শাস্ত্র জ্ঞানকে মণ্ডেব সহিত এবং প্রীতিকে তাহার ছায়ার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা সেরূপ না করিয়া যে জ্ঞানকে রূপ এবং প্রীতিকে কল স্বরূপ বলিয়া তাহার সাদৃশ্য এই যে, জ্ঞান হইতে প্রীতির জন্ম হয় কিন্তু সেই জ্ঞান তিরোহিত হইলেও প্রীতি ছায়ার ন্যায় বিসৃষ্ট না হইয়া কলের ন্যায় বর্তমান থাকিতে পারে ।

হইলে যেকপ প্রথমে যত্নের সহিত আত্ম বুদ্ধিকে পুষ্ট ও উন্নত করা আবশ্যিক, তক্রপ প্রীতি রূপে স্রবীভূত হইয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতে হইলে প্রথমে যাহার প্রতি সেই প্রীতি অর্পিত হইবে, তদীয় সমস্ত স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ রূপে লাভ করা আবশ্যিক । গুলাব পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধ যে অতি মনোহর, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে না পারিলে কে তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে পারে? যে অজ্ঞাবধি মাতৃ-ব্রহ্ম দর্শন করে নাই, সুতরাং মাতৃ-স্নেহের ভাব কিরূপ তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই, তাহার হৃদয় কি কখন মাতৃ-ভক্তিতে বিগলিত হইতে পারে? কখনই না । অতএব যে বিষয়ের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে নাই, তাহার প্রতি প্রীতি রূপের উদয় হওয়া অসম্ভব । এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্মরণীয় হইতেছে যে, সত্য ও সুন্দর পদার্থের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রীতির ভাব উদ্ভিত হয়, তাহার নিমিত্ত কিছু মাত্র যত্ন বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না ।

জ্ঞানের ঐকপ অনুসারে প্রীতির হৃদয়ও অধিক বা অল্প হইয়া থাকে । মাতা সহস্র ক্রোশ স্বীকার করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারিলে তাহার প্রতি যেকপ ভক্তি রূপের উদয় হইবে, অন্যের মুখে শুনিয়া জানিলে কখনই সেকপ হইতে পারে না । এই রূপ শত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া সকলেই এই বিষয়ের বাখ্য্য হৃদয়লব্ধ করিতে পারেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন ।

আমাদিগের শরীর যেকপ চুর্জ পান ও অন্ন বায়ুনাশি ভোজন করিয়া পুষ্ট হয়, কণ্ঠ হইয় এবং জীবিত থাকে, আমাদিগের আত্মা

সেই রূপ প্রীতি যাত্র উপভোগ করিয়া পুষ্ট হয়, সৃষ্টিবৃত্ত হয় এবং আপন গয়া পথে অগ্রসর হয়। প্রীতিই তাহার একমাত্র চর্যা, চূষা, লেছ ও পেয় জ্রব্য। যখন প্রীতিই আশ্রয় একমাত্র উপভোগ্য, তখন তাহা যতই অস্পষ্ট হইবে, যতই অনিয়ত হইবে, যতই বিকৃত হইবে এবং যতই বিপন্নত ভাবে কলুষিত হইবে, আশ্রয় ততই ক্লশ, দুর্বল, ক্লম ও অকর্মণ্য হইবে, তাহাতে আর কিছু যাত্র সংশয় নাই। প্রীতি যে জ্ঞান হেতে সমৃদ্ধ হইয়া তাহার প্রকৃতির অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত সহজেই প্রতিষ্ঠাত হইতেছে যে, যদি আশ্রয় বল, তেজ, কর্মদক্ষতা ও প্রসন্নতা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিয়ত, নির্মল, অবিকৃত ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রীতি সেবন করান প্রয়োজন হয়, তবে বাহ্যেতে সে ধ্রুব ও প্রশস্ত জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে, তাহার অযোচ উপায় অবলম্বন করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

যে রূপ জ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের তুল্য নিশ্চিত পন্থা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের লক্ষণ অনেকে অনেক প্রকার করিয়া থাকেন। এহলে তত্ত্বাবতের উল্লেখ না করিয়া বাহ্য আঘাতিগের নিকট জ্ঞেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। বাহ্য দ্বারা পদার্থ যাত্রের গঠন-তত্ত্ব, কার্য-তত্ত্ব, কার্য-নিয়ম-তত্ত্ব, পারস্পরিক সম্বন্ধ-তত্ত্ব এবং কারণ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র মনুষ্য-কৃত নহে, এই বিশাল জগৎই প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র। একমাত্র ঈশ্বরই এই মহান শাস্ত্রের অধ্যাপক, কেন না তাহার রূপা ব্যতীত কেহই ইহার কিছু যাত্র জয়স্বন্দ করিতে

সক্ষম হয় না; কেবল মনুষ্যই এই শাস্ত্রের অধ্যাতা, কেন না অপরাপর জীবের ইচ্ছাতে কিছু যাত্র অধিকার নাই এবং শুদ্ধ পর্যবেক্ষণই ইহার অধ্যয়ন। যে মনুষ্য যতদূর মনোনিবেশ ও অধ্যবসায় সহকারে এই মহান শাস্ত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা অধ্যয়ন করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর-রূপায় ততদূর জ্ঞান লাভ করিয়া তত্ত্বপন্ন অমৃত কল-রূপ প্রীতি উপভোগ করিতে পারেন।

বিশ্ব-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, জড়তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও আশ্রিততত্ত্ব-বিজ্ঞান। স্তব্ধতা, জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, তাপ, তড়িৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ ও জীব-দেহ ইত্যাদি যে সমুদায় পদার্থ আমাদের দিগের বহিরিস্থিরের গ্রাহ্য, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব জড়তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, আর আশ্রয়, প্রাণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ অন্তরিস্থিরের গ্রাহ্য, তত্ত্বাবৎ আশ্রিততত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এই দুয়ের এতোক বিভাগই পদার্থ সকলকে প্রকৃতি অনুসারে প্রণীত করিলে বিস্তর উপবিভাগ জন্মিতে পারে; যথা, সমুদায় তরল পদার্থ এক শ্রেণীতে লইলে এক বিভাগ, সমুদায় কঠিন পদার্থ এক শ্রেণীতে লইলে এক বিভাগ এবং সমুদায় বৃক্ষ এক শ্রেণীতে লইলে আর এক বিভাগ হইতে পারে ইত্যাদি।

বিশ্ব-বিজ্ঞানের যে দুইটি প্রধান বিভাগের কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে, যেটিরই হউক, কোনটির অন্তর্গত একটি সামান্য পদার্থের সম্যক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, বোধ হয় মানব জীবনের যথেষ্ট সার্থকতা জন্মিতে পারে, কিন্তু যে রূপ আশা করা যায়, কলোতে সে রূপ যতীরা উঠে না। আমাদের দিগের সৃষ্টি যত দূরই প্রসারিত হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা



আকাশ অনেক গুণে বৃহত্তর বলিয়া যেমন কেহই তাহার আদি অন্ত দেখিতে পার না, সেই রূপ বিশ্ব-বিজ্ঞানের এক একটি সামান্য বিষয়ের তত্ত্বও এরূপ অসীম ও ভূরবগাহ যে কেহই কখন তাহা সম্যক্ রূপে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই এবং কখন যে পারিবেন এরূপ আশাও করা যায় না। এই মহান্ বিজ্ঞানের সত্য সকল লাভ করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্ৰণ পর্য্যবেক্ষণ সর্কীপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বটে, কিন্তু তাহা সকলের তাগে তুল্য রূপ কল-বিধায়ক হইয়া উঠে না। যিনি মনের বৃত্তি সকলকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার মন বিক্ষিপ-শূন্য হইয়াছে, তিনি তির স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আর কেহই আর কোন প্রকার তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না।

এই রূপ কঠোরতার লাঘবার্থে প্রাক্ততর যান্ত্রিক-বিশেষ-প্রণীত পুস্তক পাঠ বা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। লোকে সচরাচর এরূপ পুস্তক সকলকে বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র পদের বাচ্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানের যে কয়েকটি তত্ত্ব যে ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি সেই কয়েকটিকে সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, ইহাতেই সর্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতেছে; ইহা তির তৎসমুদায়ের মধ্যে আর কোন গুঢ় মাহাত্ম্যই নাই। অতএব লিখিত বিজ্ঞানকে সুমহান্ বিশ্ব-বিজ্ঞানের আংশিক প্রতিবিম্ব অপেক্ষা আর অধিক কিছুই বলা যাইতে পারে না। অপরন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি অন্য যাহাকে তুল-তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কল্যাণ আবার তিনিই তাহাকে শাখা বলিয়া

স্বীকার করিলেন। অন্য এক ব্যক্তি যে তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, হয়তো দশ দিবস পরে আর এক ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন সহজেই প্রত্যয়মান হইতেছে যে, এই আংশিক প্রতিবিম্বও অসম্পূর্ণতা দোষ বিরহিত নহে। আংশিক প্রতিবিম্ব-রূপ লিখিত গ্রন্থ অনেক স্থলে মিথ্যা হইয়া পড়ে বলিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞান রূপ মূল গ্রন্থ যে মিথ্যা হইবে, তাহা নহে। গোষ্ঠাদ পরিমিত পক্ষিল ও আন্দোলিত জলে যে রূপ কোন পদার্থের অবিকল প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, সেই রূপ পর্য্যবেক্ষকের হৃদয় পূর্ব সংস্কারাদি দ্বারা কলুষিত, অস্বচ্ছ ও বিকৃত হইয়া থাকিলে, অজ্ঞান বিশ্ব-বিজ্ঞানের কোন প্রকার তত্ত্বের প্রতিরূপ তাহাতে যথাবৎ প্রতিকলিত হইতে পারে না; সুতরাং তিনি যে তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা অন্য কর্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না কেন? অতএব যদিও সাক্ষাৎ সৰ্ব্বজ্ঞে বিশ্ব-বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইবার জন্য মানব-প্রণীত ছাত্র-বিজ্ঞানাদি পাঠ ও গ্রহণ করা কর্তব্য বটে, কিন্তু কোন মতেই তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা উচিত নহে; কেন না, সে রূপ করিলে এক জনের জ্ঞান বাইরা আর এক জনকে জন্মের মত দু-বিত করিয়া রাখিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মাত্র স্মরণ করিয়া রাখা অতি আবশ্যক হইতেছে যে, স্বয়ং স্বল্প ও চেষ্টা করিয়া যাহা উপার্জন করা যায়, তাহাই অধিকতর প্রত্যয়-জনক, সুতরাং তাহাই আমাদের ভোগ্য প্রীতির অধিকতর ও শ্রেষ্ঠতর উৎপাদক। শুদ্ধ অনোর বাক্য গ্রহণ বা পুস্তক পাঠ করিয়া যে সত্য লাভ করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া

পর্যাপ্ত সংশয়-বিমুক্ত হয় না, সুতরাং তদ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না বলিয়া প্রীতিও পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিতে পারে না। অতএব সতত সাক্ষাৎ সমক্ষে বিশ্ব-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত এবং যদি প্রয়োজন মতে ছায়া বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার সত্য সকলকে প্রকৃত বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া জ্বদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই রূপ পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ যে অনাকৃত ছায়া-বিজ্ঞানের ভ্রমই সংশোধিত হয় এমন নহে, তদ্বারা অনেক সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের ভাব গ্রহণ সম্বন্ধে আশাদিগের নিজের ভ্রমও শোধিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

## স্বাস্থ্য ও ভোজন পাত্র।

আশাদিগের দেশে জ্বরলতা ও চির রোগিতার অংশ যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার গুরু কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বহানুভব পণ্ডিতগণ বিস্তর রেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার বহু অন্বেষণের পর প্রায় এক বাক্য হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্ম হৃতিকা গৃহ, বাল্যোদ্যম, প্রতি-প্রদেশস্থ লোকের কতিপয় নির্ধারিত কুল গোত্রে ক্রমিক বিবাহ, অস্বাভাবিক রতি, অতিরিক্ত রতি, অপকৃত্ত আহার, আর্দ্র ও হৃগ্জ্জ্বর বাদস্থান, দুর্ব্বিত বায়ু, দায়ক সেবন ও আলস্যই এদেশের বর্তমান বর্জনশীল শারীরিক জ্বরবহার প্রধানতম নিদান। এই সমুদায় কারণের বাখ্যার্থ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু এই কয়েকটি-কেই পর্যাপ্ত মনে করিয়া নিশ্চিত্য থাকা উচিত নহে। বোধ হয় এই দেশব্যাপী হীনতার আরও অনেক গুলি কারণ আছে।

সেই কারণ সমূহ বতই আবিষ্কৃত হইয়া উদ্ভূত হইবে, ততই আশাদিগের শুভ দিন যে নিকটবর্তী হইবে, তাহাতে আর কিছুমান সংশয় নাই।

আশাদিগের গার্হস্থ্য ব্যবহারাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্বাস্থ্য তলের অনেক গুলি কারণের সহিত আশাদিগের সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমরা সেই পর্য্যালোচনার প্রবৃত্তি হইয়া যে কয়েকটি কারণের সন্ধান পাইয়াছি, তন্মধ্যে একটির সমালোচনা করাই আশাদিগের অস্বাভাবিক প্রস্তাবের সঙ্গম। সেই কারণটি দেখিতে ও শুনিতে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কার্যকারিতা কোন মতেই সামান্য নহে। কলতঃ তাহা তরুণী-তলস্থ রক্তের ন্যায় আশাদিগকে ক্রমশই নিমজ্জনশীল করিয়া তুলিতেছে।

অধুনা এদেশের তদ্রাত্তর সকলেই যে রূপ পাত্রাদিতে পান ভোজনাদি সমাধা করেন, তাহাই আশাদিগের প্রস্তাবা বিষয়, অথবা, তাহাই আশাদিগের স্বাস্থ্যতরুণীর নিয়ন্তরস্থ রক্ত, স্বরূপ। প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রক্তন, পান ও ভোজনের নিমিত্ত যে সকল পাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ চারি জেনীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—হৃতিকা, প্রস্তর, ধাতু ও উদ্ভিদ-পত্র। পুরাণ ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব কালে এদেশে সাধারণতঃ হুণার পাত্রে রক্তন এবং ধাতু, প্রস্তর পাত্রে ও উদ্ভিদ-পত্রে পান ও ভোজন কার্য নির্বাহিত হইত। ধাতু পাত্র নির্মাণার্থে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংগা এবং কোন কোন মতে তাম্র ও ধাতু ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পিত্তল ও লৌহের বিধান দেখা যায় না। আবার

উদ্ভিদ-পত্রের মধ্যে শুদ্ধ কলী পত্রের প্রতি বিধি এবং পলাশ পত্র, পশুপত্র ও আকন্দ পত্রাদির প্রতি নিবেদন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরের প্রতি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনু-মোদনই দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার প্রকার বিশেষের প্রতি কিছুমাত্র নিবেদন দেখিতে পাওয়া যায় না। এ তাবতের প্রমাণার্থে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

তাত্রপাত্রে ন ভুজীত, তিরকাংস্যো বলাধিনে।

পলাশপত্রপত্রেষু গৃহী ভূজীতুঃ কবে চরেৎ।

রুদ্র মনঃ।

তাত্র পাত্রে মলাশুভ বা তদ্বৎ কাংস্য পাত্রে, পলাশ পাত্রে ও পশু পাত্রে, যে গৃহী ব্যক্তি ভোজন করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য ব্রতরূপ প্রাপ্তিস্বরূপ করিতে হয়।

অৰ্পণে ভবা পূঠে আবনে তাত্রতাজনে।

করে কপটিক চৈব ভুজ্য। চাক্ষারণং চরেৎ।

দব্যবর্জ্যমামৃতমগ্নিপূরণবচনং।

আকন্দ পত্রে, কলী পত্রের পূঠে, লৌহ ও তাত্র নির্মিত পাত্রে, হস্তে, এবং ছিন্নবস্ত্রে ভোজন করিলে চাক্ষারণ ব্রত করিতে হয়।

তাত্ররক্ততদ্বর্ণাশ্মপথশক্তিক-

স্ফাটিকানাং তিরমতিতঃ বা ন দোষাঃ ইতি।

ঐশীদসিঃ।

তাত্র, রক্ত ও সুবর্ণ পাত্র, প্রস্তর পাত্র শঙ্খ পাত্র, বিনুক এবং স্ফাটিক পাত্র তদ্বৎ হটক আর অভয়ই হটক তাহাতে ভোজন করিলে দোষ নাই\*।

রাজা বা তৎসদৃশ ধনী-লোক তিন্ন আর কেহই যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রাদিতে ভোজন করিতে পারিতেন না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যদ্যবিত্ত লোকেরা তাত্র,

কাংস্য ও প্রস্তর নির্মিত পাত্রে পান ভোজন করিতেন, এই রূপ সত্তব বোধ হইতেছে।

কিন্তু যখন তাত্র সম্বন্ধে নিবেদন ও বিধি, ছই তাবই রহিয়াছে এবং কাংস্য পাত্র মলা-শুভ বা তদ্বৎ হইলে তাহা ব্যবহার করণে প্রত্যবার লিখিত আছে, তখন যদ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যে ঐ ছয়ের পরিবর্তে সুলভতর প্রস্তর নির্মিত পাত্রই লচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিলক্ষণ সত্তব বলিয়া বোধ হইতেছে। কলতাঃ তাঁহারা যে প্রস্তর নির্মিত পাত্রাদিই সর্বদা ব্যবহার করিতেন, তাহা এদেশের যে সকল পরিবারের মধ্যে আধুনিক রীতি নীতি এখনও অধিক প্রবেশ করিতে পার নাই, তাঁহাষিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেই অনেক দূর বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র লোকেরা পূর্বে শুদ্ধ মাত্র প্রস্তর নির্মিত পাত্র ও কখন কখন প্রয়োজন অনুসারে কলী পত্রে ভোজন করিত।

ইহার চির এখনও এদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরন্তু, অপরঃপর পাত্রাপেক্ষা প্রস্তর ও কলী পত্র যে তত্রা-তত্র সমুদায় পরিবারের মধ্যে সর্বদা ব্যব-হৃত হইত, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ আছে, যথা, শাস্ত্রানুসারে প্রস্তর ও কলী পত্র এত দূর শুদ্ধ যে, পবিত্র থাকিবার নিমিত্ত যখন হবিষ্যাস ভোজন করা প্রয়োজন হয়, তখন কি ধনী কি নিধন, কেহই এই ছয়ের এক প্রকার তিন্ন আর কোন রূপ পাত্রই ব্যবহার করিতে পারেন না।

কিন্তু অধুনা একেশে যেমন অন্যান্য বিকর, তেমনি এবিষয় সম্বন্ধীয় রীতির বিস্তর পরিবর্ত ঘটয়াছে। এইরূপে ধনশালী দূরে থাকুক, বাঁহারা সামান্য রূপ অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন, তাঁহারা এখনেই পূর্ব প্রথা গৃহাশ্রয় বনে করিয়া তাহা পরিভ্রাণ করেন এবং আরই শিষ্টল ও

\* মনঃ, শুক্তি ও স্ফাটিক পাত্রে বোধ হয় ঐশ্বর্য প্রভৃতি সামান্য জবাবদি সেবন করা হইত, এতদা ততাবধিক প্রকৃত ভোজন পাত্রের মধ্যে গণ্য করিলা ন।

কাংস্য নির্মিত পাত্রেবিশেষেই পান ভোজন ও রন্ধন সমাধা করেন। সাধারণ মধ্যে এই রূপ খাদ্য পাত্র ব্যবহারের বাহ্যিক হওয়াবিশেষে যে কি পরিমাণ চর্মলতা ও ক্ষয়ক্ষতি সঞ্চার হইতেছে, তাহা সম্যক রূপে জ্ঞানজনক করিতে সমর্থ হইবার নিমিত্ত রসায়ন ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত বিধেয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা বিদ্যমান করিয়াছেন যে, খাদ্য উৎপাদির সাধারণ গুণ এই যে, তাহাদিগকে অল্প যাত্রায় অল্প দিন সেবন করিলে বল বিষয়ে বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘ কাল সেবন করিলে তাহার বিপরীত ফল ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। তাহার কারণ বিশেষ বিশেষ খাদ্য দ্রব্য উৎপাদের যে রূপ গুণাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্ব্যবহৃত তাহা, দস্তা, রাও, লৌহ, রোপা, স্বর্ণ প্রভৃতি যে সকল খাদ্য দ্বারা এদেশে পূর্বকাল হইতে ব্যবহার পাত্রাদি নির্মিত হইয়া আসিতেছে, তৎসমূহের সংকিশ্লিপ্ত বিবরণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। তাহার কারণে, তাত্র দ্রব্য উৎপাদ দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর ক্রমশঃ বি-  
 যাক্ত হয় এবং নিম্ন লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় যথা, শরীর শীর্ণ, মলিন ও চর্মল, উদরে পূল বেদনা, ঘাড়ের অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ, ক্ষুধা হানি, এবং উদরায়ন ইত্যাদি। দস্তা দ্রব্য উৎপাদ দীর্ঘকাল সেবন করিলে বা অন্য কোন প্রকারে উদ-  
 রস্থ হইলে শরীর শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, চর্মল, জিহ্বা মলিন, কোষ্ঠ কঠিন, পূল বেদনা, উদর স্ফীত, চর্ম শুষ্ক, এবং পান্দ্রুলে শোথ ইত্যাদি রোগ সকল প্রকাশ পায়। রাও বা টিন্ খাদ্য দ্রব্য উৎপাদ দীর্ঘকাল সেবন করিলে পাকায়নের উগ্রতা জনিত

নানা প্রকার রোগ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা যে কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্ব্যবহৃত মিউরিয়াই অব্ টিন্ (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত রাও) ব্যতীত আর কোনটিই অধিক উগ্র নহে। এই মিউরি-  
 য়াই একেবারে অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হৃদয় উপস্থিত হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে শরীর বিযাক্ত হইয়া তাহাতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। লৌহ দ্রব্য উৎপাদ অন্যতর অপেক্ষা ক্ষেত্রঃ, ইহা অধিক দিন সেবন করিলে শরীরে ক্রিমিও রক্ত সঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি দুই একটি উপদ্রবও ঘটয়া থাকে। রোপা দ্রব্য উৎপাদ সমুদায়ের মধ্যে নাইট্রেট অব্ সিল্ভার (যেহকার দ্রাবক সংযুক্ত রোপা) ভিন্ন আর কোনটিই অধিক উগ্র নহে। সেই নাইট্রেট অব্ সিল্ভার দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর নীল বর্ণ ও বিবিধ রোগের আধার হইয়া উঠে। স্বর্ণ খাদ্য দ্রব্য উৎপাদ সমুদায়ের মধ্যে মিউরিয়াই অব্ গোল্ড (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত স্বর্ণ) ব্যতীত আর কোনটিই তত উগ্র নহে। সেই মিউরিয়াই অব্ গোল্ড একবারে অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হৃদয় এবং অল্প পরিমাণে দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর বিযাক্ত হইয়া  
 ক্ষয় হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসক ও রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের এই সকল পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে এদেশের খাদ্য নির্মিত ভোজন পাত্রাদির মধ্যে কোনটির সহিত শরীরের কত দূর ইকানিফি সম্বন্ধ, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। এদেশের সকলেই এক্ষণে অবস্থানুসারে পিস্তল, কাংস্য, লৌহ, রোপা, ও স্বর্ণ নি-  
 র্মিত পাত্রাদির যোগে রন্ধন ও পান ভোজন

কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুবিধার সুবিধার নিমিত্ত একে একে সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেক কলোৎপাদন বিষয়টি ইউরোপীয় শাস্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লেখা যাইতেছে।

পিত্তল ও কাংস্য অবিমিশ্র ধাতু নহে; তাত্র ও দস্তাকে একত্র করিয়া গলাইলে পিত্তল এবং তাত্র ও রাঙাকে একত্র করিয়া গলাইলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। তাত্র, দস্তা ও রাঙা সম্বন্ধেই অগ্নাদির সহিত মিলিত হইলে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সুতরাং পিত্তল ও কাংস্য নির্দিষ্ট পাত্রের পান বা ভোজন করিলে, তদন্তরিত তাত্র, দস্তা ও রাঙা-রূপ সকল সম্বন্ধেই তক্ষা দ্রব্যাদি হইতে অগ্ন্যজান বায়ু ও বিবিধ অগ্ন পদার্থ আকর্ষণপূর্বক তাৎক্ষণিকের সহিত রাসায়নিক নিয়মে মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থ রূপে পরিণত হয়। সেই সকল যৌগিক পদার্থ মূল পাত্রের সহিত অসংযুক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া অনায়াসেই অভাবহার্যের সহিত একত্রিত হইয়া ভোক্তার উদরগত হয়। তাত্র অপেক্ষা রাঙা এবং রাঙা অপেক্ষা দস্তা অপেক্ষা সময়ে অগ্ন্যজান বায়ু ও অগ্ন পদার্থাদির সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত হয়, এজন্য কাংস্য অপেক্ষা পিত্তল পাত্রের পান ও ভোজন করিলে অধিকতর অনিষ্ট সম্ভাবনা, কারণ পিত্তলে যে দস্তার ভাগ আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযোগশীল। পিত্তল ও কাংস্যের উপাদানরূপ তাত্র, দস্তা ও রাঙা আদ্যাদিগের অভাবহার্য্য নিত্যের সহিত রাসায়নিক নিয়মে মিলিত হইয়া প্রধানতঃ এই সকল পদার্থ রূপে পরিণত হয়, যথা, লবণহ ক্লোরিন পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া উদার ক্লোরাইড রূপে, তিন্তিড়ির রসহ টার্টারিক্ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া টার্টারেট রূপে, লবু রসহ সাইট্রিক্ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া সাইট্রেট রূপে, জলীয়

দ্রব্যহ অগ্ন্যজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইড রূপে, বিবিধ কষার দ্রব্যহ ট্যানিক অম্লের সহিত মিলিত হইয়া ট্যানেট রূপে, তৈলহ অলিফ্ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া অলিফ্ অম্ল রূপে এবং পাকশরের পাচক রসহ মিউরিয়েটিক্ জাবকের সহিত মিলিত হইয়া উদার মিউরিয়েট রূপে পরিণত হয়। একটি ধাতু-কণাই যে ক্রমান্বয়ে নানা রূপ ধারণ করে, এমত নহে, যখন যে কণার সহিত যেকোন পদার্থের সম্মিলন হয়, তদন্তরিত অগ্ন্যজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া সে সেই-রূপ মিশ্র পদার্থে পরিণত হয় এবং প্রায় তদবস্থাই থাকে।

পিত্তল ও কাংস্যের উপাদান ধাতু আশ্রয়্য দ্রব্যাদির সহিত মিলিত হইয়া যে রূপ মিশ্র পদার্থ সকলে পরিণত হয়, লৌহ, তাত্র ও রৌপ্যও তত্তাবত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই সকল রূপ ধারণ করে। এই তিনটি ধাতুর মধ্যে যদিও তত্রাত্ত্র নকলেই লৌহকে রক্ষণ পাত্র (কটাহ) রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তথাচ তাহাতে অধিক হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। লৌহ ধাতু যে রূপেই শরীরাত্তরে প্রবেশ করুক না কেন, তাহাতে রক্ত-কণিকার বৃদ্ধি হইতে পারে। ঐ উপকারের সন্দেশে যে ক্রিষ্ট অধিক ঘটে তাহা অতি অল্প, সুতরাং লৌহ রক্ষণ পাত্রের তত অনুপযুক্ত নহে। তাত্র ও রৌপ্য ধাতু যদিও অভাবহার্য্য দ্রব্যসহিত অগ্ন্যজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া রূপান্তরিত ও অলিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পিত্তল, কাংস্যাদির ন্যায় অল্প সময়ে হইতে পারে না; সুতরাং এই দুই ধাতু নির্দিষ্ট পাত্র-দ্বিতে পান ভোজন করিলে কাংস্য পিত্তলের ন্যায় অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পাত্রাদি গঠন কালে দস্তার সহিত মিলিত হইয়া রৌপ্য যেকোন মিশ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়,

তাহা তাদৃশ অপকারক নহে। বাতা হটক, পূর্বকালে যেকোন অতি অল্প লোকে অল্প ব্যাপারে এই ছই খাত্ত দ্বারা পান ও ভোজন-পাত্র প্রস্তুত করিতেন, এখনও সেই রূপ অল্প লোকে উছাদিগকে কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তদ্বারা দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক অনিষ্ট হই-তেছে না।

সুবর্ণ খাত্ত পাচক রসস্থ মিউরিয়েটিক এসিড বা লবণ দ্রাবকের সহিত মিলিত হইলে বিষ স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। কারণ সুবর্ণ খাত্ত অন্যান্য খাত্তের ন্যায় সাধারণ অল্প বা দ্রাবক সংযোগে দ্রবীভূত হইতে পারে না; সুতরাং ভোজন কালে স্বর্ণ-কণা সকল পাত্র হইতে স্থলিত হইয়া গিয়া পাচক রসের সহিত মিলিত হইতেও পারে না। কিন্তু পাত্রাদি গঠন করিবার সময় স্বর্ণের সহিত যদি তাত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার অপকারিতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাই-বেই পাইবে। বাহা হটক, ভোজন পাত্রাদি নির্মাণ বিষয়ে স্বর্ণের ব্যবহার এত বিরল যে, যদিও ভোজন সময়ে স্বর্ণ ধারা ছই একটি অনু স্থলিত হইয়া উদরস্থ হয়, তথাচ তাহা হইতে প্রায় কোন প্রকার অপকার দর্শিতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ যে কয়েকটি বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়াছি, তদ্বারা সচক্ষে এই উপলব্ধি হইতেছে যে, স্বর্ণ অধুনা এদেশের ভ্রাতৃত্ব সকলেই খাত্ত পাত্র সর্বদা পান ভোজন ও রক্ষণ করিতেছেন, তখন সকলেই যে প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণ বিষ ভোজন করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে, বাহারা যে রূপ খাত্ত যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাহাদিগের ভুক্ত বিষের স্বাভাৱিত অধিক। বিব-দোষের স্বেচ্ছাধিক্য

অনুসারে ব্যবহার্য খাত্ত সমুদায়কে এই রূপে জেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যথা, ১ পিত্তল, ২ কাংসা, ৩ তাত্র, ৪ রৌপ্য, ৫ লৌহ, ৬ স্বর্ণ। এই সকল খাত্ত অল্প ও অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে কি রূপ উপদ্রব সকল উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা পূর্বেই বিস্তারিতরূপে এদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তৎসমুদায়ের পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

## সংবাদ।

গত ২৪ এ তাত্র দিবসে লাহোর সংসদার দ্বিতীয় সাংসদগণিক উৎসবের কার্য অতি সমা-মোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে নগরস্থ শান্তি ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শিক্ষা বিভাগের ডায়েরেক্টর আকিসের প্রধান কর্মচারী লালারামবাব এই উৎসবের জন্য আপনাদিগের প্রস্তুত ভবন ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন। উৎসব ক্ষেত্র লতা পল্লব পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং উপাসনা গৃহ ধূপ ও গুণগুণ চন্দন প্রভৃতি দ্রব্যের সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই দিবস বেলা ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্যন্ত উপাসনা হয়। বেলা ৮ হইতে ৯ ঘটিকা জারতবর্ষের প্রাচীন মহিমার স্থল, বর্তমান স্বদেশ-চারিতা নিবারণের এক মাত্র উপায় এবং আশা-মি-গের দেশের ভাবি উন্নতির এক মাত্র কারণ, এই বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত গান ভজন এবং পণ্ডিতদিগের সঙ্গত হইয়াছিল। এই সঙ্গতের শোভা অতি প্রশস্ত ও রমণীয় হইয়াছিল। সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন “স্বর্ণ বেদীর চতুর্দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞানপুটে সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন সভার কি রূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে সত্য প্রত্যয় উপলব্ধি হয় না।” বেলা ১০টা হইতে দ্বিপ্রস্তর পর্যন্ত পণ্ডিতদিগের সম্মান রক্ষণ ও দ্বিতীয় পো-দ্বিগকে দান করা হইয়াছিল। ১০টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এবং গুরুদাসের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল পাঠিত হইয়াছিল। তিনটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত ধর্মচর্চা হইয়াছিল। পাঁচটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত বিবিধ গ্রন্থ হইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাবের অল্পবিত্ত নীতিসার ও সংকথা পাঠিত হইয়াছিল। তৎপরে সাংসদগণিক উপাসনা হইয়া উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়। ছই প্রায় তিনটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত যে ধর্মচর্চা হইয়াছিল, সে সময়ে এক জন

হৃদ শিশু মহাত্মা নামকের জগন্নাথ কেন্দ্রে পরিভ্রমণ কালের হুতাশ এই রূপে বর্ণনা করেন যে জগন্নাথ দেবের সায়ংকালীন আরতির শেষ হইলে পুজক পাণ্ডা তেঁধিলেন, এক ব্যক্তি দ্বিগিরের এক পাখের উপরিত্তি হইয়া আছেন কিম্ব তত্ত্বগণের স্যার সত সন্তক ও গললদীকৃত বাসা মনে, ইহাতে চমকিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে? দেব দ্বিগিরের মধ্যে আরতির সময় সন্তক না হইয়া অবিখ্যাসীর স্যার উপরিত্তি রহিয়াছে?” নামক বিনয়ভাবে পুজকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

গগন যে ধান রবি চন্দ্র দীপক বনে তারকা মণ্ডলা জমকে মোতী। ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে সগল বদরায়ী ফুলন্ত জ্যোতি। কয়েকী আরতী হোবে ভব খণ্ডনা তেরী আরতী অমাহতা শব বাজন্ত তেরী। হরিচরণ কল মকরন্দ লোভিত মলোছমিনা যে আরে পিয়সা। রূপা জল দে নামক সারঙ্গকো জাতে হোবে তেরে নাম বাসা।

গগনরূপ ধানে সূর্য্য চন্দ্র দুই দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে এবং উজ্জল তারকা সকল বেল যুক্ত হইরাছে। মলয়ানিল ধূপ স্রবণ হইরাছে। পবন চামরধারী হইয়া ব্যজন করিতেছে। বল কল ফুলে শোভিত হইয়া গজ দ্বন্দ্ব করিতেছে। হে—ভব খণ্ডনা! এ তোমার কেনন আরতী হইতেছে। আমার মন সেই হরি চরণ মকরন্দ গায় জন্মা অছমিন পিপাসিত, রূপা করিয়া নামক রূপ পকীকে রূপা-জল দেও, বাতে তোমার নামে আমার বাসা হয়।

## বিজ্ঞাপন।

এরূপ হিন্দুধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম পঞ্জাব প্রদেশে প্রচার জন্য সংসদা নামে এক সভা কৃতবিন্দু পঞ্জাববিশেষের বহু সংস্থাপিত হইয়াছে। গত দুই বৎসরের কার্য বিবরণ বাহা সময়ে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টি করিয়া এই সভার কতদূর উন্নতি সাধন হইরাছে, তাহা সাধারণ বর্ণ জনসাধারণের জ্ঞাত করিতে পারিয়াছেন। গত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য জীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সংসদার কার্য প্রণালী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংসদার অন্তর্নিবিষ্ট একটী বিদ্যালয় ও একটী উপাসনালয় আছে। বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। অঙ্গাঙ্গী আলাদোচনার সঙ্গে ধর্ম এবং নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য। উপাসনালয়ে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা কার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। সুবিধাতা শিক ধর্ম প্রচারক মহাত্মা নামকের মতের বহুল অংশ অবলম্বন করিয়া দেশীয় নীতি নীতি বত দূর সন্ত, তদনুসারে সংস্কৃত এবং

শুক্লধর্মী ভাবের উপাসনা কার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গীয় ভাব এই সভার প্রচারিত তত্ত্বের অতি সুন্দর রূপে বিস্তৃত হইরাছে। দিন দিন সংসদার সভা সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, সংসদার অধ্যক্ষসমাজী সজ্জনগণ ইহার জন্য একটী বাটী নির্মাণ করিবার নিমিত্ত বস্ত্র পাইতেছেন। এ কার্যে অঙ্গুল ২৫০০ টাকা ব্যয় হইবে। বহিঃ স্থানীয় ঠাকুর উপর নির্ভর করিয়া এই কার্যের প্রথম উদ্যোগী লাল বিহারী লাল, পণ্ডিত বসন্তরাম এবং তারুদত্ত প্রভৃতি কয়েক জন সভা তাহাতে অগ্রসর হইরাছেন, তথাপি আমরা তরসা করি বিদেশীয় সাধু সজ্জনগণ স্বীয় স্বীয় সাধারণসারে এই মহৎ কার্য সাধনের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া সমর্থনের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। বঙ্গদেশের জীমুক্ত বাহুরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য টাকা প্রদান করিলে অথবা আমার নিকট সিমনা পূর্ণিতে পাঠাইলে বহা স্থানে প্রেরিত হইবে।

জি সারনাংপ্রদান তট্টাচার্য্য  
সম্পাদক।

## আর ব্যয়।

পৌঃ ১৯২৩, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আর	...	...	১৩৮৮/৫
পূর্ণকার দ্বিত	...	...	৪৪৫৮/৫
সমষ্টি	...	...	৫৮৪৮/১০
ব্যয়	...	...	২৩৪৮/৫
দ্বিত	...	...	৩৪৯৫/৫

## আর

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৫৬৮/০
পুস্তকালয়	...	...	৫৮/১৫
বস্ত্রালয়	...	...	৪৫
গম্বুস্ত	...	...	৪৮/১০
সমষ্টি	...	...	১৩৮৮/৫
ব্যয়	...	...	২৩৪৮/৫
ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১০৫/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৮৭৮/০
পুস্তকালয়	...	...	২৬৮/০
বস্ত্রালয়	...	...	৪৮/৫
গম্বুস্ত	...	...	১৮/১৫
সমষ্টি	...	...	২৩৪৮/৫

চান প্রাপ্তি।

মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৭

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর।

সম্পাদক।

নমঃ ১৯২৩। বঙ্গবন্ধু ১৯২৩। ১ কাল জল মলময়।

কৃষ্ণবাহাএকমহিমপ্রজ্ঞাসৌদাম্যং ত্রিকানৌতরিষং সৰ্বসমুদ্রং । তদেব মিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতত্ত্বনিববহনমন্ত-  
নোবাতিভীয়াং সৰ্বব্যাগি সৰ্বমিচ্ছুং সৰ্বজ্ঞং সৰ্ববিৎ সৰ্বশক্তিমন্তুং পূৰ্বমপ্রতিশমিতি । একমাত্ৰমাদ্যোপাননম  
পারিত্রিকৈরমিকং সত্ত্বমবতি । তন্নিম্নীড়িতম্য শ্রিয়কাৰ্য্যবাসনকং তত্ত্বপাননমব ।

সাংসারিক লোকের অবস্থা ভেদে এই সংসার যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিগ্রহীত হইয়া থাকে, তাহারই নাম সংসার-গতি। বিষয়ীর অভ্যাস প্রাসাদারোহণ করিয়া ধন জন অর্থ রথের গর্ভে মনে করেন এ সংসার কেবল বিলাসের আগার, কেন না তাঁহার কথন চুখ-কোড়ে আলিঙ্গিত হয়েন নাই, তাঁহাদের নয়ন-দর্পণে সংসার যে বিলাস খাম বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহার আশ্চর্য কি ?। দরিদ্রগণ পর্ব কুটীরের ভারে বসিয়া যখন আপনার অপেক্ষা উচ্চ লোকদিগের ধন জন মান সম্বন্ধ চিন্তা করেন, তখন তাঁহারা হুঃখিত হৃদয়ে আপন অবস্থাকে বিচার দেন। কিন্তু আবার তাঁহারা যখন আপন অপেক্ষা সুখে বিবেক দৃষ্টিপাত করেন, তখন মনে করেন, এ সংসার



সুখ ও দুঃখে পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ ভোগ এ সংসারের মৈসর্গিক ধর্ম নহে। পাপ যাতনার কাতর হইয়া পাপী মনে করে এসংসার কেবল দুঃখের আগার ও পাপে পরিবেষ্টিত, এখানে নিরুদ্ভিগ্নতা ও শান্তি সুখ নাই। তাহার হৃদয় যেকপ পাপ-পীড়িত, তাহাতে তাহার একপ কাতর ধনি আশ্চর্যের কারণ নহে, কেন না তাহার জীবন পৃথিবীর শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পায় নাই—ঈশ্বরের পবিত্র বিমলানন্দ আবাদন করে নাই—সে সেই মধুরতার বঞ্চিত, সুতরাং সেই পবিত্র সুখের কপ-নাও তাহার মনে স্থান পায় না। যাঁহারা এক সময়ে সম্পদের উচ্চ আসনে অধিকৃত ছিলেন, বিবিধ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেন, যান সমুদ্রের গর্ভিত পদ লাভ করিয়া মনে মনে আপনাকে অপরিমিত সুখী জ্ঞান করিতেন, কালে যখন পরিবর্তনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাদের সেই নখর ধন যান পদ ঐশ্বর্য তিরোহিত হয়, দুঃখের করাল বশনে কবলিত হইয়া তখন যদি তাঁহারা পূর্বতন অবস্থাকে অরণ করিয়া প্রকৃতির পরিবর্তন শীলতা চিন্তা করেন, তবে তখন তাঁহাদের সেই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়—সেই উদাস অন্তঃকরণ—সেই সম্ভাপিত চিন্তা বৈরাগ্য আশ্রয় করে। তখন তাঁহাদের মনে যে সংসারের মধুর মূর্তি একেবারে বিস্মৃত হয়—পূর্বকৃত দুষ্কার্যের বিবশর ফল ভোগ করিয়া মনে মনে পৃথিবীকে দিকার দেয়, তাহা স্বভাঙ্গ। কন্তু ঈশ্বর-প্রেমী ধর্ম-পরায়ণ সাধুরা সাংসারিক প্রলোভন-তৎপর প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া তুমি ঈশ্বরে আত্মাকে সমর্পণ করত শান্তি সুখ অনুভব করেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তিগণ বশীভূত হইয়া সাধুভাবে পরিচালিত হয়, তাঁহারা সংসারে অনাসক্তি জন্য কখন কোন দুঃখের

সহিত সাক্ষাৎকার করেন না, সুতরাং সংসারকে সুখময় জ্ঞান করেন।

বস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি নমনসঃ সন্না ভূতিঃ।  
ন তু তৎপদমাধোতি বশ্যাসু যো ন জায়তে।

যিনি জ্ঞানবান্, নবশ ও সর্বদা শুদ্ধ চিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করেন, যাহা হইতে তাঁহার আর বিচ্যুতি হয় না।

যাঁহারা ঈশ্বর প্রেম অনুভব করিয়াছেন, যাঁহারা মানব জীবনের স্বাধীন ব্যবহারের সহিত ঈশ্বরের দয়ার ফল এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন পরব্রহ্ম সভ্য-জ্ঞান-অনন্ত স্বরূপ; তাঁহারা পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছার এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই মঙ্গলময় ইচ্ছাতেই ইহা রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না, মঙ্গলময় ঈশ্বরের এ আনন্দ ধায়ে কিছু নিরানন্দের কারণ বিদ্যমান আছে। অতএব যেমন কাচের বর্ণে প্রতিফলিত সমুদায় বস্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত দেখায়, তরূপ মানসিক প্রবৃত্তিগত পবিত্রতা ও অপবিত্রতাতেই এই সংসার নানা রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই সংসার-গতি, ইহাতে আসক্ত হওয়াই অনর্থের মূল।

হে পরমাত্মন! হে জীবনযাত্রার একমাত্র মঙ্গল! হে আমাদিগের সর্ব্ব ধন! আমরা তোমার নিত্য শরণাপন্ন হইতেছি, কারণ হইয়া তোমাকে প্রাণতরে ত্যজিতেছি। আমরা সংসার যাত্রার বিবিধ ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগের উপর প্রসন্ন বশনে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমরা সাংসারিক সকল কষ্টকে উপেক্ষা করিতে পারিব। হে জীবনের জীবন! তোমার জ্যোতি দেখিতে না পাউলে আমরা সকলই অন্ধকার দেখি। অতএব আমাদিগের চক্ষু হইতে তুমি কখনই অন্তর্হিত হইও না এবং আমাদিগকে সংসারের কুটিল

গতিতে নিক্ষেপ করিও না, তোমার নিকট  
এইমাত্র প্রার্থনা।

ও একবেবাদিতীয়হু।

## মনের একাগ্রতা সাধন।

৩৪৬ সংখ্যক পত্রিকার ৫৫ পৃষ্ঠার পর।

মনের স্বৈর্য সাধনার্থে যে সকল শারী-  
রিক ও মানসিক নিষম অবলম্বন করা  
বিধেয়, তন্মধ্যে ৩৪৬ সংখ্যক পত্রিকায়  
আমরা শারীরিক নিয়মাস্তর্গত শুদ্ধ আহার  
ও উপবাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি; এক্ষণে  
তাহার অবশিষ্ট নিয়মগুলির মধ্যে কতি-  
পয় নির্দিষ্ট হইতেছে।

৩ পরিচ্ছদ।—আমরা উক্ত সংখ্যক  
পত্রিকায় সপ্রমাণ করিয়াছি যে, বাহা দ্বারা  
শরীর সময়ে উত্তেজিত ও সময়ে অবসাদিত  
হয়, তাহা কোন মতেই মনের স্বৈর্য সাধ-  
নের অনুকূল নহে। সেই নিয়মটির সাহায্য  
গ্রহণ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই  
আমরা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমুদায় কর্তব্য নিষ্-  
পন্ন করিতে পারি। ভারতবর্ষ উষ্ণ-প্রধান  
দেশ,—অন্যান্য অনেক দেশোপেক্ষা এখানে  
শীতের প্রাক্তর্ভাব অতি অল্প। এখানে  
পূর্বকাল হইতে যেকোন পরিচ্ছদ ধনী দরিদ্র  
প্রভৃতি সকলের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আ-  
সিতেছে, তাহা যে সম্পূর্ণ রূপে এদেশের  
উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। এখানকার  
চিরশ্রদ্ধি সংস্কার অনুসারে, ইউরোপীয়-  
দিগের ন্যায় শরীরের সমুদায় অঙ্গ সর্বদা  
বস্ত্রাচ্ছাদিত না রাখিলে সভ্যতা বা লজ্জা-  
শীলতার ব্যাঘাত হয় না। এই হেতু,  
এখানকার লোকেরা ঋতু বিশেষে শীত ও  
উষ্ণতার পরিমাণানুসারে অঙ্গ বিশেষ আবৃত  
বা অনাবৃত রাখিয়া থাকেন। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে  
এই রূপ স্বাধীন ব্যবহার শারীরিক স্বাস্থ্যের

অত্যন্ত অনুকূল; সুতরাং উহা মনের একাগ্রতা  
সাধন বিষয়েও সম্পূর্ণ হিতকারী। কিন্তু অ-  
ধুনা ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে অজ্ঞতা  
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই রূপ স্বাধীন ব্যবহা-  
রকে অসভ্যতার লক্ষণ বিবেচনা করিয়া  
ভয়ানক গ্রীষ্মকালেও সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত  
না করিয়া কান্ড থাকেন না। কি কার্য্যা-  
লয়, কি বিদ্যালয়, কি ভজনালয়, কি বাস  
গৃহ, অধুনা যেখানেই যাও এতদ্যেক ব্যক্তিকে  
আপাদকর্ষ বস্ত্রাবৃত দেখিতে পাইবে।  
তাঁহারা গ্রীষ্ম প্রভাবে স্বাভাবিক কলেবর হইয়া  
হট্‌কট করিতে থাকিলেও, কোন মতে অ-  
ন্যের সাক্ষাতে অনাবৃত শরীর হইতে চাহেন  
না। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এদেশের স্বাভাবিক  
রীতির এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন যে  
শুদ্ধ শারীরিক স্বাস্থ্যেরই অনিষ্টকারী এমন  
নহে, মনের একাগ্রতা সাধন সম্বন্ধেও উহা  
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। ফলতঃ, পরীক্ষা দ্বারা  
ইহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, যে রূপে ও যে  
পরিমাণে বস্ত্র পরিধান করিলে শরীর নাতি-  
শীতোষ্ণ ভাবে থাকে, তাহাই প্রস্তাবিত  
সাধনের সম্পূর্ণ অনুকূল

আর্য্য ঋষিরা মনের একাগ্রতা সাধন  
বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইরাছিলেন, বোধ  
হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জাতিই সে  
রূপ হইতে পারেন নাই; সুতরাং প্রস্তাবিত  
সাধনাকাজীদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহারা  
যেকোন ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন,  
তাহা যে পরীক্ষা-সিদ্ধ ও এদেশের সম্পূর্ণ  
উপযোগী তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ  
নাই। তাঁহারা বিধান করিয়া গিয়াছেন  
যে, উপাসনার সময়ে (যে সময়ে মনের একা-  
গ্রতা নিত্যন্ত প্রয়োজনীয়) উপাসক স্নান বা  
হস্ত পাদাদি ধৌত করিয়া এক বস্ত্র পরিধান  
এবং আর এক বস্ত্র উত্তরীয় রূপে গ্রহণ  
পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইবেন। এতদ্বিধ,

উপাসনার সময়ে কোন প্রকার নীতিবস্ত্র (জামা ইত্যাদি) পরিধান করিবার পক্ষে তাঁহাদিগের আবার স্পষ্ট নিষেধ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদিগের সেই নিষেধ বিধি অনুসারে এখনও অনেক প্রকৃত হিন্দু, আমাদের কথা দূরে থাকুক, কোন প্রকার হুচি কার্য্য শোভিত উত্তরীয় পরিধান করিয়া পূজা করিতে বসেন না। পূর্বে যে নানা প্রকার নীতিবস্ত্র ব্যবহারের প্রথা ছিল, তাহা উক্ত বিধান দ্বারা ই সম্মানিত হইতেছে, কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়, শাস্ত্রকারগণ উপাসকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পোষকতা করিবার জন্যই, রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি একই প্রকার নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব যদি আমরা দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনের দৈর্ঘ্য সাধন করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার পথ পরিভ্রমণ পূর্বক দেশীয় রীতির অনুসরণ করা অতীব কঠিন। দেশীয় রীতানুসারে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইলে তাঁহাদিগকে সভ্যতা বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের যে অনুরাগ আছে, কেবল তাহারই কিরণ পরিমাণে ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। জ্ঞেয়ের জন্য কি এই অস্পষ্ট মাত্র ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবেন না?

৪ বাসস্থান—মনুষ্য অন্যান্য স্থান-পেক্ষা বাসস্থানেই দীর্ঘা রাত্রির অধিকাংশ সময় যাপন করেন, এজন্য মনের দৈর্ঘ্য সাধন বিষয়ে যদি স্থানের কিছুমাত্র কার্য্য-কারিতা থাকে, তবে তাহা বাসস্থানেরই অধিক পরিমাণে আছে। যত দিন যত্নকে অস্বাভাব্যে রাখিবার অভ্যাস পরিপক্ব না হয়, ততদিন যতই দর্শন, জীবন, জ্ঞান,

ও স্পর্শ ইঞ্জিয়ারের বিষয় সকল আনিয়া নিকটে উপস্থিত হয়, যত ভতই একা-প্রজা-জট হইয়া তাহাদিগের বোণে ইচ্ছিতঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই রূপ বিক্ষেপের প্রতিকার করিবার জন্য, অভ্যাসের প্রধান স্থান বাসগৃহকে কয়েকটি বিশেষ গুণে ভূষিত করা উচিত। একাপ্রজা সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যে গৃহে বাস করেন, তাহার অভ্যন্তরে তাহার আসন ও প্রয়োজনীয় ছুই এক ধানি পুস্তক ব্যতীত স্পর্শ ও দর্শনোপযোগী আর কিছুমাত্র রাখা উচিত নহে, বাহিরের কোন প্রকার শব্দ ও গন্ধ তথায় প্রবেশ করিতে না পারে একপ বিধান করা উচিত, এবং বাহ্যতে অধিক আলোক ও অধিক বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও উপায় করা আবশ্যিক। এতদ্ব্যতীত, সেই গৃহ বাহ্যতে সকল সময়ে সম্মীতোক ভাবে থাকিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে পারিলে আরও ভাল হয়; কারণ এই ভাব শরীরের ও মনের যে রূপ জিয়, সেক্ষণ আর কিছুই নহে। ইচ্ছক বা যুক্তিকা নির্মিত হইলেই গৃহ কালনির্নিশেমে অনেক পরিমাণে সম্মীতোক ভাব ধারণ করে। পূর্বে বাহারা বোগাত্যাস করিতেন, তাঁহারা হয়, পর্বত গুহার, না হয়, গুহ যুক্তিকার গর্ভ ধনন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। তাঁহারা যে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলির সাধনান্তিমুখেই এই রূপ আবাসের আশ্রয় লইতেন, তাহা আমরা এইরূপে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অপরন্ত, যে গৃহে বসিয়া প্রভাবিত মানসিক সাধন অভ্যাস করিতে হইবে, তথায় উপাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ মানসিক কার্য্য তিন্ন কোন সময়ে আর কোন প্রকার কার্য্য সম্পাদন করা উচিত নহে; কারণ যে স্থানে যে কার্য্য নির্বাহিত হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে উদ্ভ্রান্তিত বিষয়

সকল আশিয়া মনকে আকৃষ্ট করিবেই করিবে।

৫ রোগ—মনের স্বৈর্য সাধন বিষয়ে শারীরিক রোগের তুল্য বিষয়জনক আর কিছুই নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। রোগ দ্বারা শরীর যে পরিমাণে ক্লিষ্ট ও অস্থির হয় তা পড়ে, মনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে ক্লিষ্ট ও বিক্লিষ্ট না হয় তা থাকিতে পারে না। পীড়ার হস্ত হইতে অতি অল্প লোকে অল্প সময়ে নিস্তার পাইয়া থাকেন, এ জন্য মনের স্বৈর্য সাধনও সকল সময়ে সকলের ভাগ্য ঘটনা উঠে না। এত প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ বশতঃ শরীর ক্লান্ত হয় তা পড়ে যে, অনেক সময়ে সহস্র বিভ্রাট চিরকাল একত্রিত হয় তাও তাহার কিছু মাত্র সজ্ঞান করিতে পারেন না। রোগের কারণ বাহ্যই হউক, রোগ দুরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত মন কোন যত্নেই স্থির তাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব প্রস্তাবিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে শরীরে যে কোন প্রকার রোগ থাকে, তাহা সর্ব প্রথমে আরোগ্য করা উচিত। সাধনের ক্লান্ততা নিবন্ধনও অনেকের শিরো রোগ প্রভৃতি ছই একটি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তত্কাবশ্যেও সূত্রপাতে নিবারণ না করিয়া অধিক অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা উচিত নহে। পীড়া আছে থাকুক, কিন্তু আশি মনকে আশ্রয়ণে আনিব, তাহাকে একাগ্র করিব, এই রূপ আশা করা নিতান্ত বার্থ হয়। রোগ মাত্র স্বৈর্য সাধনের বিরোধী বটে, কিন্তু কোন কোন রোগের পরিণাম ফল তাহার বিলক্ষণ অনুকূল হয়। নেত্র-রোগ ও কর্ণ-রোগ বৎপন্নোন্মত্তি বস্তুগাণ্যক বটে, কিন্তু যদি তাহারা অন্ধতা ও বধিরতা উৎপাদন করিয়াই তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ

অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিস্তর কতি স্বীকার করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে মনের একাগ্রতা সাধন সম্বন্ধে অপরিপাক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। বাহ্য হউক সে রূপ সুবিধা বোধ হয় কাহারই প্রার্থনীয় নহে।

কি উপায়ে শারীরিক স্বাস্থ্য ভ্রমের নিবারণ এবং তদ্ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহা মনুষ্যের অধ্যাপি নিশ্চিত রূপে বলিবার অধিকার জন্মে নাই। সকলেই বলেন স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্র নির্দিষ্ট সুনিয়ম সকল নিয়ত প্রতিপালন এবং পীড়া শাস্তির নিমিত্ত সুব্যবস্থানুযায়িত ঔষধ পণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে আশাশিগেরও সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে উক্ত সুনিয়মাবলী অবগত হওয়া এবং সুচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা সুদূরপরাহত, এই নিমিত্ত সাধারণের সুবিধার্থে এখানে তত্ত্বতঃ সহজীয় কতিপয় পরীক্ষিত জ্যেষ্ঠ উপায় সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

স্বাস্থ্য ভ্রম নিবারণের নিমিত্ত শীতল শোণিত ও উর্দ্ধুরতা হওয়া অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর উপায় আছে কি না তাহা আমরা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইতে পারি নাই। শীতল শোণিত হইলে শরীরের কোন পদার্থই কোন সহজ কারণে ক্ষয় বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না এবং উর্দ্ধুরতা হইলে জীবনী-শক্তি প্রবল পীড়নেও ক্ষয় হয় না; সুতরাং এই দুই উপায়ে যদি স্বাস্থ্য রক্ষিত না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? কি কি উপায় দ্বারা শীতল শোণিত ও উর্দ্ধুরতা হইতে পারা যায়, তাহা এইক্ষেপে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাইতেছে। শীতল-শোণিত

হইবার নিমিত্ত প্রধানতঃ আহার, উপবাস, পরিচ্ছদ, স্নান ও নিদ্রা সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম সর্ব প্রযত্নে পালন করা একান্ত বিধেয়। পূর্বে যে কপ আহার উপবাস, ও পরিচ্ছদ মনের স্বৈর্য্য সাধনের পোষক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই শীতল-শোণিত হইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মনের উপর ভাগ্যানিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাট বটে, কিন্তু তাহার শরীরের ত্তি সাধন করিয়াই পরস্পরা সম্বন্ধে মনের স্বৈর্য্য সাধনের পোষকতা করে। ঘাটা হটক এখানে শুদ্ধ স্নান ও নিদ্রা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। এতাহ পরিচ্ছদ শীতল জলে অন্যান্য একবার অব-গাখন পূর্বক স্নান করা উচিত। প্রতিদিন দুই বেলা দুইবার স্নান করিতে পারিলে অধিকতর উপকার লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা অত্যধিক বিরহে অনেকেরই অসম্ভব হইয়া উঠে। শীতল জলে সমস্ত শরীর নিমজ্জন পূর্বক স্নান করিলে যেমন শরীরস্থ স্নান পেশী প্রভৃতি বলিত হয়, তেমন আবার শোণিতও শীতল হয়। অপরক্ক শরীরের পক্ষে নিদ্রার তুল্য স্বৈর্য্য বিধায়ক আর অতি অল্প ব্যাপার আছে। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি, সূর্য্যোদয় দিবসের ম্যায় রাত্রিতে কোন প্রকার জাগ্রত জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে লীপ সন্নিবন্ধে উপবেশন করিয়া শারীরিক বা মানসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের স্নান যত্ন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার সেই অবসন্নতা পূরণ করিবার নিমিত্ত শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে; সুতরাং স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। অতএব রাত্রিকাল যতটুকু শ্রম ও নিদ্রাতে অতি-বাঞ্ছিত হয়, ততটুকু স্বাস্থ্যের বিঘ্ন সকল বিদূ-রিত হইতে পারে।

জীবনী-শক্তিকে অল্প রাধিবার জন্য যেকপ উর্দ্ধুরেতা হওয়া আবশ্যিক, তাহা এইক্ষেণে নির্দেশ করা যাইতেছে। উর্দ্ধুরেতা শব্দের প্রকৃত অর্থ যেকপ, কাহারই সেকপ হওয়া অসম্ভবগতির অতিশ্রেষ্ঠ নহে; কারণ একে সেকপ হওয়ার সাধ্য অতি অল্প লোকের আছে, তাহাতে আবার যদিও কেহ সেকপ হইতে পারেন, তাহা হইলেও নৈস-র্গিক নিয়মের সম্পূর্ণ নিরোধ বশতঃ যেমন শরীরের সেইকপ আবার সৃষ্টি কার্য্যের বিষয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত সাধকেরা সংযতরেতা হইলেই পর্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যত দূর সংযমন করা আশাযে অতিশ্রেষ্ঠ, সংযতরেতা শব্দ দ্বারা তত দূর প্রকাশ পায় না বলিয়াই আমবা একেবারে উর্দ্ধুরেতা শব্দের ব্যবহার করি-লাম।

রক্তসংযমনের সহিত স্বাস্থ্যের একপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের যে পরিমাণে ক্ষয় হইবে, অপরেরও সেই পরিমাণে ক্ষতি না হইয়া থাকিতে পারে না। এই সংযমন দ্বারা জীবনী-শক্তির বল প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এমন কি, যেকপ ক্লেশ বা পীড়ার অন্যের আত্মা শেষ হয়, সংযত ব্যক্তির তাহাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ তিন্ন আর প্রায় কিছুই হয় না। অধিক কথা আরোজন কি, এই সংযমন দ্বারা মনুষ্যের আত্মা পরিমাণও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অস্বদেশীয় ব্রহ্মচারী ও ভক্ত পরিবারস্থ বিধবাগিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার বাখ্যার্থ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার যে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অতি অল্প পীড়িত হয়েন, এবং যদিও পীড়িত হয়েন, তাহা হইলে যে অতি সামান্য চিকিৎসায়ই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠেন, তাহার প্রধান কারণ রক্তসংযমন তিন্ন আর কিছুই নহে।

একপে, এই সংযমের নিয়ম ও উপায় নিকপিত হইতেছে। ইহার নিয়ম সম্বন্ধে অম্মদেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যেরূপ বলেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বটে, কিন্তু তাহা পরিজ্ঞমী সাধারণ লোকদিগের পক্ষে যতদূর উপযোগী, কঠোর মানসিক আশ্রম জীবীদিগের পক্ষে ততদূর নহে। শুদ্ধ শরীর চালনা অপেক্ষা শরীর মন উভয়ের চালনা কঠিন এবং ঐ মিশ্র চালনা অপেক্ষা আবার শুদ্ধ মনের চালনা কঠিন। এই তিন রূপ আশ্রমজীবীর মধ্যে শেষোক্ত রূপকে যেমন অল্পকণের আশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতে হয়, সেরূপ আর কাহাকেও হয় না; সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত সংযমের নিয়ম যে সর্বাপেক্ষা কঠিন হওয়া উচিত, তাহা সন্দেহই প্রতীয়মান হইতেছে। যাহারা মনের একাগ্রতা সাধন করিয়া আধ্যাত্মিক কার্য পরম্পরায় নিবর্তিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই শেষোক্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সর্বাপেক্ষা অধিক সংযম করা আবশ্যিক। তাঁহারা যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম অপেক্ষা অম্মদেশীয় যোগ শাস্ত্রের বিশেষ নিয়ম পালনের অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই অভিলষিত সাক্ষ্য প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা। কি উপায়ে উক্ত রূপ সংযম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, পূর্বে তাহার কিয়দংশ এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ পরে হইবে। পূর্বে যেহেতু আহার, উপবাস, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, স্নান ও নিদ্রা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎকারা শোণিত শীতল হয় বলিয়া অনুমান দ্বারা শাসিত না হইলেও রোগ আপনাই অনেক পরিমাণে সংঘত হইয়া যায়। শীতল-শোণিত হইলে যে রুতিপ্ৰসূতা অঙ্গ হয়, তাহা সর্পাদি জন্তু দ্বারা ই সম্ভা-

ণিত হইতেছে। আমাদেরিগের শাস্ত্রকারগণও যে উহা অবগত ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহাদিগের রূত বিধবাসির কর্তব্য ব্রহ্মচর্য বিধানেনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। মন দ্বারা এই সংযম কার্য কিরূপে নির্বাহিত হইতে পারে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

অতঃপর, তদ্ব্যবহার পুনরুদ্ধারের পোষক উপায় কি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। রোগ আরোগ্য করণ বিষয়ে ঔষধ পথ্য শ্রেষ্ঠ উপায় বটে কিন্তু তাহা অতীব অনিশ্চিত। আমরা একরূপ চিকিৎসা তিন ছুইটি উপায়ের সম্মান পাইয়াছি; তাহা যেমন মূলত তেমনি নিশ্চিত। ঈশ্বরের মাতৃদেহ অটল বিশ্বাস এবং রোগের প্রতি ঔদাসীন্য, ইহাই সেই দুইটি উপায়। এই দুইটি উপায়ের কার্যকারিতা একরূপ আশ্চর্য যে, জীবনোপকৃতির কিঞ্চিৎ পরিমাণ বল থাকিতে অনেক ব্যক্তি শুদ্ধ এই উপায় দ্বয়ের প্রসাদে উৎকট পীড়া সকলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই উপায়কে কলবিধায়ক করিতে হইলে মনের কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা আবশ্যিক, যাঁহাদের সেই দৃঢ়তার অভাব ঘটে, তাঁহাদের নিকট উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ দুইটি উপায়ের আশ্রয় গৃহীত হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহা না হইলেও উহারা স্বয়ংও পর্যাপ্ত পরিমাণ সুকল উৎপাদন করিয়া থাকে। তারকনাথ ও বৈদ্যানাথ প্রভৃতি দেবতার ভক্তেরা যে বিনা চিকিৎসায় বিস্তর উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন, তাহার মূলে উক্ত উপায়দ্বয়েরই কার্যকারিতা সমাধিক দৃষ্ট হয়। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতির স্বার্থে এইরূপে তরানক প্রতিবন্ধক স্বরূপ শারীরিক অব্যবহার পরিত্যাগ অতিক্রম করিয়া

মনের একান্ততা সাধন রূপ প্রথম অনু-  
ষ্ঠানে যন্ত্রের সহিত প্রস্তুত হইবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

## স্বাস্থ্য ও ভোজন পাত্র।

৩৫৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯১ পৃষ্ঠার পর।

খাদ্য পাত্রে পান ভোজন ও রন্ধন  
করিলে যে খাদ্য রূপ সকল নানা প্রকারে  
রূপান্তরিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে, তাহার  
প্রত্যেক প্রমাণ প্রদর্শন করা বড় কঠিন  
ব্যাপার নহে। লৌহ কটাঁহে কাঁচা কলা  
প্রভৃতি কোন কবার দ্রব্য জল সহযোগে  
রন্ধন করিলে উক্ত জল রূপবর্ণ হয় এবং যদি  
এহণে স্পষ্ট খাদ্যর আশা অনুভূত হয়।  
পিত্তল বা কাংসা-নির্মিত পাত্রে অন্ন  
দ্রব্যাদি কিংকর্ণ রাখিবার পর আহার  
করিলে মুখ মধ্যে খাদ্যর আশা অনুভূত  
হয়। পিত্তলের তাপে তৈল রাখিলে কিছু  
কাল পরে সেই তৈল একরূপ বিবর্ণ হইয়া  
যায় যে তাহা স্পর্শ করিতে যুগা বোধ হয়।  
যখন কোন দ্রব্য উপরোক্ত রূপ বিবর্ণ বা  
খাদ্যর আশাব্যুত না হয়, তখনও যে তাহার  
সহিত খাদ্য-রূপ সকল ভোক্তার উদরস্থ  
হয়, তাহার প্রমাণ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। যদি  
একদা স্নায় ও পিত্তল পাত্রে অন্ন বা ব্যঞ্জন  
রন্ধন করিয়া ক্রমাগত উত্তরই আশ্বাসন  
করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যতা বিষয়ে  
বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; বাহা  
স্নায় পাত্রে পক তাহা সর্বাপেক্ষা উপা-  
দেয় এবং বাহা পিত্তল পাত্রে পক তাহা  
কিঞ্চিৎ বিকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। স্নায়,  
পিত্তল ও তাম্রের কলসি তিনটিতে সমস্ত  
নিবন বা সমস্ত রাত্রি জল রাখিয়া ক্রমাগত  
তিনটির জল আশ্বাসন করিলে পুরোক্ত রূপ  
স্পষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এবশ্রকার

অব্যাহত রূপ পরীক্ষা দ্বারা সকলেই অমা-  
রাসে বুঝিতে পারেন যে খাদ্য পাত্রান্তরে  
রন্ধন বা পান ভোজন করিলে রূপান্তরিত  
খাদ্য-রূপ সকল কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভোক্তার  
উদরস্থ হইবেই হইবে।

এইক্ষেণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি  
পিত্তল কাংসাদির রূপ সকল শরীরে প্রবেশ  
করিলে বিষতুল্য ক্রিয়া করিতে পারে, তবে  
যাঁহারা নিরত নানা প্রকার খাদ্য পাত্রে  
পান ভোজন ও রন্ধন দ্বারা ভ্রান্তবস্তুর রূপ  
সকল উদরস্থ করিয়া কেলিতেছেন, তাঁহারা  
বিষ-ভোক্তার ন্যায় মহলা হুত্বা গ্রাসে  
পতিত হইবেন না কেন? ইহার উত্তরে এই-  
মাত্র বলা যাইতে পারে যে বিষ দ্রব্য একদা  
অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হুত্বা সংঘ-  
টিত হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে দীর্ঘ কাল  
সেবন করিলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ভিন্ন আর কোন  
প্রকার কলই সাক্ষাৎ সহজে কলিতে দেখা  
যায় না। অধিকেন, গাঙ্গা ও সুরাসেবীদি-  
গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেই ইহার  
যথার্থ্য অনুভূত হইতে পারে। অতএব  
এইক্ষেণে বলা যাইতে পারে যে, এদেশের  
ভ্রান্তদ্রব্যিগের চিরক্ৰমতার যে সকল কারণ  
সামান্যত নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, নিরত খাদ্য  
পাত্রে রন্ধন ও পান ভোজন প্রথাও তাহা-  
দিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

এইহলে অনেকের জিজ্ঞাস্য করিতে  
পারেন যে বহুবিশ অংগের উত্তর পশ্চিম  
অঞ্চলের লোকেরা অধিকতর পরিমাণে  
খাদ্য পাত্র ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা  
বান্দালী অপেক্ষা এত দুঃস্থকার কেন? খাদ্য  
পাত্র ব্যবহার দ্বারা উক্ত প্রবেশস্থ লোকেরা  
যে কিছুমাত্র অনিষ্টভাগী হইবেন না, ইহা  
কোন যত্নেই বীকার করা যায় না। তাঁহারা  
জল বায়ুর উৎকৃষ্টতা নিবন্ধন অমারাসে  
নানা প্রকার শারীরিক অসুখতার সহ ক-

রিতে পারেন। অপরন্তু, তাঁহারা যে পাত্রে রন্ধন ও ভোজন করেন, তাহা তাঁহারা একপ পরিষ্কারব্যবহার রাখেন যে তাহা হইতে অধিক অনিষ্টোত্তর হইতে পারে না। আবাদিগের দেশের গ্রাহ্যেরা রন্ধন ও ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করণ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নহেন, এই হেতু কোন গ্রহেই মলাপ্ত্য পাত্রাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভোজন সময়ে সেই সকল মলাপ্ত্য লইয়া তক্ষা দ্রব্যের সহিত উদরসাৎ হয়, সুতরাং উত্তর উত্তর ক্ষুদ্র বিষদ্রব্য পরিমাণের বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের ন্যায় মুসলমান প্রভৃতি জাতিদিগেরও খাত্ত পাত্র ব্যবহার জন্মিত অনিষ্টোপাত অধিক সম্বন্ধ করিতে হয় না। মুসলমান ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা খাত্ত পাত্রে কেবল রন্ধন করেন কিন্তু কখনই ভোজন করেন না। সেই রন্ধন পাত্র আবার যে খাত্ত দ্বারা নির্মিত হউক না কেন, তাহা প্রায় রাজ বা তৎসদৃশ কোন নির্দোষ পদার্থ দ্বারা উত্তম রূপে মণ্ডিত না হইলে ব্যবহার যোগ্য হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগের অনিষ্ট সত্তাবনা অতি অল্প; কারণ রাজ খাত্ত অগ্নিদিগের সহিত মিলিত হইয়া যত প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তদ্বধ্যে মিউরিরেট (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত রাজ) ভিন্ন আর কোনটি অল্প মাত্রা কেন মধ্যম মাত্রাও শরীরে পীড়া জন্মাইতে পারে না, সেই মিউরিরেটও আবার অধিক পরিমাণে সেবন না করিলে কোন বিরুদ্ধ কল প্রকাশিত হয় না। রন্ধন কালে লবণ হইতে লবণ-দ্রাবক উৎপন্ন হইয়া রাজের সহিত সংযুক্ত হইলে মিউরিরেট অব টিন উৎপন্ন হইতে পারে। রাজ মণ্ডিত পাত্রে রন্ধন করিলে প্রত্যহ এই বিযাক্ত পদার্থের ক্রিয়-বংশ উদরস্থ করিতে হয় বটে কিন্তু পিত্ত-

লাদিতে রন্ধন ও ভোজন সমাধা করিয়া বাতালীরা যে রূপ বিযাক্ত হন, মুসলমান প্রভৃতিরা রাজমণ্ডিত পাত্রে শুদ্ধ রন্ধন সমাধা করিয়া কখনই সে রূপ হয়েন না।

এইকণে শুভাশুভ কল বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কাহারও খাত্ত পাত্রে রন্ধন ও ভোজন করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শরীর সম্বন্ধে যে কিছু না কিছু মঙ্গল অবশ্যই হইবে, তাহা যুক্তকণ্ঠে বলা বাইতে পারে। হৃদয় ও লৌহ পাত্রে রন্ধন এবং প্রস্তর পাত্রে পান ভোজন করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট সত্তাবনা নাই; সুতরাং তাহাই করা সর্বতোভাবে বিধেয়। পূর্ব কালে অধিকাংশ লোকে রন্ধনের নিমিত্ত হৃদয় পাত্র এবং পান ভোজনাতির নিমিত্ত প্রস্তর পাত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তৎকালে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা একপ হীন ছিল না, অতএব এবিষয়ে আমরা সেই সময়ের সাধারণ রীতির অনুবর্তী হইলে আমারদিগের সত্তাভাও স্বাস্থ্য সুখ প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ব্যাঘাত ঘটবার আশঙ্কা থাকে না।

হৃদয় ও প্রস্তর পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলেও কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না। চিনা পাত্র যুক্তিকা নির্মিত, কেবল তাহার উপরিভাগ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী করিবার নিমিত্ত এক প্রকার মিশ্র পদার্থ লেপিত থাকে। এই মিশ্র পদার্থ একপ দৃঢ় ও অদ্রবশীল যে নাইট্রিক এসিড বা যবক্ষার দ্রাবক প্রভৃতি তেজঃ পদার্থের সহিত উত্তপ্ত করিলেও তাহা গলিত, রূপান্তরিত বা ক্ষয়িত হয় না; সুতরাং সেই লেপিত পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। কাচও কয়েক প্রকার পার্থিব পদার্থ; (যুক্তিকা বিশেষ) গলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। বিস্তর পরীক্ষা করিয়া



দেখা গিয়াছে যে কাচ আর কোন পদার্থ যোগে বিগলিত বা অলিত হয় না, সুতরাং ইহাও সম্পূর্ণ রূপ নির্দোষ পাত্র। অতএব ধাতু নির্মিত ভোজন ও পান পাত্রাদির পরিবর্তে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়।

এই ছই প্রকার পাত্র যখন হস্তিকা নির্মিত, তখন ইহাতে পান ভোজন করিবার পক্ষে শাস্ত্র ও ব্যবহারের কোন প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে বিধান আরহ যে হৃদয় পাত্র একবার উচ্ছিন্ন হইলে তাহা আর খোঁতা দি দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা অশুদ্ধ থাকে বলিয়া পুনর্বার আর ব্যবহৃত হইতে পারে না। শাস্ত্রের এই বিধানটির তাৎপর্য্যাবধারণ না করিয়া যথার্থ পালন করিলে চিনা ও কাচের এক পাত্র পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায় না। বটে কিন্তু যদি বিচার সহকারে ঐ শাস্ত্রীয় বিধানটির দর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ইহা বিগলিত ব্যবহার করার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে প্রথম কালে যেকোন হৃদয় পাত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহা সত্ত্বাত্মক অতি অপরিচ্ছন্ন, বজুর এবং নানা প্রকার খোঁতা লতা দি দ্বারা শোভিত থাকিত। এই রূপ সিদ্ধান্ত আত্মদ্বিগের কপোল কল্লিত নহে, কারণ অসংখ্যক স্থানে পূর্বকালের হৃদয় পাত্রাদির যে তত্ত্বাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই সকল হৃদয় হইতে প্রসূত হয়। সেই সময়ে হৃৎপাত্রে অবস্থা ঐরূপ ছিল বলিয়া গোদয়, তন্ন প্রভৃতি যে সকল বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ও ধাতু পাত্রাদি পরিচ্ছন্ন হইত, তদ্বারা কোন দ্রব্যই ইহার শুদ্ধ হইতে পারিত না। এই হেতুই শাস্ত্রকারগণ উচ্ছিন্ন হৃৎপাত্রকে চিরা-

শুচি বলিয়া গিয়াছেন। চিনা ও কাচ পাত্র একরূপ বস্তু যে সম্প্রদায়েরই আবাদিগকে সম্পূর্ণ রূপ পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অতএব শাস্ত্রের দর্শনানুসারে এই ছই প্রকার পাত্র হস্তিকা নির্মিত হইলেও ইহা বিগলিত পুনঃ পুনঃ খোঁতা দি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি পূর্বকালে চিনা ও কাচ পাত্র এদেশে নির্মিত বা প্রবেশ হইতে আনীত হইত, তাহা হইলে বিজবর শাস্ত্রকারগণ বহুদেহ ইহা বিগলিত শুদ্ধ পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া যাইতেন, বসেহ নাই।

পরিশেষে যদি কেহ এই ছই প্রকার পাত্রকে অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া ব্যবহার করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ধাতু নির্মিত থালা, বাটী, গ্লাস, বগুনা ইত্যাদি কে চিনা পাত্রের ব্যায় কালাই করিয়া লওয়া উচিত। এই রূপ করিলে স্বাস্থ্য ও নির্দোষতা বিষয়ে আর কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হইবে না।

### কোন্নানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। ইচ্ছা ইহা হইল কন্য, ছালোক ও তুলোক কৃতি করিয়াহে, যে তিনি এতোক আত্মাকে যৎ কর্তব্যরূপ পুরস্কার বিধান করেন।

২। ছালোক ও তুলোকে অধিপতি সেই পরমেশ্বরের বহিমা মহীমান হউক; তিনিই সকল জীবের প্রভু। ছালোক ও তুলোকে বহিমা তাঁহাতেই আরোপিত হউক; কারণ তিনিই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

৩। ধর্ম-পরাগণ সাধুগণ, সত্যের সম্যক

যথো সেই রাজগণ রাজ্য মহারাজাধিরাজের  
সন্নিধানে নিরাক্ত বাস করিবেন।

৪। তিনি আদি, তিনি অন্ত; তিনি  
প্রকাশ, তিনি অপ্রকাশ। তিনি সর্ব বস্তু  
জানিতেছেন।

৫। তিন জনে গুপ্ত ভাবে কথোপক-  
থন কর জানিবে যে আর এক জন চতুর্থ  
ব্যক্তি তোমাদিগের মধ্যে আছেন; পাঁচ  
জনে কথোপকথন কর জানিবে যে আর  
এক জন বস্তু ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আ-  
ছেন। যত লোকই থাক আর যেখানেই  
থাক, তিনি তোমাদের মধ্যে থাকেন।

৬। হে তত্ত্বগণ! যখন তোমরা গুপ্ত  
ভাবে কথোপকথন কর, তখন যেন শঠতা  
ও শত্রুতা বিষয়ে কথোপকথন না কর কিন্তু  
ন্যায় ও ধর্মের বিষয়ে কথোপকথন করিও।

৭। যিনি আপনার আত্মাকে লোভ  
হইতে রক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় উন্নতি  
লাভ করেন।

৮। তিনি ঈশ্বর, তিনি অধিপতি,  
তিনি গুপ্ত, তিনি শান্তি দাতা, তিনি সত্য,  
তিনি রক্ষক, তিনি শক্তিদান, তিনি উচ্চ  
হইতেও উচ্চ।

৯। তিনি ঈশ্বর—তিনি সৃষ্টি কর্তা—  
তিনি রচয়িতা। তাঁহার নাম অতি উৎকৃষ্ট।  
যাহা কিছু ভুলোকে ও যাহা কিছু ছালোকে,  
সকলই তাঁহাকে কীর্তন করিতেছে।

১০। যিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন  
করেন, ঈশ্বর তাঁহার স্বয়ংকে প্রকৃত পথে  
চালিত করেন।

১১। ঈশ্বর বাহাকে যে রূপ কথ্য  
প্রদান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কিছুছাত্র  
সংসাধন করিতে কাহাকেও বাধ্য ক-  
রেন না।

১২ বাহাদিগের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস  
জাহে ও বাঁহারা সৎকার্য করেন, তাঁহাদি-

গকে ঈশ্বর অস্বাকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া  
বাইবেন।

১৩। ঈশ্বরকে পূজা করিতে ক্ষান্ত  
থাকিও না এবং তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর  
হও।

### ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান।

#### উপনয়ন।

গত ২৫ মাঘ রূহপতিবার শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ  
ঠাকুর প্রকৃতির উপনয়ন অশৌচলিঙ্গ ভাবে সম্পন্ন  
হইয়াছে, উহা যে রূপে নিম্নরূপ হইয়াছে তাহা অবিকল  
উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রথমত মানবক শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৌমর্য বস্ত্র  
পরিধান করিয়া এবং কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ঘেঁষীর  
সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরে দ্বাংসর ব্রহ্মোপাসনা  
সমাপ্ত হইলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ  
উপস্থিত দাক্ষণ্যমিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ওঁ আগত্যা সমগমহি প্র জু মর্ত্যং ব্রূজোত্তম, অরিত্যঃ  
সকরমহি বস্তু সকরতাদয়ং। হে ব্রাহ্মণেবা! তো  
মরা এই শৌভমান মানবকে আমারদিগের সহিত  
সংযুক্ত কর, আমরাও এই আগমনশীল মানবকে  
সহিত সম্বৃত্ত হই এবং নিরিক্ষেপে ইহাঁর সন্তিত সঙ্করণ  
করি, ইনিও কল্যাণের সহিত বিতরণ করুন। পরে  
মানবক এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলেন,—ওঁ ব্রতান্য  
ব্রতপতে ব্রতকরিষ্যামি তত্তে প্রত্নীমি তচ্ছক্রেয়ঃ  
তেনর্জ্জা সমিধমমৃত্যুতং সত্যমুপৈমি। হে ব্রতপতি!  
আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি,  
আমি যেন তাহাতে সমর্থ হই, এবং সেই ব্রতরূপ  
সমৃদ্ধি দ্বারা অমৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হই। পরে মান-  
বক আচার্য্যকে কহিলেন,—ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্যমুপমান-  
য়ক। আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে উপ-  
নীত কর। অনন্তর আচার্য্য তাঁহার নাম তিচ্ছাসা  
করিলেন,—ওঁ কোনোমসি। তোমার নাম কি? মানবক  
কহিলেন,—ওঁ শ্রী সোমেন্দ্রনাথ দেবশর্মা নামাশ্রম।  
আমার নাম শ্রী সোমেন্দ্রনাথ দেবশর্মা। আচার্য্য  
কহিলেন,—ওঁ বেবায় বা সবিত্রে পরিমমামি  
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্মন্। হে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেব-  
শর্মন্! জগৎ প্রলবিতা পরম দেবতাকে তোমার সম-  
র্পণ করিতেছি। পরে আচার্য্য কহিলেন,—ওঁ ব্রহ্মচারি  
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্মন্। হে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেব-  
শর্মা ব্রহ্মচারি! ওঁ আচার্য্যবীনো বেব মনীব, মা

দিয়া বালীঃ। আচার্যের অধীনে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, দ্বিবাতে নিমিত্ত হইবে না। মানবক কহিলেন—ওঁ বাচ্য। পরে আচার্য ও মানবক উভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আচার্য মানবককে ত্রিহস্ত যুগ্ম মেখলা কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিলেন ও এই মন্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন,—ওঁ ইয়ং হুঙ্কর্যং পরিবার্যমানা বর্ষা পবিজ্ঞঃ পুতনী ন আগাৎ। এই মেখলা আমার দেয় অব্যক্ত বাক্য সকল নিবারণ করিয়া এবং পবিজ্ঞ বর্ষাকে বিভক্ত করিয়া আগমন করুন। অন্তর আচার্য মানবকের হস্তে যজ্ঞোপবীত দিয়া পাঠ করাইলেন,—ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি বজস্য যোগবীতেনোপদেহামি। তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা হারা উপনীত হই। মানবক ইহা পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিধান করিলেন। অন্তর উভয়ে উপবেশন করিলেন এবং আচার্য ব্রহ্মচারিকে কহিলেন,—ওঁ অধীহি জোঃ সার্বিত্রীং, যে তবান্ অহব্রবীতু। যে ব্রহ্মচারি। আমার নিকট সার্বিত্রী অধ্যয়ন কর এবং তুমি আমার পরে পরে বল। পরে ব্রহ্মচারি অবস্থিত হইলে আচার্য প্রথম অধ্যয়ন করাইলেন, ওঁ তৎসবিতুর্ভূর্যেণাং। পরে ওঁ তর্গোদেবস্যা ধীমহি। তৎপরে ওঁ ধির্যোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ পরে ওঁ তৎসবিতুর্ভূর্যেণাং, তর্গোদেবস্যা ধীমহি। তৎপরে ওঁ ধির্যোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপরে ওঁ তৎসবিতুর্ভূর্যেণাং, তর্গোদেবস্যা ধীমহি। ধির্যোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরদীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগের মুক্তি রহিত সকল প্রেরণ করিতেছেন। পরে আচার্য ব্রহ্মচারিকে ওঁকার পূর্বক ব্যাছিত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া অধ্যয়ন করাইলেন। প্রথম ওঁ হুং, পরে ওঁ ভুবঃ, তৎপরে ওঁ স্বঃ। অন্তর উভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আচার্য ব্রহ্মচারিকে তৎপরিমাণে বিশ্লিষ্ট হও দিয়া তাঁহাকে পাঠ করাইলেন,—ওঁ হুঙ্কর্যং হুঙ্কর্যম্ সা ককঃ। যে শোভন কীষ্টি। তুমি আমাকে কীষ্টিতে বিখ্যাত কর। পরে গৃহীত দণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, প্রথম মাতার নিকট ওঁ ভবতিঃ। ভিক্ষাং দেহি। ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বলিলেন, ওঁ বস্তি। পরে মাতৃ-বন্ধু ত্রীগণের নিকট, তৎপরে পিতার নিকট, তাহার পর অন্যের নিকট ভিক্ষা করিলেন। পুরুষের নিকট ভিক্ষা এই মাত্র প্রভেদ যে, ওঁ তবন্ ভিক্ষাং দেহি। এই ক্রম ভিক্ষা করিয়া লম্বায় লঙ্ক জব্য আচার্যকে স্নান করিলেন। পরে ব্রহ্মচারি সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগ্ধত চেষ্টা অবস্থান করিলেন এবং সন্ধ্যা কালে গায়ত্রী জপ করিয়া পরে হবিষ্যার ভোজন করিলেন।

### সমাবর্তন।

উপনয়নের পর বোধাধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আচার্য শ্রীমুখ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমাবর্তিত করিলেন।

প্রথমত ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরে সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে আচার্য শ্রীমুখ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে পাঠ করাইলেন,—ওঁ ব্রতান্যং ব্রতপতে ব্রত যচার্য ততে প্রব্রবীমি তবলকং তেনক্ত্যা সদিদমহ-বনুত্যাং সত্যশুশাসাং। যে ব্রতপতি। আমি যে ব্রত অহর্ভান করিয়াছি; তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি এবং সেই ব্রত রূপ সমৃদ্ধি হারা অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পরে আচার্য-প্রেরিত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মি যব মাস দুগ্ধাদি ওষধি ত্রযা যুক্ত ও চন্দনাদি গন্ধ দ্ব্যস্তিত শীতোষ্ণ মিশ্রিত জল দ্বারা বীর অঞ্জলি পূরণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা তাহা ভূমিতে পরিচ্যাপ্ত করিলেন,—ওঁ যদশাং যোরঃ যদপাং কুরঃ যদপামশান্তমতি তৎ হুজামি। জল সম্বন্ধীয় বাহ্য ভয়বহ, বাহ্য ক্রুর ও বাহ্য অসহ্যকর, তাহা পরিচ্যাপ্ত করি। পুনঃ পুরোক্ত রূপ জল দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা অপনাকে অভিষেক করিলেন,—ওঁ যদশে তেজসে তস্মৈ বর্জনায় বলারোহিত্রায় বীর্ঘ্যায়ান্নাদায় রায়স্পোষায় বিষ্ণোয়াপচিটো। যশ্, -তেজঃ, ব্রহ্মবর্জ, বল, ইন্দ্রিয়, বীর্ঘ্য, অন্নাদ্য, ধন, ধান্য, বীজি ও সম্মান প্রাপ্তির নিমিত্তে আমি আপনাকে অভিষেক করি। আর দুই বার অমৃতক অভিষেক করিলেন। পরে ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন সিংহ দ্বিগ মেখলা মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ উচ্চুতমং করুণ পাশমম্মদবাহমং বিমধ্যমং অশ্বায়। যে ইশ্বর। আমার কর্তাবিহিত পাশ অবতরণ কর ও পাদাবিহিত পাশ অবতরণ কর এবং কটিদেশাবিহিত পাশ শিথিল কর। অন্তর ব্রহ্মচারী পুরাতন যজ্ঞোপবীত পরিচ্যাপ্ত করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া পাঠ করিলেন, ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি বজস্য যোগবীতেনোপদেহামি। তুমি যজ্ঞোপবীত যজ্ঞের উপবীত যে তুমি, তোমা হারা উপনীত হই। পরে পুষ্পমালা পরিধান করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ জীর্ঘসি ময়ি রম্যঃ। তুমি শ্রী, তুমি আমাকে শোভিত কর। পরে আচার্য কহিলেন,—ওঁ অধীতং দেব মধীহি। মধীত দেব অধ্যয়ন কর। ব্রহ্মচারী পঠিত বেদ পাঠ করিলেন।

পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন করিলেন এবং আচার্য

ব্রাহ্মচারির প্রতি উপদেশ দিলেন,—ওঁ সভ্যঃ বধ, সমুদো বা এষ পরিশ্রম্যতি বোধেন্দুতমভিব্যক্তি। সভ্য কথ্যং বহু, যে বাক্তি মিথ্যা কথ্যে, সে সমুদো শুদ্ধ হয়। ওঁ বর্ধ্যঃ চর, বর্ধ্যঃ পরঃ নাস্তি, বর্ধ্যঃ সর্বেষাং তুতানাম্ যমু। বর্ধ্যাচরণ কর, বর্ধ্যের পর আর নাই, বর্ধ্য সকলেরই পক্ষে সমুদরূপ। ওঁ অজ্ঞায়া দেয়ঃ, অজ্ঞায়া অদেয়ঃ। অজ্ঞার সহিত দান করিবে, অজ্ঞার সহিত দান করিবে না। ওঁ মাতৃসেবোভব, পিতৃসেবোভব, আচার্য্যসেবোভব। মাতাকে সেবতুল্য, পিতাকে সেবতুল্য, আচার্য্যকে সেবতুল্য জান। ওঁ যাননবদ্যানি কন্ধ্যানি তানি সেবিত্বয়ানি নো ইতরাণি। কল্যাণকর যে সকল কর্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবে, অকল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ওঁ বান্যস্বাকং হুচরিতানি তানি হযোপাসানি, নো ইতর বি। আমরা যে সকল সন্ন্যাসচার করিণা থাকি, তুমি ভগ্নসমুদ্রের অনুষ্ঠান কর; তত্ত্বের অন্য কর্মের অনুষ্ঠান করিও না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরে বৌদী হইতে ত্রিমুক্ত প্রণাম আচার্য্য মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

ঐমান্ সোমেন্দ্রনাথ। ঈশ্বর প্রসাদে তোমারদের অমব আত্মাতে সাবিত্রী রূপ বীজ নিহিত হইল। আজীবন তোমরা সেই বীজে জ্ঞান রূপ জ্যোতি ও ধর্ম রূপ বারি-সিকন করিবে যে সেই বীজ বিকসিত ও শাখা পল্পবে প্রসারিত হইয়া তোমারদের অনন্ত কালের হুয়া হইবে। যেমন এখন তোমরা বেদ পাঠ করিলে, কেবল শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলে, তাহাতেই সমুদ্র তৈরি করিবে না। ইহার অর্থ জানিবে, তাৎপর্য্য জানিবে, এবং যাচা জানিবে তাহার মত কার্য্য করিবে। গায়ত্রী দ্বারা চির জীবন প্রাতঃকালে হৃদয়োরগের সঙ্গে সঙ্গে যুগ প্রকালন করিবা শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে—তবে কালে তোমাদের আত্মা প্রশুদ্ধ হইয়া তাহা হইতে যে স্বপ্ন প্রবাহিত হইবে, তাহা দেবতারিণের ও স্পৃহনীয় হইবে। ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি রাখিবে, এখন হইতেই পরকালের উপযুক্ত হইবে। শুদ্ধমুখ হইয়া ধ্যানবৃত্ত হইয়া গায়ত্রীর অবলম্বনে তাঁহার সঙ্গীপুত্র হইতে থাকিবে। ওঁ এই শব্দ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম দান, তাঁহার ওঁ এই প্রথম দান। “প্রথম দান ওঁকার”। এই সহজ শব্দ ওঁ শিশুর মুখ হইতে প্রথম বহির্গত হয়। তার পরে মা শব্দ, তার পরে বা শব্দ। ওঁমিতি ব্রহ্ম, এই ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতিবোধক। ত্রুতি বা অব লোকঃ তুবই-তাত্ত্বরীকঃ স্তবরিত্যসৌ লোকঃ। তু এই পৃথিবী, তুব-অতরীক, স্বঃ স্বর্গ। যে অগ্ন্যবজ্ঞ আকাশে জ্বল-কর রূপে নীতি পাইতেছে, তাহাই দেব লোক, তাহাই স্বর্গ। উপযুক্ত হইলে সেই সকল লোকে জন্মের কাল আনন্দ ভোগ করিতে সক্ষম করিবে। গায়-ত্রীকে সঙ্গায় কর, তিনি তোমারিণকে স্বর্গ লোকে ব্রহ্ম ধ্যমে লইয়া বাইবেন। প্রমদ্য নুনা হইয়া তুতু-বঃবঃলোক-ব্যাপীকঃ ধ্যান কর। আমাদের আত্মার আয়তন এই শরীর। পরমাত্মার আয়তন তুতুঃবঃবাঃ। তুতুঃবঃবাঃ আকাশে ওঁতপ্রোত রহিরাছে, আবার আ-কান ঈশ্বরেও ওঁতপ্রোত হইয়া আছে। পরমাত্মার আয়তন সঙ্গীম আকাশ, যে আকাশে তুমি হইতে তুমি

নক্ষত্র-সকল বহিত রহিরাছে। জ্যোতির্বেত্তারা ব্যাখ্যাি তাহার অন্ত করিতে পারে নাই, এবং কখন তাহার অন্ত করিতে পারিবও না। ব্রহ্মের বাক্তি এই জগৎশাসির, অনন্তের আঁসান স্থান অনন্ত লোক। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং তুতুঃবঃবাঃ বলিয়া এই ভূমিতে ঈশ্বর, অন্তরীক ঈশ্বর, এবং স্বর্গে তে ঈশ্বর ভাবিবে। এই তুতুঃবঃবঃব্যাপী পরম দেবতা সবিভা। এই সমুদ্র জগৎ যিনি প্রসব করিরাছেন, তিনি প্রসবিতা, জগৎ পিতা, অখিল মাতা। হৃক্টিব পূর্বে সমুদ্র জগৎ তাঁহারি গর্ভে ছিল। যেমন অণু প্রমাণ বীজের ম-যা বৃহৎ বট-রূক্ষ অব্যাক্ত রূপে থাকে, হৃক্টির পূর্বে সমুদ্র জগৎ এর মধ্যে সেই রূপ ছিল। পরে তাঁহার ইচ্ছা হইল আর এই সমুদ্র জগৎ প্রস-বিত হইল। তোমরাও যমুয স্বরে এই ভাবে এখনি গান করিলে। “ইচ্ছা হইল তব ভাষা বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি”। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান শক্তি ধ্যান কর। এই বিশ্ব সংসারের রচনাট তাঁর জ্ঞান শক্তির নিরূপণ। তিনি এই বিশ্ব সঙ্গ-ব-রচনা করিয়া আমাদের কাহারও নিকট হইতে ভুলে নাই, তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভ যুক্তি প্রেরণ করিতেছেন। যে বাক্তি সেই শুভ যুক্তির অঙ্গুগত হইয়া চলে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে তাহা না শুনিয়া তাহার বিপরীত পথে চলে, সে পরম যমু হইতে ত্রুত হয়। এই প্রথম ব্যা-জ্ঞতি ও গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, যে পরব্রহ্মেতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। প্রথম ব্যাক্তিত্যাক্ত পংক্তি ত্রিচয়ন চ। উপাস্য পরমঃ ব্রহ্ম আত্মা যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতঃ। (মন্ত্রঃ)

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অনন্তর ব্রাহ্মচারী কর্ণ শেখ উপলক্ষে আচার্য্যকে অভিষেক করিলেন, ওঁ শান্তিগোপোক্তঃ ত্রৈলোক্যপ্রসাদঃ দেবপদ্মাহঃ ভোগ্যঃ অভিষেকঃ। শান্তিলা গোত্র জৈনো-মন্ত্রেণাথ দেবপদ্ম। আমি, আপনাকে প্রণাম করি। আচার্য্য পুষ্পাণি দান পূর্বক শুভমন্ত্র, তোমার মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্বাদ ও প্রাতঃভাষন করিলেন।

পরে আচার্য্য ও ব্রাহ্মচারী উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—ওঁ পিতা নোহসি। তুমি আমা-দের পিতা। পিতা নো বোঃ। পিতার ন্যায় আমরা-গকে জ্ঞান শিক্ষা দেও। নমস্তেহস্তঃ। তোমাকে নম-স্কার। মা বা হিংসাঃ। মোহ পাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। ওঁ বিশ্বামি দেব সনিততুর্হিতানি পরামহু। যে দেব! যে পিতা! পাগ সকল মাজ্জনা কর—আমাদের পাগ সকল মাজ্জনা কর। যতদূর তুমি বাহুব। দাঘা তজ্জ—দাঘা কল্যাণ, তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। ওঁ নমঃ সন্তোষাচ চ সন্তোষাচ চ নমঃ সন্তোষাচ চ সন্তোষাচ চ নমঃ শিবাচ চ শিবতয়া চ। তুমি যে স্বধকর কল্যাণকর, স্বধ-কল্যাণের আকর কল্যাণ কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

শেষে ব্রাহ্মচারী ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ওঁ য একাঃবর্গী বহুহা শক্তিযোগাঃবর্গবানকান্ নিহি-তাথো দধতি। বিচৈতি চাত্তে বিশ্বব্রহ্মো সযোঃ সমোদয়জ্ঞা শুভা সংযুক্ত। যিনি এক-এক বর্গহীন

এক মিনি প্রজ্ঞাপনের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে বাঁহাতে বাগ্ণ হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পদ্মেধর; তিনি আশ্রয়বিগকে শুভ হুঁকি প্রদান করুন—ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ব্রহ্মচারী পাদদ্বয়ে চরণশাটুকা প্রদান করিয়া পাঠ করিলেন,—ও নেত্রে হোমনয়তং মাং। তোমরা নেতা, আমাকে ইতি বেশে লইবা নাও। পরে ব্রহ্মমাণ বৈশ্বদেব ও গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন,—ও গন্ধর্বো-হুগামমব। তুমি রক্ষাকর্তা, আমাকে রক্ষা কর। পরে গৃহে গমন করিলেন। ইতি সমাবর্তন সমাপ্ত।

### সম্বাদ।

অদ্য চারিবৎসর হইল মিথিলা প্রদেশের ভারতাসা নগরে ভারতাসার রাজার কন্যাধিক বিজয়র ত্রিযুক্ত বাহু চক্রশেখর বহুর বাসায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। উপাসনা কার্য সমুদ্র ত ও বালনা ভাষায় সম্পাদিত হয়। কোন কোন রবিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় তাহা সমুদ্র ত ও হিন্দী ভাষায় নির্বাহিত হয়। উল্লিখিত উপাসনায় নগরস্থ বাকালী ও হিন্দুস্তানীদিগের উৎসাহ দৃষ্ট হয়। গত তিন বৎসর ঐ উপাসনাসমাজের সাংসদসক উৎসব কার্য ১১ বাৎসরিক নির্বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবসে কাগ্যলয় বন্ধ না থাকায় উপাসনার উপস্থিত হইতে সাধারণের অসুবিধা হয়, এই জন্য এবৎসর বসন্তপঞ্চমী ও দ্বিতীয় দিন সাংসদসক উৎসব হইয়াছিল। এবার উক্ত উৎসব উপলক্ষে তিনবার ব্রাহ্মোপাসনা হয়। পঞ্চমীর দিবস প্রাতে ও সাংকালে এবং বজ্রি দিবস প্রাতে। প্রথম দিবস সাংকালে যে উপাসনা হয় তাহাতে উপাসনার আদ্যন্ত মধ্যে তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভারতীয় ব্রাহ্মজ্ঞানের ঐতীহ্য, দ্বিতীয়তঃ অষ্টোত্তম শঙ্কর ও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য, তৃতীয়তঃ ব্রহ্মদর্শন ও তত্ত্বনা সৎ-গুণের সাধন এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন প্রথমতঃ ধর্মের আনন্দ ও ধর্ম হইয়া-কগতের উৎসাহ, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মজ্ঞানের তাৎপর্য, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয় ধর্ম এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ত্রয়োদশ হইতে সত্যজ্ঞান পর্যন্ত পথের উত্তর পাথে স্থানে স্থানে গুণ ঘট, আত্ম শাখা ও কর্মনী রূপ স্থাপিত হইয়াছিল। সত্যজ্ঞান সত্য পন্থা পূর্ণাঙ্গ দ্বারা স্থাপিত ও আনন্দকর ব্যঙ্গোপাঙ্গয়ে এবং ধর্ম, গুণগুণ ও অন্যান্য সৎগুণ তত্ত্বের সৌন্দর্য পরিপূর্ণিত হইয়াছিল। নবমের বাকালী, হিন্দুস্তানী, মৈথিলী, বাবতীয় ব্রাহ্মণ গণিত ও সাধুদিগের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন সাংসদসক উপাসনার সময় বৈষ্ণবে তত্ত্বতা একজন অতি প্রাণী লক্ষ্যার্থী আচার্য্য ও ত্রিযুক্ত চক্রশেখর বহু মতামত উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা কার্য অতি সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সত্য জ্ঞানের অব্যাহত পার্কে পশ্চিমের রীত্যনুসারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পুষ্পমালা, আভর, গোলাব ও পান প্রদান সময়ে ধর্ম বিবরণ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছিল। সত্য জ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান আনন্দব্যয়ে পরিপূর্ণ হইল এবং শ্রোতৃগণ

ব্রহ্ম নামের জয় কীর্তন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাপ-মন করিলেন। দ্বিতীয় দিন উপাসনার একশ্রুত ভাব হই-রাছিল, যে সে সময় অনেকেই অল্প সময়ের করিতে পারেন নাই। তাহার বলিলেন যে এমন মনোহর ধর্মীয় ভাব প্রাচীনা কখন দর্শন করেন নাই। উপাসনা কার্য সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয় লোকসিগকে বহু ও শয়না প্রস্তুত হইয়াছিল। গত সাংসদসক দিন হইতে অনেক তর্কি একেশ্বরীয় লোক ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অজ্ঞান হইয়াছেন। এখন তাহারিগের অহরোহে প্রতি রবিবার বাকালী উপাসনার পরিবর্তে সমুদ্র ত ও সাধু হিন্দি ভাষায় উপাসনা প্রবর্তিত করা হইয়াছে। চক্রশেখর বাহু আশ্রয়বিগকে নিষিদ্ধাছেন—এখনকার মোকেব ভাব যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে একেই বন্ধা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবে। মৈথিলীরা কখন যে মহর্ষি জনক, সংসারে থাকিয়া ব্রাহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তাহার রাজধানী এই মিথিলা প্রদেশে ছিল। এখন দিন কবে হইবে যখন পুনরায় এখানে ব্রাহ্ম ধর্মের জয় পাতকা উদ্ভূত হইবে?

### বিজ্ঞাপন।

#### বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৬০

ঘটিকার সময়ে হইবে

এবং

#### নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ শনিবার প্রাতে ৭০ মাসে সাত ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উত্তর দিবসে বহা সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আগমন পূর্বক ব্রাহ্মোপাসনা করিবেন।

বর্ষ শেষ হওয়ার তাৎপর্য ব্রাহ্মদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহা আগামী বর্ষের নিবন্ধ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাবিত করি-বেন। অগ্রিম মূল্য অথবা প্রদান না করিলে সমাজে ক্ষতি করা হয়।

বাঁহাঘিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বা-বাস অনাবার আছে, তাহার অগ্রাহ্য করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে ইহা পরিপোষ করিবেন। দত্তা সমা-জ্যেষ্ঠবাস অবধি তাহারে নিকট বাণ্ডল দিয়া পত্রি-প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

### বিক্রয় স্থান পুস্তক।

হিন্দুধর্মের জ্যেষ্ঠা মূল্য ১০ মাণ্ডল  
প্রকৃত অলাভ্যমারিকজ  
কাহাকে ব্রহ্ম  
Adi Bramo Sozaj  
& Church  
দ্বিতীয় মুদ্রাবলী তৃতীয় ভাগ  
হিন্দুধর্ম সীতি





